সম্মান শিক্ষা করিয়া থাকে।" হার্ডার নামক ইংরাজ গ্রন্থকার বলেন "স্ত্রীলোকই সৃষ্টির মুকুট।" লেসিং নামক জর্ম্মণ গ্রন্থকার বলেন "যে প্রকৃতির সর্ব্বোত্তম ধন স্ত্রীলোক।" হুইটিয়ার্ নামক আমেরিকান কবি বলেন "যে খৃষ্টীয়ানগণের বিশ্বাস যদি সত্য হয় যে স্ত্রীলোকের দোষে মানবজাতি পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ হারাইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে পুনরায় স্ত্রীলোকের সাহায্যেই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে।" পূর্ব্বোক্ত বল্‌টেয়ার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "পুরুষগণের সমস্ত জ্ঞান স্ত্রীলোকের বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত তুলনা হয় না।" সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর লুথার বলিয়াছেন "স্ত্রীলোকের দয়ার্দ্রচিত্তের ন্যায় কমনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।" এমারসন্ নামক সুবিখ্যাত আমেরিকান্ গ্রন্থকার বলেন "স্ত্রীলোক মূর্ত্তিমতী কবিতা।"

বোম্বাই জাতীয় মহাসমিতির মহিলা প্রতিনিধিগণ।

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির যে পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে যে কয়েক জন দেশীয়া মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য তাঁহাদিগের কাহার কাহার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে দুইজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন—কুমারী রয়েস্ কারল্‌টন, এম, ডি, ও বিবি এমা রাইডার, এম, ডি। কুমারী কারল্‌টন অম্বালা নগরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং অতি অল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ পূর্ব্বক দেশীয় স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অম্বালার দেশীয় পুরুষ ও মহিলাগণ সকলেই ইহাঁর গুণে মুগ্ধ। ইনি অম্বালার দেশীয় মহিলা সমাজের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত হয়েন। বিবি রাইডার আমেরিকার এম, ডি, উপাধিধারী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। ইনি পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সঙ্গে এদেশে আগমন করিয়াছেন। ভারত মহিলার উপকার সাধনই ইহাঁর ভারতে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি বোম্বাই নগরে একটী মহিলা সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উহা দ্বারা তথাকার দেশীয় মহিলাগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। যে সকল দেশীয় অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা আশ্রয়হীনা, তাহারা যাহাতে কুপথে গমন না করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তজ্জন্য তাহাদের নিমিত্ত ইনি একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায়

শিল্প শিক্ষা করিয়া এই সকল মহিলা সৎপথে থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। শ্রীমতী ত্রিম্বক কালারান্ একজন মহারাষ্ট্রীয়া ব্রাহ্মণমহিলা। ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাঁর স্থাপিত অনেকগুলি ছোট বড় বিদ্যালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদিগের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্রীমতী কাশীবাই কনিৎকার, ইনিও একজন মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সুবিখ্যাতা ডাক্তার আনন্দবাই যশীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। "মনোরঞ্জন" নামক যে মাসিক মহারাষ্ট্রীয় পত্রিকা পুনা নগর হইতে প্রকাশিত হয়, শ্রীমতী কনিৎকার ও তাঁহার স্বামী তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী নিকম্বী ইনি মহারাষ্ট্রীয়া খ্রীষ্টীয় মহিলা। ইহাঁর স্বামী মহারাষ্ট্রীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন। স্বদেশীয়া মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কুমারী মাণিক্‌জি কর্‌সেটজী পারসীক মহিলা। বোম্বাই নগরে এলেকজান্দ্রা বালিকা বিদ্যালয় নামে যে বিদ্যালয় আছে, ইনি তাহার পরিচালিকা। ইনি সুশিক্ষিতা ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি ধনী ও উচ্চ পারসীক বংশ-সম্ভূতা। এই কয়েকটী মহিলা ব্যতীত পণ্ডিতা রমাবাই ও তিনজন বাঙ্গালী মহিলা প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের বিষয়ে এখন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

দাস বিক্রয় প্রথার উৎপত্তি।

১৪৪২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগেলের রাজা হেন্‌রি সহচর অনুচর সহ সমুদ্রে বিহার করিতে করিতে আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হন। রসাডর নামক স্থানের মুরজাতীয় কতকগুলি ভদ্র লোক রাজা হেনরির সহ পরিচিত হন এবং প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে কয়েকটী নিগ্রোদাস উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। হেন্‌রি তাহাদিগকে লিসবন্ নগরে লইয়া আসিয়া স্বীয় দাসস্বরূপ পরিগণিত করেন। আফ্রিকা মহাদেশে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে ইয়োরোপের লোক উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা প্রথম জানিতে সক্ষম হয়। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে কয়েক জন পর্ত্তুগীজ বণিক আফ্রিকায় গমন করিয়া তথা হইতে কতকগুলি নিগ্রোদাস ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন। ইহার পর হইতে ইয়োরোপস্থ নানা প্রদেশের বণিকগণ দাস বিক্রয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। জন্ হকিন্স নামক একজন ইংরাজ ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দাস

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথ তাঁহাকে নাইট্ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন! ১৬১৮ খৃঃ অব্দে রাজা জেম্সের রাজত্ব কালে সার রবার্ট রিচ-প্রমুখ অনেকগুলি ইংরাজ বণিক আফ্রিকা খণ্ডে দাস ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার পর এই জঘন্য প্রথার বিষময়ফল আমেরিকায় ফলিতে থাকে এবং সুসভ্য ইয়োরোপীয়গণ এক দাসজাতির সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের নীচতম প্রকৃতির পরিচয় দান করেন।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা।

স্ত্রীলোকগণের বিদ্যা শিক্ষা তাঁহাদিগের নিজের পক্ষে ও মানব সমাজের পক্ষে কতদূর শুভফলপ্রদ, এ বিষয়ে আজও সভ্যজগতে বাদানুবাদ চলিতেছে। বাস্তবিক পুরুষগণের অনুরূপ স্ত্রীলোকগণকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করার কোন প্রকার অহিতকর ফল হইতে পারে কিনা এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। আজ কাল আমেরিকায় যে সকল মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নানা বিষয়ক উচ্চ উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিতেছেন, দেখা যাইতেছে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাহের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন! যে সকল স্ত্রীলোক নানাবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা যদি বিবাহ না করেন, তাহা হইলে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের সন্তানগণের স্বভাবতঃ যেমন বুদ্ধিমান, মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন এবং বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, এমন অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মহিলাদিগের নহে। অতএব উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ স্বীয় স্বীয় উপজীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষমা বলিয়া যদি বিবাহ না করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে উপকার লাভের আশা করা যায়, তাহার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। সুসভ্য আমেরিকায় উচ্চ স্ত্রী শিক্ষা হইতে সমাজের কতদূর স্থায়ী উপকার হইবে, সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লেখক সন্দিহান হইয়াছেন। কিন্তু অধিকতর সংখ্যায় স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই যে বিবাহপরাঙ্মুখা থাকিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

মুসলমানদিগের নমাজ।

মুসলমানধর্ম্মের এই কঠোর নিয়ম যে বিশ্বাসী মুসলমান প্রতিদিবস পাঁচ বার নমাজ বা ঈশ্বর-স্তব করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বা নিভৃত স্থানে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে উপাসনার জন্য স্থানের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নমাজের সময় উপ-

স্থিত হইলে, বিশ্বাসী মুসলমান যদি তখন লোকালয়ে থাকেন, তাহাহইলে তিনি তথায় নমাজে প্রবৃত্ত হন। তুরস্ক দেশের নগর বা গ্রামের পথপার্শ্বে ঐরূপ দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। বণিক বা দোকানদার নমাজের সময় উপস্থিত হইলে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নমাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয়ান বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে প্রার্থনা বা উপাসনা সম্বন্ধে মুসলমানদিগের ন্যায় নিয়ম-পরায়ণ দেখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার বিধি আছে, কিন্তু তাহা এখন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মহর্ষি সক্রেটিস।

সাধুগণ আমাদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগাইয়া দেন এবং অস্ফুট শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তি সমূহকে বিকশিত করিয়া তুলেন। আমাদের আত্মার যে সকল অভাব আছে, মহৎ লোকের জীবনে সেই সকলের পূরণ দেখিলে স্বতঃই আমাদের প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাদের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের জীবনে জড়তা ও বিষাদের ভাব সর্ব্বদা আসিয়া থাকে; কিন্তু মহৎ জীবনী ইন্দ্রজালের ন্যায় নির্জীবকে সজীব করে এবং হতাশ ও বিষণ্ণকে জলন্ত উৎসাহে পূর্ণ করে। সেই জন্যই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্য স্বভাবতঃই মহৎ ব্যক্তিগণের পক্ষপাতী হয় এবং অসামান্য প্রতিভাশালী লোকদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

পৃথিবীতে যত সাধু ও মহাত্মা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্ত অম্লান মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারাই চিরকাল মানব হৃদয়ে উচ্চতম স্থান পাইয়া থাকেন। ইতিহাস এই সকল মহাত্মা-দেরই জীবনচরিত। ইঁহারা ঐশ্বরিক শক্তির বলে কুসংস্কারের অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকা ভেদ পূর্ব্বক সত্যের আলোক বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে আমাদের বাসোপযোগী করিয়াছেন। ইয়ুরোপ খণ্ডের ধর্ম্মবীরগণের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা সক্রেটিসের জীবন বৃত্তান্ত এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশার জন্মের ৪৬৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে মহামতি সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সোফ্রোনিস্‌কাস্ একজন প্রস্তর-খোদক ছিলেন এবং তাঁহার জননী ধাত্রীর কার্য্য করিতেন।

বাল্যকালে সক্রেটিস পৈতৃক ব্যবসায় প্রস্তর-খোদকের কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজে সত্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পেলিষ্টা বা বাজারে যাইয়া প্রচার করিতেন। তিনি পথে

পথে ভ্রমণপূর্ব্বক শিষ্যবর্গকে উপদেশ দান করিতেন, কোনও স্থানে বিশেষ বক্তৃতা বা আলোচনা করিতেন না। তিনি অল্প স্থলেই উপদেশ দিতেন, প্রত্যুত প্রশ্ন পরম্পরা দ্বারা শ্রোতার মনে তাঁহার মত ও উপদেশের মর্ম্ম দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন। এইরূপ শিক্ষা প্রণালীকে "সক্রেটিক্ শিক্ষা-প্রণালী" কহে। তিনি নূতন তর্ক-প্রণালী ব্যবহার করিতেন। আমাদের দেশস্থ মহাত্মা রামমোহন রায় সেইরূপ তর্ক-প্রণালী প্রভাবে বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের সাংসারিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। তিনি দেখিতে কদাকার ছিলেন; তাঁহার ওষ্ঠ, নাসিকা ও শরীর বড়ই স্থূল ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার চেহারা দেখিয়া বোধ হয় তুমি নিতান্ত বদ্মায়েস্ লোক।" মহাত্মা বিনীতভাবে বলিলেন, "যথার্থ আমার দেহ যেমন কদর্য্য, মনও তেমনি। আমি কেবল মানসিক বল দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিয়াছি।" তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন—"তিনি দেখিতে পশুবৎ, কিন্তু এই পশুবৎ বাহ্য মুখসের ভিতর এক দেবতা লুক্কায়িত আছেন। যখনই এই নররূপী দেবতা প্রকাশ্য স্থানে সত্য-সুধা বিতরণ করিতেন, তখনই সকল প্রকৃতির ও সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত।" তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্লেটো, জেনোফন্, ইউক্লিড্, এপলোডোরাস্, এরিষ্টিপিয়াস্, পিরো ও ক্রিটিয়াস্ ইহারাই প্রধান। ধনী নির্ধন, মূর্খ পণ্ডিত, সকলেই সমানভাবে সক্রেটিসের নিকট স্নেহ ও সমাদর পাইতেন। ইনি ধনের মর্য্যাদা করিতেন না। শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। কখনও পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু তুষারের উপর দিয়াও সর্ব্বাগ্রে পদব্রজে চলিতে পারিতেন। তাঁহার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতাও অসাধারণ ছিল। ডেলিয়াম্ যুদ্ধে নিজ-দল পলায়নোন্মুখ হইলে সক্রেটিস্ গম্ভীরভাবে শত্রুমিত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজ শয়ন-মন্দিরে পদচালনার ন্যায় ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পটিডিয়ার যুদ্ধেও বিশেষ কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ অকুতোভয়ে নিজ নির্দ্দিষ্টস্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন, রাজনৈতিক আন্দোলন কালেও সেইরূপ। যদিও কেবল দুইবারমাত্র রাজনৈতিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাচ তাহাতে বিলক্ষণ বীরত্ব ও সত্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমবার, আর্গিনুসী যুদ্ধ-প্রত্যাগত সেনানীগণের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে কেবল সক্রেটিস্ই তাহার প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয়বার, বিখ্যাত ত্রিংশৎ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা (Tyrants) জনৈক নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধানের

জন্ত আজ্ঞা করিলে সক্রেটিস্ নিজ জীবন রক্ষার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঐশ্বরিক বাণী সক্রেটিসকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। জীবনের পরীক্ষার ও বিপদাপদের সময় তিনি এই ঐশ্বরিক বাণী শুনিতে পাইতেন। যুদ্ধ কাল ব্যতীত তিনি কখনও এথেন্সের বাহিরে যাইতেন না। দুইজন থেসেলী-দেশীয় যুবরাজ অর্থের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদের দেশে বাস করিতে সক্রেটিসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা স্বাধীনভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে,যাহার প্রতিদান দিতে পারিবেন না, এরূপ উপহার লইতে পারেন না; এবং তাঁহার অভাব অল্পই, কারণ দুই তিন আনা পয়সামাত্র হইলেই এথেন্সে উদরপূর্ত্তি করা যায়, ও নির্ঝর সর্ব্বদাই নির্ম্মল-বারিপূর্ণ থাকে, অতএব অধিক ধনেরও প্রয়োজন নাই।"

সক্রেটিসের রসিকতা ও স্বাধীন-চিত্ততাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। তৎ-কালের সফিষ্ট নামক পাণ্ডিত্যাভিমানী সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। সফিষ্টদের ন্যায় কাল্পনিক মত প্রচারে মাথা না ঘুরাইয়া, তিনি জ্ঞানকে দেবগণের নিকট হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। সিসিরো তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন "তিনি দর্শনকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনিয়াছেন।" সত্য, ধর্ম্ম, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার মতে মনুষ্যই মনুষ্যের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়।

সক্রেটিসের বন্ধু চিরেফন ডেল্‌ফির ধর্ম্মযাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সক্রেটিস্ অপেক্ষা কেহ জ্ঞানী আছেন কি না?" উত্তরে দৈববাণী বলিল, "কেহই না।" মহাত্মা এই দৈববাণীর সত্যাসত্য জ্ঞাত হইবার জন্য কবি, দার্শনিকাদি সকলের নিকটেই যাইতেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের যেরূপ খ্যাতি, তদনুরূপ জ্ঞান ত কিছুই নাই, অথচ সকলেই জ্ঞানাভিমানী। এইরূপে অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার মত অপরেও কিছু জানেন না, তবে তাঁহারা যে জানেন না, ইহা বুঝেন না। কিন্তু তিনি যে কিছুই জানেন না এই সত্যটী তিনি বেশ বুঝেন। বিদ্বান লোকের নিকট যাইয়া তিনি হাবা সাজিয়া বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিতেন ও তাঁহারা উত্তর করিলে ক্রমে ক্রমে অকাট্য তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক তর্কচূড়ামণি মহাশয়দিগকে ভূতল-শায়ী করিয়া নিজ-তর্কজালেই বদ্ধ করিয়া লজ্জিত করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ রোষ ও লজ্জাতে পূর্ণ হইয়া অধীর হইয়া পড়িত, কিন্তু সক্রেটিসের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই শীতল থাকিত ও তিনি সহাস্য বদনে তর্ক করিতেন। এই জন্য শত্রুরা তাঁহাকে ভয় ও ঘৃণা করিত। তিনি তাহা-

দের অপ্রিয় ত হইবেনই। কে বল প্রকাশ্য স্থানে অজ্ঞানতার জন্য উপহসিত হইতে চাহে? ইউপলিস নামক জনৈক কবি বলিয়াছিলেন "আমি এই ছোট লোকটাকে ঘৃণা করি। এ সর্ব্বদাই বকিতেছে ও কোথায় অন্ন পাইবে এই বিষয়টী ভিন্ন আর সকল বিষয়ই তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।" দেশাচারের বিরুদ্ধে বলাতে সমাজ তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতন আরম্ভ করিল। সক্রেটিস্ নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও দেশাচার লোকাচারের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিজ বিবেকের বা তাঁহার "ঐশ্বরিক বাণীর" বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা নির্ভয়ে অসত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া তর্কবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাজনেতৃগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চির-বাস পথের কাঙ্গাল এক ব্যক্তি সকলকেই তুচ্ছ করিবে, "বাপ পিতামহ" হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে সকলি উলটাইয়া দিবে, জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত চূড়ামণিদিগকে সর্ব্বলোকসমক্ষে অপদস্থ ও লজ্জিত করিবে, ইহা কে সহ্য করিতে পারে?"

(ক্রমশঃ)

জন্তু-বিজ্ঞান।

(৩০১ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর।)

১। শ্রেণী বিভাগ।

একটী ঘরে যদি ৫০ খানি ব্যবহারের কাপড়, ২০০ খানা পুস্তক, ২।১ দিস্তা কাগজ, চারি পাঁচটী কলম, যদৃচ্ছাক্রমে চারিদিকে ছড়ান থাকে, তবে তাহার কোন একটা জিনিষ প্রয়োজনের সময় খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একখানি চিঠি লিখিতে গেলে কাগজ কলম ঠিক করিয়া গুছাইয়া লওয়া বড় সহজ হয় না। কিন্তু যদি যথাস্থানে জিনিষ গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গুছান থাকে, তবে যত ইচ্ছা কাগজ, কলম, বই, কাপড় এক ঘরে রাখিয়া দেও, যখন যেটির প্রয়োজন, ঠিক্ সেইটি তৎক্ষণাৎ পাইবে। এক মুষ্টি চাউল যদি একটী ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে দেখিতে যেন অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আবার দুই মুষ্টি চাউল যদি একটী স্থানে রাখা যায়, তবে দেখিতে বড়ই অল্প বলিয়া মনে হয়। শৃঙ্খলার গুণে অধিক যেন অল্প বলিয়া মনে হয়, অসংখ্যও যেন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। শরতের নির্ম্মল আকাশে, নীল আকাশভরা যত নক্ষত্র দেখিতে পাই, সাধারণতঃ আমরা সেগুলি অসংখ্য বলিয়া ভাবি। বাস্তবিকও অসংখ্য অনন্ত লোক, এই অনন্ত শূন্য ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু আমরা চক্ষে যতগুলি

নক্ষত্র দেখিতে পাই, সেগুলি গণিয়া শেষ করা গিয়াছে। শৃঙ্খলার বলে, শ্রেণী বিভাগের ফলে, আকাশে কত তারা আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এ জগৎ-ভরা কত জীব, কত জন্তু! কিন্তু একটু গুছাইয়া লইতে পারিলে, ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। একবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে সমগ্র জন্তু জাতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করাও সহজ হয়। সুতরাং শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানের প্রথম সোপান। কিন্তু কার্য্যটি বড় কঠিন।

এ দেশে জাতির একটী নাম বর্ণ। যখন আর্য্যেরা সকলে শুক্লকায় ছিলেন, তখন বর্ণ লইয়া জাতির প্রভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা শত শত অতিবড় কুলীন সন্তানদিগকেও নিবিড় কৃষ্ণকায় দেখিতে পাই। বর্ণ একটা অতি পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা। ইহার উপর জাতি বিভাগ চলে না। বাহ্যিক আকৃতিতেও জাতি স্থির হয় না। চারিখানি পা দেখিয়া যদি চতুষ্পদ বলিয়া একটী জাতি স্বীকার করা যায় এবং ঐ জাতি হইতে পক্ষী, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি বাদ দেওয়া যায়, তবে বড় ভ্রমে পড়িতে হয়। কারণ, পক্ষী জাতির ডানা, সম্মুখের দুখানি পায়ের রূপান্তর মাত্র। যদিও তদ্দ্বারা এখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না; কিন্তু উড়িয়া যাওয়া ও ভ্রমণ উভয়ই এক জাতীয় কার্য্য। আবার ইহাও বুঝা যায় যে, চারিখানি পা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া মৎস্য জাতিতে তাহাদের ডানার সৃষ্টি করিয়াছে। সাপের পা নাই, ইহাই লোকের বিশ্বাস; তাই কথায় বলে, সাপের পা দেখিলে রাজা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাপের চারিখানি পার চিহ্ন ও অঙ্কুর রহিয়াছে। এ হিসাবে স্তন্যপায়ী জাতি, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর জাতি ও মৎস্য চতুষ্পদের অন্তর্গত। সুতরাং এরূপ বিচারে শ্রেণী বিভাগ চলে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন প্রণালী, আকৃতি এ গুলির উপর জাতি বিভাগ অবশ্যই নির্ভর করে। কিন্তু সুধু তাহাতেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাদির আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী ও কার্য্যোপযোগিতার বিচার করা চাই।

মনেকর একস্থানে দুইটী কল আছে। কল দুইটীই বন্ধ। দুইটী কলেই দেখা গেল যে, দুইখানি করিয়া দীর্ঘ হাতা, এবং দুটী করিয়া বড় পেঁচ আছে। যদি ইহা দেখিয়াই দুইটিকে এক শ্রেণীর কল বলিয়া স্থির করিয়া লওয়া যায়, তবে ভুল হইলেও হইতে পারে। যখন কল দুইটী কার্য্য করিতে থাকে, তখন মনে কর, দেখাগেল, যে, একটীর হাতা দুইখানি অগ্নিতে বাতাস দিবার জন্য; একটীর পেঁচ, অগ্নির উত্তাপ নিয়মিত করে; অপরটির পেঁচ চাকা ঘুরায়। তখন হাতা বা পেঁচের লক্ষণে যন্ত্র দুইটী লক্ষণাক্রান্ত করিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে

পারে না বরং একটীর যাহা হাতা, অপরটীর তাহাই পেঁচ। "ভোঁ ভোঁ করিলেই ভোমরা হয় না। গলায় পৈতে থাকিলেই বামন হয় না।" এজন্য শ্রেণী বিভাগের সময় অঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া (Morphology) এবং অঙ্গের ক্রিয়া (Physiology) স্থির করিতে হয়। এই-রূপ বাহ্যিক আকৃতিতে সহস্র প্রভেদ সত্ত্বেও অঙ্গগঠন প্রক্রিয়ার গণনায় সমগ্র জন্তু জাতি গুটিকতক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রতি গোষ্ঠীর জন্তু, অঙ্গের-কার্য্যোদ্দেশ্যের হিসাবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত। এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, শরীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা পারেন, করিবেন। আমরা এস্থলে কেবল মোটা-মুটি উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রথা দ্বারা নির্দ্ধারিত, জন্তুদিগের বিভাগের কথাই উল্লেখ করিব এবং প্রত্যেক বিভা-গের জন্তুর, প্রকৃতি, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃ-তির পরিচয় দিব। এবারকার প্রবন্ধ সাধারণশ্রেণী বিভাগ করিয়াই শেষ করিব।

সমগ্র জন্তু সৃষ্টি, দুইটী বৃহৎ জাতিতে বিভক্ত। এই দুইটী জাতিকে "মেরু-দণ্ডী" ও "মেরুদণ্ডহীন" নামকরণ করা যাউক। একটু অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দ্বারা এই দুই বৃহৎ শ্রেণীর পার্থক্য বুঝাই-তেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটী কাঁকড়া কিম্বা বিছা, কোন একটী পতঙ্গ লও, এবং প্রথম শ্রেণীর পক্ষ হইতে একটী মাছ কিম্বা বেঙ লওয়া যাইতে পারে। মাছ অনেকে আহার করিয়া থাকেন; না হইলেও, অনেক মরা মাছ পাওয়া যাইতে পারে। একটা মরা কাঁকড়া, পতঙ্গ বা বিছা পাওয়া খুব সহজ। প্রথম একটী পতঙ্গকে সযত্নে আড়ভাবে (transversely) দুইভাগে যদি কাটা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার শরীরের মধ্যে একটীমাত্র রন্ধ্র আছে এবং ঐ রন্ধ্রের মধ্যেই তাহার একটী আহার রন্ধ্র, একটী রক্ত সংক্রমণ প্রণালী, এবং একটী স্নায়ুচক্র। কিন্তু যদি বেঙ উক্ত-রূপে কাটিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার শরীরের মধ্যে দুইটী রন্ধ্র দেখা যাইবে। একটী রন্ধ্রের মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড-সহ স্নায়ুচক্র; এবং অন্য রন্ধ্রের মধ্যে, আহার রন্ধ্র, রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুচক্রের কিয়ৎভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি; শেষোক্ত শ্রেণীর ২টী রন্ধ্রের স্নায়ুচক্রের প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(ক) মেরুদণ্ডহীন জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
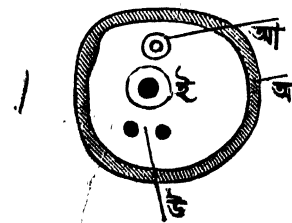
(খ) মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
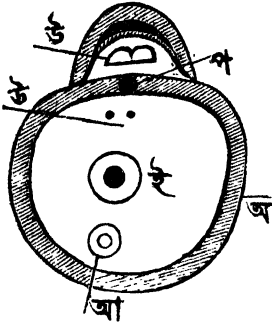
অ, দেহের ভিত্তিরূপ আবরণ। আ, রক্ত সংক্রমণ প্রণালী। ই, খাদ্য রন্ধ্র। উ, স্নায়ুচক্র। ঊ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সহিত মেরুদণ্ডাংশ। প, পৃষ্ঠতন্ত্রী।

অধিকন্তু মেরুদণ্ডী জন্তুর অভ্যন্তরে, একটী কঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম অন্তঃ কঙ্কাল (Endo-skeleton) রাখিলাম। এই অন্তঃ কঙ্কালের মধ্য ভাগে একটী দণ্ড আছে; সেটী মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। এই শ্রেণীর যে জন্তুতে ঠিক্ মেরুদণ্ডটী নাই, সেখানে তদনুরূপ আর একটী জিনিষ আছে; তাহাকে পৃষ্ঠতন্ত্রী (Noto-chord or Chordo-dorsalis) নামে অভিহিত করিব। আর একটী কথা, মেরুদণ্ডী জন্তুর প্রত্যঙ্গ চারি খানির অধিক নহে এবং সেগুলি, মেরুদণ্ডহীন জন্তুর মত শরীরের স্নায়ুচক্রের দিকে গুটাইয়া থাকে না, বরং দূরে প্রসারিত থাকে। এগুলি পরীক্ষায় না বুঝিলে চলিবে না। এখন থাকুক, এ সকল কথায় পরে প্রয়োজন হইবে। এই দুই শ্রেণী আবার অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। মেরুদণ্ডহীন জন্তু ৫টী বিশেষ শ্রেণীতে এবং মেরুদণ্ডী জন্তুও ৫টী শ্রেণীতে বিভক্ত! ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া তাহাদের পরিচয় দিব।

জন্তুবিজ্ঞানের তিক্ত ও কঠোর ভাগের উল্লেখ সংক্ষেপে করিলাম। আগামী বার হইতে এক একটী শ্রেণীর নাম করিয়া তদন্তর্গত এক একটী বিশেষ শ্রেণী ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে এই জন্তু জাতির বর্ণন করা যাইবে। বর্ণনাংশ সরস করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু নীরস কথাও বিজ্ঞানে অনেক বলিবার থাকে। সে সকল পাঠ করিতে হইলে একটু ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীজাতি ধীরতা গুণে চিরপ্রসিদ্ধ; সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া কিছু উপরোধ অনুরোধের প্রয়োজন দেখি না।

অহঙ্কারীর পরিণাম।

আমি ভোর বেলায় জমিদার বাবুর বাগানে ফুটিয়াছি। আমার সুমুখে, পিছনে, দুপাশে অনেকেই ফুটিয়াছেন। আমার অতি নিকটে যিনি ফুটিয়াছেন, তাঁর নাম গোলাপ। অমন সৌন্দর্য্য আমার জীবনে কখনও দেখি নাই, তার

উপরে সৌরভ! সবাইকে পাছে রাখিয়া বাতাস আগে তাঁরই গন্ধ বহিতেছিল, তাঁর হাসিতেই আমাদের বন আলোময় হইয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে কত আহ্লাদ হইল তা আর কি বলিব? বড় সাধ হইল যে মন খুলিয়া তাঁহাকে ভালবাসা জানাই। কিন্তু তিনি বড়লোক, আমি গরিব, তাঁর কত শোভা, কত বাহার—আমার তো কিছুই নাই; পাছে আমার মত অযোগ্য বন্ধুর ভালবাসা পাইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন, সেই ভয়ে চুপে চুপে, পাতার আড়াল থেকে, তাঁহার গোলাপী দেহের মনোহর মাধুরী দেখিতে লাগিলাম।

একটু খানি পরে গোলাপ আমার দিকে চাহিলেন; চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমি মনে মনে খুব আশ্বাসিত হইলাম; তাঁর সুমধুর কথা শুনিবার আশয়ে কতবার মুখ পানে চাহিতে লাগিলাম। বোধ হয় আমার ভাব দেখিয়া সুললিত কণ্ঠে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি লো মল্লিকে, অমন করে আমার পানে তাকাচ্চিস যে?" আমার পাশে যূথিকা ছিল, সে আমার কানে কানে বলিল "ও হরি! অমন সুন্দর মুখে অমন কটমটে কথা কেন?" আমি কথা কহিলাম না—সত্য বলিতেছি গোলাপের কথাটী ভদ্র লোকের নিকট তত ভাল বোধ না হইলেও সেদিকে আমার মন ছিল না। আমি বক্তার কণ্ঠস্বরে প্রীত হইয়া উত্তর করিলাম "আপনার স্রষ্টাকে মনে করিতেছি।" গোলাপ মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "ভাবিতেছি এমন সৌন্দর্য্য—এমন সৌরভ—এমন ঢল ঢল মাধুরী যিনি করিয়াছেন, তাঁহাতে নাজানি কি আছে!—"

আবার গোলাপ অভদ্রতা করিলেন। আমি যে কথা বলিলাম তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কেবল সৌন্দর্য্যের কথাটীই বুঝিলেন! আমার মুখের কথা না ফুরাইতেই বলিয়া উঠিলেন "আমি যে কি, তা এখনও বুঝিস্ নি, আমার আদর—আমার গৌরব তা এখনও দেখিস্ নি! বাবুর মেয়েরা আমায় মাথায় পরে রাখে, ছেলে বাবুরা আমায় পকেটে পূরিয়া থাকে, যে দেখে সেই বাহবা দেয়!—যেন আমায় দেখিয়াই তারা ধন্য হইল! তাই বলিতেছি আমার মহত্ত্ব এখনও বুঝ্‌তে তোদের বাকি আছে।"

গোলাপ আপনা আপনি এই কথা বলিতেছে দেখিয়া লজ্জায় আমার বুক কেমন করিতে লাগিল। সে মধুরতা—সে রমণীয়তা যেন এই কয়টী কথায় মুছিয়া গেল। আমি কোন উত্তর করিলাম না, যূথি আবার আমার কানে কানে বলিল "সপ্তমে চ'ড়ে রয়েছেন যে! ওর চাইতে উনি আগাছার ফুল হ'লে সুখে থাকৃতে পার্ত্তেন।" আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোলাপ আবার বলিল "তোদের জনম বিফল

মল্লিকে! মেয়েরা তোদের মাথায় পরে না, ছেলেরা গলার হার করে না, তোদের কি গতি হবে?—এক সেই জগন্নেথে মালী, সেই যদি ঠাকুর ঘরে দেয়, আর তো কোন কাজেই লাগ্‌বিনে।"

আমার আর সহ্য হইল না। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন মানুষের ভোগবিলাসে না লাগিয়া উপকারে লাগে, তার উপরে দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হয়, তাহাই আমার প্রাণের একমাত্র প্রার্থনা।" গোলাপ অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিল "ছোট লোকের দশাই ঐ রকম! অমন সোণার চাঁদদের কাজে লাগ্‌বি কেন? —উড়ে মালীর কশ্‌কশে হাতে উঠ্‌বি, ঠাকুর বাড়ীর ডোবায় পচে মর্‌বি, হা! হা! হা!" শুনিয়া যূথিকা উত্তর করিল "ও মা, এটা কোথাকার পাপ, এক কথায় আর উত্তর দিচ্ছে কেন?" গোলাপ রাগে আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমার বড় ভয় হইল, সরলা বালিকাকে মুখরা না জানি কি বলে!—কিন্তু গোলাপ কথা কহিবার অবকাশ পাইল না, সহসা টুন টুন ঝনাৎ শব্দে বাগান পূরিয়া গেল, আমরা চাহিয়া দেখিলাম, বাবুর মেয়েরা বাগানে আসিয়াছেন। তাঁরা কেউ গন্ধরাজ, কেউ রজনীগন্ধা তুলিয়া মাথায় দিলেন, একজন সেই গোলাপকে পাড়িয়া খোঁপায় পরিলেন। গোলাপ যাইবার সময়ে আমাদের মুখপানে চাহিয়া এক তীব্র হাসি হাসিয়া গেল, সে হাসির অর্থ "এই দেখ্‌ আমি কত বড় লোক!" যথার্থ বলিতেছি যখন বাবুর মেয়ের মাথার উপরে সে উঠিল, তখন তার শোভা যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল! কালো কুচ্‌কুচে চুল, তার উপরে গোলাপ; যেমন মেয়েটী তেমনি গোলাপটী! দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল, আমি সেই বিশ্ব-স্রষ্টা দেবকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণের পরে মেয়েরা চলিয়া গেলেন।

আর একটু পরে গোলাপের কথিত "জগন্নেথে মালী" দেখা দিল। আমি ও যূথি আহ্লাদে তার সাজিতে উঠিলাম। সে সাজি পূর্ণ করিয়া আমাদের লইয়া ঠাকুর ঘরে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চন্দন মাখিয়া আমাদিগকে বিশ্বনাথের উদ্দেশে, তাঁরই চরণে দিলেন; আহ্লাদে আমি অবশাঙ্গ হইলাম! তখন করযোড়ে বলিলাম "হরি হে, দীনবন্ধো, যে তোমায় কায়মনোবাক্যে ডাকে, তুমি তাকে এমনই দয়া কর! আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থও তোমার অনুগ্রহ এত পাইতেছে! এই জন্যই তুমি করুণাময়, পতিতপাবন!" আমি এই সকল বলিতেছি, এমন সময়ে কয়জন লোক সেই ঘরে উপস্থিত হইল। একজন আগন্তুক বলিলেন "ঠাকুর মশাই! মল্লিকা ফুল কয়টী ফেলিয়া দিবেন না, পূজা শেষ হইলে আমি লইয়া যাইব। উহা দিয়া একটা অষুধ তয়েরি করিব।"

আহ্লাদের উপর আহ্লাদ! আমার এ দেহ পরের কাজে লাগিবে! আমার ফুল-জীবনে ইহার অধিক আর সার্থকতা কি?

এইখানে দুইটী বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। একজন বলিতেছে ভাই সে গোলাপটা কি হইল? উত্তরে শুনিলাম "আহা! সে গোলাপটা মাথা থেকে খুলে পচা নর্দ্দামার ভিতরে পোড়ে গিয়েছে।" এ কণ্ঠস্বর আমি চিনিলাম, সেই যিনি গোলাপকে মাথায় দিয়াছিলেন, শেষ স্বর তাঁরই। কথা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল!—আহা গোলাপ! তুই রূপে গুণে অতুলনীয় হইয়া অহঙ্কারের ফলে নর্দ্দামায় পচিয়া মরিলি! অহঙ্কারীর এইরূপ অধঃপতনই হয়! আমরা দুদিনের জন্য আসিয়াছি, মানব! তোমরা অনেক দিন থাকিবে, তোমরাই ভাল করিয়া শিক্ষা কর। শ্রীমাঃ—

মহাপ্লাবন।

(৩০৩ সংখ্যা ৩৬২ পৃষ্ঠার পর)

আরব ও সিরিয়া দেশের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ কল্পিত কালের ব্যবস্থানুসারে জুনো দেবীর মন্দির বৎসরের মধ্যে দুইবার সমুদ্র জলদ্বারা ধৌত করিত। কালডিয়া দেশের জলপ্লাবনের বিবরণ এইরূপ। যখন জিদ্ধস্থ্রস্ নামক ব্যক্তি কালডিয়া দেশের রাজা ছিলেন, তখন একদা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি ওনিস্ নামক দেবতা স্বপ্নেতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথিবী জলপ্লাবিত হইবে, ইহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। আরও তিনি তাহাকে ভূতকালের সকল বিষয়ের ইতিহাস লিখিয়া কোন স্থানে তাহা সমাহিত করিয়া রাখিতে এবং তরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ বন্ধু বান্ধব ও চতুষ্পদ জন্তু ও পশু পক্ষি সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন! তাঁহার আদেশ অনুসারে রাজা সমুদয় প্রস্তুত করিয়া তরীতে আরোহণ করিলে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। কিয়ৎকাল পরে জলের হ্রাসতা হইলে রাজা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে ভূমিতে অবতরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বহুকাল পরে আকাশবাণীর উপদেশানুসারে তদ্দেশবাসীরা সেই সকল ভূতকালের ইতিহাস ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করে! গ্রীস দেশের জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত এইরূপঃ—সত্যকালে ওনেকস নামক এক ব্যক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিবাসীরা তাঁহার জীবন কালের পরিমাণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইল। তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য দৈববাণী হইল যে যখন ওনেকসের জীবন কালের শেষ হইবে, তখন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া সমস্ত মনুষ্যজাতি

বিনষ্ট হইবে। তদনন্তর গ্রীস দেশীয় ডিউকেলিয়ন্ * নামক ব্যক্তির জীবিত কাল সময়ে জলপ্লাবন হইয়া সমস্ত মনুষ্য কুল বিনষ্ট হইল তখন দেবগণেরা মৃত্তিকায় নরাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বায়ু দ্বারা সেই প্রতিমূর্ত্তিকে জীবন দান করিলে পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হইল।

হিন্দুশাস্ত্র মৎস্য পুরাণে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মশীল রাজা সত্যব্রতকে জলপ্লাবনের বিষয় জ্ঞাত করান ও তরণী প্রেরণপূর্ব্বক সপ্ত ঋষি ও সত্যব্রত রাজাকে সেই মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। পরে তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কিয়ৎকাল নৌকা পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার আদেশে ঋষিরা হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন, পরে তাহা 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত হইয়াছিল। আমেরিকাস্থ ব্রেজিল, কুবা ও তরাফর্ম্মার(পেরুদেশস্থ) জন প্রবাদের সহিত বাইবেলোক্ত নোয়া ও তৎঘটিত বৃত্তান্তের অবিকল ঐক্য দৃষ্ট হয়। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ প্রকার বিবরণ লিখিত আছে। থাস্ নামক রাজার রাজত্বকালে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আজ্ঞায় প্লাবনের জল পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রসঙ্গ চীনের প্রাচীন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ যখন সমস্ত জাতির ইতিহাসে জল প্লাবনের বিবরণে মূলতঃ একরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তখন আদিমকালীন মনুষ্যজাতি যে প্রথমে একত্রে একস্থানে বাস করিত ও সেইস্থানে এই ভয়ঙ্কর জল প্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইহার সম্বন্ধে বিপরীত মত ব্যক্ত করেন। তাঁহারা ইহাকে পৃথিবীর একস্থানব্যাপী না বলিয়া সর্ব্বদেশব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহারা পৃথিবীঘটিত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ ঘটনাকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে ধারণা করেন না। তাঁহারা বলেন আদিম কালে কোন সময় সমস্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবেক এবং সেই প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনুষ্যেরা সেই সেই দেশের পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইয়া থাকিবেক। তাহাতেই সকল জাতির ইতিহাসে জলপ্লাবনের বিবরণে একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস্য নহে, কেন না এরূপ ঘটিলে সকল জাতির ইতিহাসে মূলতঃ একরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব—অবশ্য বাহুল্যরূপে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। কিন্তু যখন এরূপ ঘটে নাই, তখন ইহা একস্থানব্যাপী বলিয়াই বিশ্বাস করা অধিক সঙ্গত।

* সিরিয়া দেশের প্রবাদেও ডিউকেলিয়ন নাম পাওয়া যায়।

মাতার প্রতি উপদেশ।

কয়েক বৎসর গত হইল আমেরিকায় একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শতাধিক ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা কি কি উপায়ে সচ্চরিত্র ও মার্জ্জিত-হৃদয় হন, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তি উত্তর করেন যে, শুধু এক মাতৃশিক্ষার গুণেই। মাতার প্রদত্ত শিক্ষার এমত ক্ষমতা কেন? প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তানের ভাবী জীবন গঠন বিষয়িণী শক্তি মাতৃহস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃস্নেহ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অমিয়ময় স্তন্যপান করাইয়া ও নানা প্রকার আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া লালন পালন করিয়া তাহার শারীরিক মঙ্গল বিধান করেন। এই প্রকার যত্ন হইতে মনে এক কমনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। মানবচরিত্র গঠনবিষয়ে ভালবাসার আকর্ষণীশক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূত হয়। ইহারই দ্বারা মানব স্বভাব সুশাসিত ও পরিচালিত হয়। নারীর কোমলহৃদয় ভালবাসার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব নারী ভিন্ন কাহার ভালবাসা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে? ভালবাসাই তাঁহাকে ধৈর্য্যশীলা, সরলা ও ক্ষমতাশালিনী করে। তাঁহার বাক্য মৃদু ও মধুর; তাঁহার হাস্য সুমধুর; তাঁহার ভ্রূকুটি অপেক্ষাকৃত কম ভীতি ও বিরক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার বদন-জ্যোতিতে ক্ষুদ্র-শিশু-প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য মনড্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন। শিশুর চরিত্র কোমল মৃৎপিণ্ডবৎ, ইহাতে যাহা পড়িবে তাহার অনুরূপ ছবি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা বাহুল্য তাহার মনোবৃত্তি স্ফূরণ বিষয়ে জনয়িত্রীই মুখ্য উপায়। শুধু শরীরের কল্যাণ বিধান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, হওয়াও উচিত নহে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। সন্তানের মন ও অন্তর তাঁহার হস্তে সমর্পিত। অস্মদ্দেশীয়া মাতৃগণ—এ বিষয় আদৌ মনোযোগপূর্ব্বক দেখেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সন্তানের দৈহিক কুশল কামনা করিলে ও দৈহিক কুশল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা বিষম ভ্রম। এই বিষম ভ্রমের বিষময় ফল মাতাকে ও সন্তানকে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হয়। মাতৃশিক্ষার বলে শিশু প্রথমে কথা কহিতে শিখে, ভাবভঙ্গি শিখে। উত্তরকালবর্ত্তী যাহা কিছু শিক্ষা তৎসমস্তের ইহাই ভিত্তি। মাতৃশিক্ষা ভাল হইলে সন্তান সুশিক্ষা পাইবে, মাতৃ-শিক্ষা মন্দ হইলে, সন্তান কু শিক্ষা

পাইবে। অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, শৈশব শিক্ষা যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরকালবর্ত্তী শিক্ষাই বিশেষ কার্য্যকরী। এই কথার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃশিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ। পরে যেরূপ শিক্ষা হউক না কেন, খারাব ভিত্তির উপর উত্তম অট্টালিকা যেরূপ স্থায়ী হয় না সেইরূপ কুসংস্কার-সঙ্কুল মন্দ মাতৃ শিক্ষার উপর সুশিক্ষা স্থাপন করিলে তাহাও পরিণামে মন্দ হইয়া উঠে। তিঁনিই সন্তানগণের সমক্ষে আদর্শ। তিনিই ন্যায়ের সুন্দর প্রতিমা। তাঁহার কথায়,কার্য্যে ও স্বভাবে তিনি যাহা পরিচয় দেন, সেগুলি তাহারা সতত সূক্ষ্মরূপে দর্শন করে। তিনি অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কথায় ও কার্য্যে যাহা শিক্ষা দেন, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, মাতাকে সর্ব্বদা আপন দায়িত্ব ও শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ-চেতা থাকিতে হইবে। সমাজের আশা ভরসা, পরিবারের অগ্রণী, ও অনন্তের শিক্ষার্থী জ্ঞানে তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। মাতৃগণ! মাতৃ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অগ্রে একাগ্রতা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা করুন। আশা করি আপনারা কখনও বিস্মৃত হইবেন না যে, আপনাদিগের চতুঃপার্শ্বে যাহারা ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে অমর আত্মা আছে।

বিচক্ষণা জননী অতি সাবধানে বিচরণ করেন। সন্তানদিগের চরিত্র বুঝিয়া তিনি যেন তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করেন। সংসারে যত সন্তান তত প্রকার পৃথক্ স্বভাব। যে উগ্রস্বভাব ও সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে দমন করিতে হইবে; যে ভীরু-স্বভাব লোকের সহিত বড় মিশিতে চাহে না, তাহাকে সাহস দান ও প্রোৎসাহিত করিতে হইবে। এইরূপে এক একটির স্বভাব ও চরিত্র অভ্যাস করিয়া চলিতে হইবে। যিনি এই সকল বুঝেন না, তিঁনি কুত্রাপি সুমাতা নহেন,ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(৬ সংখ্যক)

১। পিপীলিকা,—মধুমক্ষিকা জাতির ন্যায় ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা পর্ব্বতের আকারে বালুকা,মৃত্তিকা ও বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা আবাস নির্ম্মাণ করে। এই পিপীলিকাবাসের উপরিভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকার দ্বার থাকে এবং ইহার অভ্যন্তরে সোপান পরম্পরা দ্বারা গৃহগুলি সজ্জিত হয়। এই সোপান

অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ-প্রবেশ এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের বিশেষ সুবিধা হয়।

উপরি উক্ত শ্রেণীত্রয় যথা,—পুং, স্ত্রী, এবং কর্ম্মোপজীবী। গ্রীষ্মাগমে সমগ্র জাতি গৃহসংস্কার এবং শীত ঋতুর জন্য আহারীয় সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার-পূরণে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়। এই জন্য বাইবেল আলস্য ও জড়তাকে তিরস্কার করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, "হে অলস ব্যক্তি! পিপীলিকার কার্য্যপ্রণালী অবলোকন কর, আহাদের নিকট হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় শিক্ষা কর।" ইহারা দূর হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া আনে। কোন বস্তু অধিক ভারী হইলে একাধিক পিপীলিকা সমবেত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে প্রিয় বস্তুটিকে গৃহে আনিয়া "গুদামে" যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে।

কোন বিপদের আশঙ্কা হইলে এই পরিশ্রমশীল ক্ষুদ্র জাতি শান্তিময় স্থান দেখিয়া তথায় গমন করে এবং পুনরায় তথায় পূর্ব্ববৎ কার্য্যারম্ভ করে।

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাগণ পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, প্রাণপণ যুদ্ধ করে, আহত ও ক্ষতদিগকে সমরভূমি হইতে স্থানান্তরিত করে, এবং বিপক্ষদলের পরাজিতদিগকে দাস করিয়া কুটীরমধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে বা কঠোর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়।

পিপীলিকাদিগের কুটুম্বাদিও অনেক। উই, বড় পিপীলিকা, কাষ্ঠ-পিপীলিকা ইত্যাদি ইহাদের "দায়াদ" বা জ্ঞাতি। পিপীলিকার বৃত্তান্ত বহু-বিস্তীর্ণরূপে ডারউইন্ সাহেব তাঁহার এক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে এই ক্ষুদ্র জীবের বিষয় আলোচনা করিলে ইতর জাতীয় জীবগণের যে জ্ঞান-বুদ্ধি একবারেই নাই এ কথা বলা যায় না।

২। মাকড়্সা,—ইহাদের মধ্যে বহু জাতি-বিভাগ আছে। কিন্তু সকলেরই চারি জোড়া পা, চারি জোড়া চক্ষু, দুইটী হস্ত, এবং জাল বুনিবার জন্য হস্তের ন্যায় অস্ত্র বিশেষ আছে। ইহারা জাল দ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল জাল এক প্রকার আঠাল বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। অসতর্ক কীট পতঙ্গাদি জালের মধ্যে পড়িলে তাহাদের আর নিস্তার থাকে না। ধূর্ত্ত মাকড়্সা লুক্কায়িত স্থান হইতে নির্গত হইয়া ঐ অসাবধান কীট পতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক "হনন" করে। যদি জালের কোন ভাগ ছিন্ন হয়, তবে মাকড়সাগণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উহা মেরামত করিয়া লয়; এবং জালে ধূলা লাগিলে হস্তদ্বয় দ্বারা সবলে জাল ঝাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলেই ধূলা ঝরিয়া যায়। তৎপরে নিজ গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত

হয়। ইহাদের গৃহ ও জাল রচনা অতীব বিচিত্র। সর্ব্ব-জাতীয় মাকড়সাদের উদরের পার্শ্বে চারি বা ছয়টী বুনিবার যন্ত্র থাকে। এই উচ্চ উচ্চ যন্ত্রের অগ্র-ভাগে বহু-সংখ্যক ছিদ্র বা মুখ আছে। এই ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে সূচ্যগ্র প্রমাণ স্থানের মধ্যে সহস্রাধিক এইরূপ মুখ থাকিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী অস্ত্র হইতে এক সহস্র সূক্ষ্ম সূতা একীভূত হইয়া বাহির হয়। ঐ মিলিত সূক্ষ্ম সূতা সকল এই বুনন্ যন্ত্রের এক দশমাংশ ইঞ্চ দূরে মিলিত হইয়া, দৃশ্যমান মাকড়্সার সূতায় পরিণত হয়। এই সকল সূতার দ্বারা মাকড়্সা জাতি জাল রচনা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কীট-পতঙ্গ-সঙ্কুল বৃক্ষলতাদির মধ্যে, কেহ বা গবাক্ষ এবং প্রকোষ্ঠের কোণে, কেহ বা পরিত্যক্ত গৃহাদির মধ্যে জাল ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও গুপ্ত শিবির নির্ম্মাণের বিষয় বলিতে অবশিষ্ট আছে। শ্রুতিকটু-নামানুরূপ বিকটাকার ভৈরব মূর্ত্তি লুকাইয়া না রাখিলে ভয়ে কোন প্রকার কীট পতঙ্গাদি নিকটবর্ত্তী হইবে কেন? চতুর মাকড়্সা ইহা বেশ জানে, তাই জালের নিম্নে রেশম সদৃশ সূতার দ্বারা ছাউনি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকে। ইহারা এই ছাউনির কিরূপ ব্যবহার করে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বীরবালা কর্ম্মদেবী।

ধন্য রাজস্থান! তুমি পূজ্য সবাকার,
শত শত বীরাঙ্গনা,
গুণগ্রামে অতুলনা,
বাড়াল গৌরব কত, সুনাম তোমার!

অরিন্ত রাজ-দুহিতা
দেখালে যে তেজস্বিতা,
অসামান্য অলৌকিক চরিত্রের বল;
ভারতের ইতিহাসে
সীতা ও সাবিত্রী পাশে
স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন থাকিবে উজ্জ্বল।

চাহিয়ে পতির পানে
সাহস উৎসাহ দানে
কহিলেন বীরবালা—"সমর কৌশল
দেখিব স্বচক্ষে আজ,
পর নাথ রণ-সাজ;
রণশায়ী হও যদি—থাকিয়ে অটল,

হইব অনুগামিনী
আপনারে ধন্যা মানি
রাজপুত বালা কবে শমনেরে ডরে?
ক্ষত্রিয় মরিবে রণে
যুদ্ধ করি প্রাণপণে
জনম লয়েছে তাই ক্ষত্রিয়ের ঘরে।"

বাধিল তুমুল রণ,
করি অসি উত্তোলন
আঘাত করিলা 'সাধু' 'অরণ্যকমলে,'

অরণ্যকমল (ও) তার
তরবারি খরধার
লক্ষ্য করি সাধু-শির হানিলা সবলে।
দেখিলেন কর্ম্মদেবী
তাঁহার সৌভাগ্য রবি
চির অস্তমিত, ছাড়ি সমর প্রাঙ্গণ,
প্রাণের অধিক ধন
দিতে হল বিসর্জ্জন
ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ সুখের স্বপন!
কাতর না হয়ে তায়
শৈল সম ধীরতায়
অসি লয়ে নিজ হাতে এক বাহু তাঁর—
কাটিয়া কহিলা সতী
(ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিমতী)—
"বলিও বলিও দিয়ে শ্বশুরে আমার ;—
পুত্রবধূ আপনার
আছিল সে এপ্রকার।"
আদেশিলা অন্য বাহু কাটিতে আবার।
কাটা হলে,—ছিন্ন কর,
কহিলা "হে অনুচর
বিবাহের মণি মুক্তা যত অলঙ্কার
বাহু সহ সঙ্গে লয়ে,—
দিও নতশির হয়ে
অভাগিনী অবলার ক্ষুদ্র উপহার।"
যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা জ্বালি
দিলা তাতে প্রাণ-ঢালি
সহাস্য বদনে সতী ত্যজিলা জীবন,
আহা কি স্বর্গীয় ভাব!
পবিত্র বীর স্বভাব
কে দেখাবে কর্ম্মদেবী তোমার মতন?

ধন্যা রাজপুত বালা
সাজায়ে বরণ ডালা
ওই দেখ সাধ্বীগণ স্বর্গ হতে আজ,
এসেছেন ধরাতলে,
নিতে তাঁহাদের দলে,
তোমারে লভিয়ে ধন্যা রমণীসমাজ।
অতুল সৌন্দর্য্য রাশি
যেনরে শারদ-শশী
ভস্ম হ'ল চিতানলে চক্ষের নিমেষে,
কিন্তু সে চরিত্র গুণ
পরশনে চিতাগুণ
উজলিল শত গুণ অজানিত দেশে।
পঁহুছিল যথাকালে—
সে ছিন্ন বাহু যুগলে
দাহন করিতে আজ্ঞা দিল নৃপবর,
সতীর সম্ভ্রম তরে
(সেথা) পুকুর খনন করে
'কর্ম্মদেবী সরোবর' নাম দিলা তার।
এই কি সে রাজস্থান
যার কীর্ত্তি যশোগান
গাইত ভুবন ভরি আর্য্যকবিগণ?
যেখানেতে বীরবালা
কর্ম্মদেবী জনমিলা
এই কি সে বীরভূমি বিখ্যাতভুবন?
ঘটনা চক্রেতে ঘুরি
আজ সে বীরের পুরি
শৃগালের বাসযোগ্য গভীর বিজন,
কোথা বীর—বীরাঙ্গনা?
শ্রীভ্রষ্ট রাজপুতনা,
অস্তমিত মিবারের সৌভাগ্য-তপন।

দীন হীনা ভারতের
ফিরিবে কপাল ফের,
হবে কি সে শুভদিন সৌভাগ্য আবার,
বিশ কোটী মৃত-প্রাণ
করিয়ে পুনরুত্থান
উড়াবেক আর্য্যক্ষেত্রে সত্যের নিশান?

আশা-কুহকিনী এসে,
কহিতেছে কাছে ঘেসে
কাণে কাণে চুপি চুপি—নিরাশ না হও,
জানিবে অবলা কুল
(সুনিশ্চয়-নাহি ভুল)
জাগাবে প্রসুপ্তিত দেশ—'অলস না রও।'

যে দেশের নারীজাতি
গৃহে রুদ্ধা দিবারাতি
পিঞ্জরের পাখীবৎ উড়িতে না পায়—
মুক্ত বায়ু—মুক্ত করে,
বাহির না হয় ডরে,
সমাজ নিগড় সবে পরিয়াছে পায়;

তাদের ঃ—
পাশ্চাত্য শিক্ষায় না কি
ফুটায়েছে অন্ধ আঁখি
জ্ঞানের আলোক দানে, তাই বুঝি আজ
দু একটী নারীনিধি
আবার দিতেছে বিধি,
জাগিতেছে ভারতের রমণী সমাজ।

শুনে সে আশার কথা
আশ্বস্তা ভারতমাতা
ভাসিছেন নিরবধি আনন্দ-সলিলে,
সে দিনের প্রতীক্ষায়,
কবে অভাগিনী মায়
উদ্ধারিবে সব তাঁর কন্যাদল মিলে!

জ্ঞানিগণের আমোদ।

দার্শনিক বেন (Bain) তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি-সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে "সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মাই" আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই লক্ষ্যটি প্রায় সকলেরই চক্ষের অন্তরাল হইতেছে এবং শরীর রক্ষার জন্য ব্যায়ামাদিতে সময় অতিবাহিত করা নির্ব্বোধ পাগলের কার্য্য, প্রায় এই ধারণাই বিজ্ঞ সমাজে প্রচলিত। এই জন্যই জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমোদ ও ব্যায়াম দ্বারা শরীর ও মনকে কিরূপ সতেজ করিতেন, তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। জেশুইট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিয়মটী প্রচলিত ছিল যে, পাঠের প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর সকল অধ্যয়নশীল ব্যক্তিই কিছু না কিছু আমোদ বা ব্যায়াম করিবে।

২। পেটাভিয়াস্ তাঁহার গভীর

গবেষণাপূর্ণ "Dogmata Theologica" নামক গ্রন্থ রচনা কালে দুই ঘণ্টা অন্তর ৫ মিনিট ধরিয়া তাঁহার কাষ্ঠাসনটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া লাঠিমের ন্যায় ঘুরিতেন।

৩। ভুবন-বিখ্যাত দার্শনিক স্পাইনোজা কঠোর দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন কালে, যে পরিবারে বাস করিতেন, সামান্য কার্য্যে তাহাদের সহিত যোগ দিতেন, বা দুইটী মাকড়সা ধরিয়া গৃহের কোণে যুদ্ধ লাগাইয়া দিতেন এবং তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া খুন হইতেন। তিনি এইরূপেই শরীর মনের স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেন।

৪। মহাত্মা সেনেকা তাঁহার "আত্মার শান্তি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যের জন্য কোন না কোন প্রকার আমোদ ও ব্যায়াম নিতান্ত আবশ্যক।

৫। মহর্ষি সক্রেটিস্—এমন কি বালক বালিকাদের সঙ্গে—সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লজ্জানুভব করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন।

৬। ভক্ত দার্শনিক ডেকার্টে বন্ধুসহবাসে ও উদ্যানের কার্য্যে অবকাশ সময় কাটাইতেন।

৭। প্রসিদ্ধ ফরাশিশ্ গ্রন্থকার কার্ডিনেল্ রিচেলিউ লাফাইতে বড় ভালবাসিতেন। এক দিন এক ভৃত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিতেছিলেন যে কে লাফাইয়া একটী দেওয়ালে উঠিতে পারে।

৮। ন্যায়-বিশারদ সেমুয়েল্ ক্লার্ক টেবিল চেয়ারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান করিতে ভালবাসিতেন। কিছুক্ষণ পাঠাদির পরেই তিনি এইরূপে লাফাইতে আরম্ভ করিতেন।

৯। মহর্ষি সক্রেটিসের তর্ক-প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের তর্ক-প্রণালীর যেমন সাদৃশ্য আছে, উভয়ের আমোদ ও দৈহিক বলের বিষয়েও তেমনি সাদৃশ্য দেখা যায়। রামমোহন অবকাশ পাইলে নিজ পালিত দরিদ্র বালকদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

চিত্রকার্য্য, সূত্রধরের কার্য্য, বৈজ্ঞানিক আমোদ, সঙ্গীত, উদ্যানের কার্য্য, নৌকায় বাচ খেলা, এই সকলই উৎকৃষ্ট আমোদ। ঐ সকল আমোদ অনেক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ভালবাসিতেন। কিন্তু কঠোর ও অত্যধিক ব্যায়াম বিদ্যার্থীদের পক্ষে হানিজনক। সেনেকার কথায় বলিতে গেলে "এ প্রকার কঠোর ব্যায়াম মানসিক শক্তির হ্রাস করে।" উপরিউক্ত বিবরণ সকল পাঠ করিয়া ব্যায়াম ও আমোদের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য কমিয়া গিয়া অনুরাগের ভাব যেন বর্দ্ধিত হয়।

কারাবাসে গ্রন্থরচনা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ" নামক প্রবন্ধে জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণের অর্থ-কষ্টের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের অন্যবিধ কষ্টের বিষয় লিখিত হইতেছে। চলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলে সমাজ যে কাহাকেও সহসা অব্যাহতি দিবেন ইহা আশা করা বৃথা। এই দুঃসাহসিকতার জন্য যে সকল গ্রন্থকার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন ও কারাগারেই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। বারবারী দেশে কারারুদ্ধাবস্থাতেই সার্‌ভেন্‌টিস্ ডন্ কুইক্‌জোট (Don Quixote) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই ডন্ কুইক্‌জোট স্পেনিশ্ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক গ্রন্থ। ইহা ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষায় ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

২। ইংলণ্ড দেশীয় সুলেখক মহাত্মা সার ওয়াল্টার র‍্যালি একাদশ বর্ষব্যাপি কারাবাস কালে তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিয়াছিলেন।

৩। জগদ্বিখ্যাত ফরাশিশ্ বিপ্লবের প্রধান কারণ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহামতি ভল্টেয়ার্ ব্যাষ্টাইল দুর্গে আবদ্ধ থাকিবার সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেন্‌রিয়েডের "Henriade" বা হেন্‌রি চরিত্রের অধিকাংশ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সুবিখ্যাত ইংরাজি গদ্য রূপক গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress' যাহা ধর্ম্মশিক্ষা দানে বাইবেলের নিম্নেই গণনীয় হইয়াছে, তাহা জন্ বেনিয়ান্ কারাগারে অবস্থান কালে রচনা করেন। ইহার তুল্য উপাদেয় রূপক গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় আর নাই, অন্য ভাষাতেও বিরল।

৫। ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সেল্‌ডেন্ কারাগারেই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "এড্‌মারের ইতিহাস" রচনা করেন।

৬। এতদ্ব্যতীত কারাগারে বাস কালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার ডি ফো তাঁহার "Review" বা সমালোচনা নামক সংবাদ পত্র লেখেন, ডেভেনেণ্ট তাঁহার "Gondibert" গণ্ডিবার্ট নামক গ্রন্থ রচনা করেন, হাউয়েল তাঁহার "Familiar Letters" বা "পরিচিত পত্র" সকল লেখেন। ফরাশিশ্ গ্রন্থকার পলিগ্‌নেক এবং ফ্রেরেট্, পর্টুগেলদেশীয় বুকানান্, ও তদ্ভিন্ন বিথিয়াস্ এবং গ্রোসাস্ তাঁহাদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ কারাগারেই লিখিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজের মার্শাল বুথ চিকাগোর সৈন্য পরিদর্শন কালে বলিয়াছেন যে ১২ বৎসরের মধ্যে লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের যত্নে পাপ-পথ হইতে উদ্ধার হইয়াছে এবং সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি লণ্ডনে আর ২০টী আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চান, তাহাতে আরও সহস্র সহস্র নরনারীর উদ্ধারের পথ হইবে। এজন্য ৭৫ হাজার ডলার চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুক্তিফৌজের সদুৎসাহকে ধন্যবাদ!

২। যুবরাজ পুত্র আলবার্ট বিক্টর সুস্থশরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৩। পুনার কুমারী সেরাবজী বি, এ বিলাতে ভারত রমণীদিগের সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বিবী রিচার্ডসন, পুনানগরে এক কারখানা খুলিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য পাপ পথে যায়, তাহাদিগকে জীবিকা দিয়া সৎপথে রাখা ইহার উদ্দেশ্য।

৫। পারিসে এক সুইস যুবতী আছেন, জন্মাবধি তাঁহার দুইটী হাত নাই। তিনি পা দিয়া এমন ছবি অঙ্কিত করেন, যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত!

৬। ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে এক ঘূর্ণাবায়ু উঠিয়া ময়নসিংহ জেলার জামালপুরের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। হিমানী—বিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। কোন পবিত্র স্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অসাধারণ যত্ন সহকারে ও অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। লেখক হৃদয়ের ভাষায় হৃদয়ের গূঢ়ভাব চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিগলিত হয়। ইহা দ্বারা লেখকের আন্তরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

২। অপরাজিতা—শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। দেবী বাবু একজন প্রসিদ্ধ নৈতিক উপন্যাস লেখক, তাঁহার বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। একটী সাধ্বী রমণী বিপক্ষদিগের সহস্র সহস্র ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের মধ্যে আপনার চরিত্রের বিশুদ্ধতা কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারেন অপরাজিতার চরিত্র তাহার সুন্দর চিত্র। গ্রন্থকার বড় সাধে আপনার নবজাত কন্যার এই নাম রাখিয়াছিলেন। তাহার অকাল বিয়োগে তাহার স্মরণার্থ কতকগুলি স্থায়ী হিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপত্যস্নেহ ও পরহিতৈষিতার ইহা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বামারচনা।

নবজাত শিশুর প্রতি।

১

এ কুটীর আলো করি ;
কোথা হতে এলে তুমি ?
এসেছ কি বল সার,
ছাড়িয়ে স্বরগ ভুমি ?
ছিলে তুমি কোথাকার,
কোন্ আকাশের তারা ;
উজলিতে প্রাণ কার
এসেছ ভাবিয়া সারা।
নিবাইতে দুঃখ কার
এসেছ এ ধরাতলে ?
হোতে কার কণ্ঠহার
প্রাণধন, দেখা দিলে ?

২

ছিলে কি নীরদ মাঝে,
সৌদামিনী রূপে সেজে ?
হাসি রাশি যবে ফোটে
পবিত্র ও চাঁদ মুখে,
চাঁদের আলোক ছোটে
যেনরে নিরখি সুখে।

৩

কিন্তু ভয় হয় মনে,
ভীষণ এ ভব বনে,
বিচরিছে অবিরত
হিংস্র ধূর্ত্ত পাপ কত ;
কি জানি বা তোরে তারা
পরশি করয় সারা।

৪

যাঁহারি আজ্ঞার বলে
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলে,
সমুদ্র গর্জ্জন করি
ছুটিছে দিগন্ত ভরি ;
যাঁহারি আজ্ঞার বলে
সবারি কল্যাণছলে
দিবানিশি অবিরাম
বহে বায়ু অবিশ্রাম,
না মানি বারণ কার
দর্প চূর্ণ সবাকার
আছাড়িয়ে তরুলতা
ভ্রমিতেছে যথা তথা ;

৫

তাঁহারি কৃপার বলে
পবিত্র এ রূপে সাজি,
আমাদের ধরাতলে
আসিয়াছ তুমি আজি।
থাক দিবা বিভাবরী
তাঁহারি কোলে সতত ;
তাহা হলে আদরিণী
দুষ্ট পাপ রিপু যত,
দূরে পলাইবে সব,
ছোঁবে না ও বপু তব।

৬

অবশেষে নিবেদন
তব শ্রীচরণে হরি,
তোমারি প্রদত্ত ধন
তুমি রেখ দয়া করি।
হয় কর রাজরাণী
কিংবা কর ভিখারিণী,
যাহা ইচ্ছা কর তারে
কিন্তু সদা এ সংসারে
তোমার চরণে তার
মতি রাখো অনিবার।

শ্রীমতী রেবাবাই
কটক। *

* একটী অল্পবয়স্কা মহারাষ্ট্রীয় বালিকার রচিত, স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধিত। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭—জুন ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—১৮৮৮-৮৯ সালে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় সংখ্যা ২৩০২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪৭,৮৮৮ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিদ্যালয় ৬২ এবং ছাত্রী ১,৮৫০ বাড়িয়াছে, ইহা অবশ্য সন্তোষজনক, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর বালকদিগের সহিত পাঠশালে ৩৭০,৭৮৫টী ছাত্রী পাঠ করিত, এ বৎসর কমিয়া ৩৫,০৭৯ হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজে শিল্পশিক্ষা—৫ বৎসর পূর্ব্বে ছুতার, কামার প্রভৃতির কাজ শিখিবার জন্য মান্দ্রাজে ৭৪টী বিদ্যালয় ছিল, এখন ৯৬টী হইয়াছে এবং তথায় [illegible],০০ ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে।

বঙ্গদেশে লোকের বাক্যই কি সর্ব্বস্ব?

বরফ-স্তম্ভ—রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গে "ইকেল টাউয়ার" নামে ১৬০ হাত উচ্চ এক বরফের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, রাত্রিকালে উহা তাড়িতালোকে আলোকিত হয় এবং অনেক সৌখীন লোক তথায় গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

আয়ুষ্মতী রমণী—ত্রিনিদাদের এক স্ত্রীলোক ১১৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দান—মক্কার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে হাইদ্রাবাদের নিজাম ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতে ভারতবাসী—যে ইংলণ্ডে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় প্রথম পদার্পণ করিয়া সাহসিকতার পরিচয় দেন, আজ সেখানে ২০৭ জন ভারতবাসী বাস করিতেছেন।

ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৫৩, বোম্বাইবাসী ৬৩, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাববাসী ৫০, মান্দ্রাজী ২০ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থান বাসী, বাঙ্গালী ও পারসী স্ত্রীলোক ১০ জন।

কাশীকিশোর শিল্প বিদ্যালয়—ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ এই শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভীষণ বিবাহ-বাসর—জর্ম্মণিতে কোন বরকন্যার শুভ বিবাহ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইলে তাঁহারা এক নির্জন গৃহে গিয়া শয়ন করেন। পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া লোকে ঘর ভাঙ্গিয়া দেখে বিশেষ কাণ্ড। স্ত্রীলোকটীর নাক, কাণ, বক্ষস্থল ও কয়েকটী অঙ্গুলি কে চিবাইয়া খাইয়াছে ও তাহার মৃত শরীর ভূতলে লুণ্ঠিত! পুরুষটী মৃতবৎ শয্যায় শয়ান, তাহার মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গিতেছে এবং তাহার নিজের ডান হাত চিবান রহিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিবামাত্র কুকুরের মত 'ভেউ ভেউ' শব্দে ডাকিয়া কামড়াইতে আসিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় বরটীকে কয়েক দিন পূর্ব্বে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছিল।

কারাগারে রমণী—কুমারী লিণ্ডা গিলবার্ট গত ১৫ বৎসর কারাগারের সংস্কারার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জেলে ২২টী পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রায় ৬ সহস্র কারামুক্ত ব্যক্তির কাজ যুটাইয়া দিয়াছেন।

রুসীয় সম্রাজ্ঞীর শ্রমশীলতা—রাজবাটীতে দরজীর অভাব না থাকিলেও সম্রাজ্ঞী নিজে ছেলেমেয়েদিগের অঙ্গরক্ষা প্রভৃতি তৈয়ার করেন। বাজার হইতে টুপি কিনিয়া আনিয়া তাহার উপর মনোমত জরীর কাজ করেন। সূচিকার্য্য ও সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

মানব-চুম্বক—মেডিকাল রিপোর্টার নামক চিকিৎসা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে একটী ৩॥ বৎসরের বালিকা অঙ্গুলিস্পর্শে চামচ লইয়া খেলা করিয়া থাকে। চামচ ও ধাতব অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তু চুম্বক পাথরের ন্যায় তাহার অঙ্গুলিস্পর্শে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে। বালিকাটী রুগ্ন ও কৃশকায়, কোন স্নায়বীর বৈলক্ষণ্য তাহার এই শক্তিস্ফূর্ত্তির মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সদাচার রক্ষিণী সভা—এইরূপ নাম দিয়া জর্ম্মণ সম্রাজ্ঞী প্রুসীয় মহিলাদিগের মধ্যে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারা নিজে সামান্য ও সুলভ মূল্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন

এবং অন্য রমণীদিগকেও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী করিতে চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা যাহাতে খর্ব্ব হয়, এইটী সভার সঙ্কল্প।

সভ্যতার উজ্জলতম 'আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয় কামিনীগণ বিলাসিতা অলক্ষ্মীকে দূরীভূত করিবার জন্য সসজ্জ হইতেছেন, আর ভারতলক্ষ্মীগণ কি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তাঁহাদিগের সম্মার্জনী আর কোন্ কাজের জন্য?

মহাবৃক্ষ—অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে শাম খুড়া (uncle sam) নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার গুঁড়ির পরিধি ৪৪ ফিট, অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাত। ভারতের কবীর বট চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার তলে সহস্র সহস্র লোক অবলীলাক্রমে বিশ্রাম করিয়া থাকে এবং ইহার ঝুরি দ্বারা এরূপ স্বাভাবিক গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতে পারে!

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারাদি।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

(৩০৪ সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠার পর)

৮। যুদ্ধের-বাদ্য।

পুরাকালে রণস্থলে দুন্দুভি (সমর বাদ্য) সেনাধ্যক্ষ, গজ, বাজি প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করা যায়। দুন্দুভির বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, 'হে দুন্দুভি! তুমি আপন নিনাদে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া থাক। তুমি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে আমাদের প্রতিপক্ষসমূহ দূরীকৃত করিয়া দাও। তুমিই অরাতিদিগকে রোদন ও শোক করাইয়া থাক। তুমি আমাদিগকে দণ্ড বিধান কর।' (৬ মণ্ডল, ৪৭ সূক্ত)। সচরাচর নদীতীরের ও উর্ব্বর স্থানের অধিকার লাভার্থ আর্য্যেরা যুদ্ধসজ্জায় আমোদিত হইতেন ও অঙ্গশোভার্থে বেশ বিন্যাস করিতেন। অনুর্ব্বরা ভূমি অর্থাৎ মরুভূমির বৃত্তান্তও বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

৯। সমর সময়ে অশ্বের ব্যবহার।

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রণকালে ঘোটক প্রেরণের নিয়ম ছিল, এটি অনুমানসিদ্ধ বিষয় নয়। যুদ্ধার্থ রথ প্রায়ই গোচর্ম্মাচ্ছাদিত হইত। রথখানি উৎকৃষ্ট সজ্জায় বিমণ্ডিত করিয়া সমর প্রাঙ্গণে আনীত হইত। এই বিষয়টি বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১০। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সূত্রপাত হয়, ইহা বেদের ব্যাখ্যাকার মহামুভব সায়ণাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ মণ্ডলে বর্ণিত হইয়াছে, পরাক্রান্ত বলশালী তুরঙ্গগণের অধিস্বামী ইন্দ্র সলিল বর্ষণ করেন। সেই জল, নিয়ত সিন্ধু মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে প্রতিগমন করা সম্ভাবিত নয় (৬ মণ্ডল—৩৩ সূক্ত)। সূর্য্য কিরণে সাগর হইতে নীর রাশির আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব এই ঋকে উল্লিখিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন রঘুবংশ কাব্যে ও অপরাপর স্থানে তাহার নির্দ্দেশ আছে। রঘুবংশে লিখিত আছে,—"সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।" অর্থাৎ সূর্য্য, সহস্রগুণ দিবার জন্য জল গ্রহণ (আকর্ষণ) করেন।

১১। শতবর্ষ পরমায়ু।

বেদশাস্ত্রের আলোচনায় পুরা কালে মানবের পরমায়ু যে একশত বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন সময়ে লোকে শতবর্ষজীবী হইবার কামনা করিত। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম মণ্ডল ও অন্যান্য স্থল অনুশীলনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় সংস্কার পাঠকের অন্তরে বদ্ধমূল হইবে। সুতরাং পুরাণবর্ণিত লক্ষ বা সহস্র বৎসর মানবের পরমায়ু কবির কল্পনামাত্র।

১২। ধাতুদ্রব্য ও মুদ্রাদি।

বৈদিককালীন জনগণ মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র অর্থাৎ কলসী, ঘটী, বাটী প্রভৃতি দ্রব্য ব্যতিরেকে, কাঞ্চন-তাম্র ও লৌহ কলসাদির ব্যবহার করিতেন। সুরা সলিলাদি তরল পদার্থ স্থাপনার্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত আধারের প্রচলন বিলক্ষণ ছিল। (৬ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত)। তদানীন্তন সমাজে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত, অপর কোন বস্তু প্রচলিত ছিল না, এমন নয়। প্রত্যুত লৌহাদি ধাতুদ্বারা প্রস্তুত আধার বা দ্রব্যাদি সুপ্রাপ্য ছিল না, নির্দ্দেশ করাই অবশ্যক। স্থল বিশেষে লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদি সমাজের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন (৫ম ৬ষ্ঠ মণ্ডল)। ধাতব পাত্রের ব্যবহার বৃত্তান্ত শুনিয়া, সহজেই অনুমিত হইতে পারে, যে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদিও তৎকালীন লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিতেন। কেবল অনুমানের আশ্রয় লইবার আবশ্যকতা নাই, সত্য সত্যই ধাতু মুদ্রা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল না। সমাজের লোক কর্ত্তৃক সেই সময়ে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রাদি বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইত। (৫ম ২৭সূ ৩৩সূক্ত)। গল দেশে এক প্রকার হৈম আভরণ অর্থাৎ নিষ্ক পরিধানের প্রসঙ্গও বেদে পরিলক্ষিত হইতেছে (৫ম ১৯সূ)।

১৩। কর্ম্মকার ও তদীয় যন্ত্র।

তন্ত্রের অর্থাৎ তাঁতার বর্ণনাও বেদের নবম মণ্ডলের ৫ম সূক্তে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃত পরিমাণে প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমুদায়ে ও এই বৃত্তান্তেও আর্য্য-

সমাজের প্রাচীন উন্নতির পরাকাষ্ঠা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় কদাচ সভ্যতার প্রথমাবস্থার ফল হইতে পারে না। যে জাতি অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন, এ গুলি তাদৃশ সভ্য ও ভদ্র সমাজেরই লক্ষণ।

১৪। দস্যু, অনার্য্য ও যুদ্ধ।

বেদ সংহিতায় অনার্য্য-তস্করাদির নির্দ্দেশ দেখিয়া, অনায়াসে মনে হয়, আর্য্যদিগকে উহাদিগের সহিত নিয়ত না হউক, অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধামোদে আমোদিত থাকিতে হইত। আর্য্যগণের সমর-সজ্জার বর্ণনা বহু স্থলেই কীর্ত্তিত। অনার্য্য সম্প্রদায়ের সহিত আর্য্যদিগের রণ-নৈপুণ্য প্রসঙ্গ বিবিধ স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। যুদ্ধের বাজিরাজি কনকালঙ্কারে বিমণ্ডিত হইয়া শত্রু-বিনাশে প্রেরিত হইত (২ ম, ১২ সূ)। ভূপাল মণ্ডলী, অমাত্য বেষ্টিত ও অশ্বারূঢ় হইয়া, রণ-প্রাঙ্গণে উপনীত হইতেন (৪ মণ্ডল)।

১৫। পাষাণ পুরী।

অতি প্রাচীন সময়ে প্রস্তর বিনির্ম্মিত নগরীর বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে কে না স্তম্ভিত ও পুলকিত হইবেন? আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা-সৌধের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই বিবরণ ও অপরাপর ঘটনায় তাহা সুব্যক্ত হইতেছে। তনুত্রাণ, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণাদি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে না জানি, প্রাচীন আর্য্যেরা কি সমর-পাণ্ডিত্যই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যধ্বনির বর্ণনা অবলোকন করিলেও মানস-সাগরে কতই অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময় রসের সঞ্চার হয়! হায়, প্রাচীন বৈদিক কাল, তুমি ধন্য! তোমার প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেও পুণ্য, শ্রবণ করিলেও পুণ্য, কাহাকে শ্রবণ করাইলে তদপেক্ষা অধিকতর পুণ্য।

১৬। সমুদ্র-যাত্রা।

ঋষিগণের ও বণিকদলের সমুদ্র-যাত্রা নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষি ভীষণ সিন্ধুগর্ভে অর্ণবপোত লইয়া গতিবিধি করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে সমুদ্র গমনের এরূপ কত শত ঘটনাই বিবৃত আছে, সংখ্যা করা যায় না। সমগ্র পঞ্চম মণ্ডলটি এই বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কেবল বেদের দোহাই দিবারই বা প্রয়োজন কি? বৃহন্নারদীয় পুরাণে

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ * * *
কলৌ বর্জ্জয়েদ্দ্বিজাতিভিঃ॥"

অর্থাৎ সমুদ্র গমনাদি কলিতে ব্রাহ্মণেরা ত্যাগ করিবেন। এই নিষেধ বচনেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমুদ্রগমন প্রচলিত ছিল।

উদাসীনের চিন্তা।

এদেশে এখন নারীরত্ন জন্মিতেছে না কেন? দেশের যে সকল চিন্তাশীল লোক নারীজাতির উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্নটী উদিত হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার জন্য একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় রহিয়াছে। দুই চারিজন রমণী যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং যত্নের সহিত সেই বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ছাত্রী সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আরও বাড়িবে আশা করা যায়। কিন্তু তবুও এখান হইতে অত্যুজ্জ্বল নয়নতৃপ্তিকর রমণী রত্ন বাহির হইতেছেন না কেন? এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, রমণীর কোন্ গুণ থাকিলে আমরা তাহাকে পূজনীয়া শিরঃ স্থানীয়া মনে করিব। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পুরুষ মানসিক এবং রমণী হৃদয়ের শক্তি বিকশিত করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রমণী বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবে, দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে, অশেষ বিদ্যায় বিভূষিতা হইয়া জ্ঞানের আলোকে মানব জগতের মুখ সমুজ্জল করিবে, সংসারে যে সকল কার্য্য সম্পাদনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, কোন কোন পুরুষ তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাঁহাদের মতে সন্তান লালনপালন, অল্পবয়স্ক বালক বালিকার চরিত্র গঠন ও শিক্ষা বিধান, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, রুগ্নের শুশ্রূষা, অক্ষমের সেবা, পুরুষের পরিচর্য্যা, সংসারের হিসাব পত্র রাখা, দাস দাসীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা এবং অন্যান্য শিল্প বিদ্যা রমণীদিগের বিশেষ চর্চ্চার বিষয়। রমণীর যাহা কর্ত্তব্য, পুরুষ তাহা করিবেন না; পুরুষ যাহা করিবেন, রমণী তাহা করিবেন না। আমরা আজি পুরুষ রমণীর কার্য্যের পূর্ণ তালিকা লইয়া পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইব না। পুরুষগণেই কেবল মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দায়ী, আর রমণীগণ হৃদয়ের উন্নতি সাধন জন্য ব্রতী হইবেন, আমরা এই পক্ষপাতী মতেরও পোষণ করিব না। পুরুষ রমণীর শরীরগত পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির কোন বৈষম্য আছে, মনোবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। পুরুষের আত্মার যেরূপ ত্রিবিধ শক্তি, রমণীর আত্মায়ও তাহাই দেখিতে পাই। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা পুরুষের আত্মাতে বর্ত্তমান, রমণীর আত্মাতে নাই, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের তত ধার ধারেন না বলিয়া

বোধ হয়। এই ত্রিবিধ শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ যদি অধিক পরিমাণে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইবে। পক্ষান্তরে রমণী যদি কেবল হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্যই শক্তি নিয়োজিত করেন তাহা হইলে জ্ঞানের দিক্‌টা অকর্ম্মণ্য ও অসার হইয়া পড়িবে। আংশিক শিক্ষায় মানবাত্মা প্রকৃতরূপে পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত না হইয়া আংশিক ভাবে বিকসিত হইবে। বিশ্বস্রষ্টা পুরুষ রমণীর এইরূপ আংশিক বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পুরুষ এবং রমণীর জীবনকে কিরূপে গঠিত করিতে হইবে, আমরা সংক্ষেপে তাহা নির্দ্ধারণ করিলাম। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ রমণীগণ এরূপ জীবন গঠনের প্রয়াস পাইতেছেন কি না? আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহা দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা রমণীগণ হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন না। জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিলে হৃদয় উন্নত হইবে ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রমের গভীর কূপে পতিতা হইতেছেন। যেমন জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে, সেইরূপ হৃদয়ের পরিপুষ্টির জন্য অপ্রেম, দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া পরার্থে আত্মবলিদান দিতে হইবে? কোথায় ও তাহা দেখিতে পাই না। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চারও অবসান হইতে দেখা যায়। যে গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা মানুষকে সুখ ভোগে উন্মত্ত হইতে দেয় না, যে গভীর জ্ঞান চর্চ্চা করিতে যাইয়া জ্ঞানপিপাসু আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, কোথায় সেই জ্ঞানপিপাসা? আবার হৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার হইলে মানুষ নরনারীর সেবার জন্য ব্যাকুল হয়, আত্মসুখেচ্ছার মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরের জন্য খাটিয়া মরে, সেই প্রেম কোথায়? সুপণ্ডিত এপিকটেটাস স্ত্রীজাতিকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি বলিতেন, যাঁহারা কেবল বেশভূষা এবং ধনী স্বামী খুঁজিয়া বেড়ান, তাহাদের জীবনের আর একটা মূল্য কি? বাস্তবিক এপিকটেটাস্ যে সময়ে রোম রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, রোমের সেই সময়ে বড় দুর্গতি ছিল। এপিকটেটাস্ সর্ব্বদা এইরূপ রমণীর জীবন দেখিতে পাইতেন। রমণী যে দেবীর আসন অধিকার করিয়া মানব হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে পারে, রোমের রমণীগণের জীবন-গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত দার্শনিক ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষী করিতে পারি না। যখন পুরুষদিগের মধ্যে তিনি দেব-প্রকৃ-

তির লোক দেখিয়াছিলেন, তখন রমণী জাতির দুর্গতি তাঁহার দৃষ্টিতে আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। এপিক্‌টেটাসের সময়ে রোমের রমণীগণের যে দুর্গতি হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় বঙ্গের রমণীগণের সেরূপ দশা ঘটে নাই। তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের সুগন্ধে এখনও প্রাণ পুলকিত হয়, কিন্তু তাঁহারা এখনও গন্তব্য পথে সমুচিত অগ্রসর হইতেছেন না। এপিকটেটাস্ রোমের রমণীগণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা দুঃখের সহিত বঙ্গের অনেক রমণীর সম্বন্ধে সেই মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নই। গ্রাম্য অবলাগণ অন্য কোন মহৎ এবং উচ্চ আদর্শ কল্পনাতে চিত্র করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষিতা রমণীগণ, তাঁহাদিগের অশিক্ষিতা ভগ্নীদিগকে অধিক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এখন আমরা তাঁহাদিগের হইতে অধিক আশা করি। বর্ত্তমানে ভারতীয় রমণী কুলাগ্রগণ্যা রমাবাই যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, অনেকের পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তীর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু সেবিকা কোথায়?

কুমারী ফাউলার। *

সুদূর হইতে কার
শুনিয়ে মধুর বাণী
পরসেবা মহাব্রতে
ব্রতী হ'লে আজ?
'পর প্রেমে আত্মদান—
জীবনের লক্ষ্য জানি,
কাহার আদেশে বল
সাধিলে একাজ?
কি মহাপ্রাণতা আহা!
স্বাস্থ্য সুখ ভুলি সব
রোগীর শুশ্রূষা তরে
কোথায় চলেছ?
কুষ্ঠ রোগ—সংক্রামক
(ছুঁলে প্রাণে বাঁচা ভার)
জেনে শুনে মৃত্যু মুখে
জীবন সঁপেছ!

আঠারই জানুয়ারি (১৮৯০)
বুঝি এ জনমতরে
ভাসাইলে দেহতরী
অকূল সাগরে,
যৌবনের রূপরাশি
তুচ্ছ করি—অকাতরে
ছুটেছ কোথায় আজ
ব্যাকুল অন্তরে?
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
যাইছেন 'ফাউলার'
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী
ছাড়িয়ে সকলে,
না জানি কার আহ্বানে,
ভুলি স্বার্থ আপনার,

* ১২৯৬ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

ঝাঁপ দিলা বীরবালা
দুস্তর সলিলে।
আর কি থাকিতে পারে
ব্যস্ত আপনারে লয়ে—
বিশ্ব-প্রেমে উন্মাদিনী—
ছুটিছে সেথায়।
একেবারে আত্মহারা!
কি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
যাইছে যুবতী আজ
পরের সেবায়?
যখন ষোড়শী বালা
তখনি এ মহাব্রত
জীবনের কার্য্য বলি
জানিলা যুবতী,
কে তাহারে হাতে ধরি
দেখাল এ সত্য পথ
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য
জীবে দয়া অতি?
যাও যাও ফাউলার
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
করগে রোগীর সেবা
এবে কায়মনে,
ওই দেখ সুরদেবী
থাকিয়ে স্বরগধামে
আশীষ করিছে আজ
মধুর বচনে!
এহেন রমণী রত্ন—
দেবের দুর্লভ ধন
গর্ভে ধরি রত্নগর্ভা
হবে কি ভারত?

কবে সে রমণীকুল
পরসেবা মহাব্রতে
জীবন উৎসর্গ করি
মাতাবে জগৎ?
আদর্শ রমণী চিত্র
নিরখি ভগিনীগণ
হও সবে অগ্রসর
রোগীর সেবায়,
দাও আত্ম বলিদান,
সংকীর্ণতা যাও ভুলি,
দেখাও মহাপ্রাণতা
ফাউলার প্রায়!
ওই দেখ বীরবালা
স্বদেশের মায়া ছাড়ি
শত যোজনের পথে
ছুটিছে একেলা,
পাসরিয়ে আত্মসুখ
নাজানি কি সুখে মাতি
অকূল জলধি জলে
ভাসাইছে ভেলা!
অপার্থিব সুখ-রত্ন
সঞ্চিত রয়েছে সেথা—
পবিত্র স্বরগধামে
ফাউলার তরে,
যখন মায়ের কাছে
যাইবেন পুণ্যবতী,
প্রেমবাহু পসারিয়া
লইবেন ঘরে—
আদরে বিশ্বজননী,—
কোলে তুলি স্নেহ ভরে
বদন চুম্বন করি
সুধাবেন তায়,

যে কাজ সাধিলে তুমি
থাকিয়ে পাপ সংসারে
মোহিত করেছ বাছা
সে কাজে আমায়;
তাই আজ সযতনে
ডাকিয়া লয়েছি ঘরে!
পরাইব নিজ হাতে
পুণ্যের মুকুট—
তোমার পবিত্র শিরে,
ছিনু তার প্রতীক্ষায়

পেয়েছি সুযোগ আজ—
দাও কর পুট;
লয়ে যাই সুর পুরে,
আদরে সোহাগে ধরি
বসাই তাদের পাশে,—
বীর নারীগণ
যেথায় বিরাজ করে
মণিময় সিংহাসনে—
পুণ্যের ভূষণ পরি,—
এস বাছা ধন।

ইয়োরোপে উপনিষদের সমাদর।

উপনিষদ বেদের সার ভাগ। উপনিষদ ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উপনিষদুক্ত সকল ধর্ম্মবাক্য সকলের অনুমোদিত না হইলেও ইহার অধিকাংশ শ্লোকের উচ্চতা, পবিত্রতা ও গভীরতা অনেক ধর্ম্মপ্রাণ জ্ঞানীদিগের শিরোধার্য্য। উপনিষদের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থের আদর ইদানীং ইয়োরোপ খণ্ডেও বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, এবং ইয়োরোপীয়গণ ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহার মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ আজ কাল ইয়োরোপে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে, কিন্তু উপনিষদের সমাদর বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে আঁকতিল ডুপেঁরো নামক ফরাসীস প্রাচ্যভাষাজ্ঞ পণ্ডিত উপনিষদ লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া জর্ম্মণীর দার্শনিক পণ্ডিত আরথার্ সুপেন্‌হয়ার মুগ্ধ হইয়া যান। উপনিষদের ঐ লাটিন অনুবাদ তাঁহার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত দার্শনিক মত উপনিষদের কোন কোন প্রধান মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনি জর্ম্মণ ভাষায় উপনিষদ সমালোচনা করিয়া নানা প্রবন্ধ লিখেন এবং জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের অনুশীলন বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। উপনিষদের সমালোচনা করিয়া সুপেন্‌হয়ার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "উপনিষদের প্রত্যেক শ্লোকে গভীর মৌলিক ও পরম সত্য

নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ খানি এমন একটী উচ্চ ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ, যে তৎ-পাঠে প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয়ান ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হয়েন, কেননা ইহা পাঠ করিলে তাঁহার অনেক কুসংস্কার অপনোদিত হইয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীতে এমন আর অন্য কোন গ্রন্থ নাই। ইহা অধ্যয়ন করিলে মন উন্নত হয় ও মহদুপকার লাভ হয়। সমস্ত জীবন আমি ইহা পাঠে প্রীতি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, মৃত্যুকালেও ইহা আমাকে শান্তি প্রদান করিবে।" সুপেন্‌হয়ার্ জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের চর্চ্চা ও উহার আদর বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়া যান। তৎপরে জর্ম্মণীর প্রাচ্য তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ উপনিষদের অনুবাদ, উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম মতের সমালোচনা, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক প্রচার দ্বারা উপনিষদের আদর বিশেষ-রূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইংলণ্ডে অধ্যাপক মোক্ষমূলার বর্ত্তমান সময়ে উপনিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং কবি এড্‌ুইন্ আরনোলড্ উপনিষদ্ বর্ণিত কোন কোন ধর্ম্মোপাখ্যান ইংরাজী কাব্যে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ভাষাজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে উপনিষদের নাম ও শিক্ষা আদরণীয় করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের উদার ধর্ম্ম মত।

চীন দেশে তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। একটী কুংফুচের ধর্ম্ম (Confuciamism), দ্বিতীয়টী লেয়োটসির ধর্ম্ম (Taoism) এবং তৃতীয়টী বৌদ্ধ ধর্ম্ম। কংফুচে ও লেয়োটসি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইহাঁরা কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন নাই। যে কালে ইহাঁরা জীবিত ছিলেন, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন দেশে বড়ই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রতিভা-সম্পন্ন কংফুচে ও লেয়োটসি বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্মের মতই ইহাঁরা আপনাদিগের কথায় প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা দুইজন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল চীনবাসী ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, তাঁহারা কংফুচের অথবা লেয়োটসির মতাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও এই তিন দলে তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটী ধর্ম্মই চীনের সম্রাট কর্তৃক চীন জাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। চীন সাম্রাজ্যের সম্রাটীয় ব্যবস্থা এই যে যিনি যখন সম্রাটপদে অধিরূঢ় হইবেন, তাঁহাকে ঐ রাজ্যে প্রচলিত তিনটী

ধর্ম্মেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তিনি তিনটী ধর্ম্মের কোন একটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেবল সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নবান হইবেন এবং অপর দুইটীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন, এরূপ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ঐ তিনটী ধর্ম্মের প্রধান প্রধান উৎসবে সম্রাটকে উপস্থিত থাকিতে হয়। আপাততঃ বিবেচনা করিতে গেলে চীন সম্রাটকে কপটাচরণ দোষে দোষী বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার কপটাচরণ না হইয়া যে উদারতার চিহ্ন তাহাই চীনদিগের বিশ্বাস। চীনে প্রচলিত যে তিনটী ধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই তিনটী ধর্ম্মের মধ্যে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি মত আছে, যাহা তিনটী ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুলিই ঐ ধর্ম্মসকলের সার মত। এই সদৃশ সার মত গুলিতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং বিসদৃশ অসার মতগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চীন সম্রাট তিনটী ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন, চীন সম্রাটের এরূপ উদারতা সভ্যজগতের রাজ পুরুষদিগের অনুকরণীয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নেথ্যানিএল্ হথরণ্ বলেন "পুরুষে পুরুষে একটি অলঙ্ঘ্য দূরতা আছে। তাহারা পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিতে পারে না, এই হেতু তাহারা নারী ভিন্ন পরস্পরে পরস্পরের নিকট হৃদয়-পরিপোষক বিশেষ সাহায্য পায় না।" মার্টিন লুথার আপনার ভার্য্যা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকটিত করেন ;—তাঁহাকে দিয়া আমি ক্রিশশের (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য রাজা) অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত আমার দারিদ্র্য বিনিময় করিতে পারি না। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার এই অভিমত ;—উত্তম পুণ্যবতী স্ত্রীই জগদীশ্বর-প্রদত্ত সুখের পরাকাষ্ঠা, যাঁহার সহিত মনের শান্তিতে ও কুশলে স্বামী বাস করিতে পারেন, কি জীবন কি ধন সম্পত্তি যাঁহাকে সকলি দিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন। অলিভর ওএণ্ডেল্ হোম্‌স্ বলিয়াছেন যে "হৃদয়বতী নারী আমাদিগের যে রূপ যত্নের ধন, বুদ্ধিমতী কখনই সেরূপ নয়।" আর্থর হেল্পস্ লিখিয়াছেন "মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার প্রমাণ স্ত্রী পুরুষের আত্ম-গত সুচারু প্রভেদ, যে বিভিন্নতায় পুরুষ যেরূপ কল্পনা করিতে পারেন, নারী সেইরূপ প্রবোধদায়িনী ও মোহিনী সঙ্গিনী রূপে সৃষ্টা হইয়াছেন।" ভুবনবিখ্যাত আডিসন্ বলিয়াছেন যে, "যখন আমি কোন লোকের বিরস মলিন বদন দেখি, তখন

তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত দুঃখ না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন সরল সরস মূর্ত্তি অবলোকন করি, আমি তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবার বর্গের সুখের বিষয় ভাবি।” ডি টকিভিল্ আপনার ললনা সম্বন্ধে পরম বন্ধু ডি কার্গোরলেকে একখানি পত্রে লেখেন “আমার শরীর ও মনের চির-দুর্ব্বলতায় তিনি সুখের আকর।”

স্বামীর জন্য স্ত্রীর ত্যাগ-স্বীকারের শীর্ষস্থান এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম, ইহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে? কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্যে যে এই গুণের অভাব আছে, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। গ্রোসস ও মার্সাল বেজান স্ব স্ব স্ত্রীর প্রযত্নে কারাগার হইতে মুক্ত হন। জেনবার প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অন্ধ হিউবার স্ত্রীর সাহায্যে জগৎ বিখ্যাত হন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক সর্ উইলিয়ম্ হামিল্টনের বিষয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মাত্রেই অবগত আছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীর নিকট কত ঋণী, তাহা তিনি “Liberty” স্বাধীনতা নামক স্বীয় গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে স্বীকার করিয়াছেন। অন্ধ মিল্টন, প্রেস্কট্ ও ফসেট্ উক্ত মহাত্মার ন্যায় স্ব স্ব পত্নীর নিকট ঋণী।

প্রাণিতত্ত্ব।

৭ম সংখ্যক।

১। মাকড়্সা,—ইহাদিগের ন্যায় সুনিপুণ তন্তুবায় আর দেখা যায় না। ইহারা সময়ে সময়ে নদীর উভয় তীরস্থ বৃক্ষ লতা অবলম্বন করিয়া নদীর উপর দিয়া সেতু ও জাল নির্ম্মাণ করে।

শূন্যবিহারী মাকড়্সা,—ইহারা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষ-বিহীন হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরকে বায়ুর তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়। ইহাদের জাল মধ্যে মধ্যে একাধিক ক্রোশ বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বোমেন সাহেব ইহাদের কার্য্য-প্রণালী অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন “ইহারা কিছু ক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া দেখে; পরে বায়ুর মুখ হইতে অন্য দিকে উদর সরাইয়া লয় এবং অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চারি পাঁচ বা ছয়টী সূক্ষ্ম সূতা বাহির করে। এই সূতা একস্থান হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সূর্য্যালোকে ঝিকিমিকি করিতে থাকে। কিছুক্ষণ এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া বেগের সহিত বিপরীত মুখে শূন্যে উঠে এবং পূর্ব্ববর্ণিত সূতা অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্যে ঝুলিয়া বেড়ায়।

বায়ু-বেগে সূতা যেমন শূন্যে ভাসিয়া যায়, বুদ্ধিমান মাকড়সাও তেমনি ঐ অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় "পেরাসুট" অবলম্বনে স্থির ভাবে ধীরে ধীরে সংযত-পদ হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করে। ইহাদের নিকট বেলুনারোহী মানুষ হার মানিয়া যায়।

জলীয় মাকড়্সা,—ইহারাও পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্য্যক্‌গণাপেক্ষা "ইঞ্জিনিয়ারিং" কার্য্যে কম সুনিপুণ নয়। ইহাদের গৃহ-রচনা প্রণালী অদ্ভুত।

প্রথমতঃ জলীয় উদ্ভিদের পত্রে পত্রে যোগ করিয়া সূক্ষ্ম সূতা বয়ন করে। তৎপরে উহার উপর গলিত কাঁচের ন্যায় এক প্রকার স্বচ্ছ "রং" ঢালে এবং উহাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই "রং" মধ্যস্থ বুনন যন্ত্র হইতে বাহির হয়। উদরে ঐ "রং" লেপিয়া জলের উপরে উঠে। জলের উপর হইতে অজানিত কৌশল দ্বারা জল-বুদ্বুদের মধ্যে বায়ু লইয়া গিয়া ঐ ছাদের নীচে ছাড়িয়া দেয়। দশ বার বার এইরূপ বায়ু লইয়া যাইয়া ছাদের নিম্নে দিলে উহা প্রসারিত হয়। এই-রূপে ইহার কুটীর প্রসারিত করিয়া জলের নীচে শুষ্ক স্থানে বসবাস করে। জলের উপরি ভাগে ঘোরতর ঝটিকা বহিলেও ইহারা নিরাপদে এই আবাসে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করে।

২। বৈদ্যুতিক মৎস্য,—বৈজ্ঞানিক *আমেরিকাই এই সকল বৈদ্যুতিক* মৎস্যের জন্য বিখ্যাত।

টর্‌পেডো,—ইহার শরীরে একটী তাড়িত যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রে তাড়িত সঞ্চিত থাকে। তাড়িত যন্ত্র হস্তে ধারণ করিলে যেরূপ আঘাত পাওয়া যায়, এই ভয়ঙ্কর মৎস্যকে ছুঁইলেও সেইরূপ আঘাত পাইতে হয়। ইহাদের দেহ প্রায় গোলাকার। ইহারা কখনও কখনও ৪০।৫০ সের ভারী হয়। ইহাদের ত্বক্ মসৃণ ও ধূষর বর্ণ। টর্‌পেডো স্পর্শ করিলে হঠাৎ পাকস্থলীর পীড়া হয়, সর্ব্ব শরীরের স্পন্দন হইতে থাকে, এবং হস্ত পদ "খেঁচিতে" থাকে; কখনও কখনও আবার মানসিক শক্তি সকলও নষ্ট হইয়া যায়।

ঈল্ মৎস্য,—ইহারাও টরপেডোর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত; শরীরের বেড় অর্দ্ধ হস্তের অধিক হইবে না। শরীর চেপ্‌টা, মুখ প্রশস্ত ও দন্ত-শূন্য।

অনেকে ইহাদের লাঙ্গুলের আঘাতে ধরাশায়ী হন। এক জন ইংরাজ নাবিক একবার জিদ করিয়া হস্ত দ্বারা একটী ঈল মৎস্য ধরিবা মাত্র মূচ্ছিতের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িল। বহু কষ্টের পর তাহার সংজ্ঞা লাভ হয়। এই বৈদ্যুতিক মৎস্যাবতার কেবল

প্রাচীনকালে ইউরোপে দাস বিক্রয় প্রথা।

ইংলণ্ড,—বহুকাল হইতেই ইউরোপ খণ্ডে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাকালে ঋণগ্রস্ত বা দারিদ্র্য-নিপীড়িত ব্রিটনবাসী নিজ সন্তানগণকে দাসত্বে বিক্রয় করিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রোমের বাজারে কতকগুলি ইংরাজ বালক দাসত্বে বিক্রয়ার্থে দণ্ডায়মান ছিল দেখিয়া মহামান্য ও ভাবী-পোপ গ্রেগারী বিক্রেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?" তাহারা উত্তর করিয়াছিল যে ইহারা এঙ্গেল্‌স্‌ বা ইংরাজ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীন কালে রোমের বাজারে শাক বেগুণের ন্যায় দাস দাসী বিক্রয় হইত। এমন কি ইংলণ্ডেই ব্রিষ্টল নগর দাস বিক্রয়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উল্‌ফ্‌ষ্টান্‌ এবং লেন্‌ফ্রেঙ্কের প্রভাবে দাসত্ব প্রথা বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

রোম,—খৃষ্টের অভ্যুদয়ের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বেও রোম নগরে দাস দাসী বিক্রীত হইত। মিশর ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নরনারী রোমের বাজারে বিক্রয়ার্থ রাখা হইত। উহাদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া এবং অনাবৃত পদে চা-খড়ি মাখাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা যে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই সাধারণকে জানান হইত। মহর্ষি সেনেকা এবং এপিক্‌টিটাস্‌ ইত্যাদি রোমীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে রোমের দাস বিক্রয় প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এপিক্‌টিটাস স্বয়ং একজন ক্রীত-দাস ছিলেন। ফ্রিজিয়া দেশে হায়্‌রোপলিস্‌ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। "এপিক্‌টিটাস" শব্দের অর্থই "ক্রীত"। দারিদ্র্য বা অন্য কারণ বশতঃ তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে দাসত্বে বিক্রয় করেন। তাঁহার প্রভু আমোদচ্ছলে তাঁহার একটী পদ মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে জর্ম্মণি, মিশর, গল, সিরিয়া, ব্রিটন, স্পেন দেশীয় নরনারী-দিগকে রোমের বাজারে বিক্রয়ের জন্য খড়ি মাখাইয়া ও কর্ণ বিদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখা হইত।

গ্রীস,—প্রাচীন কবি হোমারের কাব্যে এই প্রথার উল্লেখ আছে।

তাঁহার সময়ে ডাকাতেরা জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে চোরা মানুষ বিক্রয়ার্থ আনিত। এমন কি ধনবান গ্রীকদিগকেও এই প্রকারে লইয়া যাইয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিত।

সাধারণতঃ গ্রীক্‌ "দাস-বাজারে" দুই মিনি, ইংরাজি ৮ পাউণ্ড, বা ৮০৷৯০ টাকা দরে একজন দাস ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। স্ত্রী, পুরুষ কেহই অব্যাহতি পাইত না। সুন্দরী হইলে, স্ত্রী

বিশেষ কোন গুণ থাকিলে দাস দাসীর মূল্য আরও অধিক হইত।

প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা হের-ডোটাস্ বলেন,সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকার ইসপ্ (Aesop),জেন্থাসের (Zanthus) ক্রীত-দাস ছিলেন। থ্রেস্বাসিনী ম্রোডোপিস্ নাম্নী পরমা সুন্দরী এক জন রমণীও জেন্থাসের ক্রীত-দাসী ছিল। জেন্থাস্ তাহাকে বিক্রয়ের নিমিত্ত মিশর দেশে লইয়া যান। অবশেষে কেরেক্সাস্ নামক মাইটেলিন্ নিবাসী এক ব্যক্তি ঐ রূপসীকে বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া দেন। এই সমুদায় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দাস বিক্রয় প্রথা বহুকালাবধি ইউরোপ খণ্ডে অল্পাধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক কালের দাস বিক্রয় প্রথার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ইহা সত্য।

মহর্ষি সক্রেটিস।

(২)

এথেন্সগরের জন সাধারণের গোচরার্থ যে স্থলে দণ্ডাজ্ঞা লিখিত থাকিত, সেই প্রকাশ্য স্থানে একদিন এইরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া গেল যে, "সক্রেটিস্ অপরাধী। প্রথমতঃ,সে দেবদেবীর পূজা করে না এবং অভিনব দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পূজা দেশে যাহাতে প্রচলিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগের নীতি কলুষিত করিতেছে। প্রাণদণ্ডই ইহার সমুচিত শাস্তি।" এনিটাশ্ নামক এক ধনাঢ্য বণিক্, মেলেটাস্ নামক এক কবি, ও লাইকন্ নামক একজন বক্তা, এই তিন জন অভিযোগকারিগণের মধ্যে প্রধান।

সক্রেটিসের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সপ্ততি বর্ষ। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে,এবং সেই জন্য মৃত্যু তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই, ভগবান তাঁহাকে অমরলোকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। বিচারকগণের নিকট কোথায় অবনতমস্তকে জীবন ভিক্ষা করিবেন, না, তিনি তাহাদের প্রভুর ন্যায় তেজের সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন "অন্যায়রূপে আমার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে।" সক্রেটিস্ মেলেটাস্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে বলিতেছ যে আমি যুবকদের নীতি দূষিত করিয়াছি, যখন তাহাদের পিতা মাতা অন্যরূপ কহিতেছেন?" আবার বিচারকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহাও কি সম্ভব যে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে সেনানীগণের বিচারকালে একাকী নির্দ্দোষীর পক্ষ হইয়া সমাজের

বিদ্বেষকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে ত্রিংশৎ সংখ্যক অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করে নাই,—ইহাও কি সম্ভব যে সেই ব্যক্তি অদ্য কর্ত্তব্যের ভূমি পরিত্যাগ করিবে?” তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন,— “হে এথিনীয়গণ! আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করি, কিন্তু যতকাল শক্তি ও জীবন থাকিবে, ততকাল সত্যের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাদিগকে সত্যের পথে চলিবার জন্য অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হইব না। তোমাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। হে এথিনীয়গণ! যদি আমি জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের তোষামোদ করি, তবে তোমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে যে ভগবান্ নাই। কিন্তু তাহা নহে। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, এবং আমার অভিযোগকারিগণের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে আমি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমার বিচারের ভার তোমাদের এবং পরমেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলাম।”

পাঁচ শত পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুই শত অশীতি জন তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাঁহাদের বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড চাহিতে পারিতেন, কিন্তু এখন যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিকতর তেজে পূর্ণ হইল। তিনি শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন যে সাধারণের হিতকারী বন্ধু বলিয়া তিনি তাঁহাদের সম্মানের পাত্র এবং সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উচিত এবং তিনি ত অন্যরূপ দণ্ডের কোন কথাই বলিবেন না, কারণ তিনি দণ্ডনীয় কোনই কার্য্য করেন নাই; তবে তাঁহার বন্ধুগণ (তিনি নির্ধন ছিলেন) তাঁহার জন্য ত্রিশ মিনি (প্রায় দুই সহস্র টাকা) দিতে সম্মত আছেন; অতএব যদি তাহা দিলে হয়, তবে তাঁহারা তাহা দিতে পারেন। তাঁহার অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সকলে জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় সকলের মত লওয়া হইল। এবার অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিল।

অবশেষে তিনি বলিলেন, “পরলোকে কতই আনন্দ হইবে। দেবতাগণ ও মহাত্মাগণের সঙ্গে কতই জ্ঞানামৃত পান করিব! হে বিচারকগণ! তোমরা আনন্দিত হও এবং ইহা জান যে ইহকালে বা পরকালে সাধু ব্যক্তির কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। এখন যাইবার সময় উপস্থিত; আমরা নিজ নিজ পথে যাই; আমি মরিতে যাই ও তোমরা বাঁচিতে যাও। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে অধিক সুখী, ঈশ্বর তাহার বিচার কর্ত্তা!

ঐ দিবস এথিনীয়গণ ডেলস্ দ্বীপে

এক মাসের জন্য তীর্থযাত্রা করিল; অতএব তাহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এক মাস কাল কাহারও প্রাণনাশ করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং সক্রেটিস্ পরলোক যাত্রার জন্য এক মাস সময় পাইলেন। এই সময় তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল, এবং তিনি শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে অন্যতম শিষ্য ক্রিটো আসিয়া বলিল, "আপনি পলায়ন করুন; আমি কারারক্ষক ও সাক্ষিগণকে অর্থ দ্বারা নীরব করিব।" মহর্ষি উত্তর করিলেন, "কি! যে ব্যক্তি জীবনের অর্দ্ধশতাধিক বর্ষ স্বদেশবাসিগণকে সত্যের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছে, সেই কি আজ প্রতারণা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে? সত্য যেন বীণানিন্দিত ঝঙ্কারপূর্ব্বক কর্ণে বলিতেছে 'অন্য কাহারও কথা শুনিও না।' ইহার পর তিন দিবস চলিয়া গেল। এখন মৃত্যুর কাল উপস্থিত। কারাগারের সম্মুখে বন্ধুগণ সমবেত, তাঁহার মুখরা স্ত্রী জেন্থিপী তাঁহার পার্শ্বে একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। জেন্থিপী অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিয়া অতি কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস্ ক্রিটোকে আদেশ করিলেন "ক্রিটো! কাহাকেও বল ইঁহাকে গৃহে লইয়া যায়।" আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "আমি স্বপ্নে 'সঙ্গীত করিতে' আদিষ্ট হইয়াছি।" তাই তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে ইসফের গল্পগুলি কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করিতেছিলেন। "আজি মৃত্যু হইবে," এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "শরীররূপ কারাগার হইতে আত্মার মোচনই মৃত্যু। জীবনের পর মৃত্যু আসে। কিন্তু আবার মৃত্যুর পর জীবন আসে। যদি মৃত্যুই জীবনের শেষ হয়, তবে কি দুষ্ট লোকে দণ্ড এড়াইবে?" এইরূপ যুক্তি দেখাইতে দেখাইতে সহাস্য বদনে হেমলক-পাত্র হস্তে লইলেন এবং বিষ-পাত্রদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বন্ধুদের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া খৃষ্টের চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে অমৃতলোকে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু সময়ে সক্রেটিস্ বলিলেন "মরালগণ মৃত্যুকালে যেরূপ অধিক নৃত্য ও সঙ্গীত করে, আমিও তদ্রূপ জীবনসন্ধ্যার সঙ্গীত করিতে করিতে অমরধামে চলিয়া যাইতেছি।" এই সময়ে গাঢ়তমসাবৃতা পৃথিবী যেন বিধবার ন্যায় শোকবেশ পরিধান করিলেন। মৃত্যুকালেও ক্রিটোকে রহস্য করিয়া বলিলেন "এ চিৎকার কি জন্য? সকলকে শান্ত হইতে বল।" শেষ নিশ্বাস লইবার

জন্য বস্ত্রে মস্তকাবৃত করিয়াছেন এরূপ সময়ে একবার বস্ত্র উন্মোচিত হইল, সকলেই শেষ কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত। সক্রেটিস্ বলিলেন "ক্রিটো! আমি এস্কে-পিয়াসের নিকট একটী কুক্কুটের জন্য ঋণী। উহার ঋণ পরিশোধ করিতে ভুলিও না।"

হতভাগ্য এথিনীয়েরা মহাত্মার সমাদর বুঝিল না। উত্তর কালের গ্রীকেরা তাঁহাকে অমানুষ দেবতা মনে করিত। সেই জন্যই তাহাদের ধারণা ছিল যে সক্রেটিসের ন্যায় ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করিতে পারে না।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ইহাঁর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে প্লেটো ও জেনোফনের পুস্তকাদি ইহতে ইহাঁর বিষয় কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। যতদিন পৃথিবীতে সত্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন মহর্ষি সক্রেটিসের নাম প্রীতি ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইবে।

মহর্ষি সক্রেটিসের বিষয়ে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। আর্কিলাস্ ও এনা-ক্সাগোরাস্ তাঁহার গুরু ছিলেন। আর্কি-লাস্ সক্রেটিসকে ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাত্মা যে কি উত্তর দিয়াছিলেন পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

তাঁহার ভার্য্যা জেন্থিপী এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাপিকা ছিল। মহাত্মা গৃহে স্ত্রীর ও বাহিরে সমাজের নির্য্যাতন সহিয়াও চিরদিন একই প্রকার প্রশান্ত ভাবে কাটাইয়াছিলেন। এক দিবস স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন, এমত সময়ে জেন্থিপী গৃহোপরি হইতে স্বামীর মস্তকে সমল জল এক কলস ঢালিয়া দিল। সক্রে-টিস্ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে বলি-লেন "আমি ত জানিতামই যে যখন এত তর্জ্জন গর্জ্জন হইল, তখন বৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে।"

মহাত্মা ইচ্ছা করিলেই বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু ধনের সেবাকে অশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যেরই জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি-লেন। সাংসারিক দিক হইতে দেখিলে তাঁহার সকল বিষয়েই অসুখ; কিন্তু তিনি এমনই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইত না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে অযথারূপে অপমান করাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; তদ্দর্শনে সক্রেটিস্ ক্ষুব্ধ হইয়া বলি-লেন "কেহ অসুন্দর হইলে তোমরা তাহাকে প্রহার কর কি?" শিষ্যগণ বলিল "না।" সক্রেটিস্—"উহার মন মলিন, তজ্জন্যই ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়াছে। তবে, উহাকে প্রহার করিতে যাইতেছ কেন?" ইহাঁর উপ-দেশ এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ ছিল।

সক্রেটিস্ সুরসিক অথচ গম্ভীর

আমোদপ্রিয় অথচ ধীর ছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ এমন আর কোথাও দেখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজগৃহে, সুখে দুঃখে, কোন অবস্থাতেই তাঁহার আত্মার স্থৈর্য্য নষ্ট হইবার নহে। ইহাঁর শরীর ও আত্মার উভয়বিধ বল অসাধারণ ছিল। এমন সত্যপ্রিয় ধর্ম্মবীর আর জগতে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শিশু শিক্ষা।

৩য় সংখ্যক।

(৩০৩ সং—৩৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শিশুদিগের হৃদয়ের শিক্ষা—অনেক পিতা মাতা সন্তানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জন্মাইয়া দেন। বেকন ইহাকে পিতা মাতার অদূরদর্শিতা বলিয়াছেন। শৈশবে যেরূপ সংস্কার হয়, চিরদিন তাহা থাকিয়া যায়। এই কাল হইতে ভাই ভগ্নীর মধ্যে যদি হিংসাদ্বেষশূন্য প্রেমের ভাব না থাকে, তবে কখনও তাহা আসিবে না। দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা এই সময়ে শিশুদিগকে নিজ পরিবারস্থ ও বাহিরের লোকদিগকে দয়া ও সম্মান করিতে এবং ভালবাসিতে শিখাইতে হয়। মনের অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা গুরুতর ব্যাপার, কারণ হৃদয়ই জগৎকে চালায় ও বাসোপযোগী করে। মানব হৃদয়ে প্রেম, দয়া, ভক্তি, বিনয় ইত্যাদি দেবভাব সমূহ আছে বলিয়াই মানুষ, মানুষ হইয়াছে।

শিশুদিগের মানসিক শিক্ষা—কৌতূহল ও অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। জ্ঞানের ক্ষুধা হইলে শিশু আপনিই শিক্ষা করিতে চাহিবে। সন্তানকে একখানি চিত্রপূর্ণ পুস্তক দেখাও, উহা পাঠ করিবার জন্য তাহার কতই যত্ন ও উৎসাহ হইবে। ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট্, ওয়াসিংটন্, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জননীগণ এইরূপ উপায়েই সন্তানদের প্রাণে বিদ্যানুরাগ জ্বালিয়া দিতেন। সহস্র বেত্রাঘাতে যাহা না হয়, কৌতূহল জাগাইয়া দিলে তাহা আপনাপনিই হইবে।

নিতান্ত শৈশব কালে বালক বালিকাদের মস্তিষ্ককে পাঠের গুরু ভারে আক্রান্ত করা বিধেয় নহে। বালক বালিকাদিগকে জ্ঞানগর্ভ অথচ আমোদ-জনক বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে শিক্ষা জ্ঞান ও আমোদ এই দুই গুণ-বিশিষ্ট নহে, তাহা শিশুদিগের উপযোগী নয়। তাহাদিগকে গল্প এবং ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা

দিতে হয়। নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। আজকাল তাহাদিগকে আবার এরূপ বিষয় পড়ান হয়, যাহা তাহাদের বোধগম্য নহে। তজ্জন্যই উহা তাহাদিগের ভাল লাগে না এবং শিক্ষার উপরে তাহাদের একরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। সুকবি বাইরন তাঁহার এক পুস্তকে বলিয়াছেন যে নিতান্ত বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় শিক্ষকের যষ্টির ভয়ে এক দুরূহ লাটিন্ কবিতা গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আজন্ম কাল ঐ গ্রন্থের উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

ইয়ুরোপ খণ্ডের লোকে শিশুশিক্ষা এরূপ গুরুতর বিষয় মনে করেন যে তত্রত্য চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায়গণ ঐ বিষয় লইয়া যাবজ্জীবন আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ঔদাসীন্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। বাবু ধন সঞ্চয় করেন, "গিন্নি" "ঘরকন্না" করেন, শিশু সন্তানদের বিষয় কেহ ভাবেনও না। সকলেই ছেলেকে পাঠশালা, স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সন্তানদের হৃদয় মন কিরূপ গঠিত হইল, কয়জন পিতামাতা তাহা দেখেন ?

নৈতিক শিক্ষা,—সর্ব্বাপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞপ্রবর লর্ড বেকন্ বলিয়াছেন, "An example is a globe of precepts" অর্থাৎ একটী দৃষ্টান্ত, আর এক পৃথিবীপূর্ণ উপদেশ সমান। শিশুসন্তান কাহাকে আদর্শ করে ? তাহার মাকে। অতএব, মহিলাগণ! সাবধান! দৃষ্টান্ত মন্দ হইলে শত উপদেশেও কিছুই হইবে না। আমি জানি একটী দুঃখিনী ললনা তাঁহার শিশু সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; তাই সন্তান সদা সর্ব্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে "হে ভগবান্! তুমি আমার মাকে ভাল ছেলে কর, আমার বাবাকে আমাকে ভাল ছেলে কর।"

আর একটী ৩।৪ বৎসরের বালক মার নিকট শিখিয়াছিল যে কুকার্য্য করিতে নাই, এবং কুকথা কহিতে নাই, কারণ পরমেশ্বর উহাতে বিরক্ত হয়েন। ছেলে পিতাকে "মাত্‌লামি" করিতে দেখিলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিত "বাবা! অমন কর্ত্তে নাই; পরমেশ্বর রাগ্ কর্ব্বেন।" কোন কিছু মন্দ বোধ হইলে সে উহাই বলিত। দৃষ্টান্ত না দেখাইতে পারিলে দৃষ্টান্তের ছায়া গল্পেও অনেক কার্য্য হইবে। সেই জন্য ইংরাজিতে বলে "Point a moral and adorn a tale" একটী নীতি নির্দ্দেশ গল্প রূপে সাজাইবে, তাহা হইলে উহা শিশুর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবে।

"When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in a tale
Will enter in at lowly doors."

যখন কঠোর উপদেশে ফল হইবে না, তখন গল্পচ্ছলে উপদেশ দিলে সত্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবে। দয়া, প্রেম, সাহস, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, ও স্বার্থত্যাগের গল্প ও উপাখ্যান শৈশব হইতে বালক বালিকাদিগকে শিখাইলে, তাহাদিগের জীবন কখনই দুর্নীতিময় হইতে পায় না। বালক বালিকাদিগের মনে যাহাতে জাতীয় গৌরবের ভাব জাগ্রূক থাকে, তজ্জন্যও বিশেষ যত্নবান হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।

সুশীলা ও সরোজের কথোপকথন।

সু। দেখ সরোজ! একটা কথা সর্ব্বদাই আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবে, তাতে বড় উপকার হইবে।

স। কি কথা দিদি! আমাকে বলনা?

সু। কথাটী এই—'ইহা কি উচিত?'

স। এত একটি ছোট কথা? তবে কথাটা ভাল বটে।

সু। বড় ভাল, কিন্তু দেখ, একথাটী যেমন করে ভাবা উচিত, তা তুমি ভাব না।

স। এমন কথা তুমি কেন বল্‌লে দিদি?

সু। সব সময়ের কথা আমার মনে নাই। কিন্তু গুটিকত দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবে।

স। আমার কি দোষ পেয়েছ বল দেখি?

সু। আগে তুমি অঙ্গীকার কর, আমার কথায় রাগ কর্‌বে না?

স। আমি রাগ করিব না, আমিত মন্দ কাজ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না।

সু। আচ্ছা সরোজ, মা তোমাকে সে দিন রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে বল্লেন মাঝের বাড়ীর বউকে ডেকে আন। তুমি বল্লে কেন মতিকে পাঠাও না।

স। আমি তখন যে লাঠিমটী ঘুরাইতেছিলাম, নূতন লাঠিম, সবে কিনিয়া আনিয়াছি।

সু। কিন্তু এরূপ কথা বলা কি তোমার উচিত ছিল? একবার ভেবে দেখ আমাদের উপর মার কত স্নেহ! তিনি আমাদের জন্য কত করেন!

স। মার কত স্নেহ তা আমি জানি। যতদূর সাধ্য তাঁর কথা শুনা ও তাঁর সাহায্য করাও উচিত, তাও জানি। কিন্তু সে সময় একথা মনে হয় নাই।

সু। তা ঠিক্ কথা, তুমি ভাব নাই। মাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়া কি উচিত? ইহা তুমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর নাই। আর তোমার মনে আছে কাল তোমার ছোট ভাইয়ের উপর রাগ করেছিলে?

স। না দিদি! রাগ করি নাই। আমি একটি সুন্দর গল্প পড়িতেছিলাম, তা শরৎ এমনি দুষ্ট ছেলে “দাদা কাপড় পরে দে, দাদা কাপড় পরে দে,” বলে ক্রমাগত বিরক্ত কর্‌ছিল, তাই তাকে ঠেলিয়া দিতে পড়িয়া গেল। সেটা ভাল কাজ হয় নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

সু। দেখ এখানেও “ইহা কি উচিত?” তুমি ভাব নাই। আর একটি দৃষ্টান্ত বলিব। সে দিন পণ্ডিত মহাশয় আসিলে তুমি বইখানা মশারির চালে ফেলিয়া লুকাইলে কেন?

স। আমার যে পড়া হয় নাই। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, না বল্‌তে পারলে মার্ব্বেন।

সু। সরোজ এইটি কি উচিত কাজ হয়েছে?

স। আমি তখন অত ভাবি নাই। এখন বুঝিতেছি, আমি যা করেছিলাম উচিত হয় নাই, অন্যায় কর্ম্ম হয়েছে।

সু। আচ্ছা আর একটী কথা। তুমি সে দিন বিনয়কে আমাদের বাড়ীতে আসিতে বলিয়াছিলে কেন?

স। তার পড়া ব’লে দিবার কেউ নাই বলে, আর সে আমার নীচের ক্লাসে ৩য় ভাগ পড়ে, তাই বলেছিলাম, তুই আমার কাছে পড়া বলে নিস্‌।

সু। তবে তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

স। আমার খেলাবার সময় আসিল কেন? আর ৩য় ভাগ আমি কবে পড়েছি, তাকি আমার মনে আছে?

সু। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তুমি যা পার্‌বে না, কেন তবে তার জন্য অঙ্গীকার করিলে? অঙ্গীকার ক’রে পালন না করা কি উচিত? এক-বার একথা কেন ভাব্‌লে না?

স। না দিদি, আর এ রকম অন্যায় কর্ম্ম কর্‌ব না। আমি যা কর্‌বো, তার আগে ভাব্‌বো “ইহা কি উচিত?” যা উচিত তাই কর্‌বো, যা উচিত নয় তা কখনও কর্‌বো না। এত দিন একথা মনে হয় নাই ব’লে কত দোষ করেছি!

স্বভাব দর্শন।

পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ বড় স্বভাবের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য প্রায়ই মনোহর স্থান মনোনীত করিতেন। যেখানে সুন্দর নদী, ভাল ভাল পাহাড়, বেশ ঝরণা, চারিদিকে ফুল গাছ, সুশ্রী পাখী, যেখানে নির্ম্মল সুগন্ধ বাতাস বহিতে থাকে, সেই স্থানে বাস করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ভাল লাগিত। প্রকৃতি যেমন খাঁটি সরলতা দেখাইতে পারে, এমন কি আর মানুষে পারে? মানুষে যাহা দেখায় তাহাতে সরলতাও আছে, কপটতাও আছে, কিন্তু স্বভাবের মধ্যে

তাহা নাই। সুতরাং স্বভাবকে যাহারা ভাল বাসে, তাহাদের মন কেমন সরল হইয়া আসে! বিশেষতঃ প্রকৃতির ভিতর সুন্দর পবিত্রতা দেখিলে মন মোহিত হইয়া যায়। যাহাদের মন গাছ দেখিতে ভাল বাসে, নদী দেখিলে ভুলিয়া যায়, পাহাড়টী দেখিলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, ভাল গন্ধের আঘ্রাণে আহ্লাদে ভাসিয়া যায়,তাহারা সহজেই ভাল লোক হইতে পারে। তাহাদের মন খলতা কপটতা জানে না, অপবিত্রতাকে আদর করিতেও শিখে নাই। এখন আমরা কেবল ইংরাজদিগকেই স্বভাবের পক্ষপাতী দেখিতে পাই। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে স্বভাবের প্রতি অনুরাগ নাই বলিলেই হয়; সেই জন্য তাহাদের অনেকের মন এত কঠিন,চরিত্র এত মলিন। স্বভাবকে ভাল বাসিতে বাসিতে লোকের মনে পবিত্র গুণের প্রতি আপনাআপনি অনুরাগ জন্মে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও ভাল হইয়া আসে। এইরূপে মানুষের জীবন সুন্দর বেশ ধারণ করে। এই প্রণালীতে ধর্ম্মেও ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। যাঁর হাতের জিনিষ তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মিলে কেন না তাঁহার প্রীতিতে জীবন পবিত্র হইবে?

মাতার প্রতি উপদেশ।

(৩০৪ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর)

যে নারী আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণা, তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ও নানা প্রকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বেশি আয়াস পাইতে হইবে না; একটী সামান্য দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হইবে। ডিম্বস্থ শাবককে গরমে রাখিবার জন্য পক্ষী কত প্রয়াস পায়, কত কষ্ট সহ্য করে, কত দিন অনশনে অতিপাত করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিণী স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া যাহা করে, জননী ধর্ম্ম ও বিবেকের আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া তাহা করেন। সন্তান লালন পালনের নিমিত্ত তিনি সামাজিক জীবন—এমন কি পুণ্য-কার্য্য জনিত পরমানন্দ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সন্তানের উপর যে আধিপত্য দিয়াছেন, তাহা হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত-পদ না হন, তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ এক অলৌকিকী ঈপ্সা বলবতী থাকে। সন্তানেরা তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকে, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সন্তান ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমোদ প্রমোদ ভোগ বিলাসে বহির্গত হওয়া তাঁহার পক্ষে গর্হিতকর্ম্ম

বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ যেন বিবেচনা না করেন যে, জননীরা কিছু কালের নিমিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ভোগেও অনধিকারিণী। মাতা সন্তানদিগকে এক কালে ভুলিয়া ও সাংসারিক কর্ত্তব্যে বীতরাগ হইয়া আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব বিলাসিনী হইতে পারেন না, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

সন্তানকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? দৈনিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কথোপকথনচ্ছলে। মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবার জন্য সন্তানের শিক্ষার প্রতি চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। সেইরূপ আবার বর্ণপরিচয়ের কালের পূর্ব্ব হইতেই মাতার সতর্ক দৃষ্টি, পিতার সন্তান কর্ত্তৃক সম্পাদিত সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও অসৎ কর্ম্মের অসাধুবাদ, ভগিনীর অকৃত্রিম ভালবাসা, ভাইয়ের সহিষ্ণুতা প্রভৃতির দ্বারা অধ্যাপনা আবশ্যক। অনেক মাতা আপনার ক্ষমতার উপর তত বিশ্বাস না করাতে শিক্ষা কার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে নারী মাত্রে বিশেষতঃ গর্ভধারিণী মাত্রে যাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক অধিক করিতে পারেন।

অন্যায় আদর ও প্রশ্রয় দান অত্যন্ত সাধারণ। ইহা দ্বারা পরম শত্রুর কাজ করা হয়। সুতরাং সুমাতা এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। দয়ালু হওয়াও উচিত। যে মাতার হৃদয় কঠিন —যাঁহার স্নেহ নাই, তিনি স্বজাতির কলঙ্ক, স্বজনের কলঙ্ক। ভালবাসাই তাঁহার ক্ষমতা; ভালবাসাই তাঁহার অমোঘ অস্ত্র; ভালবাসাই তাঁহার কবচ; ভালবাসাই তাঁহার মন্ত্র। ভালবাসা ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। সন্তানদিগকে এই ভালবাসা দ্বারা সুশাসনে রাখিতে হইবে। পিতা মাতা অবশ্যই সম্মানিত হইবেন। এই সুনিয়মটী পরিত্যাগ কর, সন্তানের সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। অনেকে সন্তান পালনের নিমিত্ত সেবক সেবিকার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। স্বীকার্য্য অনেক গৃহকর্ম্ম—শিশুদিগকে খাওয়ান ধোয়ান পরান প্রভৃতি কার্য্য দাসদাসীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহার আর্থিক বল আছে, তাঁহার পক্ষে এ সুবিধা আছে। কিন্তু এ স্থলে আমরা ইহাও অবশ্য বলিব যে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা যত দূর সম্ভব সন্তানকে আপনার কাছ ছাড়া কখনও করিবেন না।

জননীর আর একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। মুষ্টিযোগ প্রভৃতি টোটকা টাটকি জানা উচিত। সন্তানাদির সামান্য পীড়া হইলে মাতা স্বয়ং চিকিৎসা করিবেন। কথায় কথায় একটু হাঁচি ও হোঁচটে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইলে গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরও কষ্ট হয় কিনা

তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা যাহা প্রকটিত হইল, তৎ সমস্ত অবধান করিয়া প্রসূতিগণ চলিলে অন্ততঃ চলিতে [illegible] পাইলে সকল পরিশ্রম সকল বোধ করিব।

গৃহধর্ম্ম।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।

সেই ভার্য্যা পতিগত সদা যার প্রাণ,
সেই ভার্য্যা গর্ভে যেই ধরে সুসন্তান,
সাধ্বী নারী শুদ্ধ করি বাক্য কর্ম্ম মন,
যতনে পতির আজ্ঞা করেন পালন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকর্ম্মেষু দক্ষয়া।

সতী নারী ছায়ামত পতি অনুগতা,
সখী মত হিত কর্ম্ম সাধনেতে রতা;
হৃষ্ট মনে পতি মন করিবে তোষণ,
সুনিপুণা গৃহকার্য্য করিতে সাধন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপ বিলাপিনী।
ন চাতি ব্যয়শীলাস্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥

বাদ বিষম্বাদ না করিবে কারো সনে,
বিরত থাকিবে সদা অনর্থ ভাষণে,
অতি ব্যয়শীলা না হইবে কদাচন,
ধর্ম্মে অর্থে না করিবে ব্যাঘাত কখন।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

পতিপ্রিয় হিত কার্য্যে সতত যে রতা,
সদাচারা ইন্দ্রিয় সংযমে দৃঢ়ব্রতা,
ইহকালে তার কীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বজন,
পরকালে তার সুখ শান্তি অতুলন।

স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যং এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ॥

পতি আনুগত্য রমণীর ধর্ম্মোচিত,
সতী স্ত্রী ত্যজিলে হয় ধর্ম্মেতে পতিত,

সুক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ঃ রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতা॥

স্বল্পমাত্র কুসঙ্গের থাকিলে কারণ,
রক্ষিবে নারীরে অতি করিয়া যতন।
নারী অরক্ষিতা যত অনর্থের মূল,
পিতৃভর্ত্তৃ দুই কুল করে শোকাকুল।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনাযাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

গৃহ মধ্যে রুদ্ধা নারী করিয়া যতন,
প্রহরী পুরুষবর্গ বিশ্বাসভাজন।
তথাপি সে অরক্ষিতা; যে রাখে আপনা,
সেই সুরক্ষিতা তার নাহিক ভাবনা।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ সোদরের ভার্য্যা গুরুপত্নী হন,
কনিষ্ঠের ভার্য্যা পুত্রবধূর গণন।

রত্নহার।

১। পাপী ঈশ্বর হইতে লুকাইয়া থাকিতে চায়, ধার্ম্মিক ঈশ্বরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চান।

২। শোকাশ্রুতে ধৌত না হইলে চক্ষু দিব্য আলোক লাভ করিতে পারে না।

৩। প্রেম কি অদ্ভুত বস্তু, ইহার এক বিন্দু পান করিলে অশ্রুপাতে সাগর পূর্ণ হইয়া যায়।

৪। মৃত্যুকে ভিত্তি করিয়া যে জীবনের কার্য্য প্রণালী স্থির করিতে পারে, সেই যথার্থ জ্ঞানী।

৫। দুর্ব্বল মনুষ্য অবস্থা ও প্রবৃত্তির স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু যখন সর্ব্বশক্তিমানের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহাকে কাঁপায় কার সাধ্য ?

৬। সাধন বিনা সিদ্ধি লাভ হয় না।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মধ্যস্থল দিয়া যে নূতন বৃহৎ রাস্তা সিয়ালদহ ও হাবড়ার পুলকে সংযুক্ত করিবে, তাহা লম্বে ৯০০৪ ও প্রস্থে ৭০ ফিট হইবে।

২। মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে ২ জন দুষ্ট লোক ১২ বৎসরের একটী বালিকাকে ভুলাইয়া কলিকাতায় আনে। সিয়ালদহ আদালতের বিচারে তাহাদের এক জনের ২ ও অপরের ১ বৎসর পরিশ্রমসহ কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৩। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ৫টী কাগজের কল হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমে বিলাতী কাগজের মত ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ২, বোম্বাইয়ে ৫, লক্ষ্ণৌয়ে ১ এবং গোয়ালিয়ারে ১টী কল চলিতেছে।

৪। লুসাই যুদ্ধ অল্পে অল্পে শেষ হইয়া পার্ব্বত্য জাতিদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সেনাপতি ট্রেজিয়ার সুখ্যাতি লইয়াছেন।

৫। কুমারী বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এল এম এস পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬। বহরমপুরের কায়স্থেরা বিবাহ ব্যয় কমাইবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন, আরও কোন কোন স্থানে এরূপ সভা হইতেছে। কন্‌গ্রেসের সামাজিক সমিতি এ বিষয়ে কি কিছু করিতে পারেন না ?

৭। কুচবিহারের মহারাজা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

৮। গত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৩৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৩৪৭, ২য় বিভাগে ১১৮৫ ও ৩য় বিভাগে ১১০৬ জন। বেথুন স্কুল হইতে কুমারী অশোকলতা ২য় বিভাগে এবং মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আগ্নেস দত্ত ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতাকণা—বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ৴০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও সুভাবপূর্ণ। অনেক স্থলে লেখকের কবিত্ব শক্তির বেশ আভাস পাওয়া যায়।

২। চিকিৎসা লহরী—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মূল্য ⁄০ আনা। এই মাসিক পত্রিকা গত বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার প্রণালীর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রকটিত হইবে। যেরূপ মুষ্টিযোগ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের গৃহ চিকিৎসার সাহায্য হইবে।

৩। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা একখানি সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, কল্পনা সেইরূপ উচ্চ ও অদ্ভুত। এতৎ পাঠে পাঠিকারা প্রীত হইবেন।

৪। সাহিত্য কুসুম ১ম ভাগ—শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতি, বিজ্ঞান ও জীবন চরিত সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। বিষয়গুলি উপকারী এবং লেখা বিশুদ্ধ। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বামারচনা।

চিতোরের রাজ্ঞীর প্রতি মকুল ধাত্রীর ভৎর্সনা।*

হায়! কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তোমায়
আপনি কুঠার হান আপনার পায়—
করিলে আপনা খেয়ে, কি বলিব হায়!
কৈকেয়ীর মত পুত্রে করিলে বিদায়।

* "রাজস্থান মিবার" অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল। একদা রাণা লাক্ষা সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের বিবাহ জন্য রাঠোর-রাজ নারিকেল ফল প্রেরণ করেন, তখন চণ্ড সভায় ছিলেন না। যখন তিনি সভায় আসিলেন, তখন পিতার পরিহাস বাক্য শুনিয়া ঐ কন্যা বিবাহ

কেবা আছে আত্মত্যাগী চণ্ডের সমান,
না বুঝিয়া তারে করিয়াছ অপমান।
ভাল যেন চণ্ড তব সপত্নী-তনয়,
তা'বলে কি নির্দ্দোষীকে দোষ দিতে হয়?
আপন ইচ্ছায় চণ্ড সব রাজ্য ধন
অর্পিলেন কনিষ্ঠেরে ভীষ্মের মতন।
স্বেচ্ছায় যদি সে রাজ্য ত্যাগ না করিত,
তা হলে কি রাণা রাজ্য মকুলকে দিত?
জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড, তারি প্রাপ্য সিংহাসন।
সে কেন রাজ্যের লাগি করিবে ছলন?
মহাবীর চণ্ড সেত নহে হীনবল,
কাপুরুষ মত কেন ধরিবে সে ছল?
একি বুদ্ধি রাণী তব হইল উদয়,
পুত্র ত্যজি নিলে কেন পিতার আশ্রয়?
পরম উদার চণ্ড, পিতা তব ক্রূর,
কি বুঝিয়া চণ্ডকে করিলা তুমি দূর?
কেশরী বিগত হলে কেশরী-কুমার
রাজা হয়ে পশু রাজ্য করে অধিকার।
পশু রাজ্য পালিতে কি ফেরু শক্তি ধরে,
অগ্নিতেজ বিনা হরি কোথা শোভা করে?
তোমার পিতার ন্যায় পাপী দুরাশয়
শিশোদীর সিংহাসন যোগ্য কভু নয়।
যেমন করম তব ফলিল তেমন,
কেমনে রাখিবা এবে পুত্রের জীবন?
চণ্ডবিনা রাজ্য তব হ'ল ছারখার,
কি করিবে নিঃসহায় এ শিশু কুমার?
ভেবেছ কি লোভী, পাপী দুরাশয় এবে
মকুলকে না বধিয়া ক্ষান্ত হ'য়ে রবে?
তোমা হ'তে চিতোরে এ অনর্থ ঘটন,
ঈর্ষাময়ী মূর্ত্তি তব পাপে পূর্ণ মন।
ভাল যদি চাও তবে শুনহ এখন
গোপনে গোপনে লও চণ্ডের শরণ।
লিখহ তাহারে এই বিপদের কথা,
এখনো আপনা রাখ করোনা অন্যথা।
মহাবীর চণ্ড তার সরল হৃদয়,
হইবে সহায় তব বিপদ সময়।
রাখিতে পৈতৃক রাজ্য ভ্রাতার জীবন—
অবশ্যই করিবেন চণ্ড প্রাণপণ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাণা ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "আমি ঐ কন্যা বিবাহ করিয়া রাঠোর-রাজের সম্মান রক্ষা করি, কিন্তু সেই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই রাজ্য পাইবে।" চণ্ড অম্লানবদনে "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিরস্ত হইলে, রাণা সেই কন্যা বিবাহ করিলেন ও তাহার গর্ভে মকুলজি নামক একটী পুত্র জন্মিল। কিছুদিন পরে রাণা চণ্ডকে রাজ্য দিতে উদ্যত হইলে চণ্ড স্বহস্তে কনিষ্ঠ মকুলের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিলেন। কালক্রমে রাণার মৃত্যু হইলে শিশু কুমারের ও রাজ্যের পালন চণ্ড নিজেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংকীর্ণমনা চণ্ডের বিমাতার তাহা সহ্য না হওয়ায় চণ্ডের প্রতি দোষারোপ করাতে চণ্ড দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার বিমাতা নিজ পিতাকে নিজ পুত্র ও রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাঠোর-রাজ দৌহিত্রকে বধ করিয়া চিতোর রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলে মকুলের মা তাহা জানিয়াছিলেন, সেই স্থানটী অবলম্বন করিয়া মকুল ধাত্রীর ভর্ৎসনা লিখিত হইল।

স্তব।

অনন্ত করুণা সিন্ধু, কোথা তুমি প্রেমময়?
কোথা তুমি জগত-জীবন?
আকুল পরাণ মম, চরণে যে চায় স্থান,
দেও পিতঃ দীনের শরণ।

চিরদিন নমি পদে, আপনি ধরণী, দেব,
শত মুখে তব স্তব ক'রে,
তোমারে খুঁজিয়া সারা, রবি, শশী, গ্রহ, তারা
কত বর্ষ কত যুগ ঘুরে!

তোমারি বন্দনা গান, গাহিতে প্রমত্ত সিন্ধু
গরজিছে গভীর কল্লোলে,
সংসার উন্মত্ত ঢেউ, আছাড়ি লুটিতে চায়,
ও চরণ সিন্ধু উপকূলে।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, অজ্ঞান বালিকা নাথ!
কি বুঝিব তোমার মহিমা,
আমি কি করিব স্তব, মহান জগত তব,
দিতে নাহি পারে তব সীমা!

তুমিময় এ সংসার, খুঁজি তবু তোমাতরে
আঁধারেতে পাইনে দর্শন!
অনন্ত অসীম রূপে, সংসার ঘেরিয়া তুমি,
দেখেনা যে এ অন্ধ নয়ন।

জগত জীবন তুমি, তোমারি সৌন্দর্য্যকণা
সুবিমল শশাঙ্কের মুখে,
তোমারি জ্যোতির ছায়া, অফুট সুন্দর ভাতি
পড়িয়াছে প্রভাকর বুকে।

তোমারি ও হৃদয়ের, পবিত্রতা বিন্দু চির,
বহিয়াছে জাহ্নবীর ধারা,
নিশীথে দেখাতে পথ, অগণ্য নক্ষত্র রূপে,
জ্বলে তব নয়নের তারা।

তোমারি অনন্ত প্রেম, অদৃশ্যে সমীর রূপে
প্রদানিছে জীবন ধরারে,
অনন্ত আকাশ ওই, তোমারি চরণ ছায়া,
জগতেরে রাখিয়াছে ঘিরে!

ক্ষুদ্র এক বারি বিন্দু, তোমার করুণা সিন্ধু,
তুমি নাথ দয়ার আকর।
জগতের প্রতি অঙ্গে, প্রকৃতি আননে তব,
উথলিছে করুণা সাগর।

এই যে প্রকৃতি রাণী, সাজে নিতি নবরূপে
দেখাইতে তোমারি সুষমা,
এই যে মহান ধরা, জীবের জীবন এই,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা!

জানিনা করিতে স্তব, ভাবিতে পারিনে নাথ
ক্ষুদ্র প্রাণে তোমার রচনা;
দুর্ব্বল হৃদয় সুধু, চরণে নমিতে চায়,
সন্তানের পুরাও কামনা!

জীবন আঁধরাকাশে, ফুটাও জ্ঞানেরতারা,
নয়নেতে দেও দরশন,
অনন্ত করুণা রূপে, সমুখে দাঁড়াও পিতঃ,
দেও হৃদে আরাধ্য চরণ।

শ্রীমতী—

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যক বামাবোধিনীর ২৯ পৃষ্ঠা ১ম কলমে "প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে" পরিবর্ত্তে "ঘুরাইতেন" হইবে।

বামাবোধিং

T

BAMABODE

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়

কন্যাকে পালন করিবেক ও

৩০৬ সংখ্যা। } আষাঢ় ১২৯৭—

সাময়িক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— আর্ট ও আইন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসর মোটামুটি পাস অধিক হইয়াছে। প্রবেশিকায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৪২, এফ, এতে ২৮৭২ মধ্যে ১০৩৭, বি, এতে ১০৪৯ মধ্যে ৪৬৮ এবং বি, এলে ২৫৭ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় যে সকল রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে;—

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

১ম বিভাগ।

১ কোহেন মটী, ইহুদি বালিকা বিদ্যালয়।

২ রাচেল " "

৩ ডি মেলো বার্থা, আণ্ড্রিয়া হডসন } রবার্ট কলিজিয়েট স্কুল।

টাকার সুদ হইতে দাতব্য কার্য্য সকল চালাইবেন।

দাতার উদারতা ধনাঢ্য ও ধনাঢ্যাদিগের পক্ষে অনুকরণীয়।

নূতন হীরক—হাইদ্রাবাদের নিজাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় গর্ডন অর নামক একখণ্ড হীরক ক্রয় করিয়াছেন, ইহার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হীরক কখনও দেখা যায় নাই। ইহা ওজনে ৬৭॥ কারাট ছিল, চাঁচিয়া ২৪॥ হইয়াছে।

মহিলা ডাক্তার—কুমারী এ কনর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ প্রথম মহিলা ডাক্তার, মুলতানে কর্ম্ম পাইয়াছেন। কয়েকটী মহিলা মেডিকাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আলওয়ার, তেজপুর, ইটা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেডিকাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর কুমারী বিন্ধ্যবাসিনী বসু (Clinical medicine) ঔষধ প্রয়োগ বিদ্যায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার পাইয়াছেন।

স্ত্রী-চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে। চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে মহিলাগণ সম্মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা লাভ ও সমাজের উপকার সাধন করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রাঁধুনির সৎকার্য্য—ফরাসী দেশে জুলিয়ান নাম্নী এক রাঁধুনী মৃত্যু-

কালে ২০ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ দরিদ্রদিগের হিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক—বিলাতের মজুরদিগের হিসাবে ৬ কোটীর অধিক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।

গবর্ণমেণ্ট গরিবদিগের সুবিধার জন্য এ দেশে ডাকঘরের সঙ্গে সঙ্গে সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি সফল হইতেছে? বিলাতে যারা দিন আনে, দিন খায়, তারা বর্ষে বর্ষে ৫।৬ কোটী টাকা করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান রাখিতেছে। এ দেশের গরিবেরা সঞ্চয় করিতে না শিখিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না।

কুমারী ফসেট—ভারতবন্ধু অধ্যাপক ফসেট সাহেবের কন্যা কুমারী ফিলিপা ফসেট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাঙ্গালার' পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি না কি এত নম্বর পাইয়াছেন, যে কোন পুরুষ পরীক্ষার্থী কখনও তত পান নাই।

বিবস্ত্র লোক—পৃথিবীতে অদ্যাপি ৭০ কোটীর অধিক লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আছে।

যাঁহারা সভ্যসমাজে জন্মিয়া নানাবিধ বিলাস ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিউন। অনুন্নত ও দরিদ্রজাতিকে দয়া করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর—সম্প্রতি ক্লারেন্সের ডিউক উপাধি পাইয়াছেন।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ঔষধ বিক্রয় করিয়া "নর" নামক এক ডাক্তার ২৮ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন!

দুর্ঘটনা—গত ৪ঠা জুন আমেরিকার নেব্রাস্ক নামক স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে প্রদেশটী একবারে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

উপাধি লাভ—স্কটলণ্ডের চিকিৎসালয় হইতে মান্দ্রাজের জগন্নাথমের কন্যা কুমারী জগন্নাথম এল, আর, সি, পি, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতরমণীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানলাভ করিলেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের কাল।

৩১ সংজ্ঞা (অশ্বিনী), ৩২ ছায়া ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বৈদিক ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

বেদ ও পুরাণ, কোন কোন বিষয়ে এক-মতাবলম্বী; আবার কতকগুলি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী। এ স্থলে বিসংবাদী একটি বিবরণ আলোচিত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে অশ্বিনীকুমার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা [illegible] প্রকারে

crystal clear with all the details.

রূপান্তরিত হইয়া পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহা লিখিত হইতেছে। বেদের অভিধানকর্ত্তা যাস্ক মহানুভব, অশ্বিদ্বয়ের সম্পর্কে ৫ পাঁচটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলি এই,—

১। কোন কোন মতানুসারে স্বর্গ ও পৃথিবী, ২ দুই অশ্বিনীকুমার।

২। কাহারও কাহারও মতে সূর্য্য ও চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

৩। কেহ কেহ কহেন, দিবস ও রজনীই, অশ্বিনীকুমারযুগল।

৪। প্রাচীন-ইতিহাস-বেত্তাদের অভিপ্রায়ানুসারে উহাঁরা ২ দুই জন পুণ্যবান্ ভূপতি।

৫। মহামহোপাধ্যায় যাস্কের মতে নিশীথের পরবর্ত্তী ও উষার পূর্ব্ববর্ত্তী আলোকান্ধকারময় সময়। এই মতটি যাস্ক মহোদয় পরিস্ফুট করিয়া প্রকটিত করেন নাই।

সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, এই হেতু সূর্য্যের দ্বিতীয় আখ্যা "অশ্ব"। উক্ত কারণেই রবির কিরণও "অশ্ব" অর্থাৎ ব্যাপী; সুতরাং সূর্য্য, কিরণ-সংযুক্ত অর্থাৎ 'অশ্ব'-বিশিষ্ট (ব্যাপক)। ইহা হইতেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, অশ্ব (কিরণ) সূর্য্যের বাহন। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইল, ভাস্করের নামা- [illegible] "অশ্ব"। অশ্বের অর্থাৎ ভানুর পত্নী [illegible]নী (অশ্বা+)। অশ্ব ও অশ্বিনীর পুত্রদ্বয় অশ্বিনীকুমারযুগল নামে পুরাণে কিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মৎস্যপুরাণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণ বিবৃত আছে। প্রথমে মহাভারতের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। সংজ্ঞা নামক রমণীর গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারযুগল জন্ম গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা, বিশ্বকর্ম্মার সুতা। এই বিশ্বকর্ম্মা দেবতাগণের শিল্পী, ইহা সকলে না হউন, অনেকেই অবগত আছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গের বৈদ্য ছিলেন। শ্রুতিশাস্ত্রেও ইহাঁরা চিকিৎসক বলিয়া বিদিত ও সুবিখ্যাত। ইহাঁরা ২ দুই যমজ সহোদর; উভয়েই সমানাকার। অশ্বী, আশ্বিন, আশ্বিনেয়, দস্র ও নাসত্য এই ৫ পাঁচ নামে ইহাঁরা উভয়ে সর্ব্বত্র পরিচিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মবিবরণ এইরূপ;—সূর্য্যের প্রণয়িনী সংজ্ঞা, স্বামীর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয় সহচরী ছায়াকে কহিলেন, —"সখী! আমি কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে গমন করিব। বৈবস্বত ও যম, আমার এই পুত্র ২ দুইটি ও যমুনা-নাম্নী আমার তনয়াকে তোমার করে সমর্পণ করিতেছি; যাহাতে উহারা কোন মতে কষ্ট ভোগ না করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। আমি জনক-ভবনে গমন করি-

+ লৌকিক [illegible] ব্যাকরণানুসারে অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গে 'অশ্বা' হইয়া থাকে। পৌরাণিক গ্রন্থে পত্নী অর্থে 'অশ্বিনী' হইয়াছে।

লাম, ইহা আমার পতি যেন অবগত না হন। তুমি আমার ন্যায় আকার ধারণ পূর্ব্বক মৎসদৃশ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া থাকিবে।" সংজ্ঞার বচনানুসারে ছায়া, পতির ন্যায় সূর্য্যদেবের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ছায়ার গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে শনি ও সাবর্ণি এই ২ দুই পুত্র এবং তপতী নামে ১ এক কন্যা জন্মিল। সূর্য্যদেব, সংজ্ঞার গর্ভজাত বৈবস্বত মনু ও যম এই পুত্রদ্বয় ও যমুনা-নাম্নী কন্যাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ছায়ার পুত্র কন্যাগণের উপর তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিতেন না দেখিয়া ছায়া, সংজ্ঞার পুত্রদিগের প্রতি স্নেহের শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যম, বিমাতার (ছায়ার) ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে অতীব রোষ-পরবশ হইয়া বিমাতাকে (ছায়াকে) পদাঘাত করিবার জন্য পদদ্বয় উত্তোলন করিলেন। তাহাতে ছায়া এই বলিয়া অভিশম্পাত দিলেন, "যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, অতএব তোমার ২ দুই চরণেই শ্লীপদ (গোদ) হইবে।" অন্য গ্রন্থের মতে পাদ, ক্ষতযুক্ত ও ক্রিমিময় হউক, ছায়া এইরূপ অভিশপ্ত করেন। মাতৃশাপ প্রযুক্ত ক্ষতযুক্ত ও কীটপূর্ণ পদবিশিষ্ট হইয়া যমরাজ, পিতার নিকট গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "যিনি আমাদের লালন পালন করিতেছেন, তিনি আমাদের গর্ভধারিণী নহেন। কেননা জননী কখনও সন্তানকে শাপ দেন না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে কি উপায়ে অব্যাহতি পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" সবিতা, স্বীয় পুত্রের রোগ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ১ একটি কুকুর দিলেন। ঐ ক্ষত স্থান হইতে যে পূয ও কীট নির্গত হইত, ঐ কুকুরটি তৎসমস্তই ভক্ষণ করিত। এইরূপে অল্প দিনে ঐ ক্ষত নিরাময় হইল। পুত্রের বাক্য শ্রবণে সূর্য্যদেব, অবিলম্বেই ছায়াসদনে গিয়া তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতে বলিলেন। ছায়া, ভয়চকিত চিত্তে বলিলেন, "প্রভু! আমি সংজ্ঞা নহি। সংজ্ঞা, আপনার প্রখর তেজ অসহ্য বোধ করিয়া নিজের কলেবর হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া বৈবস্বত মনু ও যম এই ২ দুই পুত্রকে ও যমুনা নাম্নী ১ এক কন্যাকে আমার নিকট সমর্পণ পূর্ব্বক জনকালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। যাইবার সময় আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া যান, 'আমি (সংজ্ঞা) তোমাকে (ছায়াকে) প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি, আমার স্বামী যেন কোন প্রকারে বিদিত না হন।' এক্ষণে আমি শাপভয়ে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিয়া সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম।" তপনদেব তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় উপনীত হইয়া শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মাকে আপন সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার বিষয় জিজ্ঞা-

সিলে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সংজ্ঞা যখন আমার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'আমি পতির দুঃসহ তেজ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতে আপনার নিকটে আসিয়াছি' আমি তখনই কন্যার এই রমণীবিগর্হিত কর্ম্মের জন্য (পতির অনভিমত কার্য্যের নিমিত্ত) নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছি। এখন সে কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, তাহা অবগত নহি।" তপনদেব, তদ্দণ্ডেই যোগাসনে সমারূঢ় হইয়া ধ্যান-বলে জানিলেন, সংজ্ঞা উত্তর-কুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তিনিও সংজ্ঞার সমীপে ঘোটকাকারে গমন করিয়া ঘোটকরূপিণী প্রণয়িনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া কিছুকাল যাপন করিলেন। তৎপরেই অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি হয়।

তপনদেবের পুত্রোৎপাদন-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের মত ও পুত্র-কন্যার সংখ্যা পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল। সহজে বুঝিবার জন্য বংশতালিকাও প্রস্তাবের শেষে লিখিত হইল।

১। মহাভারতের মতে সূর্য্যের ঔরসে ও অশ্বিনীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।*

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, অশ্বিনীর উদরে সূর্য্যের আশ্বিন নামে ২ দুই যমজ পুত্র ও রেবন্ত নামে ১ এক তনয়, সমুদায়ে এই ৩ তিন সন্তান জন্মে।

৩। মৎস্যপুরাণপ্রণেতার মতে সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার উদ্ভব হয়। রাজ্ঞী নাম্নী অপরা প্রেয়সীর উদরে রেবন্ত এবং প্রভা নামে অন্য এক প্রিয়তমার জঠরে প্রভাতের জন্ম হয়। প্রভা ও রাজ্ঞীর অপর প্রসঙ্গ দুষ্প্রাপ্য।

এইবার সূর্য্যের কয় পত্নী ও তাঁহাদের নাম কি, লেখা যাইতেছে।

১। ভাগবত পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, "সংজ্ঞা" ও "ছায়া" উভয়েই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা।*

২। মৎস্যপুরাণের মতে সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা, সূর্য্যের ৩ তিন প্রণয়িনী।

শ্রুতিশাস্ত্র-বর্ণিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরাণে কি আকার ধারণ করিয়াছেন, ও সেই সূত্রে তাঁহাদের জনক-জননী-সম্বন্ধেও কি অত্যদ্ভুত কিংবদন্তী-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, অশ্বিনীকুমারযুগ্মের বিমাতার বিস্ময়কর ব্যবহার পাঠে মনে মনে কতই নব ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, পাঠক-পাঠিকারা এখন বুঝিলেন।

* ইতিপূর্ব্বেই বৈদিক বিবরণের পর উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, মহাভারত-প্রণেতার মতে ছায়া সূর্য্যের সখী। বাস্তবিকও ইহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক পুরুষের ছায়া, তাহার সহচর। সুতরাং সকল নারীর ছায়াও তাঁহাদের সহচরী। অতএব সংজ্ঞার প্রতিবিম্বও উঁহার সহচরী। পুরাণ-মতে সূর্য্যের ৪ চারি বনিতা।
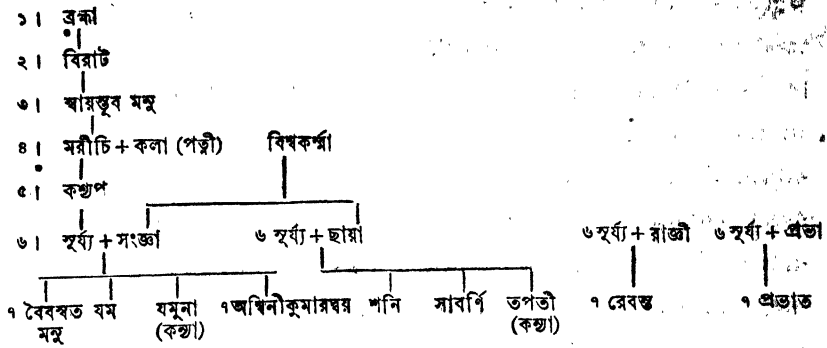
নর-সেবিকা শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার্।

ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পেলমেল গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক ইংরেজ জাতির ভূষণস্বরূপ ধর্ম্মবীর ষ্টেড সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। বড় বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় দুই বৎসর গত হইল, মহাত্মা ষ্টেড যে কারণে বীরের ন্যায় কারাগারে গমন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। ইংরেজ সমাজে উচ্চ বংশীয় ইংরেজগণ দ্বারা যে সকল পাপ ও দুর্নীতি বহুদিন ধরিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সেই সকল পাপ দুর্নীতি নিবারণ করিতে যাইয়াই মহাত্মা ষ্টেডকে নানা কুচক্রে পড়িয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যে পুণ্যবতী রমণীর সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইনিও কোন কোন বিষয়ে ষ্টেড সাহেবের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এই সাধ্বী রমণীর বিষয় পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি, তাই আশার সহিত পাঠিকাগণকে ইঁহার জীবনের দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীমতী বাট্‌লারের স্নেহের পুতুল প্রাণতুল্য একটী কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এই কন্যার উপর বিবি বাট্‌লার প্রাণের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই কন্যার মৃত্যুর পরে তিনি এতদূর শোকাকুল হইয়াছিলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে শোকের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। একদিন হৃদয় শোক-ভারে এতদূর আক্রান্ত হইয়াছিল, প্রাণ এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না, শান্তির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিছুকাল রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়-জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হইল না। অবশেষে দেবীর ন্যায় ভক্তির পাত্রী জনৈক 'কোয়েকার' (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীর গৃহে

উপস্থিত হইলেন। এই রমণীর স্বাভাবিক প্রেম ও পুণ্যের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বিবি বাট্‌লার তাঁহার নিকট হৃদয়ের আবেগে আপন শোকের কথা বলিতে লাগিলেন, এবং এই দেবীসদৃশী রমণীর সহৃদয় ব্যবহারে ও ততোধিক তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে আশাতীত শান্তি লাভ করিলেন। এই শ্রদ্ধেয়া রমণী বিবি বাট্‌লারকে বলিলেন, "মা! প্রভু পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ের ধন কন্যাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এদেশে এমন অনেক হতভাগ্য অনাথ সন্তান আছে, যাহারা তোমার হৃদয়ের একবিন্দু মাতৃ-স্নেহ পাইলে বাঁচিয়া যায়।"

এই উপদেশেই বিবি বাট্‌লারের জীবনের গতি ফিরিল, এই হইতেই তিনি জনহিতকর কার্য্যে আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। শোকের অগ্নি অনেক ঘরেই প্রজ্বলিত হয় বটে, শোকের কশাঘাত অনেককেই সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু শোকের আগুণে পুড়িয়া অল্প লোকই উজ্জ্বল হয়, শোকের গভীরতা অনুভব করিয়া অল্প লোকই সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। শ্রীমতী বাট্‌লার আপন কার্য্যের কৈফিয়ত দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন;—

"আমি বেশ জানি যে, আমি কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই—অন্যান্য রমণীগণ অধিকতর অনুরাগ ও যোগ্যতার সহিত যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি। তবে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকে এমন সকল কথা লিখিতে হইতেছে, যাহা আমি চিরকাল গোপন করিব বলিয়াই, মনস্থ করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীতে আমাদের শয়ন-গৃহ ব্যতীত আর একটী মাত্র বেশী ঘর ছিল। এই ঘরে আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর অনুমতিক্রমে ক্রমান্বয়ে আমার এই সকল পতিতা ভগিনীগণকে আশ্রয় দিয়াছি। আমার স্বামী প্রফুল্ল হৃদয়ে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত আমার কার্য্যের সহায় হইয়াছেন। পতিতা ভগিনীগণ এক অবস্থাতে যে আমাদের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ দুঃখে পড়িয়া, কেহ পীড়িতাবস্থায় আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন এবং আমরাও আমাদের বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরে ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সাধ্যানুসারে ইহাদিগের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক সময় ঘরের অভাবে আমাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমরা একরাত্রি বাড়ীতে রাখিতে পারি নাই, আহারের পরে শয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিকট-

বর্ত্তী হোটেলে যাইতে অনুরোধ করিতে হইয়াছে। এই সকল হতভাগিনী রমণী নানাবিধ কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার শুশ্রূষায় অনেক শান্তি লাভ করিয়াছেন, কেহ বা আমার কোলে শয়ন করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই এই সকল রমণীকে আমার ছোট বোনের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছি। যখন আমার বাটীস্থ ছোট ঘরটীতে আর স্থান হয় না, তখন আর একটী ছোট বাড়ী করিয়া তথায় পরে যাহারা আসিতে লাগিল তাহাদিগের জন্য স্থান করিলাম। নিতান্ত নীচ বংশীয়া ও গরিব রমণীগণই আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। যে সকল হতভাগিনী ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসপরায়ণ লোকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া কুপথগামিনী হইয়াছে, তাহারা নিরুপায় হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, যে সকল নারী দুরাচার জন্মদাতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানগণকে লইয়া অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহারাও আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। আমি যে কেবল হতভাগিনী রমণীগণকেই খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি তাহা নয়, বিবিধ দুষ্ক্রিয়ান্বিত, নানা কদর্য্য রোগে আক্রান্ত গরিব নাবিকগণকেও আপনাদের গৃহে আশ্রয় দিয়াছি। লিভারপুলের ঘাটে যখন জাহাজ লাগিত, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রীস, স্পেন ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশবাসী দুরাচার নাবিকগণকে যে কোন ভাষা তাহারা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় উপদেশ দিয়াছি এবং তাহাদের যে নবজীবনের আশা আছে, উন্নত জীবনের বিমল আনন্দ ও সুখ ভোগের সম্ভাবনা আছে, বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমাকে যে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হইল, ইহা যারপরনাই লজ্জার বিষয়; কিন্তু একজন ইংরেজ পুরুষ যে একজন ইংরেজ মহিলাকে এরূপ আত্মরক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আমি অধিকতর লজ্জিত হইতেছি। নিজের কার্য্য সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয় এবং আমি কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিতাম না, কারণ দুঃখী এবং পতিত নরনারীগণের জন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই করিয়াছি, সুতরাং সে বেশী কিছুই নয় এবং বলিবার কথাও নয়।”

শ্রীমতী বাটলার ইংলণ্ডীয় জনহিতৈষণী রমণীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “সাংক্রামিক ব্যাধি নিবারক আইন” তুলিয়া দিবার জন্য যখন তিনি ও অন্যান্য রমণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতী বাটলারের উদ্যোগ ও চরিত্রের প্রভাবেই “রমণীগণের জাতীয় সভা” নামক একটী সমিতি সংস্থাপিত হয় এবং মেরী

কার্পেণ্টার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হারিয়েট মার্টিনো প্রভৃতি সুবিখ্যাত রমণীগণের স্থায় ষোল জন মহিলা এই সমিতির সভ্য হন এবং শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মনোনীত হন। পুরুষ পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যতদূর প্রস্তুত, রমণীগণ রমণীগণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ততদূর ব্যগ্র হন না। পুরুষের প্রতি যে অত্যাচারের জন্য পুরুষ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ান, রমণী রমণীর অত্যাচার দেখিয়া তাদৃশ ক্লেশ পান না। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সকল দেশের অবস্থাই অল্পাধিক পরিমাণে একরূপ। এ অবস্থায় যে সহৃদয়া রমণী রমণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে যাইয়া আপনার সুখ সুবিধা মান মর্য্যাদা অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্রী না হন তবে আর কে হইবেন? এই সকল সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া শ্রীমতী বাট্‌লারকে যার পর নাই অপমান ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে নানা লোকে নানা দিক্ হইতে গালিবর্ষণ করিয়াছে—সংবাদ পত্রের স্তম্ভে উপহাস ছলে অনেক কটূক্তি করিয়াছে, বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহার সহিত কথা কহিতে অপমান বোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধীরভাবে অকাতরে সমস্তই সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর ব্যবহার আরও চমৎকার। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বামীর প্রেম ও অনুরাগ কোন ঘটনাতেই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বামী আহ্লাদিত চিত্তে সমস্ত সহ্য করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই সহধর্ম্মিণীর সাধু-উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর এইরূপ দেবতার ন্যায় স্বামী না হইলে পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি দেখা যাইত না।

কায়স্থজাতি।

(প্রাপ্ত)

পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে মানবগণ প্রথমতঃ চারিটী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল যথা—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতির জীবিকাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই চারি জাতির উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণগণ বিদ্যার, ধর্ম্মের, সমাজ গঠনের, আইন প্রচারের এবং রাজাদিগের যজ্ঞ, বিবাহ ও অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তার অধিকারী; ক্ষত্রিয়গণ শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবেন এবং লোকনাথ হইয়া লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ ও চরিত্র রক্ষা করিবেন; বৈশ্য বাণিজ্য ব্যবসায়

করিবেন; আর শূদ্র দাসত্ব করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু এখন অনেক মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, যেমন বৈদ্য প্রভৃতি। কিন্তু কায়স্থ ইহার মধ্যে কে? অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলেন, কেহ কেহ কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিতে চাহেন। আবার অপেক্ষাকৃত নিয়তম পুরাণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার কায়া হইতে যে যমের দেওয়ান চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি হয়, কায়স্থ সেই দেওয়ানজির বংশ। কোন ইংরেজ ইতিহাস লেখক বলেন যে সিন্ধুর পরপার হইতে যে সকল আর্য্যগণ অভিযান উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ শেষতম। উক্ত ইতিহাস-লেখক বলেন যে অডিন ও তক্ষক নামক দুই ভ্রাতা এক সময়ে কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া অডিন পশ্চিম দেশ ও তক্ষক পূর্ব্ব দেশ প্রাপ্ত হয়েন। আদিম জর্ম্মণ, ব্রিটন, অষ্ট্রিয়, ফরাসী ও নেদারল্যাণ্ডবাসী অডিন বংশ বলিয়া অভিহিত, তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অডিনকে পূজা করিতেন এবং আপনাদিগকে আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া থাকেন। তক্ষক পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়া ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন, তদ্বংশীয়েরা বহুকাল মগধ দেশে প্রধানতম সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত বংশের নন্দ বংশীয়েরা ভুবনবিখ্যাত এবং কায়স্থ এই বংশেরই অন্তর্গত। পুরাণ বলেন যখন পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিতেছিলেন, সেই সময় সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থ নামক কোন রাজার কুলরমণী গর্ভিণী ছিলেন; নিষ্ঠুর পরশুরাম গর্ভিণী ক্ষত্রিয় রমণীগণের গর্ভের ভ্রূণ পর্য্যন্ত নষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। উক্ত রমণী সেই ভীষণস্বভাব জামদগ্ন্যের ভয়ে নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যোগপরায়ণ তেজস্বী কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মুনিবরের নিকট ঐ লুক্কায়িত রমণীকে প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয়ও জানাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভয়ে বিপন্না অবলা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমার জীবন থাকিতে আমি তাঁহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিব না।" এই দ্বিজের প্রতি বল প্রকাশ করা কিম্বা তাহার প্রাণবধ করা অথবা ঐ দ্বিজের সহিত অধিক তর্ক বিতর্ক করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পরশুরাম বলিলেন, "ঐ রমণীর গর্ভে যে সন্তান হইবে সে শূদ্রাচারী হইবে আজ্ঞা করুন্।" মুনিশ্রেষ্ঠ "তাহাই হইবে" বলিয়া জামদগ্ন্যকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন। পরে ঐ রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহারই বংশাবলী কাকুৎস্থের অপভ্রংশ কায়স্থ নামে অভিহিত

হইলেন। এই কাকুৎস্থ বা কায়স্থ বংশে লালন সিংহ নামে একটী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশাবলী লালা বলিয়া অভিহিত। সুতরাং লালাও এই কায়স্থ বংশের একটী শাখা।

কায়স্থ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত তিনটী মত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ উহাতে কোন যুক্তি দেখা যায় না, উহা "মুখে এলেই বলে ফেলা"র মত। তথাচ প্রথমটী ব্যতীত অপর দুটী মত কায়স্থকে শূদ্র বলেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুইটী মতেই সম্ভাবিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ দুইটী মত কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, সুতরাং কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্প। আবার অন্য পক্ষে দেখুন, পুরাণ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবসায় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অস্ত্রব্যবসায়ী। কায়স্থ এখন মসীজীবী হইয়াছেন বলিয়া যদি কেহ কায়স্থকে দেওয়ান চিত্রগুপ্তের বংশ বলিতে চাহেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন, কারণ আজ কাল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য সকল জাতিই মসীজীবী হইয়াছেন,—সকলেই এক খুরে মাথা মুড়াইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থও অস্ত্র ব্যবসায়ী। বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কায়স্থ ও তাঁহাদেরপূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়েই যশোহরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপাদিত্যের জামাতা জয়ন্তীর রাজকুমার এবং চাঁচড়ার রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। অতএব কায়স্থ যে প্রকারই হউক, শূদ্র কখনই নহেন। প্রত্যুত কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারেন।

৫।

বৌমার জয়।

রাজনগরের ধনেশবাবু বড় ধনী লোক; টাকা কড়ি, জমিদারী, বাড়ী, গাড়ী, বাগান, পুকুর, কোম্পানীর কাগজ, লোক জন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হইল, এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, এই জন্য তাঁহার বড় ভাবনা হইয়াছে, আর কিছুতেই সুখ নাই। লোকটী বড় ভাল, ধার্ম্মিক, শান্ত ও সরল, ফেরঘোর বড় বুঝেন না, ধূর্ত্তামী জানেন না। এইরূপে আর ২।১ বৎসর গেল, ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে ধনেশবাবুর একটী পুত্র হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রসবের পরেই তাঁহার স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি যদিও স্ত্রীর শোকে কাতর হইলেন, তথাচ ধৈর্য্য ধরিয়া পুত্রের লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রটী বড় হইল। বৃদ্ধ তাহার নাম

শশিশেখর রাখিলেন। একে বড় লোকের একমাত্র পুত্র, তাহার পর বৃদ্ধ বয়সে কত করিয়া সন্তান লাভ হইয়াছে, ধনেশবাবু পুত্রটীকে যারপরনাই আদুরে গোপাল করিয়া তুলিলেন। ক্রমে তাহার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ তাহাকে স্কুলে দিলেন। সে নামে স্কুলে যাইত, কার্য্যে কিছুই করিত না। যাহাহউক বৃদ্ধ বাবুটী ওদিকে আর তত মন দিতেন না; কিসে ছেলের শরীর ভাল থাকে, কিসে ছেলের মন ভাল থাকে, তাহাই করিতেন। শশিশেখর যাহা যখন চাহিত, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও বৃদ্ধ তাহাই আনিয়া দিতেন। ক্রমে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন একগুঁয়ে বখাটে দুষ্ট ছেলে হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ইয়ার বন্ধু একে একে জুটিতে লাগিল, সুতরাং বাবু স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া বাড়ীতে আসিলেন। ছোট বাবুর আলাহিদা বৈঠকখানা হইল, সেখানে বাদ্যবিশারদ বাদকগণ ও নৃত্য গীতে সুপণ্ডিতা গায়কী নর্ত্তকীগণ একে একে আনীত হইলেন। ঐ সকলের প্রিয় ভগিনী সুরাদেবীও আসিলেন। ক্রমে আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গে শশিশেখর ভাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুত্রের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে বিবাহ দিলে চরিত্র শোধরাইতে পারে। তদনুসারে বৃদ্ধ পুত্রের বিবাহ দিলেন। পরমাসুন্দরী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইল, বধূর নাম কঙ্কণকুমারী। কঙ্কণের নামে মাত্র বিবাহ হইল, বিবাহের রাত্রি ... কঙ্কণ স্বামীকে আর দেখিতে পাইল না। শ্বশুর বাড়ীতে শাশুড়ী নাই, কাজেই কঙ্কণ শ্বশুর বাড়ী আসিলে আর তাঁহাকে পাঠান হইল না। কঙ্কণ স্বামীর প্রেম কি, তাহা জানিল না সত্য, কিন্তু শ্বশুর তাহাকে তনয়াধিক স্নেহ করিতেন, তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে বৃদ্ধ মায়ের গুণে এত বশীভূত হইলেন যে, তাঁহার আর মা নহিলে নাওয়া খাওয়া হইত না; "মা কোথা, মা কোথা" বই মুখে আর কথা ছিল না।

আহা গুরুজনের মুখে মা কথাটী কি মিষ্ট লাগে! অভাগিনী কঙ্কণ পিতার অধিক শ্বশুরকে পাইয়া অনেক সান্ত্বনা পাইল। হতভাগিনী আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিত, নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিত, তজ্জন্য একদিনও কাহাকেও কিছু বলে নাই। সর্ব্বদা শ্বশুরের শুশ্রূষা করিত, সময়ক্রমে শ্বশুরের নিকট বসিয়া নানাবিধ গল্প শুনিত। বৃদ্ধকে কখনও অন্তরের কথা জানিতে দিত না —পাছে তিনি কষ্ট পান। ধনেশবাবু কত যত্ন করিলেন, কোন মতে শশিশেখরের মন ফিরিল না, তাহার চরিত্র ভাল হইল না। বৃদ্ধের ক্রমে ৭৮ বৎসর বয়স হইল, কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে

অন্তিমকাল উপস্থিত। একবার পুত্রের সহিত দেখা করিব, ইহাই তখন তাঁহার একমাত্র বাসনা। কিন্তু পুত্রের সহিত দেখা তখন হইবার যো নাই, তিনি যে নেশার ঘোরে অচেতন। শশিশেখরকে ডাকিয়া আনিতে লোকের উপর লোক গেল। তিনি যখন শুনিলেন যে, পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইয়ারগণ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। লোকটী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। যখন কোন মতে পুত্রের সহিত দেখা হইল না, তখন অশ্রুজলে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে তনয়াধিক কঙ্কণকে বলিলেন, "মা! পাপিষ্ঠকে দেখিও, উহাকে তোমার হাতে দিয়া চলিলাম।" ক্রমে বৃদ্ধের শেষ নিশ্বাস বায়ুতে মিশাইয়া গেল। হতভাগিনী কঙ্কণ আজ চারিদিক আঁধার দেখিল। এতদিন পরে এ সংসারে কঙ্কণ আপনাকে একলা মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। পুত্রের অভাবে কঙ্কণই বৃদ্ধের পুত্রের কার্য্য করিল। এইরূপে ২।১ দিন করিয়া সপ্তাহ অতীত হইল, শশিশেখর খাজাঞ্চির নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। খাজাঞ্চি তাঁহার মাসহারা এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এক সপ্তাহ শেষ না হইতে হইতে আর টাকা নাই, আবার টাকা চাহিতে পাঠান হইল। খাজাঞ্চি কহিল, "উহাঁর যাহা মাসহারা তাহা দিয়াছি, আবার টাকা কোথায় পাইব?" শশিশেখর সব শুনিলেন, বলিলেন "উহাকে জবাব দিলাম।" খাজাঞ্চি বলিল, "আমি যাহার চাকর, তিনিই আমাকে জবাব দিবেন, উনি জবাব দিবার কে?" বৃদ্ধ মৃত্যুকালে কঙ্কণের নামে সমস্ত উইল করিয়া শশিশেখরকে হাজার টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। শশিশেখর ভাবিয়া অস্থির। কঙ্কণের সহিত একবার দেখা করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

(ক্রমশঃ)

দেশাচার।

২ সংখ্যা।

রুষিয়া দেশের বিবাহ পদ্ধতি—ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ প্রচলিত থাকাতে উপযুক্ত বয়সে কন্যা স্বামী মনোনীত করিয়া লন। কিন্তু রুসিয়াতে সে নিয়ম নাই, এখানে পিতাই কন্যার বর পছন্দ করেন। যদি কন্যা পাত্রের মনোনীত হয়, তবে তাঁহার পিতা ও কন্যার পিতা উভয়ে সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা সমস্ত ঠিক্ করেন। তারপর বরপক্ষীয় কতকগুলি স্ত্রীলোক কন্যা

দেখিয়া যান। বিবাহের দিন বর কন্যার আলয়ে গমন করেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরোহিতও ঘোটকারোহণে গমন করেন। কন্যার আলয়ে পৌঁছিয়াই বর বরযাত্রী, কন্যা ও কন্যাযাত্রী আহার করেন, কিন্তু পাত্রের সহিত কন্যার "চখো চোখী" না হয়, তজ্জন্য মধ্যে একটা পুরদা থাকে। ভোজের সময় রমণীরা সঙ্গীত করেন, এবং যব, ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা, সাটিন টুকুরা ও হপ্স নামক বৃক্ষশাখা মিশ্রিত করিয়া একরূপ পদার্থ বরযাত্রীদিগের মস্তোকোপরি বর্ষণ করেন। আহারান্তে বরের পিতা ও কন্যার পিতা অঙ্গুরী বিনিময় করেন। তৎ-পরে বর কন্যা গির্জ্জায় যান, অগ্রে কন্যা ও পশ্চাৎ পাত্র গমন করেন। গির্জ্জায় গিয়া বর কন্যা রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া পুরোহিতকে মৎস্য, রুটী, মিষ্টান্ন উপহার দিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদের উপাস্য সাধুদের মূর্ত্তি তাহাদের মস্তকোপরি ধারণ করেন। পরে কন্যার বামহস্ত ও বরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, পর-স্পরকে ভাল বাসিতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে উহারা "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলে, পুরোহিত সঙ্গীত করেন ও অন্যান্য সকলে নৃত্য গীত করেন। পরে পুরোহিত ওয়ারমূড়ে নামক বৃক্ষ পত্রের মালা বর কন্যাকে পরাইয়া দেন। পাত্রের কি কন্যার যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়, তবে মালা মস্তকে না দিয়া স্কন্ধে দিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষের ত্বক্ তিক্ত, উহার মালা পরা-ইয়া দিবার অর্থ এই যে, নব দম্পতি বৈবাহিক জীবনকে সম্পূর্ণ মধুময় যেন মনে না করেন, উহার কিয়দংশ তিক্ত ইহা যেন মনে রাখেন। তৎপরে নব দম্পতীর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া পুরোহিত তিন-বার মদ্য পান করেন, আর ঐ উচ্ছিষ্ট পাত্রে দম্পতীও তিনবার মদ্যপান করিয়া পাত্রটী সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার অর্থ, যাহারা ঈর্ষা পরবশ হইয়া দম্পতীর মনোমালিন্য জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা যেন ঐ পাত্রটীর ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। সমবেত সকলে এক একটী প্রজ্বলিত মোমবাতী হস্তে ধারণ করিলে রমণীরা দম্পতীর মস্তকে তিসি বর্ষণ করেন ও একজন হপ্স বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী হউক বলিয়া এক মুষ্টি ঐ পাতা ছড়াইয়া দেন। তারপর একজন মেষ চর্ম্মের একটী কোট পরিয়া কন্যার সহিত গমন করেন, ইহার অর্থ যে কন্যার মেষের ন্যায় শান্ত ও নির্দ্দোষ সন্তান হউক। বিবাহাদি শেষ হইলে বর একস্থানে দাঁড়ান, কন্যা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া থাকেন, আর সঙ্গিনীরা তাহাকে টানিতে থাকে। তদনন্তর স্ত্রী অবগুণ্ঠনাবৃত ও আলোক-মালা পরিবৃত হইয়া "স্লেজ" নামক যানে এবং স্বামী অশ্বারোহণে কন্যার আলয়ে আসিয়া থাকেন। তাহাদের

আহারের জন্য রুটী ও লবণ দেওয়া হয়, তাঁহারা উহা স্পর্শ করেন না। ইতিমধ্যে বালিকাগণ আসিয়া বিবাহ সঙ্গীত গান করে। পরে কতকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া কন্যাকে শয়নাগারে লইয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে যুবকগণের সহিত বর আসিয়া কন্যাকে পাদুকা খুলিতে বলেন। তাহাতে কন্যা উঠিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া জুতা খুলিয়া দেন। বরের এক পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র যষ্টি ও অপর পদের নীচে একটী ক্ষুদ্র অলঙ্কার লুক্কায়িত থাকে, যদি কন্যা প্রথমে অলঙ্কারের পাদুকাটী খুলিয়া দেন, তবে উহা বড় শুভ নতুবা অশুভ হয়। এই গৃহে বর কন্যা দুই ঘণ্টা থাকিলে পর একজন বৃদ্ধা আসিয়া কন্যার কুন্তল বাঁধিয়া দিয়া কন্যার পিতা মাতার নিকট যৌতুক যাচ্ঞা করিতে যান। তৎপরে দম্পতী সিদ্ধ কুক্কুট মাংস আহার করিলে বিবাহ শেষ হয়।

প্রাচীন গ্রীসের বিবাহ প্রথা। অতি পুরাকালে গ্রীসে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিবাহ প্রথা ছিল না। কথিত আছে এথেন্স নগরের স্থাপয়িতা "সিক্রপস" সর্ব্ব প্রথম গ্রীস দেশে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে প্রত্যেক প্রজার সুস্থ বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্য যে কেহ অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত, স্পার্টান গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পুরস্কার দিতেন ও অন্য নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। তদনুসারে গ্রীসে যে তিনটী সন্তান জন্মাইতে পারিত, রাজা তাহার নিকট অল্পহারে কর লইতেন, এবং যে চারিটী পুত্র উৎপাদন করিতে পারিত তাঁহার নিকট কিছুই কর লওয়া হইত না। কথিত আছে এক সময়ে গ্রীস দেশে যদি কেহ বিবাহ না করিত, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কন্যার পিতা মাতাই পাত্র মনোনীত করিতেন, তজ্জন্য কন্যাকে কখনও জিজ্ঞাসা করা হইত না। এরূপ বিবাহ দ্বারা দম্পতীর জীবন যে সর্ব্বদা অসুখকর হইত তাহা নহে। পাত্রের পিতা মাতা সব ঠিক্ করিতেন। কিন্তু একবার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইত। স্ত্রীলোকেরা উনিশ ও পুরুষেরা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতেন। বহুবিবাহ গ্রীসে কখনও প্রচলিত ছিল না। বিক্রয় রীতিও এক সময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল ইহার উচ্ছেদ করেন।

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইত, ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই বাগ্‌দানের সময় কন্যার পিতা কন্যার ও বরের আত্মীয়েরা উপস্থিত থাকিতেন, এই সময় বরকে কিছু যৌতুক দিতে হইত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা "হিরা ও আর্টিমিস" দেবীদ্বয়ের পূজা করিয়া মেষ বলি দিতেন।

শীত ঋতুর পৌষ ও মাঘ মাসেই বিবাহের প্রশস্ত সময় ছিল। শীত ঋতুর পূর্ণিমা রজনীই উৎকৃষ্ট দিন। বিবাহের দিন বর কন্যার আলয়ে গিয়া উভয়ে কেলিরো নামক প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া বন্ধু, পরিজন ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে গমন করিতেন। বন্ধু ও পরিজনেরা কন্যার স্তুতিগান করিতে করিতে যাইতেন। মন্দিরে পুরোহিত বর কন্যাকে বিবাহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের চিহ্নস্বরূপ আইভি-লতার শাখা উপহার দিতেন। পরে পাত্র ও কন্যা পক্ষীয়েরা দেবীর সম্মুখে বহুসংখ্যক পশু উৎসর্গ করিতেন সন্ধ্যার সময় এক পার্শ্বে বর ও এক পার্শ্বে বরের কোন আত্মীয় আর মধ্যে কন্যা শকটারোহণে বরের বাটীতে যাইতেন। আত্মীয় পরিজনেরা কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বীণা বাদন, কেহ বা হস্তে আলোক লইয়া দম্পতীর সহিত গমন করিতেন। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্যার মাতা বা তাঁহার শ্বশ্রু এক হস্তে একটি মশাল লইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহপ্রবেশ কালে তাহার মস্তকে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রচুর মিষ্টান্ন বর্ষণ হইত। তদনন্তর বর সকলের সাক্ষাতে তাহাকে চুম্বন করিলে বিবাহ শেষ হইত। বিবাহান্তে বরের গৃহে ভোজ হইত। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পূর্ণ ছিল না, তথাচ বিবাহের ভোজের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করিতেন; স্ত্রীলোকেরা এক টেবিলে, পুরুষেরা আর এক টেবিলে বসিতেন। স্ত্রীলোকদের সহিত কন্যা ও পুরুষদের সহিত পাত্র আহারে বসিতেন। ভোজের পর বর কন্যা বাসর ঘরে যাইতেন। সেখানে দুই জনে মিলিয়া "কুইন্স" নামক এক প্রকার ফল ভক্ষণ করিতেন। দুই জনে একটা ফল খাইবার অর্থ এই যে, ঐ ফল যেমন সুমিষ্ট, তাঁহাদের উভয়ের বৈবাহিক জীবন যেন ঐরূপ সুমিষ্ট হয়। বাসর গৃহে যুবতী কুমারীরা নৃত্য গীত করিত। পরদিন প্রাতে, বালিকাগণ আসিয়া নৃত্য গীত করিয়া দম্পতীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন। ঐ দিন কন্যার ও পাত্রের বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে উপহার দিতেন। তাহার পর কন্যা বরকে পরিচ্ছদ উপহার দিলে, বর কিছু দিন শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকিতেন।

বিবাহের দিন বর কন্যা সুন্দর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন ও মস্তকে শুভ্র ফুলের মালা পরিতেন। যে পুষ্পে ঐ মালা তৈয়ারি হইত, কন্যা তাহা স্বহস্তে চয়ন করিতেন। বিবাহের দিন কন্যা সমস্ত দিন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতেন, পর দিন ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইত। প্রাচীন গ্রীসে বর কন্যার অঙ্গুরীয় বিনিময় রীতি ছিল না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণি-তত্ত্ব।

৮ সংখ্যা।

মহিষ পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সর্ব্বদা বন্য মহিষের সহিত থাকে, তজ্জন্য তাহাদের নাম মহিষ পক্ষী হইয়াছে। আফ্রিকায় মহিষের গাত্রে এক রূপ কীট হয়, ইহারা চঞ্চু দ্বারা উহা তুলিয়া ভক্ষণ করে। মহিষেরা ইহাদিগকে তাহাদের পরিচালক স্বরূপ মনে করে। মহিষ পক্ষীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যখন মহিষের কোন বিপদের সম্ভাবনা হয়, তখন মহিষ পক্ষী অগ্রে তাহা জানিতে পারে আর চীৎকার করিতে করিতে যে দিকে বিপদের কোনও কারণ নাই, সেই দিকে যায়; ঐ সময় মহিষেরা তাহাদের অনুসরণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষিশূন্য মহিষের দল বা মহিষ একটীও দেখা যায় না। যেখানে এক দল মহিষ থাকে, সেখানেই বহু সংখ্যক ঐ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডার পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিষ পক্ষীর ন্যায় আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা গণ্ডারের সহিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে গণ্ডার পক্ষী বলে। মহিষ পক্ষীরা যখন মহিষের গাত্রের কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে, তখন অনেকটা পেটের দায়ে উহাদিগকে মহিষদের সহিত থাকিতে হয় বলিতে হইবে। কিন্তু গণ্ডার পক্ষীকে এ অপবাদ দেওয়া যায় না, কারণ গণ্ডারদিগের গাত্রে কীট হইতে প্রায় দেখা যায় না। গণ্ডারদিগের প্রতি ইহাদের ভালবাসা অনেকটা নিঃস্বার্থ। মহিষ পক্ষীরা যেমন মহিষদের বিপদের কারণ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, গণ্ডার পক্ষীরাও সেইরূপ গণ্ডারদিগের বিপদের কারণ অবগত হইলে চীৎকার করিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়।

মধুচক্র-প্রদর্শক পক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদের ঘ্রাণশক্তি মধুর গন্ধ আঘ্রাণে বড় তীক্ষ্ণ। কোথায় মধু আছে ইহারা ঘ্রাণ দ্বারা তাহা জানিতে পারে; আর কোন মনুষ্য যদি তাহার অনুসরণ করে, তবে তাহাকে মধুচক্র দেখাইয়া দেয়। এই জন্য ইহার ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলে যে এই পক্ষীরা মধুচক্রের নিকট না লইয়া গিয়া জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর নিকট লইয়া যায়, কিন্তু এ অপবাদ মিথ্যা। কারণ, ১১৪ জন কাফ্রিকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে ১১৩ জন এই অপবাদ মিথ্যা বলিয়াছিল, কেবল ১ জন মাত্র ইহা সত্য বলিয়াছে।

বারের হইয়াও গালিমন্দ এবং মারামারি করিতেছ। এস তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন কর।” তাহারা তাহাই করিল।

ওয়েশলি,—“এই বার পরস্পরের গলা ধরিয়া পরস্পরকে চুম্বন কর।” তাহারা তাহাই করিল। এইরূপে ওয়েশ্‌লি শিশুদের বিবাদ মিটাইতেন।

৬। লুথারের শিক্ষক জন্‌ ট্রেবনিয়াস্‌ শিষ্যগণের নিকট অনাবৃত মস্তকে যাইতেন এবং বলিতেন “কে জানে ইহাদের মধ্যে কে আছেন? হয়ত ইহাঁদের মধ্যেই কেহ জ্ঞানী, মহৎ, এবং দেশের রাজা হইবেন। যে শিশুদের কোন মহত্ত্ব থাকে, তাহারা কখনই অবমাননা সহ্য করে না। অপমান করিলে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করা হয় এবং তাহারাও অপমানকারীকে ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করে।” ট্রেবনিয়াসের কথা সত্য হইয়াছিল। যাঁহার বীরদর্পে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই লুথার তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

মা ও ছেলে।

মুখের হাসিটী বড়ই মধুর!
আধ আধ কথা—সুধামাখা তায়,
ননীর পুতুল—কি সুন্দর তনু
আয়রে বাছনি—আয় কোলে আয়? ১

ছড়াইয়ে হাসি ছুটি কার পানে
হামাগুড়ি দিয়ে যায় কুতূহলে?
অফুট ভাষায়—(বুঝা নাহি যায়)
মাঝে মাঝে শিশু কি জানি কি বলে! ২

আঁচল ধরিয়া কেঁদে কি কহিছে—
সে কান্নার ভাব অন্যে কি তা জানে?
আদরে সোহাগে বাহু পসারিয়া
কোলে নিছে মায়—মমতার টানে। ৩

পিয়াইছে স্তন কতই যতনে!
(সতৃষ্ণ নয়নে কেবলি তাকায়!)
অপত্য-স্নেহেতে বিগলিত হয়ে
চিবুক ধরিয়া মুখে চুম খায়। ৪

‘মাই’ খেতে খেতে ঘুমাইল যাই,
স্নেহের অঞ্চল পাতিয়ে তায়
শোয়াইয়া কাছে আপনি শুইলা,
মশাটি মাছিটি না পড়ে গায়। ৫

কেঁদে ওঠে শিশু ঘুমের মাঝারে,
(জননীর চোখে ঘুম নাহি হায়!)
অতর্কিত ভাবে—নয়ন মুদিলে,
শিহরিয়া ওঠে যাই সাড়া পায়। ৬

দেখে চারু শোভা চাহিয়া চাহিয়া
(সে মুখ কমল অতুল ধরায়!)
মল মূত্রে তিতি—স্নেহের অঞ্চলে
শোয়াইয়া রাখে,—পাছে ক্লেশ পায়। ৭

জননীর স্নেহ—সন্তানের তরে
ঝরে অবিরল—যেন নির্ঝরিণী,
স্নেহময়ী মাতা—অতুলিত স্নেহে—
তোষেন সন্তানে দিবস যামিনী। ৮

কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা ?
অতুল সে প্রেম—অসীম-অপার !

দয়াময়ি—মাগো ধন্য তব দয়া,
দয়াঘন হেন কেবা আছে আর ? ৯

উদাসীনের চিন্তা।

রজনী প্রভাত হইলে যখন কুসুমরাজী উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতে থাকে, তখন দেখিতে পাই, মধুমক্ষিকা সকল ফুলমধু লোভে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই উদ্যানের দিকে ধাবমান হয়। মধুপ গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইয়া গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়ায় এবং যে পুষ্পে মধু পায়, সেই পুষ্পেই বসিয়া মধু আহরণ করে। যে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও মধু পুষ্পে থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করে না। মধুপ কোথাও মধুশূন্য পুষ্পে উপবেশন করে না। কিন্তু মক্ষিকার স্বভাব ইহার বিপরীত। মক্ষিকা সর্ব্বদাই পঙ্কিল ও কুৎসিত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। নরদেহের গলিত ভাগ মক্ষিকার বড়ই প্রিয়, মল মূত্র তাহার অতি উপাদেয় খাদ্য। সংসারের যে স্থান আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ, যেখানে প্রীতিকর কিংবা হৃদয়ানন্দদায়ক কিছুই নাই, সেখানে দেখিবে মক্ষিকাগণ দলে দলে উল্লাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে, দলে দলে সেখানে উপবেশন করিয়া দূষিত বিষাক্ত পদার্থ আহরণ করিতেছে। পতঙ্গকুলের মধ্যে যেরূপ এই বিভিন্ন প্রকৃতির জীব দেখিতে পাই, মানব সৃষ্টিতেও সেইরূপ দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুরুষ রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত মধুমক্ষিকার প্রকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহারা রজনী প্রভাত হইলে কেবল উদ্যান অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান, যেখানে সুন্দর সুন্দর কুসুম দাম বিকশিত হইয়া সংসার কাননের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহারা ছুটিয়া যাইয়া তাহাতেই উপবেশন করেন। তাঁহারা এই চরিত্র মাধুর্য্য বিশেষ বিশেষ পাত্রে অন্বেষণ করেন না। পুরুষ ও রমণীমাত্রই তাঁহাদের আদরের জিনিশ। তাঁহারা মধুপ, মধুই তাহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা নরচরিত্রের বিষাক্ত ভাগে অবতরণ করেন না। নরনারীর চরিত্রকুসুমের যে ভাগে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে, তাঁহারা সেই ভাগই অন্বেষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। যে পুষ্পে অণুপরিমাণ মধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সে পুষ্পকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। সংসারে এ প্রকৃতির লোক অতি বিরল। যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম সোপান লাভ

করিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বব্যাপী প্রেমের দিব্য ভূষণে হৃদয় রাজ্যকে সুশোভিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ প্রকৃতি সম্ভবে। কিন্তু মানব জগতে মক্ষিকা-প্রকৃতির লোকেরও অভাব নাই। মক্ষিকা-প্রকৃতির নরনারীগণ নরচরিত্রের গলিত কুষ্ঠ স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা সর্ব্বদা সাধুজনের অস্পৃশ্য খাদ্যের জন্যই ব্যাকুল হয়। জগতের লোক এই শ্রেণীর নরনারীকে নিন্দুক আখ্যা প্রদান করিয়া ধর্ম্মজগতের বাহিরে রাখিয়াছে। নিন্দুক মক্ষিকা-প্রকৃতির পুরুষ রমণীগণ কল্পনার বলে, অনেক সময় অতি মনোরম শোভন চরিত্রেও কলঙ্কের কালিমা ফেলিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করে। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া স্খলিতপদ হয়, তাহারত নিস্তারই নাই, অনেক সময় নির্দ্দোষী নিরপরাধী ব্যক্তিও এই নিন্দুকদিগের হস্তে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। পরম যোগী বুদ্ধদেব মক্ষিকা-প্রকৃতির তীর্থঙ্করদিগের হস্তে অতিবড় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পরম ভক্ত চৈতন্য তান্ত্রিক শাক্তদিগের উৎপীড়নে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। পরম প্রেমিক খৃষ্ট দুষ্ট য়িহুদীদিগের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। নিন্দুকগণ অতীতকালে সর্ব্বজনাদৃত ব্যক্তিদিগের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, এমত নহে। অতি নগণ্য লোকও নিন্দুকের বিষাক্ত দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। অনন্ত অতীত এবং উপস্থিত বর্ত্তমান সমস্বরে এই নিন্দুকের জঘন্য চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নিন্দুকের জন্মস্থানের কোন নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সর্ব্বস্থলেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নিন্দুক জনসমাজে রাক্ষসবিশেষ, তবুও পবিত্র শোভমান মানবজগতে ইহার স্থান হইল কেন? অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে? আমরা যতদূর সাধ্য ইহার সদুত্তর প্রদানে প্রয়াস পাইব।

পরম দয়ালু পরমেশ্বর চরিত্র সমালোচনের প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তি প্রধানতঃ আমাদিগের আত্মচরিত্র সমালোচন জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা অন্তর্দৃষ্টিবিহীন হইয়া, শক্তির দুর্ব্যবহার করিয়া থাকি। আত্মচরিত্রের কোন্ স্থলে কোন্ কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য বড় থাকে না, কিন্তু আমার সমশ্রেণীয় লোকের চরিত্রের অতি সামান্য কেশবৎ সূক্ষ্ম রেখাটীও আমার সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়! প্রকৃতির এইরূপ বৈপরিত্যের অস্তিত্ব কোথায়? কেনই বা ঈশ্বরদত্ত শক্তির এই রূপ অপব্যবহার ঘটিল? পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকই সমাদর লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত। যাহাদিগের

সহিত একত্রে এক সমাজে থাকা যায়, তাহাদের সকলের নিকট হইতে ভাল বাসা পাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক নর নারীর মনেই এক দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছে। পুরুষই হউন কিংবা রমণীই হউন, মানব কখনও অপর কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইতে ইচ্ছা করে না। এই প্রবৃত্তি হইতেই নিন্দুকের উৎপত্তি। নিন্দুক আত্ম নীচতা অবগত হইয়া, আপনাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে। সুতরাং আপনার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অপরের মূল্য হ্রাস করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ভুবনমোহিনী এক অতীব পূজ্যা, সুশীলা, গুণবতী রমণী জন সমাজে অতি সমাদৃতা। দুঃশীলা, দুর্মুখী কামিনী দেখিল তাহাকে কেহই প্রশংসা করিতেছে না। ভুবনমোহিনীর পবিত্র জ্যোতির সমীপে তাহার নিষ্প্রভ প্রদীপটী আর জ্বলিতেছে না। তাই ভুবনমোহিনীর উপর লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া তাহার আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় কামিনী ভুবনমোহিনীর অনুকরণ করিয়া তাহাকে গুণে পরাস্ত করিবে, তাহা না করিয়া ভুবনমোহিনীকে তাহার আপনার অধঃস্থলে নামাইবার প্রয়াস পাইল। এই রূপে কামিনীর নিন্দা প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইল। ভুবনমোহিনীর চরিত্রের ছবি সম্মুখে রাখিয়া কামিনীর আত্ম পরীক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভীরু কামিনী লোক নিন্দার ভয়ে আপনি আপনাকে নিন্দা করিতে নিরস্ত হইল, এই জন্য সমালোচনা শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিল। স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া গেল, রোগের সৃষ্টি হইল।

যে সমাজে এই কামিনী প্রকৃতির পুরুষ রমণী অধিক, সে সমাজের বড়ই দুর্গতি। তাহারা সাধুতা ও সদ্‌গুণ লাভের জন্য তত প্রয়াসী নয়। কিন্তু নর-নারীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহারও মূল্য হ্রাস করিয়া সমাজকে তাহাদের অনুরূপ করিবার জন্য প্রয়াস পায়। যাহারা সমাজের উন্নত চরিত্রকে অনুকরণীয় মনে না করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে যত্নবান, তাহারা সমাজকে শৈল শিখরের সহিত বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। সেই সমাজের উন্নতি অসম্ভব। পাঠক পাঠিকাগণ! এখন বঙ্গদেশ আপনাদের হস্তে ন্যস্ত, আপনাদের চরিত্রের উপর এদেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এখন সকলের সমবেত হইয়া মক্ষিকা-প্রকৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মধু-মক্ষিকার ন্যায় সকল পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করা উচিত। অতি নিকৃষ্ট চরিত্রেও মধু আছে। আমরা বিষাক্ত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল মধুই আহরণ করিতে সচেষ্ট হই তাহাতে আমাদের ও সমাজের মঙ্গল হইবে।

পুত্রশোকে।

এত সাধিলাম "যেওনা যেওনা,
তুমি গেলে রব কেমনে ঘরে ?
একটু দাঁড়াও দেখি মুখখানি
দাঁড়ালে না হায় দু দণ্ডের তরে !"

জানেনাক শিশু মায়ার ছলন,
জানেনা জীবন কিই বা মরণ।
হাসিতে হাসিতে এসেছিল হেথা,
হাসিতে হাসিতে করিল গমন ॥

বুঝিল না অগ্নি জ্বালিল হৃদয়ে,
জানিল না কি যে বন্ধন মায়ার,
চাহিল না ফিরে যাইবার কালে,
বলিল না যায় নিকটে কাহার !

গদ গদ নিজ হাসিতে আপনি,
কেন সে তাকাবে দুখীদের পানে ?
তাই দুঃখপূর্ণ ত্যজিয়া এস্থান
হাসিয়া চলিল সুখময় স্থানে।

রোদনের রোল উঠিল চৌদিকে,
কত অশ্রু হায় ঝরিল তখন।
কিছু না শুনিয়া—কিছু না দেখিয়া
হাসিতে হাসিতে মুদিল নয়ন ॥

টল টল আঁখি টলিল না আর
শুষ্ক ফুল হাসি অধরে লাগিয়া,
কচি কচি হাত উঠিল না আর
খেলিতে আমার দাড়িটী লইয়া।

সোণার বরণ তখনো রয়েছে,
নিঃশ্বাস-পবন গিয়াছে ফুরায়ে।
কি জানি কোথায় লয়ে গেল তাকে,
পাগলের মত আমাকে কাঁদায়ে ॥

সে অবধি আমি রয়েছি বসিয়া
কিছু না দেখিতে পাইনু আর,
বলে সবে সে যে গিয়েছে স্বরগে,
আমি কি পাবনা যেতে কাছে তার ?

ইতিহাস অধ্যয়ন।

ভারতের স্বাধীনতা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সৌভাগ্য সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছে। প্রায় সহস্র বর্ষের বিজাতীয় শাসনে ভারতভূমির প্রাচীন কলেবর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছে। বহুকালের পরে, নিসর্গের নিয়ম অনুসারে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিদেশীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে, ভারতের পুরুষ সমাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনীয় অংশ এবং অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা নারী জাতির সম্যক্ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। আজি কালি ইউরোপীয় প্রথানুযায়ী বিদ্যালয়াদিতে স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে নারীজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, আমরা এরূপ শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষণ করিতে পারি না। যে শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ভারতের

নারীজাতি শৌর্য্য, বীর্য্য, দেশহিতৈষিতা, পতিসেবা, ধর্ম্মভীরুতা, ব্রহ্মজ্ঞান, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে হিন্দু-সমাজকে অলঙ্কৃত ও আলোকিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্ত্রী-সমাজে সে শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। কেবল লিখিতে ও পড়িতে সক্ষমা হইবার জন্য যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, তাহা হইলে এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না। আমাদের স্ত্রী-সমাজের নেতা ও শিক্ষক মহাশয়দিগের সতত স্মরণ রাখা উচিত যে, সমাজ শাসনকারিণী অর্থে "স্ত্রী" শব্দের উৎপত্তি, শাস্ত্র, শস্ত্র এবং স্ত্রী এই শব্দত্রয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং প্রায়ই একই মৌলিক অর্থে প্রয়োজিত হয়। যাহাহউক, স্ত্রীলোক বৃন্দের পাঠ্য পুস্তকের উপরে স্ত্রীজাতির চরিত্র, স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক ভাব এবং জীবনের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এক্ষণে দেখা উচিত, কোন্ প্রকারের পাঠ্য পুস্তক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বর্ত্তমান সময়ে, ইতিহাসের আলোচনা আমাদের সমাজের পক্ষে বিশেষ সুফলপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "ইতিহাস পাঠের শুভফল অসীম। ইতিহাস পাঠে দুর্ব্বল সমাজ সবল হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্যজাতি স্বদেশানুরাগে উৎসাহিত হয়, অবনত নর ও নারী-সমাজ স্বদেশীয় পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব মহিমায় অনুপ্রাণিত হয় এবং অতীতের আলোচনায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে। ইতিহাস পাঠে মনুষ্যের যে জ্ঞান ও বহুদর্শন জন্মে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের শরীর মন ও আত্মার বল ও সংস্কার হয় এবং মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও শ্রমপরায়ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর ও নারীর সম্যক্ প্রকার উন্নতি ঘটিয়া থাকে।" বাস্তবিক, ঐতিহাসিক পাঠের ফল এইরূপই বটে।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাসের চর্চ্চা অধিক হয় নাই; কিন্তু কয়েকজনের সাধু চেষ্টায় যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সুফলের সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ডাক্তার রামদাস সেন, ফকির রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ঘোষাল, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয়দিগের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও গ্রন্থসমূহ নিতান্ত সারগর্ভ ও সমীচীন। রজনীকান্ত বাবুর প্রবন্ধ সমূহ যেরূপ সংখ্যায় বহুল, সেইরূপ অনুসন্ধান, বহুদর্শন এবং বিশাল তত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্রও এ বিষয়ে উপকার সাধন করিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি-

গ্রন্থের অন্তর্গত নীতিগর্ভ উপাখ্যান সমূহ ঐতিহাসিক পাঠের যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে করিতে ধর্ম্ম জীবন ও জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সাধু-চরিত্রের ছায়া পাঠক ও পাঠিকার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ভরতের ভ্রাতৃবৎসলতা, সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, রামের পিতৃভক্তি, অর্জ্জুনের শৌর্য্য, ভীমের বীর্য্য, বিভীষণের মিত্রতা, হনুমানের প্রভুভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভীরুতা, কর্ণের বদান্যতা, হরিশ্চন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ সমূহ পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিলে, দেশের কিরূপ উন্নতি সম্ভবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। নতুবা কেবল শুষ্ক প্রাণিতত্ত্ব, নীরস বিজ্ঞান বা গণিত অথবা মেঘগর্জ্জন, সিংহনাদ, সমরডঙ্কার ভীষণধ্বনি, সমুদ্রের কল্লোল, পার্লেমেণ্টের কোলাহল ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম মধুর ভাব সমূহ রসবিহীন হইয়া পড়ে। প্রোক্ত গুণসমূহের অভাবেই এখন পূর্ব্বকার মত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার রমণীগণ বিলাতে যাইতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, সংবাদ পত্র লিখিতেছেন, গাড়ী হাঁকাইতেছেন, কিন্তু যে সকল গুণে মানুষ "মানুষ" হয়, সেই সকল গুণের স্ত্রীলোক কয়টী দেখাইতে পার?

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বকল্ বলিয়াছেন "যাহাকে বিদ্যা শিক্ষা বলা যায়, যাহাকে জ্ঞানোপার্জ্জন বলা যায়, তাহা কেবল একমাত্র ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রচুর রূপে নিহিত আছে।" হিউমের মতে "যে কখনও স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করে নাই, তাহার ভূতলে এখনও জন্ম হয় নাই।" হ্যালাম বলিতেন ("Constitutional History of England")"স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধিরও উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।" বিলাতের এক জন খ্যাতনামা লেখক (টর্ণার) ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচান ও প্রয়োজনীয়। ইহা অনন্ত জ্ঞান ও গুণের বিশাল ভাণ্ডার; এই ভাণ্ডার অক্ষয় এবং ধন ধান্যে পূর্ণ। তুমি যাহা কিছু চাও, তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবে। এই ইতিহাসের আলোচনায় জগতের সভ্যতার অনেক প্রাচীন তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পুরাতত্ত্ব ভারতে ইতিহাস-পিপাসিতের পক্ষে যেন সুশীতল পেয়। ভারতের লোকেরা তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ও পূর্ব্ব মহিমা তাহাদের ইতিহাসের দর্পণে দেখিতে পায়। যদি তাহারা তাহাদের ইতিহাসের আলোচনায় আবার কখনও উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের নরনারীর অবস্থা সম্যক্ উন্নত হইয়া উঠিবে; একমাত্র ভারতের ইতিহাস

ভারতের তমস্বাচ্ছন্ন সৌভাগ্য সূর্য্যকে পুনরুদিত করিতে পারে। ভারতের নরনারী একথা কি বুঝিতে পারিবে?"

যাঁহারা এক্ষণে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা ও বালিকারা যাহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সমূহ এবং ভারতের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস সকল পাঠ করিতে পারেন, তজ্জন্য এখন বিহিত বিধান হওয়া উচিত।

সরল গৃহ চিকিৎসা।

ক্রিমি। (WORMS.)

অন্ত্রে অনেক প্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তিন প্রকার ক্রিমি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি (Thread Worms.)

(২) লম্বা ক্রিমি (Lumbricoides.)

(৩) ফিতার ন্যায় ক্রিমি (Tape-Worm.)

সূত্রবৎ ক্রিমিগুলি বালকদিগের উদরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মলদ্বারের নিকটে থাকে। ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ½ হইতে ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহাতে মলদ্বার অতিশয় চুলকায়, বিশেষ রাত্রে বৃদ্ধি, দাস্তের সর্ব্বদা বেগ, ক্ষুধামান্দ্য, কণ্ডূয়ন, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে খেঁচুনী (কনভল্‌সন), মৃগী (এপিলেপ্সি) প্রভৃতি বায়ু রোগ জন্মাইতে পারে।

লম্বা ক্রিমি—ইহারা প্রায় ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে, এবং কখন কখন পাকাশয়, গলনালী, বৃহদন্ত্র পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহাতে অনিদ্রা, দন্তঘর্ষণ, পেটফাঁপা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, আমযুক্ত মলত্যাগ, নাসিকা কণ্ডূয়ন, বিবমিষা ও বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি,—এই ক্রিমি ফিতার ন্যায় চেপ্টা, দৈর্ঘ্য ৫ হইতে ১৫ ফিট লম্বা হইতে পারে, ইহাদিগের বাসস্থান ক্ষুদ্রান্ত্র, কখন কখন বৃহদন্ত্রেও দেখা যায়, ইহারা অল্প হরিদ্রাবর্ণ। ইহাতে পেট কামড়ানি, বিবমিষা, অধিক ক্ষুধা, মুখ ফেঁকাসে, নাসিকা ও মলদ্বার চুলকান, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা, মাথা ধরা, দেহের ক্ষীণতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

মুখে জল উঠিলে লাইকো ও সিলি দিবে। ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রমির পক্ষে সলফ, মার্ক, সিনা ভাল ঔষধ; মার্ক ও সল্‌-ফার ব্যবহারে ক্রমি মলের সহিত নির্গত হয়। লম্বা ক্রমির পক্ষে সিনা ও একোন ভাল, শিরঃ পীড়া ও উদর স্ফীত হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থা। অতিশয় ক্ষুধা, প্রাতে বমন, উদরে বেদনা থাকিলে স্পিজি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফিতার ন্যায় ক্রমিতে ফিলিকস—মাস, ক্যাল, গ্রাফাইট, প্লাট, সিলি ভাল ঔষধ। শরীরের কোন অঙ্গের আক্ষেপ থাকিলে সিকিউটা দ্বারা উপকার হয়। ক্রমিজনিত দড়কা ও আক্ষেপ থাকিলে বেল, মার্ক ইগ্নে, হায়স, ষ্টোম ব্যবস্থা। অনবরত মল ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলে মার্ক দিবে, মলদ্বার কণ্ডূয়ন থাকিলে ইগ্নে, মার্ক, সলফার ব্যবস্থা।

সিনা (cina)—অশান্তিকর নিদ্রা, চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে কাল চক্র, কনিনিকা প্রসারিত, অনবরত নাসিকা চুলকান, মুখ মলিন ও শীতল অথবা লাল ও উষ্ণ, অতিশয় ক্ষুধা অথবা ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা ও বমন, নাভিদেশে বেদনা, তলপেট শক্ত ও স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রে শুষ্ক কাশি, জর বোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমির জন্য মল দ্বার কণ্ডূয়ন। ৬।৩০।২০০ ক্রম ব্যবস্থা।

টিউক্রিয়াম (Teucrium)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমির জন্য মলদ্বার (anus) অতিশয় চুলকান, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, যুবক যুবতীদিগের ক্ষুদ্র ক্রমিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ৩০৬।

নক্স-ভমিকা (Nox V.)—কোষ্ঠ বদ্ধ অথবা উদরাময়, স্নায়বীয় উত্তেজনা, বমনোদ্রেক, পেট ফাঁপা, লম্বা ক্রমির পক্ষে এই ঔষধ ব্যবস্থা; ৬।৩০।

চায়না (China)—পেট পূর্ণ বোধ, পাকস্থলীতে ভার বোধ, উদরে বেদনা রাত্রে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্ব্বলতা; ৬।৩০।

মার্কুরিয়স-কর (Marc-cor,)—গুহ্য-দ্বারে ক্রমি বেড়াইতেছে অনুভব, সবুজ, সাদা ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ, মলত্যাগ কালে কোঁত পাড়ে, দুষ্ট ক্ষুধা, রোগী শীর্ণ, ৩০৬।

সেবাডিলা (Sabadilla)—ক্রমি বমন, কণ্ঠনালীতে ক্রমি আছে এরূপ অনুভব, নাভিদেশে জ্বালা ও বেদনা, মুখে জল উঠা, ক্রমিজনিত স্নায়ু রোগ। ৩০৬।

ফিলিক্স-মাষ (Filix mas)—অন্ত্রে কামড়ানি—মিষ্ট সামগ্রী আহার অন্তে বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বন্দ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ফাটা, মুখ মলিন, চক্ষুর চতুঃস্পার্শে কৃষ্ণ বর্ণের চক্র, নাসিকা চুলকায়; ৬।৩০।

কুসো (Kousso)—অজীর্ণ রোগ থাকিলে, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, অনিদ্রা, মোহ, অধিক শীতল ঘর্ম্ম, দেহ শীর্ণ, অন্ত্রে মৃদু বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, ৬।৩০।

আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা।—যাহাতে ক্রমি গুলি বাহির হয়, তাহার চেষ্টা প্রথমে

করিবে, পরে যাহাতে আর কৃমি না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগুলি মলদ্বারের নিকটে থাকে, সেইজন্য ঔষধ সেবনে ইহারা প্রায় বাহির হয় না। এমত স্থলে গরমজলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। জলে রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচকারী দিলে কৃমি বাহির হইতে পারে। সিনা, হিপার, স্যাবাডিলা ঔষধের পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।—"স্যাণ্টোনাইন" ২ হইতে ৪ গ্রেন পরিমাণে রাত্রে সেবন করিতে দিয়া, পরদিবস প্রাতে ক্যাষ্টার আইলের সহিত পিপারমেণ্ট জল অথবা টার্পিন তৈলের সহিত সেবন করিতে দিলে কৃমি নির্গত হইয়া যায়।

শিশুদিগের পক্ষে "স্যাণ্টোনাইনের লজেঞ্জই ভাল। "বনবন"ও উপকারী;—মিষ্টস্বাদ প্রযুক্ত শিশুরা ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইতে চাহে। স্যাণ্টোনাইন সংযোগে "বনবন" প্রস্তুত হয়, সেইজন্য ইহা দ্বারা আরও উত্তম ফল পাওয়া যায়।

রোগীর আহার পুষ্টিকর ও বলকারক হওয়া আবশ্যক। যাহাতে সহজে পরিপাক হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিমাণে ঘৃত ও তৈলাদি বিশিষ্ট দ্রব্যাদি খাইতে দিবে না, মাংস ও মিষ্ট দ্রব্য পরিত্যাজ্য।

বরাহনগর মহিলাশ্রম।

বঙ্গদেশে এই মহিলাশ্রম একটী নূতন অনুষ্ঠান। দিন দিন ইহার উন্নতি দর্শনে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। পুনানগরে পণ্ডিতা রমাবাই বহু অর্থব্যয়, আন্দোলন ও পরিশ্রম পর্য্যটনে যাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টায় ধীরভাবে কার্য্য করিয়া অতি সুন্দররূপে তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি আপনার গৃহের এক অংশ এই আশ্রমের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে সংকুলান না হওয়াতে নূতন অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন এবং সস্ত্রীক প্রাণপণে ইহার সুব্যবস্থা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে এখানে ছাত্রী-সংখ্যা ২৩টী, তন্মধ্যে ১০টী বিধবা। বিধবাদিগের মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন কায়স্থ এবং ২ জন বৈদ্য জাতীয়। ১১টী রমণী শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিধবা রমণীগণ বৃত্তি পাইয়া আশ্রমে থাকিতে এবং শিক্ষালাভ করিতে পারেন; তাহাদের কিছুই ব্যয় হয় না। অন্যান্য রমণী অল্পব্যয়ে সেই উপকার লাভ করিতে পারেন।

বিধবাদিগের জন্য বৃত্তি এখনও খালি আছে, প্রার্থীরা পাইতে পারেন।

এই আশ্রম সম্বন্ধে কয়েক জন বড় বড় লোক ও শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

• বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সার ষ্টিউয়ার্ট বেলি :—"I do not think we have expressed too strongly our thanks to Mr. and Mrs. Banerjee not only for the trouble they have taken, but also for the exceedingly charitable work that they are doing —estimated whether at a money value or a moral value.—*Statesman —4-1-90.*

আমার বিবেচনায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আর্থিক বা নৈতিক মূল্য ধরিলে যেরূপ অসাধারণ দয়ার কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি তদুপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফ্‌টঃ—

He referred to the case of a young widow who was taken from the school and re-married to a Brahmin—a professional man, a doctor. The Association had nothing to do with the marriage, but the fact that her husband chose her because he wanted an educated wife spoke in favour of the institution. He thought it desirable in presenting the report to lay particular attention to the great services rendered by Mr. and Mrs. Bannerjee. The work they did was of a very high character, and they would see from the report the great service it was to the pupils to be in such excellent hands.—*Indian Daily News*—4-1-90.

একজন ব্রাহ্মণ জাতীয় ডাক্তার একটী অল্পবয়স্কা বিধবাকে এই বিদ্যালয় হইতে মনোনীত করিয়া বিবাহ করেন। বরাহনগর সভার সহিত এই বিবাহের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী একটী সুশিক্ষিতা ভার্য্যা লাভের যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ইহা বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্লাঘাজনক। তিনি রিপোর্ট প্রদান কালে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চদরের, এরূপ সুযোগ্য লোকদিগের তত্ত্বাবধানে বালিকারা শিক্ষিত হইয়া মহোপকার লাভ করিতেছে।

আমি কাল্‌কে শশিবাবুর বোর্ডিং স্কুল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় এইরূপ ধরণের একটী স্কুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শশিবাবু এতদিন কষ্ট করিয়া এইরূপ একটী স্কুল সংস্থাপনের জন্য এত যত্ন করিতেছেন, আমাদের সকলেরই ইহাতে সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য। ঠিক স্কুল না বলিয়া ইহাকে ইংরাজিতে যাহাকে "Home" বলে, সেই নাম দিলেই ভাল হয়, কারণ স্কুলের কঠোর নিয়ম ইত্যাদির সহিত, শশি বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর যত্নে ছাত্রীরা গৃহের স্নেহ মমতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া থাকেন। যে সকল বালিকাদিগের ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাকে ভরণপোষণ করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষেও এই স্কুলটি বেশ উপযুক্ত।

৯ই মে, ১৮৯০ শ্রীসরলা রায়।

সে দিন শশি বাবুর প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মহিলাশ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। শশি বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী স্কুলের বালিকাগণকে যেরূপ কন্যাবৎ যত্নে প্রতিপালন এবং বিদ্যা নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান করেন, তাহা এই আশ্রমের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত পথ।

উক্ত রূপ সাধারণ শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য রন্ধন প্রভৃতি গৃহস্থালী কার্য্যও এখানে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া এই আশ্রমের আরো একটি এই প্রধান গুণ দেখিলাম ইহা কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় নহে, কএকটি হিন্দু বিধবা হিন্দু আচার রক্ষা করিয়া এখানে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। এতদিন আমাদের দেশে অনাথাদিগের এরূপ আশ্রয় স্থানের অভাব ছিল, শশি বাবুর উদারতায় এবং অবিশ্রাম যত্নে সে অভাব দূর হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করি।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৪ঠা আষাঢ় (১৭ই জুন) মঙ্গলবার যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে, তাহা অঙ্গুরীয়াকৃতি অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থল ঢাকিয়া চারি দিকে অঙ্গুরীয়ের মত একটী আলোকময় বৃত্ত ফাঁক রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অপরূপ দৃশ্য অল্প স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

২। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় যেমন একটী মহিলা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় একটী স্ত্রীলোকও সেই রূপ সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

৩। কুমারী বিধুমুখী বসু ও বার্জিনিয়া মেরী নাম্নী দুইটী বঙ্গ খৃষ্টীয় মহিলা ২য় এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট।

৪। কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বাপুদেব শাস্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৫। হাইদ্রাবাদের নবাব মনোয়ার খাঁর পত্নী শ্রীমতি বেগম মক্কার দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। লামার্টিনিয়ার কলেজের এমিলিয়া ওয়াটসন এবং ডবটন কলেজের এডেন ডি মণ্টি যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ২৫ ও ২০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আভাষ—শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৸০ মাত্র। কয়েক বৎসর হইল যে স্ত্রী-কবি তাঁহার "অশ্রুকণা" দ্বারা পাঠকদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তিনি এই বলিয়া তাঁহার 'আভাষ' গীতি সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন;—

"হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু উচ্ছ্বাস
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাস।"

সার্দ্ধ শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা এই পুস্তক খানি গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই সুললিত, সুমধুর, সুভাব পূর্ণ কবিত্বের পরিচায়ক, আমরা পাঠ করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভা অধিকতর বিকসিত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় যথার্থই অমৃত-সিন্ধু, নতুবা তাহার এক এক বিন্দু এত তৃপ্তি বিধান করিবে কেন? বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন্ ইহাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এবং হৃদয়ের অমৃতোচ্ছ্বাসে বঙ্গ-সাহিত্য অমৃতভাণ্ডার হউক।

২। আদর্শ নর নারী, শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। বালক বালিকাদিগের নিকটে এরূপ আদর্শ ধারণ করিলে তাহাদের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।

৩। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম তিথি মহোৎসব—স্বর্গীয় কেশব বাবুর কতকগুলি সদ্‌গুণ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধু চরিত্র পাঠের ফল ইহাদ্বারা লাভ হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৭ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৯৭—আগষ্ট ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

টোকিও দেশালাই—বাজারে পয়সায় ২টা করিয়া যে দেশালাই বাক্স বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশ জাপানের টোকিও নগরে প্রস্তুত হয়। ১৫ বৎসর মাত্র হইল, সেখানে দেশালাইয়ের কারখানা হইয়াছে, ইতিমধ্যে ইহার উন্নতির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত বৎসর এক কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকার এই দেশালাই বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজী দেশালাই বাক্সের অধিকাংশ সুইডেন ও নরওয়ে হইতে আইসে।

হেলিগোলাণ্ড পরিত্যাগ—হেলিগোলাণ্ড এতদিন ইংরাজাধিকৃত ছিল, আফ্রিকার সন্ধিসূত্রে ইংলণ্ড ইহা জর্ম্মণিকে দিয়াছেন।

নূতন পুস্তক—রাজকুমার কনটের ডিউক ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের ভারতবর্ষ দর্শন বিষয়ে যে সকল বিবরণ মহারাণীর নিকট সময় সময় প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা একত্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে রাজবধূর স্বহস্ত চিত্রিত ছবি অঙ্কিত থাকিবে।

সুরেন্দ্র বাবুর প্রত্যাগমন—কনগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের নানা স্থানে ভারত সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একজন উচ্চদরের বাগ্মী বলিয়া ইংরাজ সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় গত ১০ই জুলাই তিনি নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। পথে বোম্বাই ও এলাহাবাদের

লোকেরা মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পরিব্রাজকের বিবাহ—আফ্রিকা পরিব্রাজক হেনরী এ ষ্টান্‌লী সাহেব অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আফ্রিকার দুর্গম স্থান সকল ভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক ভূগোলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এখন লণ্ডনে এবং এক চিত্রবিদ্যা নিপুণা রমণী তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাণিপ্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ইহাঁর গুণের পুরস্কারার্থ আপনার হীরক মণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র ছবি ইহাঁকে উপহার দিয়াছেন এবং ইহাঁর বৈবাহিক জীবনের সুখ প্রার্থনা করিয়াছেন।

ছাত্রীবৃত্তি—মেডিকাল কলেজের উত্তীর্ণা রমণীদিগকে উৎসাহ দানার্থ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এক ছাত্রীবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

লোক সংখ্যা গণনা—গত ১৮৮০ সালে একবার ভারতের লোক সংখ্যা গণনা হয়। গত ১০ বৎসরে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য আগামী ২৬এ ফেব্রুয়ারি পুনরায় লোক সংখ্যা গণনা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষা—প্রবেশিকা ১৮৯১ সালের ২রা ও এফ,এ, বি,এ ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং বি,এল পরীক্ষা ২রা মার্চ্চ আরম্ভ হইবে।

নূতন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—অনেক বৎসরের পর ভারতবর্ষ হইতে এবার এককালে ৫ জন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী—বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র, বাবু মনোমোহন ঘোষের পুত্র মোহিনীমোহন এবং ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র অরবিন্দ।

কুমারী ফসেট।

ভারতে লীলাবতীর ন্যায় গণিত বিদ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্র যদিও অতি দুরূহ, কিন্তু ইহা যে কোমলাঙ্গী রমণীগণের মস্তিষ্কের অনধিগম্য নয়, উহাই তাহার প্রমাণ। এ বৎসর বিলাতে এক লীলাবতীর উদয় দেখিয়া সভ্যজগৎ চমকিত হইয়াছেন। ইনি আর কেহ নন, ভারতের পরম হিতৈষী স্বর্গীয় অধ্যাপক ফসেটের কন্যা। ইহাঁর মাতা বিবী ফসেটও ইংরাজ বিদুষী, দেশহিতৈষিণী ও গ্রন্থকর্ত্রী রমণীগণের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্যা। এরূপ পিতা মাতার কন্যা যে সুশিক্ষিতা হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু কুমারী ফসেট কেবল যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা "রাঙ্গলার" নামে খ্যাত হন। কুমারী ফসেট এবার 'রাঙ্গলার' দলের সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন একটী পুরুষ তাঁহার নিম্নে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোন ছাত্র তাঁহার মত অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী দেখা যায় নাই। কি— কুমারীতে ও তাঁহাতে অনেক — দেখা যায়। এ প্রভেদ দুই এক নম্বর নয়, কুমারী তাঁহার অপেক্ষা ৪০০ নম্বর অধিক পাইয়াছেন। 'রাঙ্গলার' পরীক্ষায় পুরুষ কি রমণী কেহ এ পর্য্য— এত অধিক সংখ্যা লাভ করিতে পারে নাই। এরূপ ঘটনা যার পর নাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

কুমারী ফসেটের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর মাত্র। তিনি বিলাতের আদর্শ ছাত্রী ন্যায় নন। এই ছাত্রী এরূপ কোমলাঙ্গী যে সূচীকার্য্য করিতে লজ্জিত হন তাঁহার আমোদ প্রিয়তাও বেশ আছে তিনি বড় স্থির এবং পরীক্ষাস্থলে বে— সাহসী ও সপ্রতিভ। তাঁহার পিতার প্রকৃতি না কি ইহার বিপরীত ছিল পেলমেল গেজেটে তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়াছেন তিনি পাঠ কালে ১১টার সময় শয্যায় যাইতেন ও প্রাতে ৮টার সময় উঠিতেন। তাঁহার নিদ্রা গভীর, পরীক্ষা পর কিছু মাত্র ক্লান্তি অনুভব করেন নাই তাঁহার কাজ অতি পরিষ্কার সুশৃঙ্খল, লেখাতে একটু কাটাকুট নাই।

তিনি ক্লাফামের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার উন্নতির জন্য কেম্ব্রিজের কুমারী মাক্লিয়ড স্মিথের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। — বৎসর হইল ইউনিবার্সিটী কলেজ —তে ছাত্রবৃত্তি লইয়া নিউহাম কলেজে —। গণিত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ডাক্তার রুথ, ট্রিনিটী হলের আটকিন্‌সন এবং ডবলিউ হবসনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ছাত্রী পিতামাতার ন্যায় শিক্ষকদিগের এবং সমগ্র স্ত্রীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

উচ্চ শাস্ত্র সকল পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শিখিতে পারেন এ কথা এখন আর কে বলিতে সাহসী হইবে? স্বদেশে বিদেশে পরীক্ষা দ্বারা এ কুসংস্কার নিঃসংশয়িতরূপে দূর হইতেছে। এখন উল্‌টা প্রশ্ন উঠিতেছে, পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার ফল এত ভাল হইতেছে কেন? এখনও কি ভারতে বিলাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোক শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সুবিধা পাইতে না, তথাপি তাঁহারা সফলতা ও বিশেষ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন সুবিধা পাইলে তাঁহাদের ক্ষমতা ও —ও প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ অধিকারে ভারত বর্ষ কি যথার্থই নির্ধন হইতেছে?

"ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অর্থশূন্য এবং ভারতবাসীরা দিন দিন দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে, ইংরা ভারতের সমস্ত স্বত্ব শোষণ কা. স্বদেশে লইয়া যাইতেছে" এই অ যোগ প্রতিদিন অনেক শিক্ষিত ভারত-বাসীরও মুখে শুনা যায়, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতেরা বলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একথা কত দূর সত্য াহার বিচার করিতে গেলে ভারত-র্ষর পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের অধিকার লের সহিত ইংরাজ রাজত্বের আর্থিক স্থার উৎকর্ষাপকর্ষের তুলনা নির-ক ভাবে করিতে হয়, কিন্তু আর্য্য ন সময়ের ইতিবৃত্তের অভাবে প্রকৃত ও প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে। এই মাত্র অনুমান করা যাইতে । যে স্বদেশীয় সমধর্ম্মী রাজার অধীনে র সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সে এ অনুমান সিদ্ধান্তের ব্যভি-মাণও পাওয়া যায়। ব্যক্তি-ষর হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ন্যস্ত অনেক সময়েই অধীন বর্গের অবিচার অত্যাচার উপস্থিত হ ানব চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ হত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র নের কথা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে াবদ্ধ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালীতেও ক্তি বিশেষের হস্তে সমস্ত শক্তি অর্পিত । প্রজাকুলের উদ্বেগের কারণ াছে। হিন্দু রাজারা সকলেই যে এই স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত আচরণ করিতেন এ বিশ্বাসকে মনে স্থান দেওয়া ায় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থলে "রামরাজ্য" এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইত না। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আর্য্য রাজগণের শাসন তুলনায়, রামচন্দ্রের শাসন সময়ে প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত সুখী ছিল, এ জন্যই এ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রজা সাধারণের অর্থগত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে বিষয়ের নিশ্চয় প্রমাণ নাই, তাহার আলোচনা বৃথা।

হিন্দু সাম্রাজ্যের পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধীন হয়। মুসলমান অধিকারের অবস্থা যাহা জন-পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায়, এবং ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের পুস্তকে দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধি-

কারে হিন্দু প্রজাদের উপর যে সকল অত্যাচার হইত, তাহার সবিস্তর আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সমধর্ম্মী ও স্বজাতীয় রাজার অধীনেই যখন প্রজাগণ উপদ্রুত হয়, তখন বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার অধীনে তদপেক্ষা অধিক অত্যাচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরঞ্চ সম্ভবপর। অর্থ সম্বন্ধে মুসলমান রাজ্যের প্রথমাবধি ভারতবাসীদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য।

সহস্র সহস্র বর্ষের আর্য্য সাম্রাজ্য-সময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি যাহা ভারত-বর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দেবালয় সমূহে সঞ্চিত ছিল, মহম্মদ গিজনী ও ঘোরী প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠন করিয়া সে সমস্ত সিন্ধু পারে লইয়া যায়। সে সময়ে ভারতবর্ষ এক প্রকার ধনশূন্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী মুসলমান জেতৃগণ ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আবার দেশে ধন সঞ্চিত হয়; কিন্তু সেই ধন অত্যল্প উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। মুসলমান সম্রাট ও তাঁহার প্রতিনিধি নবাবেরা যে যে স্থানে বাস করিতেন, সেই সকল স্থানেই অর্থের অপ্রতিম বিকাশ দৃষ্ট হইত। দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সময়ের প্রাচীন রাজধানী সমূহের যে ভগ্নাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, মুসলমান সম্রাটেরা কিরূপ ঐশ্বর্য্য-শালী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা যে ধন ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই এদেশে থাকিত, এবং তদ্দ্বারা এদেশের লোকেরা সম্পত্তি-শালী হইত, কিন্তু নগর বহির্ভাগে সে ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি প্রায় দেখা যাইত না। রাজধানী নগরে যেরূপ ধনরত্নের ছড়া-ছড়ি, পল্লীবাসী প্রজা সাধারণের দুরবস্থা ঠিক্ তাহার বিপরীত ছিল। পর্ণকুটীরে দেশ সমাকীর্ণ ছিল, প্রাচীন-দের মুখে শুনা যাইত, অনেক পল্লীগ্রামে ইট বাণিজ্যদ্রব্য বিশেষরূপে বিক্রীত হইত। মধ্যে মধ্যে দুই একটা দেবালয় ব্যতীত প্রায় দৃষ্ট হইত না। রাজ্য শাসনের শিথিলতা দোষে প্রজার [illegible] প্রাণ সতত আপদ-সঙ্কুল থাকিত, কাহার কিছু অর্থ সঙ্গতি হইলে তাহাকে সে ধন মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিতে হইত; প্রকাশ হইলে দস্যু তস্কর ও রাজকর্ম্ম-চারীরা লুটিয়া লইত। ধনের সঙ্গে প্রাণও যাইত।

বহির্বাণিজ্যের উন্নতি দেশ [illegible] ধনাগমের প্রধান উপায়; যে [illegible] তাহার অভাব সে দেশের প্রজারা ক [illegible] সম্পত্তিশালী হইতে পারে না। মুসল-মানি রাজত্বে বৈদেশিক বাণিজ্য অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। আকবর বাদসাহের সময়ের পূর্ব্বে ইউরোপীয় বণিকদিগের বাণিজ্যপোত ভারত সমুদ্রে প্রায় দৃষ্ট হইতনা। আকবরেরপুত্র জাহাঙ্গীর বৈদে-শিক বাণিজ্যের প্রতি একটু সুদৃষ্টিপাত

করায় ইংরাজ, পোর্ত্তুগীজ, দিনামার, ডচ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা কলিকাতা, গোয়া, হুগলি, চট্টগ্রাম, শ্রীরামপুর, চুচুড়া, পণ্ডিচারী, চন্দননগর, প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপন করায় বহির্বাণিজ্যের কিছু কিছু উন্নতি হয়। সময়ে সময়ে বাদসাহের প্রতিনিধি নবাবেরা ইউরোপীয় বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্যালয় লুণ্ঠন করায় মুসলমান পরাক্রমের পতন প্রাক্কালে বহির্বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থাও সুচারু ছিল না। দস্যু তস্করাদি দ্বারা সর্ব্বদা দেশ উপদ্রবসঙ্কুল থাকায় এক প্রদেশবাসী লোক অন্য প্রদেশে বাণিজ্য কার্য্যের জন্য যাইতে সাহস পাইত না। যে প্রদেশে যে সামগ্রী উৎপন্ন হইত, তাহা তত্তৎস্থানে থাকায় অতিশয় লঘু মূল্যে বিক্রীত হইত। শ্রমের মূল্যও অত্যন্ত কম থাকায় প্রজা সাধারণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল।

এখন ইংরাজ রাজত্বের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। বহুকালব্যাপক হিন্দু সাম্রাজ্য-সময়ের সঞ্চিত ধন রত্নাদি মুসলমানেরা প্রথম প্রথম যেরূপ বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, ৬০০।৭০০ বর্ষ ব্যাপক মুসলমান অধিকারের সঞ্চিত সম্পত্তি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার সময়ে সেরূপ লুণ্ঠন করেন নাই, বরঞ্চ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন-গত সুশৃঙ্খলার এবং কঠোর রাজনিয়মে দস্যু তস্করাদি প্রকৃষ্ট রূপে শাসিত হওয়ায় প্রজারা নির্ভয়ে কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য পরিচালন করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র গতায়াতের সুবিধা এবং কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রশস্ত রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত এবং নানা স্থানে খাল খনিত হওয়ায় অন্তর্বাহ্য বাণিজ্যের অসীম উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দেশ ধনশালী হওয়ার জন্য প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে আমি একটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। চিন্তাশীল শিক্ষিত পাঠক তাহাতেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ অভ্যুদয় ব্যতীত অবনতি হইতেছে না। সে প্রমাণ এইঃ—

মনুষ্যের শ্রমই জাতীয় সম্পত্তি। শস্য সামগ্রী এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ইত্যাদি শ্রমের বিনিময় মাত্র। আদিম অবস্থার মানবেরা উদর পূরণ জন্য নিকৃষ্ট জীবদিগের ন্যায় সতত ব্যস্ত থাকিত। সমস্ত দিন শ্রম করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত না। আহার আহরণ জন্য সর্ব্বদা স্বজাতীয় জীবের সহিত এবং পশ্বাদির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, আহার অভাবে সময়ে সময়ে অনেকে মারা যাইত। আমেরিকা খণ্ডের আদিমনিবাসী তাম্রবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের এবং আণ্ডামান ও ফিজি দ্বীপবাসী ও আসাম পর্ব্বতবাসী কুকী প্রভৃতি অসভ্যদিগের অবস্থা অদ্যাপি এইরূপ আছে। এই প্রকার অভাব জনিত ক্লেশ নিবারণ জন্য আদিম মনুষ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তির

পরিচালনা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তখন শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা অজ্ঞাত থাকায় শস্যোৎপত্তি দ্বারাও তাহাদের কষ্ট নিবারণ হইত না। মনে কর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বন পরিষ্কার, মৃত্তিকা খনন, বীজ বপন, শস্যের গাছ উৎপন্ন, হইলে বন্য পশুর আক্রমণ হইতে তাহা রক্ষণ, শস্যচ্ছেদন, সংগ্রহ, সঞ্চিত শস্যের তুষ মোক্ষণাদি নানা প্রক্রিয়া সাধনান্তে উদর পূরণ করিতে হইলে জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়াও উদ্দেশ্য সফল হইত না। এত ক্লেশে শস্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিলেও তাহা সুরক্ষণের স্থানাভাব অন্য এক মহৎ কষ্টের কারণ। এই অভাব মোচনের উদ্দেশে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান অর্থাৎ গৃহের আবশ্যক হইল। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গেলে অস্ত্রাদির প্রয়োজন হইল। এই প্রকারে নিরাপদে সুখে জীবনাতিপাতের নানা উপকরণের প্রয়োজন যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মনুষ্যেরা ততই মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা শ্রম বিনিময় এবং শ্রম বিভাজন প্রথা প্রচলিত করিতে লাগিল। কিন্তু তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অসুখ অসুবিধা দূর হইল না। অধিক পরিমাণে শস্যাদি বিনিময় করিতে হইলে তাহা রক্ষার জন্য অনেক গৃহ আবশ্যক। দূরতর স্থানে প্রয়োজন সাধনার্থ দীর্ঘকালের জন্য যাইতে হইলে সে সময়ের উপযুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ বহন করিয়া লইতে হয়, অথবা তথায় যাইয়া শ্রম বিনিময় দ্বারা খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই প্রকার অসুবিধা নিবারণ উদ্দেশে শ্রম মূল্যের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর ও মহার্হ প্রস্তরাদির আবিষ্কার এবং সভ্যতা বৃদ্ধি সহ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তলাদি মুদ্রার প্রচলন হয়। এতদ্দ্বারা অবিসম্বাদে প্রমাণ হইতেছে, মনুষ্যের শ্রমই সম্পত্তির মূল। অন্য সকল সামগ্রী তাহার বিনিময় মাত্র। অতএব যে দেশে শ্রমের মূল্য যে পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্য সামগ্রী ও ধন রত্নাদির মূল্যও কম বেশী হইয়া থাকে। দেশে অধিক অর্থাগম না হইলে শ্রমের মূল্য কখনই বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ রাজত্বে শ্রমের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, সমধিক অর্থাগমই ইহার কারণ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অল্প থাকায় সকল দ্রব্য সামগ্রীও স্বল্প মূল্য ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রার ব্যবহার কম ছিল। হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থে বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তে ধেনু অথবা তত্তুল্য মূল্যের বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি দানের ব্যবস্থা আছে। মুসলমান অধিকারেও কড়ির চলন অধিক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে হিন্দু ও মুসলমান অধিকারে ভারতবর্ষ তত ধনী ছিল না। দেশ ঐশ্বর্য্যশালী থাকিলে স্বর্ণ

রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বেশী না হইয়া বরাটিকার চলন কেন বেশী থাকিবে? দেশের প্রজা সাধারণ সম্পত্তিশালী হইলে মূল্যবান ধাতু মুদ্রার ব্যবহার নিশ্চয় বেশী হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি দেশে বরাটিকার ব্যবহার নাই; তাম্র মুদ্রা অপেক্ষা রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার এবং নোটের চলন বেশী। কয়েক বার ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চলিত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হউক, কিন্তু ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধন সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বটে, কিন্তু পূর্ব্ব রাজত্ব অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের আর্থিক উন্নতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে এবং ইংরাজের প্রথম আমলে ভারতের ভদ্র মহিলারা রৌপ্যাভরণেই তৃপ্ত থাকিতেন, যাঁহারা বিশেষ অর্থশালী তাঁহাদের ঘরেই দুই এক খান স্বর্ণাভরণ থাকিত। আজ কাল চাকরাণী এবং মৎস্য বিক্রয়কারিণীরা পর্য্যন্ত স্বর্ণাভরণ-ভূষিতা হইয়াছে। যে স্বর্ণ ১৬৲ টাকা ভরি ছিল তাহাই এখন ২০। ২১ টাকা ভরি হইয়াছে।* ইহা কি দেশের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতিই দেশের ধন বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুল প্রচার ব্যতীত দেশে ধনাগম হয় না। অন্তর্বাণিজ্যে এক প্রদেশের অর্থ অন্য প্রদেশে চালিত হয় মাত্র। ভারতবর্ষের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণী পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর নানা দেশবাসী বণিকেরা শত কোটি টাকার অধিক মূল্যের ভারতবর্ষজাত শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রতি বর্ষে লইয়া যাইতেছে। ভারতবাসী কৃষকাদি ও বণিকেরা নগদ টাকায় ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় করে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, বিদেশীয় বণিকেরা যেমন নগদ টাকা দিয়া ভারতবর্ষজাত দ্রব্য লইয়া যায়, তেমন বিদেশজাত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া ভারতবর্ষের প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে। কথা সত্য বটে, কিন্তু বিদেশে যত টাকার মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয়, বিদেশাগত দ্রব্যের মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-খনি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। প্রত্যেক মেল ষ্টীমারে বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে। রেল রাস্তায় শত শত কোটি বিদেশের টাকা ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে। ঐ সকল রেল পথ চালনা দ্বারা বিদেশীয় বণিক প্রভৃতি যদিও বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে, তথাচ রেল রোডের প্রসাদাৎ ভারতবাসীরাও প্রভূত অর্থ লাভ করিতেছে।

* কোন বিশেষ কারণে স্বর্ণের মূল্য সম্প্রতি কমিয়াছে। এরূপ অবস্থা কত দিন থাকিবে বলা যায় না। বা, বো, স।

সমস্ত অবস্থা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রমাণ হয়, পূর্ব্ব-রাজাধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে ভারতের ধনক্ষয় না হইয়া ধনাগম অধিক হইতেছে। যে দেশের উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি কুবের তুল্য ধনশালী এবং প্রজা সাধারণ দরিদ্র, সে দেশকে সমৃদ্ধ দেশ বলা যায় না। যে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধনের বিকাশ সমভাব, সেই দেশকেই প্রকৃত সমৃদ্ধ বলা যায়। যাঁহারা বঙ্গদেশের কৃষক ও নানা শ্রমজীবী প্রজা-সাধারণের ৫০ বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মনোযোগের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, ইংরাজ অধিকারে ভারতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে? স্থূল কথা এই যে, যে দেশের মৃত্তিকা উর্ব্বরা, লোক সকল শ্রমশীল ও পরিমিতাচারী এবং রাজ-শাসনে প্রজার ধন প্রাণ সুরক্ষিত, এবং রাজা বাণিজ্যপ্রিয়, সে দেশের ধন ঐশ্বর্য্যের নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে।

ম।

বৌমার জয়।

(শেষার্দ্ধ।)

শশিশেখর কঙ্কণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কঙ্কণ আনন্দে গলিয়া গেল। বিবাহের রাত্রি ভিন্ন সে স্বামীকে দেখে নাই, আবার সেই স্বামীকে দেখিতে পাইবে। না জানি কি উদ্দেশ্যে আবার তাহাকে ডাকিয়াছেন! যে সুখ সে কখন আশাও করে নাই, তাহার ভাগ্যে তাহাই কি তবে হইবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবে যাইব না, তিনিই আসুন, আবার স্বামি-দর্শনের প্রবল ইচ্ছা তাহাতে বাধা দেয়, সে কোন মতে ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

শৈশব কাল হইতে কঙ্কণের বাপের বাড়ীর একজন দাসী তাহাকে লালন পালন করিয়াছিল, সে তাহাকে বড়ই ভালবাসে। সে বাবু কঙ্কণকে ডাকিয়াছেন শুনিয়া তাহার বেশবিন্যাস করিয়া দিতে আসিল। কঙ্কণ বলিল ছি! স্বামীর নিকট যাইব, তা আবার বেশ বিন্যাস কেন? দাসী বিরক্ত হইয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। এইবার তাহার যাইবার সময় উপস্থিত। 'লইয়া যাইবে কে? কাহার সঙ্গে যাইব?' এতক্ষণ অন্যান্য চিন্তায় এ চিন্তা কঙ্কণের মনে আসে নাই। কি হইবে? এমন সময় বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মহাশয় আসিলেন।

খাজাঞ্চি কর্ত্তার সময়ের লোক,

ধনেশ বাবুর অপেক্ষাও কিছু বড়। ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণান্বিত দেখিয়া ধনেশ বাবু তাঁহাকে খাজাঞ্চির পদে রাখিয়াছিলেন ও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে কঙ্কণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। কঙ্কণ তাঁহাকে "বুড়ো ছেলে" বলিত, আর তিনি কঙ্কণকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। কঙ্কণ তাঁহাকে দেখিয়া যেন অকূলে কূল পাইল। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিল, আমি বাহিরে যাইব ঠিক্ করিয়াছি, তবে আপনার সঙ্গেই যাইব। বৃদ্ধ শুনিয়া চমকিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আ! অবোধ মেয়ে, বাহিরে কাহার নিকট যাইবে? কাহার সহিতই বা দেখা করিবে? তুমি কুলবধূ হইয়া কি করিয়াই বা সেখানে যাইবে? সে তোমার স্বামী, তাহা কি তার জ্ঞান আছে? সে যে পাপের স্রোতে ভাসিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইয়ার বন্ধু, সুরা, বেশ্যা এসব দেখিতে কোথা যাইবে মা? আচ্ছা! তার যদি সত্য সত্যই দেখা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই আসুক না?" কঙ্কণ অনেক ভাবিয়া দেখিল বৃদ্ধের কথাই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব নীরবে রহিল। আর বাহিরে যাওয়া হইল না।

এদিকে এক দিন দুই দিন করিয়া আরও পাঁচ দিন চলিয়া গেল। শশিশেখর যখন দেখিলেন যে কঙ্কণ আসিল না, তখন নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া পাঠাইলেন।

কঙ্কণ স্বামী আসিবেন শুনিয়া খাজাঞ্চিকে সংবাদ দিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিল। ক্রমে শশিশেখরের বাড়িতে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। আজ তাঁহার মন কেমন কেমন করিতেছে, প্রথমতঃ অর্থের চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ কঙ্কণের সহিত দেখা হইলে কি বলিয়া তাহার নিকট টাকা চাহিবেন। যখন সে বলিবে "কি জন্য টাকা চাই?" তখন কি করিয়াই বা তাহাকে নিষ্ঠুর হইয়া উত্তর করিবেন। তৎপরে কঙ্কণের সহিত দেখা করিয়া টাকা চাহিতে গিয়াছেন, শুনিলে বন্ধু বান্ধবেরা কতই হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। আবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা, অসৎসঙ্গে আসক্তি ইত্যাদিও এক একবার মনে হইয়া বড়ই প্রাণকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই সব ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে তিনি অন্তঃপুরে কঙ্কণের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহপ্রবেশ করিতে যেন সাহস হইতেছে না। পরে গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কি? একটী জ্যোতির্ম্ময়ী সুবর্ণ প্রতিমা, অযত্নে আলুথালু কেশে, বিশুষ্ক মুখে, মলিন বদনে, বহুমূল্য খাটের বাজুতে মাথা দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে। তাহার মলিন মুখে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, সুগন্ধ সান্ধ্য সমীরণ তাঁহার আলুলায়িত চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। যুবতীর শরীরে একখানিও অলঙ্কার নাই; পরিধান একখানি মলিন বসন; তবুও তাহার রূপে গৃহে যেন এক নূতন দৃশ্য হইয়াছে। এ রূপরাশি শশিশেখর আর কখনও দেখেন নাই। কত শত বিখ্যাতা রূপসীগণ তাঁহার বৈঠকখানা শোভিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে ত তাহাদের কাহারও তুলনাই হয় না। এই কি সেই বালিকা কঙ্কণ? তাহার মধ্যেই কি এত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত ছিল?

হায়! হায়! শশিশেখর তোমার কি ভ্রম! কোথায় পুণ্যময়ী সরলা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী, আর কোথায় কুটিলা বার-বিলাসিনী। উভয়ের মধ্যে স্বর্গে নরকে, আলোকে অন্ধকারে, সুবর্ণে ভস্মে, সুগন্ধময়া নলিনীতে আর সৌরভহীন পলাশ পুষ্পে যত অন্তর—তাহাই। অলঙ্কার কি সৌন্দর্য্য দিতে পারে? সৌন্দর্য্য অলঙ্কারে নাই, কেশ বিন্যাসে নাই, শরীরেও নাই। পবিত্র সৌন্দর্য্য আত্মার। আত্মার সৌন্দর্য্যেই বদন মণ্ডলে প্রতি-ফলিত হইয়া মানুষকে সুন্দর করে; উহাই প্রাণ আকর্ষণ করে, ভালবাসা আনিয়া দেয়। এই সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী, অন্য সৌন্দর্য্য দুই দিনের পর চলিয়া যায়। উহা চক্ষুর সৌন্দর্য্য, পাত্‌লা পাত্‌লা, প্রাণের ঘন বিমল সৌন্দর্য্য নহে। প্রাণের সৌন্দর্য্য কখনও যায় না, চির-কাল মনে জাগে। এ সৌন্দর্য্য বারাঙ্গনার কুটিল কটাক্ষে, বা হাব ভাবে কোথায় পাইবে? এ স্বর্গের ছবি নরকের মধ্যে কোথায় দেখিবে?

পরমেশ্বর এক এক সময় মানুষের পক্ষে কি শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দুঃখীর প্রাণে সুখের স্রোত, পাপীর আঁধার হৃদয়ে স্বর্গের আলো, অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের বল আনিয়া তাহাদের জীবন ফিরাইয়া দেন যে তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, অনেক ক্ষণ পরে, যখন শশিশেখরের চিন্তা শক্তির পুনরুদয় হইল। তখন একে একে নিজের পাপজীবনের কথা সকল মনে পড়িতে লাগিল। বাল্য জীবন, পিতার অসীম স্নেহ, কৈশোর কাল, যৌবন, বিবাহ, পাপের প্রতি প্রাণের টান্, ক্রমে পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া, পিতার প্রতি নিষ্ঠুরতা, অবশেষে এই সুবর্ণ প্রতিমা তাঁহারই অযত্নে আজ এত ম্লান, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কঙ্কণের চরণে পড়িলেন।

এতক্ষণ কঙ্কণ দেখে নাই যে স্বামী আসিয়াছেন। কারণ শশিশেখর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরে তৃতীয় লোক ছিল না, তাই সে প্রাণ-ভরিয়া ভগবানের নিকট স্বামীর জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। শশিশেখর যখন কাঁদিয়া তাহার চরণে পড়িলেন, তখন সে চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া

দেখিল, স্বামী তাহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠাইতে যাইয়া তুলিতে পারিল না; শশিশেখর দৃঢ়রূপে তাহার চরণ ধরিয়া আছেন। কঙ্কণ ক্ষণেক বিস্ময়াপন্ন ও অবাক্ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে যদিও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, তথাচ জানিত না যে এত শীঘ্র তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ক্ষণেক পরে শশিশেখর কঙ্কণের নিকট ক্ষমা চাহিলেন, কঙ্কণ ধীরে ধীরে বলিল, "ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করুন। এস তুমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাও, আর আমি তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই।" শশিশেখর নিঃশব্দে ভূতলে উপবেশন করিলেন। পাপীর প্রাণ ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে আর এক দৃশ্য দেখা দিল। যে শশিশেখর জীবনে অনুতাপ কি, তাহা জানিত না, আজ সে অনুতাপের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত হইল। ক্রমে খাজাঞ্চি মহাশয় আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনিও শশিশেখরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বুঝাইলেন, সংসারে থাকিলে যেমন পুনরায় পাপে পড়িবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যত সহজ, নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিগুহায় তত কখনই হইবে না। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে অরণ্যও নিরাপদ স্থান নহে। সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, সংসারে থাকিয়া বেশী ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি। শশিশেখরের তপ্ত হৃদয় বৃদ্ধের উপদেশে ও কঙ্কণের প্রেমে অনেক শান্তিলাভ করিল। পরে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়।

একটী সামান্য সত্য ঘটনা এই উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রতীত হইবে যে পতিব্রতা নারীর রূপলাবণ্যে পর্য্যন্ত কি তাড়িতশক্তি লুক্কায়িত থাকে। নারীকে যে হিন্দুগণ "প্রকৃতি" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ এ নামে রমণীরই সম্যক্ ও প্রকৃত অধিকার। প্রকৃতিতে যে শোভা ও শক্তি নাই, নারীর রূপলাবণ্যে ও আত্মার নির্ম্মল জ্যোতির স্রোতে তাহা বিদ্যমান। যে নারীর দেহ ও আত্মার শোভা হরিদ্বারে—পবিত্রস্বরূপের উজ্জ্বল সিংহাসনের পাদদেশে লইয়া যাইবার সোপান নহে, সে নারী নারী নামের যোগ্যা নহে। যে নারী চরিত্রের প্রভাবে পাপীকে সাধু করিতে পারে, সেই যথার্থ 'সতী' 'সাধ্বী' নামের উপযুক্ত।

উদাসীনের চিন্তা।

কাল তত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণতঃই একটু জটিল, বিশেষতঃ আজি আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই একটু ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে কি না সন্দেহ।

কবি "কালকে অনন্ত সাগরের" সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা কালকে সর্ব্বভুক্ সর্ব্বহন্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কবির কল্পনা-প্রসূত চিত্র দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি দ্রষ্টা কালকে মনুষ্যের ন্যায় এক ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও বা কাল দেবতা রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নর নারী ভয়ে ভীত হইয়া কল্পিত কাল দেবতার লোল জিহ্বা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই যেন মাংস রুধির প্রদান করিয়াছে। এই সকল ভ্রান্তবুদ্ধি লোকের বিশেষ কোন অপরাধ নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গূঢ় সত্যকে কল্পনার পরিচ্ছদ পরাইয়া জনসমাজে উপস্থিত করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক দোষী। কালে সকল ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া যাঁহারা কালকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। এখন কাল কি এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আমরা কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান উভয় দিকেই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, তাহার এক দিকে ভূত কাল অপর দিকে ভবিষ্যৎ কাল। কিন্তু ভূত কালের এক দিকে সীমা আছে বটে, অপর দিকের সীমা নাই। কোন্ সময় হইতে ভূত কালের আরম্ভ হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু কোথায় তাহার শেষ, তাহা সকলেই বলিতে পারেন। ভূত কালের খরতর ধারা ঐ দেখ বর্ত্তমানের নিকট আসিয়া শেষ হইল। আবার ভবিষ্যতেরও এক দিকে সীমা আছে, অপর দিকে উহা অসীম ও অনন্ত। ভবিষ্যতের আরম্ভ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বর্ত্তমানের যেখানে শেষ, ভবিষ্যতের সেখানে আরম্ভ, ভবিষ্যতের শেষ কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই ত্রিকাল সমষ্টিই কবির "অনন্ত সাগর"। ইহার আরম্ভও কেহ জানে না, ইহার শেষও কেহ জানে না।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়া আসিলাম পাঠক তাহা পড়িয়া হয়ত বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমরাও কালকে একটা সত্তা বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা নহে। পাঠক! তোমরা জান জল জমিয়া বরফ হয়, অথবা জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। তোমরা জলের এই দুইটা অবস্থাই জান। কিন্তু একজন

পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহা না বলিয়া বলিবেন যে দুই আদি বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থা অর্থাৎ অম্লজান এবং জলজান বাষ্পের এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই রূপ অন্তর্জগতে আত্মা নামক আদিম সত্তার অবস্থা অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমি দেখিতেছি। যখন দেখিতেছি, তখন শুনিতেছি না। তারপরক্ষণে আবার একটী শব্দ শুনিতেছি, তার পরক্ষণে জলের বিষয় ভাবিতেছি। এইরূপ আত্মার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবস্থান্তর ঘটিতেছে। আত্মা যখন দেখিতেছে তখন তাহার যে অবস্থা, আত্মা যখন শুনিতেছে তখন তাহার সে অবস্থা নয় অর্থাৎ দেখা এবং শুনা এক কার্য্য নহে। মনে কর আত্মারূপ মহাসমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার এই বিভিন্ন কার্য্যগুলি তাহারই উপর দিয়া যেন তরঙ্গ রূপে বহিয়া যাইতেছে। একটি ফুল দেখিতেছি। যে মুহূর্ত্তে দেখিতেছি তাহাই বর্ত্তমান, কিন্তু মনে কর একটি লোকের দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু স্মৃতি শক্তি নাই। তাহার আশা এবং বুদ্ধি নাই, সে কি বর্ত্তমান, কি ভূত তাহা কি বুঝিতে পারিবে? না তাহা কখনও সমর্থ হইবে না। যেরূপ ভারত বর্ষকে জানিতে হইলে তাহার চতুঃসীমা জানা আবশ্যক, সেইরূপ বর্ত্তমানকে জানিতে হইলেও তাহার সীমান্ত অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ জানা আবশ্যক। কিন্তু ভূত এবং ভবিষ্যৎকাল জানার অর্থ কি? তুমি এখন যাহা দেখিতেছ, পরক্ষণেই তাহা তোমার নিকট নাই, অতীতের গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। আত্মা আবার আর একটী কাজে নিযুক্ত হইল। ইহাও অতীতের গর্ভে ডুবিল। এইরূপ আত্মার যে অবস্থা বর্ত্তমান, পরক্ষণে তাহাই অতীত। কিন্তু স্মৃতি শক্তি না থাকিলে এই অতীতের ঘটনা পুনর্ব্বার কখনও ত বর্ত্তমান হইত না। প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা চিরকালের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে; আর বর্ত্তমানে ভাসিয়া উঠিতেছে না।

এখন অতীতকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের বিষয় একটু আলোচনা করি। বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতে একটা উদ্দেশ্য রাখিয়া দিতেছি। এই মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া সঙ্কল্প করিলাম কাল নৌকা যাত্রা করিব। সঙ্কল্প সাধন জন্য বর্ত্তমানে নৌকার মাঝির নিকট চলিলাম, বর্ত্তমানে তাহার সহিত চুক্তি হইল। সে নৌকা লইয়া আসিবে, নৌকা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কে বলিল যে আমার পরমুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে না। আশা অথবা বিশ্বাস মৃদুমধুর স্বরে বলিল তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যাহার আশা নাই, যে জানে যে পরমুহূর্ত্তেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইতে পারে, তাহার সঙ্কল্প শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমানই তাহাকে চালাইতেছে। ভবিষ্যৎ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিয়াছে। স্মৃতি যেমন এক দিকে অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত বাঁধিয়াছে, আশা সেইরূপ ভবিষ্যৎকে অপর দিকে তাহার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। যদি কোন মানুষ স্মৃতি এবং আশাবিহীন কল্পনা করিতে পারে, তাহা হইলে বলিব তাহার সময়জ্ঞান কিছুমাত্রও নাই। পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন যে স্মৃতি এবং আশা আছে বলিয়াই সময় আছে, অন্যথা সময় থাকিতে পারে না। স্মৃতি এবং আশা আবার আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। আত্মা যদি এক অবস্থায় থাকে, আর তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হয়, অর্থাৎ আত্মা যদি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন এবং মনন প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর লইতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি এবং আশার লোপ হইবে। কারণ, আমরা কি স্মরণ করি? আত্মার যাহা ঘটিয়াছে। আমরা কি আশা করি? আত্মার যাহা ঘটিবে। যদি স্মৃতি এবং আশার বিলোপ হয়, তাহাহইলে সময় জ্ঞান থাকিবে না। সময় জ্ঞান ভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব আছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। এজন্য ভারতবর্ষীয় নিষ্ক্রিয় যোগের পক্ষপাতী মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করেন যে যতক্ষণ মানবের কাল জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ সে পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতেছে। কাল জ্ঞানের তিরোধান হইলে আত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আত্মার পরিবর্ত্তনের বিরামই নিষ্ক্রিয়তা।

স্থর-সুন্দরী।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, যখন মোগল সম্রাট আকবর-সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই সময় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে একটী পর্ব্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার নাম খোসরোজ বা আনন্দ বাজার রাখিয়াছিলেন। মাসের নবম দিনে ঐ পর্ব্ব হইত বলিয়া উহার অপর নাম নৌরোজা ছিল। ঐ খোসরোজ বা আনন্দ বাজার দিল্লির বেগম মহলে অর্থাৎ রাজান্তঃপুরে হইত, সুতরাং বাদসা ভিন্ন অপর কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। রমণীরাই ক্রেতা ও বিক্রেতা ছিলেন। ইহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাদশাহ ইহার দ্বারা সকল দেশের গুপ্ত সমাচার ও প্রজাসাধারণের মত জ্ঞাত হইতে পারিতেন। গোপনীয় উদ্দেশ্য সম্রাটের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই নৌরোজা বাজারে যাইয়া কত রমণীর যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে একজন রাজপুত মহিলা ইহা দেখিতে যাইয়া নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্ব রত্ন অসাধারণ বীরত্ব সহকারে রক্ষা

করিয়াছিলেন তাঁহারই বিষয় কিছু বলিব, তিনিই আমাদের সুর সুন্দরী।

সতী সাধ্বী রাজপুত-রমণীর নিবাস-ভূমি রাজপুতানায় সতীর অভাব ছিল না। সতীত্ব রক্ষার্থ কত রমণী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, আত্মহত্যা করিয়া ও রমণীর অসম-সাহসিক কার্য্য, যুদ্ধ করিয়া যে প্রাণ দিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই।

যখন সমস্ত রাজপুতনার রাজাগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজ নিজ দুহিতা ও ভগ্নীগণকে সম্রাটকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় এক-মাত্র মিবার-রাজ প্রতাপ সিংহই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোগল বাদসার সহিত তনয় তনয়াদিগের বিবাহাদি কোন সম্বন্ধই করেন নাই। ঐ সুর-সুন্দরী তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী বীরবর শক্তি-সিংহের দুহিতা ও রাঠোররাজ রায়-মল্লের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের বনিতা ছিলেন। আকবর শাহ যখন বারবার প্রতাপের তনয়াদিগের সহিত বিবাহ প্রস্তা-বাদি করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন এই সুরসুন্দরীকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, পবিত্র মিবারের রাজকুলে কলঙ্কার্পণ। দ্বিতীয়তঃ অসাধারণ-রূপ-লাবণ্য সম্পন্না সুরসুন্দ-রীকে লাভ করা। কথিত আছে যে সেই সময়ে সুরসুন্দরী রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রূপসী ও গুণবতী ছিলেন।

আকবরের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ হইল। কারণ পৃথ্বীরাজ সেই সময় দিল্লিতে বাস করিতেন, অধিকন্তু তাঁহার বন্দী ছিলেন। তিনি প্রথমে রায়মল্লের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহার দ্বারাই ছলনা পূর্ব্বক সরলা সুরসুন্দরীকে নৌরোজার বাজারে আনাইলেন।

সরলা বালা ইহার মধ্যে যে কি অভি-সন্ধি আছে, তাহা জানিত না। সমস্ত দিন আনন্দমনে আনন্দ বাজার দেখিয়া ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোন স্থানে রাশি রাশি পুষ্পের গন্ধে বাজার আমোদিত করি-তেছে, কোথায় বা সুন্দর সুন্দর পশু, পক্ষী, পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। কোনখানে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র, নানারূপ অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্রাদি, অপরূপ সুগন্ধ দ্রব্য, নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য খচিত খেলানা ও পুত্তলিকাদি সজ্জিত হইয়া দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, কোন স্থানে নানারূপ আহার সামগ্রী ইত্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, আর অনেক নারী একত্র হইয়া ক্রয় বিক্রয় ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কাল-সর্পিণী রাঠোর-মহিষী সুরসুন্দরীকে বাজারে একলা রাখিয়া ছলক্রমে বাদ-সাকে সংবাদ দিলেন। এদিকে যখন

সুরসুন্দরী দেখিলেন যে রাঠোর মহিষী সেথায় নাই, তখন ব্যাকুল ভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানাস্থান খুঁজিয়া তাঁহার অন্বেষণ না পাইয়া ভীত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। বাহিরে আসিবার পথ একটু জটিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। একে সন্ধ্যা, তায় অপরিচিত স্থান, সুরসুন্দরী ভীত মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্রমে একটী প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই গৃহটীর পর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইলেই বাহিরে আসা যায়, গৃহের মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড মুকুর। চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধে গৃহ আমোদিত, এবং প্রকোষ্ঠ "যুড়িয়া" একখানি সুন্দর মখমল বিস্তৃত আছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র হঠাৎ চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল ও সমগ্র ভারতের অধিপতি আকবর সাহ মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। বাদ্‌সাহ প্রথমতঃ সুন্দরী সতীকে নানাবিধ স্তোকবাক্যে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। পরে নানারূপ মণিরত্ন, অপূর্ব্ব কৌষেয় বস্ত্র সকল, ও মহামূল্য কোহিনুর তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় দিল্লীশ্বরের উপর প্রভুত্ব প্রভৃতিরও বার বার উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বীররমণী অতর্কিত ভাবে এইরূপ বিপদ দেখিয়া ভীত হইলেন না। সমস্ত মণিরত্ন পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমিই না ধীর, বীর, ধর্ম্মনিষ্ঠ আকবর্? তুমিই না কি সকল লোককে সমান ভাব? তুমি না কি জগৎগুরু বলিয়া আখ্যা পাইয়াছ? তোমারই যশঃখ্যাতিতে না কি ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছে? এই কি তোমার পুণ্যরাশির পরিচয়? দুর্ব্বলা অবলার উপর আক্রমণেই কি বীরত্ব? আমার রক্ষার্থে জগদীশ্বর রহিয়াছেন। আমি তোমার প্রলোভনকে গ্রাহ্য করি না, বা তোমার ভয়ে ভীত নই, পথ ছাড়, আমি বাহিরে যাই।" আকবর্ সাহ শুনিয়াই অবাক্—মনে করিলেন এ কিরূপ নারী? দেখা যাউক ইহার সতীত্বের বল কত দূর! সুরসুন্দরীর কথা শুনিয়া তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দমন হইল না। মোহাচ্ছন্ন বাদসাহ যখন দেখিলেন প্রলোভনে কিছু হইল না, তখন উন্মত্তভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া সতীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। সুরসুন্দরী তাঁহার গ্রীবায় হস্তার্পণপূর্ব্বক বাদসাহকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং চক্ষুর পলকে বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ অসি বাহির করিয়া আকবরের বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন "তবে পিতৃব্যের অসাধ্য কাজ এইবার শেষ করি। এইবার তৈমুর বংশ ধ্বংস হউক।

এইবার তুমি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর।” এই বলিয়া যেমন তাঁহার গলদেশে প্রহার করিবেন, আকবর কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “মা! আমাকে হত্যা করিও না, রক্ষা কর। আমি তোমার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমাকে মাতৃরূপে স্বীকার করিতেছি।” বাদসাহের কাতরোক্তিতে সতীর হৃদয় কথঞ্চিৎ দ্রব হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে, বল বা ছলনাপূর্ব্বক কোনও রাজপুত রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবে না।” আকবর নিষ্কৃতির জন্য তাহাই স্বীকার করিলেন। পরে সম্মানপুরঃসর সতী সুরসুন্দরীকে নিজালয়ে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। সতীও সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন।

রাজপুত রমণীগণের মানসিক বলের সহিত শারীরিক বীর্য্যও যথেষ্ট ছিল, নতুবা বীরেন্দ্র আকবরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করা কখনও দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের সাধ্য হইত না। তাঁহারা যদিও আজ কালকার রমণীদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা পান নাই, তথাচ যে সকল উচ্চগুণ থাকিলে রমণী প্রকৃত “নারী” নামের যোগ্যা হয়েন, সেই সকল গুণ তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস পাঠে রাজপুত রমণীর সতীত্ব বিষয়ক সুন্দর সুন্দর গল্প অনেক অবগত হওয়া যায়।

বীরাঙ্গনা।

কর্ম্মদেবী, কর্ণবতী ও কমলাবতী।

বীরভূমি চিতোরের বীরাঙ্গনাগণ,
অসংখ্য যবনসেনা করিছে নিধন!
দুর্ভেদ্য কবচ পরি অশ্বে আরোহণ করি
করিতেছে অবিশ্রান্ত গোলা বরিষণ,—
গাছের আড়ালে থাকি, করি প্রাণপণ;
তিনটী বীর ললনা,—(ধন্য ধন্য বীরপনা!)
‘সম্রাট’* বিস্মিত হেরি তাদের সে রণ,
কত সাধুবাদ মনে করিছে তখন!
অঞ্চলের নিধি মা’র যুদ্ধক্ষেত্রে আগুসার
স্নেহের পুতলি ‘পুত্ত’—হৃদয়ের ধন
সঁপিয়ে শত্রুর করে, জননীর মন
কেমনে তিষ্ঠিবে ঘরে?—কন্যা বধূ সাথে করে
গিয়াছেন কর্ম্মদেবী নাশিতে যবন,
জগৎ—এ দৃশ্য আর দেখেছ কখন?
একাকী যুঝিবে রণে লক্ষ লক্ষ সেনা সনে
মায়ের পরাণে বল সহিবে কেমনে?
তাই আজ পশিছেন সমর প্রাঙ্গণে।
প্রাণাধিক প্রিয়তম,—(রূপে গুণে অনুপম)
যবনের সনে একা যুঝিছেন আজ,
প্রাণের সঙ্গিনী তাই ধরে রণ সাজ।

* আকবর।

অকপট-স্নেহাস্পদ—ভ্রাতার ভাবী বিপদ
ভাবিয়ে ভগিনী বসে থাকিবে কি ঘরে?
পশিছে উৎসাহে মাতি সম্মুখ সমরে!
অহো! কি অপূর্ব্বভাব! (ধন্য রমণী স্বভাব!)
স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবার তরে,
যুঝিছে ক্ষত্রিয় নারী নির্ভয় অন্তরে!
প্রাণের মমতা ছাড়ি রণে মত্ত বীরনারী
বধিছে মোগল সেনা থাকিয়ে অন্তরে,
ছিন্ন ভিন্ন শত্রুগণ পলাইছে ডরে।
দেখিলা জননী হায়! প্রাণাধিক দুহিতায়,
ভূতলশায়িনী এবে বীর্য্যবতী বালা,—
অতুল সৌন্দর্য্যরাশি জগত উজলা!
দৃকপাত নাহি তায় গোলা চালাইছে মায়
অকাতরে অবিশ্রান্ত শত্রুর উপর,
নিপাত করিছে রণে সেনা বহুতর!
ধন্য ধন্য কর্ম্মদেবী! যেন গো তোমারে সেবি
জনম সফল করে ভাবী বংশধর,
তোমার সুযশ গায় যুগ-যুগান্তর।
কমলাবতীর করে বিপক্ষের গোলা প'ড়ে
কাতর করিল অতি ভীষণ আঘাতে,—
সহসা মূরছা গেলা পতির সাক্ষাতে।
যাই সে ধরাশায়িনী ছুটিয়ে পতি অমনি
দ্রুতবেগে এসে তুলি লইলেন করে,
অহো কি অপূর্ব্বভাব সতীর অন্তরে!
বারেক পতির পানে চাহি তৃষিত নয়ানে
অভিভূত হইলেন অনন্ত নিদ্রায়!
এমন পবিত্র ভাব আছে কি ধরায়?
নিরখি স্বর্গীয় দৃশ্য অবাক্ স্তম্ভিত বিশ্ব!
বীরত্ব কাহিনী আজ কহিব কাহায়?
ভারত সন্তান সব শৃগালের প্রায়।
নির্জীব ভারত আজ!—রমণীর রণসাজ
শৌর্য্য বীর্য্য কি বুঝিবে?—কল্পনার কথা
নিশ্চয় ভাবিবে মনে,—নাহিক অন্যথা।
জাতীয় জীবন শূন্য, বিলোপ প্রতিষ্ঠা পুণ্য,
আর্য্যের শোণিত আর বহে না শিরায়,
নীচবৃত্তি হীনাচারে জীবন কাটায়।
পতিত অধম জাতি কি সুখে রয়েছ মাতি?
দ্বেষ হিংসা পরস্পর একান্ত প্রবল,—
নাহি সে ধরম ভাব,—হৃদয়ে গরল।
শৃগালের বাসভূমি হয়েছ ভারত তুমি,
ভীরুতা আলস্য পাপ এবে দুর্নিবার,
রসাতলে গেল দেশ হল ছারখার।
কে জাগাবে এ জাতিরে, হেন বীর আছে কিরে
একটীও এ ভারতে?—যাহার জীবন,
নিরখি জাগিবে এই মোহ-মুগ্ধ মন!
কোথা সে ধরম বীর প্রিয় পুত্র ভারতীর
শুনায়ে ধরম গাথা মাতাইবে সবে?
আবার ভারতভূমি জাগিবে এ ভবে।
"ভারত হবে উদ্ধার" শুনিতে চাহিনা আর
কল্পনার কথা—শুনে জাগে না পরাণ,
কল্পনায় কবে দেশ পায় পরিত্রাণ?
কথা কার্য্য দুই চাই, (শুধু) কথায় হবে না ভাই,
শুনেছি অনেক কথা—(ভাষা মনোহর!)
ভেসে ভেসে যায় সব—ভেজে না অন্তর।
দেও দুটি খাঁটি প্রাণ, স্বার্থ কর বলিদান,
দেশহিতে সবে মিলি কর প্রাণ পণ,
নিশ্চয় সফল হবে আশার স্বপন।
জাগগো ভগিনীগণ কর এই দৃঢ় পণ
"পরসেবা মহাব্রত পালিব সবায়,"
তবে যদি এ ভারত পরিত্রাণ পায়।

প্রাণি-তত্ত্ব।

৯ম সংখ্যা।

সূর্য্য মৎস্য।

সমুদ্রে গোলাকার আলোকময় এক প্রকার মৎস্য আছে, উহাদিগকে সূর্য্য মৎস্য বলিয়া থাকে। রাত্রিকালে জল মধ্যে বহুসংখ্যক সূর্য্য মৎস্যের ক্রীড়া অতি সুন্দর দেখায়। রাত্রিতে জলমধ্যে একটী সূর্য্য মৎস্য দেখিলে বোধ হয় যেন স্থির সমুদ্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। সূর্য্য মৎস্যের আলোকের বর্ণ অনেকটা চন্দ্র-কিরণের ন্যায়, তজ্জন্য ইহাকে কেহ কেহ চন্দ্র মৎস্যও বলিয়া থাকেন। এই জাতীয় মৎস্যের শরীরের কোন্ উপাদান হইতে আলোক নির্গত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয়-রূপে জানা যায় নাই। সূর্য্য মৎস্যের শরীর জ্যোতির্ম্ময় করিবার (সৃষ্টিকর্ত্তারই) বা কি উদ্দেশ্য, তাহাও এপর্য্যন্ত কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

গায়ক মৎস্য।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নৌ-বিভাগীয় কর্ম্মচারী হোয়াইট্ সাহেব আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামক পুস্তকে ইহার বিষয় এই-রূপ লিখিয়াছেন ঃ—"এক দিবস কম্বোডিয়ার একটী নদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আরোহিগণ জাহাজের চতুর্দ্দিকে সহসা এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিলেন। সুদূরে অনেকগুলি ঘণ্টা যুগপৎ বাজিলে বা একটী বৃহৎ বীণাযন্ত্র বাজাইলে যে প্রকার মধুর ধ্বনি হয় এই শব্দ অবিকল সেইরূপ। শব্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পোতের দুই পার্শ্বে এক সুমিষ্ট তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। আর উহা শুনিতে পাওয়া গেল না। দুঃখের বিষয় যত লোক এই মৎস্যের বিষয় লিখিয়াছেন, কেহই ইহার আকার প্রকারের কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এই মৎস্য দুষ্প্রাপ্য নহে, লিস্বন্ নগরের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রভাগে, টেম্স্ ও মিসিসিপি নদীতে, মেক্সিকো উপসাগরের উত্তরে, নিউজিলণ্ডের অন্ত-র্গত গ্রে টাউন নামক বন্দরে ও ভারত-বর্ষের পশ্চিম উপকূলে এবং অন্যান্য স্থানেও এই মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁশিকোয়ে পিপীলিকা।

ইহারা অতি ভয়ানক জীব। এক মাত্র মৃত্যু ভিন্ন পৃথিবীতে ইহাদের শত্রু নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বড় বড় জন্তুগণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি ইহাদের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়া থাকে। এই পিপীলিকারা উড্ডয়নশীল। ইহারা দল বাঁধিয়া সর্ব্বদা উড়িয়া থাকে। অন্যান্য পিপীলিকার ন্যায় ইহারা বাসা করিতে জানে না। আহার যখন পায়,

গৃহধর্ম্ম ।

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারং বিদ্যামভ্যসয়েৎ সুতান্ ।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৩

যত্নশীল হবে গৃহী ভার্য্যার পালনে,
সাবধানে বিদ্যাশিক্ষা দিবে সুতগণে ।
পোষিবে আদরে সদা আত্মীয় স্বজন,
গৃহস্থের এই সার ধর্ম্ম সনাতন ॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২৪

যত্নসহ কন্যার পালন—শিক্ষা দান,
পিতার কর্ত্তব্য এই ধর্ম্মের বিধান ।
হইলে বিবাহযোগ্যা সহ রত্ন ধন,
বিদ্বান্ পাত্রেতে কন্যা করিবে অর্পণ ॥

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি ।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ২৫

পতি অনুরূপ গুণ ধরে নারীগণ,
সমুদ্রের সহ যথা নদীর মিলন ।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা অজ্ঞাতপতিসেবনাং ।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ॥ ২৬

পতিভক্তি, পতিসেবা, ধর্ম্মজ্ঞানহীন
বালিকা বিবাহযোগ্যা নহে শাস্ত্রাধীন ।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি ।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥ ২৭

জ্ঞানী পিতা কন্যাতরে পণ নাহি লয়,
পণগ্রাহী অপত্যবিক্রয়ী দুরাশয় ।

বিন্ধ্যাচল ।

ছাড়ি বঙ্গদেশ—যেথানে প্রকৃতি
সৌন্দর্য্যের ডালী মাথায় করে,
শ্যামল আসনে—কুসুম খচিত
সেবিছে পবন আনন্দ ভরে ॥

২

—যেখানে কৃষক—হল ল'য়ে কাঁধে
মধুর রবেতে ধরিছে তান ।
যেথানে বিহঙ্গ সুকণ্ঠে সতত
শ্রবণজুড়ান গাইছে গান ॥

৩

যেথানে পাদপ শত শাখা মেলি
ক্লান্ত পান্থগণে দিতেছে ছায় ।
যেথানে রাখাল তরুতলে বসি
সেবিছে সুমন্দ মধুর বায় ॥

৪

শীত গ্রীষ্ম যথা নহে খরতর,
বসন্ত যেখানে সতত রাজে ।
যেথানে প্রকৃতি লাজশীলা বালা—
যদিও সজ্জিতা বিবিধ সাজে ॥

৫

ছাড়ি হেন দেশ—এই দূর দেশে
কেন আছ গিরি কাহার লাগি,
কেন বা নিভৃতে রয়েছ দাঁড়ায়ে
কেন বা সংসার-বাসনাত্যাগী ?

৬

সু-উচ্চ আকাশ—ধরিয়াছ মাথে,
তবুও নিস্পন্দ নিশ্চল কেন ?
মানব-মহিমা একটু বাড়িলে
কভুত নীরব থাকেনা হেন !

৭

কত পদ ধূলি—বক্ষেতে তোমার
নীরবে সহিছ কেন এ সব ?
তব অঙ্গ কাটি করে খণ্ড খণ্ড,
তবু মুখে নাহি একটী রব !

৮

কার ধ্যানে গিরি আছ নিমগন,
সহিছ এসব কাহার তরে ?
কেন শত ধারে তব বক্ষ ভেদি
ওই বারি ধারা সতত ঝরে ?

শরৎ ও সরোজিনীর কথোপকথন।

শরৎ। আমি যদুর উপর এত চটিয়াছি, যে আমি অবশ্য—

সরো। তুমি অবশ্য—কি তাকে ম্যারিবে ?

শ। না বোন্ তা বলিতেছিলাম না। আমি বলিতেছিলাম যে আমি অবশ্য আমার 'কৃতজ্ঞতার পুস্তক'খানি দেখিব।

স। "কৃতজ্ঞতার পুস্তক" সে কি রকম বই আমি জানিতে চাই।

শ। (এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক জামার জেব হইতে বাহির করিয়া) এই সে পুস্তক। আমি ইহা হইতে কিছু পাঠ করিব শুনিবে ?

স। পাঠ কর।

শ। ৮ই জ্যৈষ্ঠ—"যদু আমাকে তাহার নূতন ভুগোল পড়িতে দিয়াছিল। আমি একটী টাকা হারাইয়াছিলাম, যদু খুঁজিয়া দিয়াছিল।"

৩০এ জ্যৈষ্ঠ—"যদুদের বাগানে লিচু ফল পাকিয়াছে, যদু আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল এবং কত খাওয়াইল।" যদু বড় দয়ালু বালক।

স। শরৎ তোমার এ বইয়ে তুমি আর কি কথা লিখিয়া থাক ?

শ। যিনি আমার প্রতি যে কোন দয়ার কার্য্য করেন, ইহাতে তাহা লিখি। সে কার্য্যগুলি যে কত, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। এ সকল লিখিয়া রাখাতে আমার বড় উপকার হয়। কেবল স্মরণ করিয়া রাখিতে গেলে ভুলিয়া যাইতে হয়। বোধ হয় আমি লোকের দয়া পাইয়া বড় অকৃতজ্ঞ হই না। আমার যখন মন খারাব হয় বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হয়, তখন আমার এই পুস্তক দেখিয়া মন বড় খুসী হয়।

স। তুমি কি রকম কথা সকল লেখ, আমি দেখিতে চাই। শরৎ, তোমার বই খানি কি একবার পাই ?

শ। কেন পাইবে না বোন্ (এই বলিয়া তাঁহার হাতে বই দিল।)

স। (বই লইয়া পড়িত লাগিল) "হরি এক দিন তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা

করিল।” “শ্যামের মা আমাকে ১০টী কুল দিয়াছিলেন।” “আমার যখন পীড়া হইয়াছিল, সুশীল প্রতিদিন আসিয়া খবর লইয়াছে এবং আমি আরোগ্য হইলে দেখিতে আসিয়াছে।” “আমার এক দিন জলখাবারের পয়সা ছিল না, যাদব দুইটী পয়সা ধার দিয়াছে।” বা! এত কথা লিখিয়া রাখিয়াছ। আচ্ছা শরৎ, প্রত্যেক পাতার উপরে “পিতা মাতা” বলিয়া লিখিয়াছ কেন?

শ। তাঁহারা আমার প্রতি এত দয়ালু, প্রতিদিন এত দয়ার কার্য্য করেন, যে আমি সব লিখিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের অবিরত দয়া ও স্নেহ স্মরণ রাখিবার জন্য কেবল তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখি। আমি জানি তাঁদের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। বইয়ের প্রথমে কি লিখিয়াছি একবার পড়িয়া দেখ।

স। (প্রথম পাত খুলিয়া পড়িতে লাগিল) “প্রত্যেক দয়ার কার্য্য ঈশ্বর হইতে।”

শ। আমি যত সুখ ভোগ করি, তাহার জন্য সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা উচিত, এইটী স্মরণের জন্য ওকথা লিখিয়াছি। পিতা মাতার ন্যায় ঈশ্বরের দয়ার কার্য্যও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

স। শরৎ, তোমার এ বই খানি আমার বড় ভাল লাগিল। আমি মাকে বলিব আমাকে এক খানি বাঁধান সাদা বই কিনিয়া দেন। তোমার মত আমিও “কৃতজ্ঞতার পুস্তক” সঙ্গে সঙ্গে রাখিব।*

রোমান্ জাতির পাশব ক্রীড়া।

রোমানেরা যখন সসাগরা বসুন্ধরা করতলস্থ করিল, তখন ঘোরতর অহঙ্কারী ও ভোগবিলাসী হইয়া উঠিল। তাহাদিগের বিলাসেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য এক আশ্চর্য্য ক্রীড়া-মঞ্চ প্রস্তুত করিল। ইহার নাম কলিসিয়ম। রোমনগরের সপ্তশৈলের মধ্যস্থলে প্রায় ২০ বিঘা জমী যুড়িয়া এক গ্যালারী তৈয়ার হইল। তাহা এত বড় যে ৮৭০০০ লোক এককালে তাহাতে বসিতে পারিত এবং এরূপ ভাবে গঠিত, যে প্রত্যেক দর্শক আপনার আসন হইতে সম্মুখস্থ ক্রীড়া-ভূমির সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিতে পারিত। সম্মুখস্থ এই ক্রীড়াভূমির নাম এরিণা বা বালুময় ক্ষেত্র। শ্বেত প্রস্তরের গুঁড়াতে তাহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইত যে দেখিতে যেন তুষারময় ভূমিখণ্ড। তাহার চারি ধার দিয়া একটী প্রবল বেগশালী জলস্রোত প্রবাহিত। স্রোতের ধার হইতে একটী প্রস্তর প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিয়া

* বালক বালিকাদিগের জন্য অনুবাদিত।

উপরে এক প্রশস্ত (প্লাটফরম) পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহার উপর সম্রাটের সিংহাসন এবং চারি ধারে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, সেনেটর ও বেষ্টা * কুমারীদিগের জন্য হস্তিদন্ত ও স্বর্ণখচিত আসন। তাহার পশ্চাতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আসন, তৎপশ্চাতে রোমের স্বাধীন অধিবাসীদিগের বসিবার স্থান। তৎপশ্চাতে আর একটী প্রস্তর পীঠের উপর রমণীগণের আসন। তৎপরে সাধারণ লোকদিগের বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন। আসন সকলের ঊর্দ্ধে ছাদ ছিল না, কিন্তু স্থূল রজ্জু সকল টাঙ্গান থাকিত, রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণার্থ ধূমল বর্ণের রেসমী চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। নাবিকগণ এই কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল।

রোমকদিগের যখন কোন আমোদের উপলক্ষ উপস্থিত হইত, তখন কলিসিয়মে ধূম ধামের সীমা থাকিত না। নগরবাসী সকলে তথায় একত্র হইত এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কৌতুক দর্শন করিত। একাদিক্রমে বহুদিন ক্রীড়া প্রদর্শনী হইত। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়ারম্ভের আদেশ করিতেন। যেরূপ প্রণালীতে সচরাচর ক্রীড়া সম্পন্ন হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। প্রথমে কাছির উপর হাতীর নাচ। হস্তী অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া রজ্জু অবলম্বনে নাচিতে নাচিতে অবতরণ করিত। তৎপরে একটী ভল্লুক রোমীয় প্রাচীন রমণীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একখানি কেদারায় বাহিত হইত, অপর একটী ভল্লুক উকীলের পোষাক পরিয়া পশ্চাতের দুই পায় দণ্ডায়মান হইয়া রমণীর সম্মুখে বক্তৃতার অভিনয় করিত। কখন কখন এক সিংহ মস্তকে রত্নোজ্জ্বল মুকুট, কণ্ঠে হীরক হার, জটায় সোণার পাত পরিধান করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত নখর প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া করিত, তাহার সম্মুখে একটী শশক নির্ভয়ে নৃত্য করিত। তৎপরে ১২টী হস্তী দর্শন দিত। তাহাদের ৬টী পুং হস্তী টোগা * এবং ৬টী স্ত্রী হস্তী অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া সুসজ্জিত পালঙ্কে বসিয়া হস্তিদন্ত নির্ম্মিত টেবিলে ভদ্রলোকের ন্যায় পান ভোজন করিত এবং শুঁড়ে করিয়া গোলাপ জল চারিদিকে ছড়াইয়া দিত। তৎপরে আরও অনেক গুলি হস্তী নৃত্যের পোষাক পরিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে ফুল ছড়াইত এবং নৃত্য করিতে থাকিত। কখনও কখনও উঠানে জল ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং তথায় বিবিধ অদ্ভুত জন্তুপূর্ণ জাহাজ আসিয়া ভগ্ন হইয়া যাইত এবং জন্তু সকল চারিদিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত। কখনও কখনও

* বেষ্টাদেবীর কুমারীগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিতেন এবং পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন। রোমানেরা তাঁহাদিগের বিশেষ সম্মান করিত।

* রোমের রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা টোগা নামক পরিচ্ছদে শরীর আচ্ছাদন করিতেন।

ভূমি বিদীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য হইতে সহসা স্বর্ণফল সমন্বিত বৃক্ষরাজী উৎপন্ন হইত। অরফিয়স * নামধারী একটী সুগায়ক বীণা বাজাইয়া গান করিত, বৃক্ষ সকল তাহার চারি দিকে নৃত্য করিতে থাকিত। পরে কতকগুলি জীবন্ত ভল্লুক আসিয়া এই গায়ককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত।

উপরে যে সকল আমোদ বিবৃত হইল, তাহার অধিকাংশ নির্দ্দোষ, ইহাতে রোমানদিগের সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইত না। এই জন্য নানা প্রকার নিষ্ঠুর ও বীভৎস আমোদের সৃষ্টি হয় এবং আমোদ বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ সে গুলি প্রদর্শিত হয়। পোষা ভল্লুক, সিংহ, হস্তী প্রভৃতির নৃত্য শেষ হইলে প্রাঙ্গণের চারিদিকের কতকগুলি কবাট খুলিয়া দেওয়া হইত এবং বন্য গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ, সিংহ, চিতাবাঘ ও বরাহ সকল যাহাদিগকে অল্পদিন হইল বন হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সরোষে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইত। দর্শকগণ কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আক্রমণ প্রণালী দর্শনার্থ ব্যগ্র হইত। যাহারা আক্রমণে উদ্যত না হইত, তাহাদিগকে লাল বা শ্বেত বস্ত্র দেখাইয়া, কশাঘাত করিয়া বা তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তেজিত করা হইত। যখন বন্য জন্তুগণ পরস্পরের আক্রমণে হতাহত হইত ও বিকট চিৎকার করিত, রোমানদিগের চক্ষু কর্ণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। যখন একটী জন্তু আর সকলকে মারিয়া ফেলিতে পারিত, তখন রোমানেরা তাহার জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইয়া মৃতদেহ সকলের উপর মুক্ত ভাবে তাহাকে বিচরণ করিতে দিত। এই প্রকার নিষ্ঠুর আমোদের জন্য অসংখ্য জন্তু আনীত হইত। রোমান শাসনকর্ত্তারা বিদেশ হইতে বিশেষ যত্ন সহকারে দলে দলে সিংহ, হস্তী, উটপক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন—যত বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও নূতন জন্তু পাইতেন, ততই তাঁহারা অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন, কারণ রোমানেরা তদ্দ্বারা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। রোমানেরা রক্তস্রোত প্রবাহিত দেখিতে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য ক্রীড়ামঞ্চের স্তম্ভাবলী হইতে নানাবিধ সুগন্ধ মসলা মিশ্রিত সুরার ফোয়ারা সকল খুলিয়া দিত, তাহার গন্ধে রক্তের গন্ধ ঢাকিয়া ফেলিত।

(ক্রমশঃ)

* গ্রীক পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, অরফিয়স নামে গায়ক যখন গান করিতেন, বনের পশু সকল নিষ্পন্দ হইয়া শ্রবণ করিত এবং তরুগণ চারিদিকে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত।

শিশুশিক্ষা।

এই সকল ব্যতীত শিশু শিক্ষার বিষয়ে অন্য ত্রুটীও লক্ষিত হয়। শিশু কোনও দূষণীয় কার্য্য করিলে তাহার মা হয় ত যৎপরোনাস্তি উত্তম মধ্যম দিয়া নিজ ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করেন। কথা না শুনিলে মার ভ্রূকুটী বা চপেটাঘাতে শিশুর অন্তরাত্মাকে জড় সড় করিয়া দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার উপর শিশুর প্রেম ও শ্রদ্ধা হ্রাস পায় এবং প্রেম, শ্রদ্ধা হ্রাস পাইলে তাঁহাদের উপদেশেও আর তত ফলোদয় হয় না। অন্য দিকে বরং তাহারা যথেষ্ট কুশিক্ষা লাভ করে। ভৃত্যের প্রতি ব্যবহারের বিষয়েও জনক জননী সাবধান হইবেন। বাবুরা হয় ত "শ্যালকের অপভাষা" ইত্যাদি নীতিগর্ভ বাক্য দ্বারা ক্রোধ পরবশ হইয়া ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, বাড়িতে সর্ব্বদাই পরনিন্দা ও হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার কথা হইতেছে, শিশু তবে কিরূপে নীতি শিক্ষা করিবে? বালক বালিকা শৈশব হইতে চতুর্দ্দিকে মিথ্যা ও অপবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিলে জীবনে ঘোর দুরাচার ভিন্ন আর কি হইবে? গৃহে দোল দুর্গোৎসব পূজার সময়, বিবাহাদি ঘটার সময় এবং হয়ত বার মাসই রীতিমত সুরাদেবীর পূজা হইতেছে এবং বেশ্যার নাচত থাকিবেই, তবে শিশু সন্তান কিরূপে নীতিমান ও সুরুচিসম্পন্ন হইবে? মা হয়ত "বাসর ঘরে" ছড়া, গান, সুরুচিসম্পন্ন উপহাসাদি দ্বারা কন্যাদিগকে সদাচার শিক্ষা দিতেছেন—এদিকে লজ্জায় জড়সড়, কিন্তু এমন কদর্য্য সঙ্গীত নাই যা ঘোমটার মধ্য হইতে বাহির হয় না। এরূপ মার ছেলে মেয়ে কি কখনও ভাল হইতে পারে? শিশুকে "কুকথা মুখে আনিও না" কেবল বলিলেই চলিবে না। অতএব প্রত্যেক জনক জননীর আপনার আচরণ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

ছেলে মেয়েকে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। তাহারা চাকর চাকরাণীর নিকট থাকিলে তাহাদেরই চরিত্র অনুকরণ করে। বহুমূল্য হীরক কি ভৃত্যকে রাখিতে দেন? তবে প্রাণের প্রিয় বস্তু বালক বালিকাদিগকে অন্যের হস্তে দেন কিরূপে? চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর করার যে কি বিষময় ফল, তাহা ধনীদের পুত্রাদির বিষয় ভাবিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতে পারি যে ভৃত্যের নিকট তাঁহারা যত কুশিক্ষা লাভ করেন, এমন আর কোথাও নহে। অতএব এ বিষয়েও শতবার সাবধান!!!

জননীগণ! শিশুদের প্রতি কখনও উদাসীন হইবেন না। যাহারা আপনাদের হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, তাহাদিগকে কিরূপে চিরদুঃখের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে দিবেন? যদি কাহাকেও সুস্থ হইতে

হয়, তবে আপনাদিগের সর্ব্বাগ্রে সুস্থ হওয়া আবশ্যক। যদি কাহাকেও জ্ঞানী, ও পবিত্রচরিত্র হইতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগের হৃদয় ঘরকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। আপনাদের চরণে বসিয়া মানব জাতি প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান লাভ করিবে। আমাদের মধ্যে একটী গুরুতর অভাব আছে। আমাদের "Good home" বা সুপরিবার প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইয়োরোপীয় জাতির এই জিনিষ আছে বলিয়া তাহাদের এত উন্নতি। নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট হ' তাঁহাদের সঙ্গ প্রিয়তম বোধ হয় বলিয়া ইয়ুরোপে পারিবারিক সুখ এত অধিক। যদি জাতিকে পরিবার-সমষ্টি বলিয়া ধরা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে জাতীয় উন্নতির মূল [illegible]য়। নারীগণ যদি জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নতা না হয়েন, তবে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহিবে কেন ? পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাহিরের সঙ্গ চাহিবে, এবং অজ্ঞানতা-বশতঃ কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দেরই দিকে যাইবে। এক দিন শ্রদ্ধেয় হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে 'তাঁহার জননীর সঙ্গ এমনই মধুর ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে তিনি বিদ্যালয় হইতে আসিলে সকল সময়ই মার সহিত কাটাইতেন, আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। মাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণে নিজ পরিবারকে বালক বালিকাদের আকর্ষণের বস্তু করাতে তাঁহার সন্তানেরা অন্য সঙ্গের জন্য লালায়িত নহে।' বলা বাহুল্য যে তাঁহার ও তাঁহার জননীর এই সন্তান-আকর্ষণী শক্তির যে কি মধুময় ফল ফলিয়াছে তাহা যিনি তাঁহার পরিবারের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই বেশ জানেন। বালক বালিকাদের মার উপর অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেম, অতএব মার শিক্ষাই অধিক ফলদায়িনী হইবার সম্ভাবনা। ইহা একরূপ অভ্রান্ত সত্য যে সুপরিবারে, সুমাতার নিকট থাকিলে যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কোথাও হয় না। জননীগণ! ভগ্নীগণ! আপনারা নিজ নিজ পরিবারকে এক একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে সচেষ্ট হউন, যেন সেখানে পরিবারস্থ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই আসিবার জন্য লালায়িত হন এবং আসিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারেন; এবং বাহিরের কোন লোক আসিলেও যেন আপনাদের জীবনের সৌরভে আকুল ও আকৃষ্ট হয়েন।

প্রেম, ক্ষমা ও ধৈর্য্যে মানব সমাজ পালিত ও রক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। রমণীগণ! আপনারা এই সকল গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি। আপনাদিগকেই ভগবান আমাদের রক্ষণ পালন ও শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিবেন না, উহার

গুরুত্ব বিস্মৃত হইবেন না। চিরদিনই মানব সমাজের উন্নতি আপনাদেরই দ্বারা সাধিত হইয়া আসিতেছে। চিরদিনই মানব সমাজে ধর্ম্মের হোমাগ্নি আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। আজ মার্কিন রমণীগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যা,ভাই ভগ্নীদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছেন, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন। সত্য ও পবিত্রতা এবং পরমেশ্বরের নামে [illegible] করিয়া তাঁহারা [illegible] সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের মুক্তি আপনাদের হস্তে। বাইবেল বলেন নারী হইতে পাপ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাই স্বর্গের দূতেরা আর পৃথিবীতে আইসে না। ইহা ঠিক্ কথা নহে। আমি বিশ্বাস করি নারীগণ দ্বারা জনসমাজ হইতে পাপ তাড়িত হইবে। স্বর্গের দূতগণ আপনাদেরই গুণে লজ্জিত হইয়া আর পৃথিবীতে মুখ দেখান না। নারীর সৃষ্টির পর তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভারতের রমণী। ভারত চিরদিন সতীনারী ও ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। আজ কি ভারতী মাতা জগতে তাঁহার কন্যাদিগকে দেখাইতে লজ্জিত হইবেন? দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে বলিয়া নারীকুলের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবসূর্য্য আবার ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা উষাকালের সহিত পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে এবং ভারতাকাশের ঘন তমোরাশি ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। আমাদের জননীকুল যখন জাগিতেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ যখন তাঁহাদের ও ভগবানের হস্তে, তখন আর আমাদের ভয় ভাবনা কি? আমরা রক্ষা পাইবই পাইব।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২১এ জুলাই কলিকাতার টাউন হলে মহা সমারোহে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েকটী বঙ্গমহিলাও সভাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

২। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্ম মন্দিরে আফ্রিকা পর্য্যটক ষ্টানলী সাহেবের সহিত কুমারী ডোরথী টেনাণ্টের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেক মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩। ভারতের রমণীগণ যাহাতে চিকিৎসার সাহায্য পান, সেই উদ্দেশে লণ্ডনে এক সভা আছে। সম্প্রতি এই সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে সার গ্রাণ্ট ডফ সভাপতির কার্য্য করেন। লর্ড রিয়াই প্রভৃতি ভারতহিতৈষী উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ মহিলাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

৪। বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় এ বৎসর যে ৫টী ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

১৯।	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৮০
২১।	অরবিন্দ ঘোষ	১৮৫৪
৪২।	জি মাড গেওকর (বোম্বাই হিন্দু)	১৫৮৩
৪৩।	মহম্মদ যুজফ (বাঁকীপুর)	১৫৬৭
৪৫।	মহীমোহন ঘোষ	১৫৪৯

৫। কোন সাহেব গণনা করিয়াছেন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের গড় ওজন ১৷৫ এক মণ পঁচিশ সের এবং স্ত্রীলোকের ১৷৫ এক মণ পনর সের মাত্র। পুরুষের শরীরের গড় উচ্চতা ৫ ফিট, ৯ ইঞ্চ; স্ত্রীলোকের ৫ ফিট, ৪ ইঞ্চি মাত্র। আশ্চর্য্য, জর্ম্মণির কোন বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রীর বয়স ১১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে তাহার শরীর দীর্ঘে ৬ ফিট বা ৪ হস্ত হইয়াছে।

৬। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ডেহোমি রাজ্যের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ হইতেছে। ডেহোমিরাজের ৮০০০ রমণী সৈন্য আছে, তাহাদের বিক্রম দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

বামারচনা।

তিন দিনের কথা।

একদিন দুইদিন তিনদিন যায়,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে
ধরণী তেমনি ভরা স্নেহ মমতায়।
নিঠুর আমারি মন,
তোরে ছেড়ে প্রাণধন,
আসিয়াছি কত দূর মাগিয়া বিদায়,
স্নেহের প্রতিমা মোর রয়েছে কোথায়? ১

বোঝে না পাষাণ মন অপরের জ্বালা,
যাহারা হৃদয়হীন,
তারা বলে "তিন দিন"
বোঝে না এ তিন দিন কি আগুণ ঢালা;
তিন দণ্ড তিন ক্ষণে,
তিন যুগ লাগে মনে,
না হেরিলে তোরে প্রিয়, মণিময় মালা,
কাঙালের সবে ধন তুই প্রিয়বালা! ২

নয় বছরের মেয়ে প্রিয়টী আমার,
স্বরগের কচি উষা,
বসন্তের নব ভূষা,
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্ট দেবতার!
কত সুখ কত দুখ
মাখানো ও চাঁদমুখ,
কত স্মৃতি প্রীতি কত আলোক আঁধার!
পরে কি তা বোঝে প্রিয় কি তুমি আমার? ৩

সরলা সোণার মেয়ে সুখের আধার,
কখন মলিন মুখে
ভূতল ভাসায় দুখে,
কখন হাসিয়া ওঠে উজলি সংসার!
দেখিয়া দেখিয়া তাই
হেসে কেঁদে মরে যাই,
কত কথা মনে জাগে কারে ক'ব আর—
সোণার সরলা মেয়ে প্রিয়টী আমার! ৪

একটি বাঁধন তুই এ উদাস প্রাণে,
আজিও সংসারে থাকা,
সুখ-সাধ বুকে রাখা,
সে কেবল চেয়ে তোর অই মুখ পানে ;
আমার ভবিষ্য রেখা
তোরই কপালে লেখা,
আশার নিভন্ত আলো মাখা ও বয়ানে,
তুই তো অমৃত-কণা এ মরু শ্মশানে। ৫

অবোধ বালিকা মোর, কিছুই বোঝ না,
আজিও সাথীর সনে
খেলা করে বনে বনে,
আজিও পুতুল পেলে পুলকে মগনা ;
সহপাঠী সহ যুটি
কত কর ছুটো ছুটি
নাই ও বিমল বুকে বিষাদ ভাবনা,
সংসারের ধার প্রিয়, কিছুই ধার না ! ৬

নিঠুর সংসার এ যে নিঠুর সংসার,
ভরা কত দুখ, পাপ,
কত শোক কত তাপ,
কত হিংসা দ্বেষ আর কত হাহাকার ;
তোরে হায় স্নেহলতা,
লুকায়ে রাখিব কোথা,
আশীর্ব্বাদী ফুল টুকু ইষ্ট দেবতার,
কোথায় রাখিলে তোরে ছোঁবে না
সংসার ? ৭

তোরে ত সঁপেছি প্রিয়, বিধাতার পায়,
তোর ও হৃদয় মন,
তাঁহারি পবিত্রাসন,
হো'ক হো'ক চির দিন দেব-করুণায়।
আর চাই অবিরত
যাঁর প্রিয় তাঁরি মত
হয় যেন, দেখে সুখে মরে যাই হায়,
অন্তিমের শান্তি হো'ক প্রাণ প্রতিমায়। ৮

একে একে তিন দিন হল অবসান,
দিন যায় রাতি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে,
দেখিনি সে মনোরমা আমিরে পাষাণ !
কত দিনে ঘরে গিয়ে,
তোরে প্রিয়, কোলে নিয়ে
জুড়াব তাপিত বুক,ব্যথিত পরাণ,
এলায়ে চিকণ চুল,
দোলায়ে গোলাপ ফুল,
ছুটিয়া আসিবি, মেখে হাসি অভিমান !—
সহস্র চুম্বনে প্রাণ
হবেনা'ক সমাধান,
জাগিবে মরমে কবে সে পুরবী তান,
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান ?
সে সোহাগ মাখা হাসি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাশা পাশি !
দেব নর ছোঁয়া ছুঁয়ি, হয় না বাখান !—
ক'দিনে হেরিব প্রিয়, তোর সে বয়ান ? ৯

(প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী)

ময়ূর

কি সুন্দর,পাখী, এর চেয়ে নাকি
কোন পাখী আর সুরূপ নয়,
সুরঞ্জিত পাখা, অপরূপ আঁকা,
চমৎকার কারু কৌশলময়।
পুচ্ছ পসারিয়া, নাচিয়া নাচিয়া
দেখ না বেড়ায় গরবে কত,
লাজে হেঁট মুখ, প্রিয় শারী শুক,
বুলবুল ময়না পাপিয়া যত।
কিন্তু বাহ্য সার, শোভা যে ইহার,
নাহি গুণ শিখি-শরীরে ধরে,
কেকারবে তার, বহে বিষ-ধার,
সবার শ্রবণ তাপিত করে।
বাহ্য রূপে নয় মন মুগ্ধ হয়,
গুণের প্রভাবে মানস হরে,
কাল কোকিলের মধুর স্বরের
কত না মহিমা প্রকাশে নরে।

সুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৮ সংখ্যা।	ভাদ্র ১২৯৭—সেপ্টেম্বর ১৮৯০।	৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর সপ্তবিংশ জন্মোৎসব।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৮ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আজি বামাবোধিনী সেই পরম দেবতার চরণে প্রণত হইয়া ইহার হিতৈষী বন্ধুগণকে অভিবাদন করিতেছেন এবং এই শুভদিনে সকলে ইহার শুভকামনা করিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষে বর্ষে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে বামাবোধিনীর ও নারীজাতির সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিয়া থাকি, এ বৎসরও সেই প্রথানুসারে দুই এক কথা বলিব। ঈশ্বর-কৃপায় বামাবোধিনীর জীবন পথের বিঘ্ন অনেক কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ইহা যে আরও দীর্ঘজীবিনী হইবে আশা করা যায়। বামাবোধিনীর বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, কয়েকটী সহৃদয়া ভগিনী ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণগত যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা নিয়মিতরূপে ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং তাঁহাদের লেখা এরূপ সুন্দর, বিচিত্র ও চিন্তাপূর্ণ যে, তাহা দ্বারা পত্রিকা পরিপুষ্ট ও নব নব শোভায় অনুরঞ্জিত হইতেছে। ইহাঁদের সাহায্য বামাবোধিনী অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া বোধ করেন এবং তজ্জন্য আজি ইহাঁদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে বামাবোধিনীর অনেক আশা পূর্ণ হইয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার কত উন্নতি হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সময়ান্তরে তাহার সমালোচনা করিব। এখন এই মাত্র বক্তব্য যে, *কি মানসিক, কি নৈতিক, কি সামাজিক সকল বিষয়ে নারীজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত দেখিতেছি।* স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী দলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সপক্ষ দলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সুখে ও স্বাধীনতায় নারীগণের স্বত্বাধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে, এবং নারীগণ আপনাদিগের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ পরিচয় দিয়া অনেক বিষয়ে পুরুষগণের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেছেন। নারীজাতি এখন নিজে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া অপনাদিগের এবং দেশের হিতব্রতে নিযুক্ত হইতেছেন, আর তাহাদিগের উন্নতির পথ অবরোধ করে কাহার সাধ্য?

আমরা আশার অতীত অনেক ফল লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আশানেত্রে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি, আমাদের দেশের নারীগণের সকল দুর্গতি ও দুরবস্থা কবে দূর হইবে এবং ভারতরমণী জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া পুরুষজাতির প্রকৃত সহায় ও সঙ্গিনী হইয়া পূর্ণোন্নতির দিকে কবে অগ্রসর হইবেন? মঙ্গলময় বিধাতার করুণার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমাদের হৃদয়ের উচ্চ আশা একদিন তিনি সুসিদ্ধ করিবেন,—একদিন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পূর্ণ জয় লাভ হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য ভগিনীদল—চিনদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক দল রমণী চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ জন। বিবাহিত জীবনকে তাঁহারা অপবিত্র ও শোচনীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী কুমারীকে পিতামাতা বলপূর্ব্বক বিবাহ দেন। বালিকা বিবাহের পর পলাইয়া ভগিনীদলে আসিয়া মিশে। ভগিনীদল দুর্ভাগিনী ভগিনীর সহিত একত্র হইয়া সকলে 'ড্রেগন' নামক নদীতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চিনে আরও অনেক ভগিনীদল আছে, তাহারা জীবনে মরণে পরস্পরের সহিত এইরূপ দৃঢ়সম্বন্ধে আবদ্ধ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর আদর্শ বন্ধু—ইলাইয়ের মার্কুইস পত্নী সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। মহারাণী তাঁহাকে আদর্শ বন্ধু মনে করিতেন।

মুসলমান স্ত্রী-বিদ্যালয়—হায়দ্রাবাদে উচ্চশ্রেণীস্থ বয়স্কা মুসলমান রমণীদিগের জন্য এক অন্তঃপুর শিক্ষালয় হইয়াছে, তাহার ছাত্রী সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৮৫ জন।

নাপিতদিগের ধর্ম্মঘট—বোম্বাইয়ের নাপিতদিগের দৃষ্টান্তে মোরাব নগরবাসী নাপিতেরা ব্রাহ্মণ বিধবার মস্তক মুণ্ডন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে এ অপকর্ম্ম করিবে, তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে এইরূপ কঠিন নিয়ম হইয়াছে।

স্বর্ণ পালঙ্ক—তুরুস্কের ডামস্কজ ও ব্রিরটের মধ্যে এক গহ্বরে একখানি আশ্চর্য্য পালঙ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ রৌপ্যে খচিত এবং নানাবিধ মণিমুক্তা জড়িত। ইহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী এলেনোরের নাম খোদিত আছে। ৬০০ বৎসরকাল ইহা ভূগর্ভজাত ছিল।

একটী গোল আলুর মূল্য ৬০ টাকা—বালা নামক স্থানে একটী বালক তাহার খুড়ীর ক্ষেত্রে একটী গোল আলু এই বলিয়া পুতিয়াছিল যে ৪ বৎসর পরে ইহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা কোন প্রচারক সমাজে দান করিবে। বৎসরে বৎসরে ইহার ফসল হইতে লাগিল, ৪ বৎসর পরে দেখা গেল ৭০ ছালা গোল আলু হইয়াছে। ইহার বাজার দর ৬০ টাকা এবং তাহা প্রতিজ্ঞামত সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাল ইচ্ছা থাকিলে কত ভাল কাজ অনায়াসে হইয়া যায়!

ষ্টান্‌লীর উচ্চপদ লাভ—আফ্রিকা-পর্য্যটক ষ্টান্‌লী কঙ্গের গবর্ণর মনোনীত হইয়াছেন। তিনি আমেরিকা দর্শন করিয়া ১৮৯১ সালে কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

বালকদিগের জন্য সভা—(১) মিলিত আশালতার এক জুবিলী উপলক্ষে লণ্ডনের এক্সিটার হলে এক বৃহৎ বাজার বসে। ১৭০০০ ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত ২০ লক্ষ বালক এই দলভুক্ত। ৫০০০ পাউণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা তোলা এই বাজারের উদ্দেশ্য। ১৮৮৯ সালে এইরূপে অনেক টাকা তুলিয়া বালকবালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(২) পিট্‌সবর্গে অন্তর্জাতিক রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সমিতির এক অধিবেশন হয়। উত্তর আমেরিকার সর্ব্বস্থান হইতে ৩০০০ লোক আসে, তন্মধ্যে ১২০০ জন ৯০ লক্ষের অধিক ছাত্রের প্রতিনিধি। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

স্ত্রী-কেরাণী—কোচিনের পোষ্টমাষ্টার জেনারলের আফিসে এক রমণী কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহার নাম লিলিয়ান ডস, ইনি কালিকটের ডাক

বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একমাত্র কন্তা। ভারতবাসিনীরা আশান্বিত হউন।

নারী সমাজে সুরেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা—গত ৬ই আগষ্ট ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্যোগে তাঁহাদিগের বাটীতে একটী সুন্দর সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে অনেক বঙ্গমহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু "মহাসমিতি (কন্‌গ্রেস) সম্বন্ধে নারীজাতির কর্ত্তব্য" বিষয়ে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। রমণীগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন তক্ষশীলা।

ভারতের অতি পুরাকালের ইতিহাস অতীত কালের গর্ভে নিমগ্ন। মহা প্রলয়ের পরেই মনুষ্যের প্রথম বাস ভারতে ও ভারতবর্ষের নিকটস্থ পর্ব্বতে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং আর্য্যজাতি যে সকল বিষয়েই জগতের আদর্শ তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাস লেখকগণের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আদিম আর্য্যগণের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকায় তাঁহাদের কার্য্য কলাপ, রীতি, নীতি, রাজ্য কি রাজধানী স্থির করা বড় কঠিন। ইহার কারণ বোধহয় তখনকার সময়ে ইতিহাস বা জীবনী লেখা প্রচলিত ছিল না অথবা ভারতে একজাতির পর অন্যজাতি প্রবল হওয়াতে পূর্ব্বজাতির কীর্ত্তিকলাপ নবজাতিদ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের অদৃষ্টচক্রে যে কত জাতি ও কত ধর্ম্ম ঘূর্ণিত হইয়াছে তাহা স্থির করা সহজ নহে। তবে আর্য্য মুনিগণকৃত যে অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত যে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। আধুনিক পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের আনুমানিক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া কিছুই স্থির করা যায় না। কিন্তু যদিও এই আর্য্যগণের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া কঠিন,তথাপি আর্য্যমুনিগণের কবিত্ব ও রূপক বর্ণনার ভিতর হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ টুকু পাওয়া যায়, তাহা আনুমানিক পৌরাণিক ইতিহাস অপেক্ষা মুল্যবান্ বলিয়া গ্রহণ করা কি উচিত নহে? পুরাণ গ্রন্থ হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের যে সত্য ইতিহাসটুকু প্রাপ্ত হই, তাহা মূল্যবান বলিতে চাহি যে কেন তাহা আমাদের আলোচ্য প্রাচীন তক্ষশীলাই মীমাংসা করিবে।

তক্ষশীলা দেশ অথবা নগরী অতি প্রাচীন, এই দেশস্থ লোকদিগকে তক্ষক, তাতার ও তুর্কি ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এই তক্ষকগন কোন্ বংশোদ্ভুত

ও ইহাদের নগর প্রতিষ্ঠাতাই বা কোন্ মহাপুরুষ তাহাই স্থির করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক ইতিহাসবেত্তা কর্ণেল টড্ বলেন, "প্রাচীন কালে যে সকল বীর অভিযানোদ্যত হইয়া সুদূর শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তক্ষক সর্ব্বপ্রধান, ইহাঁরই বিশাল বংশতরু হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমুদ্ভূত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।" আবুল গাজি বলেন, "নোয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া ধরাতলে অবতরণ পূর্ব্বক পুত্রত্রয়কে অবনীমণ্ডল ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম তনয়দ্বয় অন্যান্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে কনিষ্ঠ জাফেট "কত্তম সামাথ" নামে একটী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কাস্পিয়ান্ হ্রদ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী দেশ এই "কত্তম সামাথ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জাফেটের আট পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তুর্কের প্রথম তনয় তক্ষক হইতে তক্ষশীলা স্থাপিত ও তক্ষক বংশ সমুদ্ভূত হয়।" কবিগুরু বাল্মীকি বলেন সিন্ধুনদের পশ্চিমে বর্ত্তমান কাশ্মীরের— এমন কি হিমালয়েরও উত্তর প্রদেশস্থ সমুদয় স্থান গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি ছিল। এই প্রদেশ পুরাণ লিখিত কেকয় রাজ্যের (বর্ত্তমান কাশ্মীর ও কুমায়ুন) সহিত সংলিপ্ত থাকায় উভয় রাজ্যের ও জাতির মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ চলিত। কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ শৈনুষ গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় নিজ কুলগুরু গার্গকে রঘুকুলধুরন্ধর ভগবান রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্র সে সময়ে লঙ্কাপতি রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ রাজ্যের একাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তৎসিংহাসনে তাঁহার অন্যতম মিত্র সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদয় দক্ষিণ ভারত বিশাল কোশল রাজ্যের অধীন করিয়া রাজ-রাজেশ্বর হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার প্রবল পরাক্রমের নিকট দণ্ডায়মান হয়, তৎকালে এমন নৃপতি কিম্বা জাতি কেহই ছিল না এবং তাঁহার পরন্তপ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ স্ব স্ব বল-বিক্রমে নূতন নূতন দেশ জয়পূর্ব্বক আপনাপন রাজধানী সংস্থাপন করিতেছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন সিন্ধু-নদের পরপারে ও হিমগিরির উত্তরে পরম রমণীয় সুবিস্তৃত এক গন্ধর্ব্ব রাজ্য আছে এবং তদ্দেশীয় রাজগণ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার মাতুলের অপকার করিতেছে আর মাতুল তাঁহার শরণাগত ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তিনি উৎসাহিত হইয়া অনুজ বীরবর ভরতকে কোশল রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ অনীকিনী সমূহের অধিনায়ক করিয়া গন্ধর্ব্বদেশ জয়ার্থ প্রেরণ করিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎকে ভরতের সহায়তা করিতে অনুরোধ

করিয়া পাঠাইলেন। সসৈন্য ভরত গন্ধর্ব্ব দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্রেরা দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ তক্ষের নামানুসারে তদীয় রাজ্য তক্ষশীলা ও কনিষ্ঠ পুষ্কলের নামানুসারে তাঁহার রাজ্য পুষ্কলাবৎ নামে অভিহিত করিলেন।

মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বসমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক রত্ন টুকু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র তক্ষ হইতে তক্ষশীলা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই তক্ষকই তক্ষক কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে এই তক্ষক বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তক্ষকের বংশাবলীকে তক্ষক বলা হইয়া থাকে, সুতরাং তক্ষক বলিলে একটী ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া একটী কুলকে বুঝায়। কবি বেদব্যাসের কুহকিনী কবিতাজাল উদ্ঘাটন করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে এই বংশের কোন তক্ষক কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিত কোন রূপ কূটোপায়ে হত হইয়াছিলেন। রাজস্থানে যে আশীরগড়ের তক্ষকগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা এই তক্ষক। আবুল গাজি যে তনয়কে তক্ষশীলা স্থাপয়িতা ও যাহার বংশাবলীকে তক্ষক বলেন,এই তক্ষক আর পুরাণোক্ত তক্ষক একই। মহাত্মা কর্ণেল টড এই তক্ষক বংশ তরুর বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, তবে তাঁহার "রাজস্থানে" অনেক স্থলে তক্ষকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। টড্ "রাজস্থানে" তক্ষশীলা সম্বন্ধে আবুল গাজির মতটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাল্মীকির মতটী উদ্ধৃত করেন নাই। যখন বাল্মীকি লিখিত অযোধ্যা, বিদেহ ও কেকয় প্রভৃতি দেশ আজও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার লিখিত ইতিহাসের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে, তখন কি তাঁহার তক্ষশীলা একেবারেই অর্থশূন্য হইবে? ইহা কখন সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে মহাপ্রলয় ঘটনা প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর হইল হইয়াছে এবং সেই মহাপ্রলয়ে কেবল নোয়া জীবিত ছিলেন এবং এই নোয়া হইতে সমুদয় মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। যখন তক্ষকগণ মনুষ্য জাতি, তখন কাজে কাজে আবুল গাজি ঐ নোয়ার কোন বংশ হইতে তক্ষকগণের উৎপত্তি বলিতে পারেন। কি খৃষ্টান, কি হিব্রু, কি মুসলমান, কি হিন্দু সকলেই স্বীকার করেন যে সেই মহাপ্রলয় কালে যে মহাপুরুষ জীবিত ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষাভেদে যে এই মহাপুরুষকে কেহ মনু, কেহ নু, কেহ নোয়া ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা আবার পুরাণোক্ত ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কুরু পাণ্ডবের মহাসমরও ৪০০০

হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীর জাতি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। আর বাল্মীকি লিখিত রামচন্দ্রের বিষয় পাঠ করিয়া জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং রামের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত, তখন বাল্মীকি লিখিত তক্ষশীলা কি "কিছুই না" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে? মহর্ষি বেদব্যাসের পুরাণ ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া বোধ হয় যে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যদুগণ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন এই যদুগণ ইহুদি নামে খ্যাত এবং এই ইহুদিগণ আজও আমেরিকা ও ইয়ুরোপে উপনিবিষ্ট আছেন। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে বসুমতী প্রায় বীরশূন্যা হইয়াছিলেন, কারণ সেই কাল সমরে পৃথিবীস্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল রাজগণই সসৈন্য কুরু পাণ্ডবীয় উভয় পক্ষের পুষ্টিসাধন করেন—এমন কি সুদূর শাকদ্বীপ, স্কন্ধদেশ, দরদ, পারদ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশের রাজগণ স্বদলবলে আসিয়াছিলেন। এই সর্ব্বসংহারক যুদ্ধে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং এই বিবাদে ধ্বংসাবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কএক দলে সিন্ধু নদ পার হইয়া জাবালিস্থান, কহিস্থান ও তক্ষকস্থানে উপনিবিষ্ট হয়েন। ইহাঁদেরই একটী শাখা ইস্রায়েল যদু (ইহুদি) বলিয়া অভিহিত। তৎকালীন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের মুখে; কিন্তু যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি লইয়া যান, বোধ হয় তাহাই ইস্রায়েল যদুদিগের ধর্ম্ম এবং এই ইস্রায়েল ধর্ম্ম প্রায় পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মের মূল। এই ইস্রায়েল বংশে বিদেশীয় কৃষ্ণ (যিশুখ্রীষ্ট) জন্ম গ্রহণ করেন। দেখা যাইতেছে যে যদুগণ সিন্ধুর পরপারে বিস্তৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে তক্ষকগণ পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ তক্ষ হইতে প্রাচীন তক্ষশীলা স্থাপিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহাদের ইতিহাস ও ধর্ম্ম, উপনিবিষ্ট যদুগণের ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ভারতীয় কবিগুরু বাল্মীকির কাল ও কবিত্বে দৃষ্টি রাখিয়া জগতের ইতিহাস লিখিয়াছেন আদৌ বোধ হয় না। এ বিষয়ে এখন **তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।** কু, রা।

দুইখানি ছবি।

সরলা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া বীণা আর করুণা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সরলা মহেশপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্রবধূ, সুতরাং তাহার গায়ে গহনা ধরে না; গহনা কতক ঢাকাই, কতক কটকী, কতক দেশী এবং কতক বা জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকানের। যেমন গহনা তেমনি নামও শুনিতে মনোহর, আমরা ছাই সে সব মনে করিয়াও রাখিতে পারি না। যাহা হউক সরলার গলার একছড়া হার, হীরা মুক্তাখচিত, আঁধার ঘরে রাখিলে আলো হয়, অমন হার না পরিলে রমণী-জীবন বিফল, বিফল, মহা বিফল! হারের বাহারে বীণার মাথা ঘুরিয়া গেল! বীণা শীঘ্র বাড়ী যাইবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইল।

বীণার তবু গহনা আছে। বীণার গহনার বাক্সে তবু পাঁচ ছয় শত টাকা দামের গহনা সাজান রহিয়াছে, করুণার তাও নাই। করুণার স্বামী তো খুব বিদ্বান, টাকাও ঢের রোজগার করেন, তা হইলে কি হয়? স্ত্রীকে গহনা দেওয়া প্রবৃত্তিটী হেমচন্দ্রের যেন একবারেই নাই। করুণার গায়ে ভদ্রোচিত যে দুই চারি খানি গহনা আছে, বাক্সে কিছুই নাই, অতএব সরলার মত গহনার বিশেষতঃ সেই মনভুলান হারের উপর করুণার যে আন্তরিক পিপাসা জন্মিবে এ আর বিচিত্র কি?

বীণা করুণায় সখীত্ব ছিল, উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিল। অনেক দিনের পরে দেখা হইয়াছে বলিয়া সরলা তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না, করুণাও চক্ষু লজ্জায় উঠিতে পারে না। কিন্তু বীণা ভারি চালাক, সে নানা রকম ছল ছুতা করিয়া করুণাকে লইয়া গাড়িতে উঠিল। বীণা বাড়ী গেলেই যেন বাঁচে, বাড়ী গেলেই যেন একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়। বীণা কি ঠাওরাইয়াছিল, এবং গাড়ীর ভিতর করুণার সহিত তাহার কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ হইয়াছিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা অনুমান করাও কঠিন।

বাড়ী আসিয়া বীণা করুণায় একটিও কথা হইল না, ঝি চাকরেরা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একেবারে নিজ নিজ শয়ন কক্ষে গেল। বীণার মেয়েটীর বয়স তিন বছর, সে একটু আগে "মা'র কাছে যাব" বলিয়া কান্না ধরিয়াছিল, এখন মা'কে দেখিয়া সে বুলি ভুলিয়া গেল, এখন বলে "রাস্তায় যাব।" চাকর তাহাকে কোলে লইয়া রাস্তার দিকে গেল।

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা। হেমচন্দ্র এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী,

হাইকোর্টে ওকালতি করেন, দশ জনের কাছে বেশ মান সম্ভ্রম আছে। শ্রীপতিকে তিনিই যোগাড় যন্ত্র করিয়া একশত টাকা মাস মাহিনায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে একটী চাকরী যুটাইয়া দিয়াছেন। এক শত টাকা মাহিনা, শ্রীপতির খরচপত্র অনেক। বাড়ীতে বিধবা মাতা, সধবা ভগ্নী—তাহার স্বামী মাতাল, তুইটী ভাগিনেয়ী, তুইটী গরু, একজন চাকর। ইহাদিগের ভরণপোষণ শ্রীপতিকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। আবার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় আপনারা তুইজন, একজন চাকর, একজন পাচক, একজন ঝি এবং একটী ছোট মেয়ে। এক শত টাকায় চালান তুষ্কর ; তবে সুবিধার মধ্যে হেমচন্দ্র নিজের (ভাড়াটীয়া) বাড়ীতে শ্রীপতিকে বাস করিতে দিতেছেন, তাই শ্রীপতির বাড়ীভাড়া দিতে হয় না। সেই জন্তে সময়ে সময়ে তিনি স্ত্রীকে "চেন হার" "পালঙ্গ পাতার বালা" "মাধবী লতার অনন্ত" প্রভৃতি গহনা দিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু পরস্পর শুনা যাইতেছে হেমচন্দ্র পূর্ণিয়া জেলায় ওকালতী করিতে যাইবেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীপতিরই তুর্ভাগ্য!

আজি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে শ্রীপতি ঘরে ফিরিলেন। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটীর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন; একি! আজ অসময়ে দরজা বন্ধ কেন? কপালে কিছু আছে নাকি? শ্রীপতি একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বীণা!"

কেউ উত্তর দিল না। সন্দেহে বিশ্বাস জন্মিল; আবার ডাকিলেন "বীণা, দরজা খোল, আমার বড় অসুখ হইয়াছে।"

কেউ দরজা খুলিল না। কাতর কণ্ঠে পুনরায় মিনতি হইল "বীণা, দরজা খুলিলে না, তোমার জন্তে কি আনিয়াছি দেখিলে না, আমার অসুখ করিয়াছে শুনিলে না?"

"তোমার জন্তে কি আনিয়াছি" কথাটী বড় উপেক্ষণীয় হইতে পারে না—তাই বীণা—কবির ভাষায় বলিতে গেলে "বীরাঙ্গনার ন্যায় বাহুবলে" দরজা খুলিল, তেজস্বিনীর তীব্র আক্রমণে ভীরু দরজা—যদি বৈয়াকরণিকেরা ক্ষমা করেন তবে বলিতে পারি যে "কাষ্ঠাধম কাপুরুষ" দরজা ঝন ঝন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—ও হরি! এক তোড়া ফুল! এক তোড়া ফুল আনিয়া আবার "কি আনিয়াছি!" শ্রীপতির সহৃদয়া গৃহলক্ষ্মী ছিলেন পঞ্চমে, উঠিলেন সপ্তমে; দরজা খুলিয়াই বীণা আবার বিছানায় পড়িল।

শ্রীপতি আফিসের সাজ খুলিতে খুলিতে আপনার অব্যাহতির উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বাসায় না আসাই শ্রীপতির পক্ষে ভাল ছিল, আসিয়া পড়িয়াছেন এখন আর উপায় কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন, শেষে ফুলের তোড়াটী খুঁটিতে খুঁটিতে

ধীরে ধীরে বলিলেন "বীণা, এখন শুয়েছ কেন, কোন অসুখ হয়নি তো ?"

বীণা অনেক পারে—তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে আন্তরিক ব্যথা দিতে পারে, স্নেহের পুতলী মেয়েটীকে কীল চড়ে আধমরা করিতে পারে, চাকরকে ঝিকে খুব কটু ভাষায় গালি দিতে পারে, রাগের বশে দুই তিন দিন ভাত না খাইয়া কড়িকাঠ গণিয়া থাকিতে পারে,বীণার মত বীরনারীর যাহা কর্ত্তব্য বীণা তাহা সকলই করিতে পারে,কেবল অধিকক্ষণ নীরবে থাকিতে পারে না। ঐটুকুই বীণার দুর্ব্বলতা! এমন চাঁদে অই একটু কলঙ্ক !

সুতরাং বিনীত স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া অভিমানিনী উত্তর করিল "আমার অসুখে তো বড় ভাবনা, আমি ম'লে এখন কত লোকের হাড় জুড়ায় !"

শ্রীপতি নীরব। একটু পরে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "তুমি রাগ করেছ কেন বীণা ?"

আগে খুব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তার পরে উত্তর বাহির হইল "আমি কার উপরে রাগ করিব, আমার কে আছে ?"

রাগ হইলেও কথাটী অনেক লক্ষ্মী ব্যবহার করেন।

বীণার চক্ষে জল আসিয়াছিল কিনা তা বীণাই জানে,কিন্তু শ্রীপতি দেখিলেন বীণা চোক মুছিল। শ্রীপতি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন "বীণা, তোমার জন্যে আজি এইটী আনিয়াছিলাম।" বীণার মুখের কাছে ফুলের তোড়াটী ফেলিয়া দিলেন।

এ ধৃষ্টতা সে তেজস্বিনী দেবীর সহ্য হইল না। বীণা ফুলের তোড়া দুর করিয়া ফেলিয়া দিল, গ্রথিত কুসুমের কোমল দলগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, ফুলের গায়ের ব্যথা শ্রীপতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিলেন—বলিবেন কাহাকে, সম্মুখে পাষাণময়ী প্রতিমা!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বীণা, আমার কি দোষ হইয়াছে জানি না; আমি তোমাগত প্রাণ; যদি কোন ত্রুটী পেয়ে থাক, তুমি অনুগ্রহ করে মাপ কর; আমি কি অন্যায় কাজ করেছি তা বল, আমি যথাসাধ্য প্রতিকার করি। বীণা, বীণা! গরিব শ্রীপতির সর্ব্বস্ব তুমি, তুমি অমন করিলে হতভাগার মরণই মঙ্গল"।"

দেবী স্তবে তুষ্টাও হইলেন,আশ্বস্তাও হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত মিঠা আওয়াজে উত্তর বাহির হইল "তোমার আর কাজ নাই, আমার উপর তোমার যত ভালবাসা তা আমি জানি, আজ তা দশ জনেও বলিল"।

যুবকও আশ্বস্ত হইলেন—বলিলেন "আমি তোমায় ভালবাসি না বীণা? আমি তোমার সুখের জন্যে অকাতরে জীবনটা ছুড়িয়া ফেলিতে পারি—তুমি জান না এমন নয়। দশ জনে তোমায় কি বলিয়াছে ?"

আশায় বিশ্বাস করিয়া, সোহাগে গলা গলা হইয়া শ্রীপতির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণা ঠাকুরাণী দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগলেন—"আজি সরলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া যে অপমান হইয়াছে, তাহা এ জনমে ভুলিব না। তার প্রায় পাঁচ সাত হাজার টাকার গহনা, দশ জনে ধন্য ধন্য করিতেছে; আর এক ছড়া হার দেখ্‌লেম, অমন তর হার আমার জন্মেও দেখি নাই—আমার গহনা দেখিয়া দশ জনে তোমায় কত নিন্দা করিতে লাগিল, তোমার নিন্দা শুনার চাইতে আমার মরণও ভাল।"

ধন্য বীণা! ধন্য তোমার পতিভক্তি!

এত ক্ষণের পর শ্রীপতি বুঝিলেন ঘটনাটী কি! বুঝিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক কষ্টে যুবক সেভিংস ব্যাঙ্কে দুই শত আশী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহা তো গেছেই! এখন বুঝি ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে! শ্রীপতির বুকে এতটা হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে একটী চিহ্নও প্রকাশ পাইল না। আমাদের রাজকর্ম্মচারী পেটের দায়ে প্রভুর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করিতে পারেন না—করিলে চাকরীটী যায়। নিরীহ শ্রীপতি প্রাণের দায়ে বীণার অন্যায় ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারেন না, হইলে বীণা উপবাস করে!

বীণা পুনরপি বলিল, "তা আমায় সেই রকম এক ছড়া হার দিতেই হবে, না দিলে আমি লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না, আমি কোনও জিনিসের জন্যে এমন করি না, আজ বড় মনোকষ্ট পেয়েচি।"

শেষ কথাটী শুনিয়া শ্রীপতি মনে মনে হাসিলেন। বীণার এ ভাব তো মাঝে মাঝে আছেই, তবু বীণা বলে "আজ নূতন"!

যাহাহউক কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাকে সামলাইয়া শ্রীপতি উত্তর করিলেন "এ আর কত বড় কথা বীণা, এর জন্যে আমায় এত কষ্ট দিলে? কা'ল সরলার হার আনাইয়া দেখিব।"

কথা মনের মত হইল। আজিকার মত শ্রীপতি ক্ষমা পাইলেন। হাজার হউক বীণা পতিপরায়ণা কিনা, তখন স্বামীর মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া স্বামীর মাথায় অডিকলম ঢালিয়া, পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

যথা সময়ে হেমচন্দ্র বাসায় পৌঁছিলেন। তাঁহার জন্যে জল কাপড় প্রভৃতি হীরে চাকর বাহির বাড়ী রাখিয়াছিল; তিনি সেইখানে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় পরিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন; ঘরে ঢুকিতে দেখেন দরজা বন্ধ। বিস্মিত হইয়া ডাকিলেন "করুণা!"

উত্তর নাই। ব্যগ্র হইয়া হেমচন্দ্র ডাকিলেন "করুণা, ঘুমিয়েছ নাকি? ভাল আছ তো? কোন অসুখ হয় নাই তো?"

হেমচন্দ্রের সে স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া করুণার মাথা ঘুরিয়া গেল, বীণার আদেশ,

বন্ধুত্বের অনুরোধ, নিজের সাধ ক্ষণকালের জন্যে সবই ভুলিয়া, অপ্রতিভ হইয়া করুণা দরজা খুলিয়া দিল।

হেমচন্দ্র ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে করুণার মাথায় একটী টোকা মারিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করিয়াছিলে কেন ক্ষেপি? আমি কতই দুর্ভাবনা ভাবিতেছিলাম।"

করুণা একটু ভদ্রতা গোচের হাসি হাসিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া ধীরে ধীরে "আমার কিছু হয়নি, দরজা বন্ধ করিয়াছিলাম"—বলিয়া শেষ কথা খুঁজিয়া পাইল না।

হেমচন্দ্র চেয়ারের উপর বসিয়া বলিলেন "খাবার আছে নাকি করুণা?" করুণা ঘরে খাবার তয়েরি করিয়া হেমচন্দ্রকে দেয়, বাজারের জলখাবার হেম ভাল বাসেন না।

বলা বাহুল্য করুণা আজি জলখাবার রাখে নাই। সুতরাং উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন "খাবার নাই?—তাহাতে এত দুঃখিত হইতেছ কেন করুণা? পাগ্‌লি! তোমার এইটুকু বুদ্ধি নাই, তুমি আমার স্নেহ-প্রতিমা, তোমায় সুস্থ ও সুখী দেখ্‌লেই আমার পরম সুখ।—ছি! তোমার স্বামীকে তুমি বড় বেশী ভাল বাস। দেখি তুমি কেমন আছ?" যুবক করুণার হাত টিপিয়া নাড়ীর গতি দেখিতে লাগিলেন।

করুণার মাথায় যদি একটা কড়িকাঠ খসিয়া পড়িত, তথাপি করুণার অতটা বাজিত না। করুণা এই স্নেহময় দেবতার উপর রাগ করিতে গিয়াছিল! করুণা রাক্ষসী! করুণা পাষাণী! সরলার সেই হার—সে তো ছাই! সে তো ভস্ম! নন্দন কাননের লোভেও কি করুণা হেমচন্দ্রের মনে এক বিন্দু কষ্ট দিতে পারে? না না না, কখনই না। আজ হারের কুহকে পড়িয়া স্বামীকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়াছে, যিনি করুণার জন্যে এত উৎকণ্ঠিত, এত চিন্তিত, করুণাই তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে, আত্মগ্লানিতে বিবশা হইয়া করুণা কাঁদিতে লাগিল। তাহার সুন্দর মুখখানি শিশির-সিক্ত পদ্ম ফুলের মত অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিল।

দেখিয়া যুবক ব্যথিত হইলেন। ব্যথিতের উপরে বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিও করুণা?" করুণা নীরব। যুবক আদর করিয়া করুণার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, পোড়া চক্ষের জল তো আদর পাইলে শত গুণে বাড়ে, করুণারও তাই হইল, করুণার এক একটা চোখে পাঁচ পাঁচটা ধারা বহিল।

কত ক্ষণের পর করুণা অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। তখন ধীরে ধীরে ষোড়ষবর্ষীয়া সুন্দরী, বিনীত ভাবে আপনার দোষ বিবৃত করিল; সব কথা বলা হইলে স্বামীর পদতলে মাথা লুটাইয়া ক্ষমা চাহিল।

হেমচন্দ্র নিস্পন্দ ভাবে শুনিতেছিলেন। যখন করুণা তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে হাঁতে ধরিয়া উঠাইলেন, তাহার হাত আপনার হাতে লইয়া বলিলেন "করুণা অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? এই পৃথিবীতে ত্রুটি হয় না কার? তুমি দোষ করিয়া যে অনুতাপিত হয়েছ, তাতেই আমার সকল দুঃখ গিয়েছে। আর তোমারই বা দোষ কি? গহনা পরার চাইতে জগতে যে অনেক বড় ও ভাল কাজ আছে, সে কথা আমিই তোমায় বলি নাই। আমার ত্রুটীর জন্যই তোমার এ রকম হয়েছে।"

এর চাইতে দুটা গালি দেওয়াও ভাল ছিল। করুণার চক্ষে হেমচন্দ্র দেবতা। করুণার মনে হইল সে হেমচন্দ্রের তুলনায় কীটাণুকীট! করুণা চক্ষু মুছিয়া কষ্টে বলিল "তুমি ক্ষমাময়, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে, জগদীশ্বর ন্যায়বান্, তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন?—"কথা না ফুরাইতেই হেমচন্দ্র বলিলেন "ছি! করুণা ও কি বলিতেছ? আমি ক্ষমা করিতে পারি, জগদীশ্বর ক্ষমা করিতে পারেন না? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর কত ক্ষমা কত দয়া পাইতেছ মনে কর না? এত দিন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছি সব কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

অপ্রতিভ হইয়া করুণা চুপ করিল।

পরদিন বীণা করুণায় কথা হইল। বীণা করুণাকে "মনুষ্যত্বহীন" দেখিয়া উপহাস করিল। করুণা বীণাকে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইতে অনুরোধ করিল। সুখের এবং দুঃখের বিষয় কেউ কারও কথা শুনিল না।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে করুণা স্বামীর সহিত পূর্ণিয়া জেলায় গেল। শ্রীপতি ও বীণা কলিকাতাতেই রহিলেন।

দিনে দিনে দিন যায়। ক্রমে দশ বছর অতীত হইল। দশ বছরের পরে শ্রীপতি ও বীণা, হেমচন্দ্র ও করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পূর্ণিয়ায় আসিলেন। করুণা দেখিয়া শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল। শ্রীপতি ঋণ জালে জড়িত, উত্তমর্ণেরা নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছে; ঋণ পরিশোধের কোন উপায় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীপতিকে জেলে যাইতে হইবে।

বীণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, হেমচন্দ্র কলিকাতার দ্বিগুণ অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু করুণার সেই কয়খানি গহনা আজিও রহিয়াছে। করুণার প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনাথনিবাস, অতিথি শালা, বালক বালিকাদিগের জন্য নৈতিক শিক্ষা গৃহ; সেই সকল তত্ত্বাবধানে আর নিজের সংসারের সকল অভাব দূরীকরণে করুণা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। করুণার মনে নিজের জন্য বোধ হয় একটুও স্থান নাই, খালি পরের সুখ শান্তির জন্য করুণা জীবনোৎসর্গ করিয়াছে। করুণাকে নিজের জন্যে কোন বস্ত্রালঙ্কার করিতে

বলিলে করুণা সস্মিত মুখে কাঙ্গাল গরীবদিগের দিকে চাহিয়া বলে "অমন মানুষ গুলি খাইতে পরিতে না পাইয়া এত কষ্ট পাইতেছে, আমরা কোন্ মুখে নিজের বিলাসের জন্য অপব্যয় করিব?" করুণার দুইটী ছেলে, তারা বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিমান, বিনীত, সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ। বীণা দেখিয়া অবাক্। বীণার সন্তানগুলি ঘোর বাবু, সহজে কথা শুনে না, তাহাদের আবদারে বীণা মহা জ্বালাতন!

শ্রীপতি হেমচন্দ্রের কাছে আপনার দুঃখের কথা বলিয়া অশ্রুপাত করিলেন। বীণার দুর্নিবার ভোগলালসা যে তাঁহার এই দুর্দ্দশার মূল, তাহাও বলিলেন। শ্রীপতির দুঃখে হেমচন্দ্র বিশেষ দুঃখিত হইলেন—বলিলেন "দাদা, শুধু বৌদিদীর অপরাধ দিও না। যদি আগে থেকে বৌ-দিদীকে সুশিক্ষা দিতে ও সুদৃষ্টান্ত দেখাইতে, তাহলে এমন হইত না। স্ত্রীকে সুখে রাখিতে হইবে বলিয়া স্ত্রীর অন্যায় ইচ্ছা পূর্ণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা করা, ইহা না বুঝিয়াই আমরা বিপদে পড়ি। সকলের উপর ধর্ম্ম, তার পরে সংসার। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সেইরূপ চেষ্টা কর। আমাদ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইলে আমি পরম সুখী হইব।"

শ্রীপতি নিজের দোষ বুঝিলেন।

বীণা করুণাকে আর মাটীর মেয়ে না ভাবিয়া স্বর্গীয়া দেবী বলিয়া মনে করিল। করুণার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বীণার স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের পরামর্শে শ্রীপতি বীণার গহনা বিক্রয় করিয়া, হেমচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ও নিজে প্রাণপণ উপার্জ্জন করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। যে হারের জন্যে শ্রীপতির এত বিপদ, বীণার এত সাধ, সেই সোহাগের হারও বীণা অম্লানমুখে বিক্রয় করিতে দিল!! বীণার সন্তান গুলিও ক্রমে সত্য সত্যই "সোণার চাঁদ" হইয়া উঠিল। শ্রীপতি সপরিবারে হেমচন্দ্রের কাছে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ছবি দুইখানি আমরা দেশীয় ভগিনীগণকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ দিতেছি, তাঁহারা নিজে দেখিবেন ও নিজ নিজ স্বামীকে দেখাইবেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।—মা।

প্রাণিতত্ত্ব।

১০ম সংখ্যা।

চতুষ্পদ মৎস্য।

সেরমান ও কলেরেডোর নিকট সমুদ্র সমতলের ৮২০০ ফিট ঊর্দ্ধে একপ্রকার চতুষ্পদ মৎস্য দেখা যায়। এই মৎস্যগণ উভচর চতুষ্পদ। স্থলে চরিবার সময় ইহারা পদ ব্যবহার করে এবং জলে

সাঁতার দিবার কালে পদ গুটাইয়া ডানা বা "পাখনা" ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন উহারা জলে সাঁতার দেয়, তখনই কেবল গ্রীবার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা পর্দ্দা ডানা বাহির হয়, অন্যথা স্থলে চরিবার সময় উহার সামান্য একটু চিহ্নমাত্র থাকে।

পঙ্গপাল।

ইহাদের বিষয় বোধহয় অধিকাংশ লোকেই জানেন। পঙ্গপালের ন্যায় উদ্ভিদের অনিষ্টকারী জীব আর নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। ইহারা বায়ু দ্বারা একদেশ হইতে অপর দেশে আনীত হইয়া থাকে। যেখানে এই পঙ্গপালগণ একবার প্রবেশ করে, তথাকার উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল একবারে মরুভূমি করিয়া দেয়। সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পঙ্গপালগণ যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগকে মেঘের ন্যায় দেখা যায় এবং তাহাদের লক্ষ লক্ষ পক্ষের শব্দ নির্ঝরের ভীষণ ধ্বনির ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা পৃথিবীতে নামিয়াই প্রথমে বৃক্ষের পাতা ও কচি শাখা সকল খাইয়া ফেলে। যব ও অন্যান্য শস্যের মূল পর্য্যন্ত খাইয়া প্রত্যেক দ্রব্য নষ্ট করিয়া দেয়। এবং অবশেষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

উড্ডয়নশীল মৎস্য।

এই মৎস্যগণ অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে, কখন কখন বড় বড় নদীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ ধূষর, পেট সাদা, ডানাগুলি গাঢ় নীল, কেবল অগ্রভাগে কমলা লেবুর রঙের মত এক একটী ফোঁটা আছে। ইহাদের কাহারও দুটী এবং কাহারও চারিটী মাত্র ডানা আছে। এই মৎস্য সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়। ইহাদের মধ্যে যে মৎস্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, উহাদিগকে লোহিত ও ভূমধ্য সাগরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৎস্যগণ জল হইতে চারি হাত উর্দ্ধে উড়িতে থাকে এবং ক্রমাগত ১২০ হাত উড়িয়া একবার জলে পড়িয়া যায়, আবার উঠিয়া প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে এক একবার জলস্পর্শ করিতে হয়। ইহারা "আলো" অত্যন্ত ভাল বাসে, তজ্জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নাবিকেরা জাহাজের উপরে (রাত্রে) আলো লইয়া বসিয়া থাকে, আর ইহারা দলে দলে জাহাজে আসিয়া পড়ে, তখন নাবিকেরা ইহাদিগকে অনায়াসে ধরে। এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে উড়ুবধূ মৎস্য বলে। সু, সিংহ

বরষাকাল।

আসিল বরষাকাল
নিদাঘের অবসানে,—
মেঘে আবরিল নভস্থল ;
ভানুর তপত কর
দগধ না করে তনু,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জল।

খানা খন্দ—জলাশয়
জলে পরিপূর্ণ সব,
নদ নদী স্ফীত-কলেবর ;—
ধাইছে সিন্ধুর পানে
উল্লাসেতে নৃত্য করি,
কি সুন্দর খেলিছে লহর !

ফুটিছে কমল-কলি
নির্ম্মল সরসী-জলে,
বায়ু ভরে দুলিছে মৃণাল ;
সে দৃশ্য কি মনোহর—
নিরখি নয়ন ভোলে !
জল কেলি করিছে মরাল।

'পানি কৌটি' ডুব দেয়
দেখিয়ে বালক দল
আনন্দেতে দেয় করতালি ;
ভাসিয়া উঠিছে পুনঃ
পুকুরের মাঝ খানে,
সাবাস পাখীর চতুরালি !

'মাছরাঙ্গা' শূন্যে থাকি
তাকাইছে মাছ পানে,
অবশেষে লক্ষ্য করি স্থির ;
ছোঁ দিয়ে সে চঞ্চুপুটে—
ধরিছে অমনি তায়,
কে দেখেছ হেন মহাবীর ?

কুমুদ মুদিয়ে আঁখি
আছে কাল-প্রতীক্ষায়—
কখন আসিবে বিভাবরী ?
হেরিয়ে প্রাণেশে তার
মিটাইবে মনসাধ,—
সুখী হবে আপনা পাসরি।

শীতল হয়েছে ধরা
পুন বহুদিন পরে,
পরিয়াছে কি সুন্দর সাজ !
সবুজ পাতায় তরু
ঢাকিয়াছে কলেবর,
সতেজ সকলি যেন আজ।

ক্ষেত মাঠ ধানভরা
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন
বিরাজিছে সুদূর প্রান্তরে,
স্বভাবের চারু শোভা—
কেড়ে লয় দেহ মন !
সুখ সিন্ধু উথলে অন্তরে।

'ডিঙ্গিনাও' বেয়ে যায়
ধান ক্ষেত মাঝ দিয়া,—
নাও পথ—সংকীর্ণ সে অতি ;
গাঁয়ের ইতর লোক—
হাট ও বাজার করে,
নাও ভিন্ন নাহি আর গতি !

জাগাইয়া দেয় স্মৃতি
শৈশবের লীলাভূমি—
জন্ম স্থান—সেই পাড়া গাঁয়,
সুহৃদ্ সকলে মিলি
কত না করেছি খেলা—
জল-ডুবা মাঠে,—চড়ি নায়।

থেকে থেকে 'কোঁড়া পাখী'
ডাকিত সে ধান ক্ষেতে,
নায় বসি শুনিতাম সুখে ;
কোথায় সে দিন আহা !
আসিবে কি ফিরে পুনঃ ?
নিরখিব হাসিভরা মুখে।

ভেকের আনন্দ বড় !
গাইছে নিয়ত তারা,—
এত সুখ, কারু মনে
নাহি আর, হইয়ে মিলিত
পুকুরের কোণে বসি
উচ্চ রবে—কি অপূর্ব্ব গীত !

ঝাঁকে ঝাঁকে আসে জল,
আবার সে থেমে যায়
বরষিয়া—কিছুকাল পরে ;
কখন মুষল ধারে—
ঝরিতেছে অবিরল,
ঝরণার জল যেন ঝরে !

অনলের কণা সম—
খরতর রবিকরে
পুড়িয়াছে সমস্ত শরীর ;
কে আবার দয়া করি—
জুড়াইলা অভাগা রে,
ঢালি তাহে সুশীতল নীর ?

এমন দয়াল যিনি
নমি তাঁর শ্রীচরণে—
বার বার,—অসীম দয়ার—
কি দিব তুলনা আমি ?
অতুল সে এ জগতে !
তুলা দিতে নাহি কিছু আর ॥

দেশাচার।

৩য় সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক আচার ব্যবহার।

পুরাকালের গ্রীক জাতির সহিত আমাদের আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাদের শাস্ত্রাদির সহিত আমাদের শাস্ত্রের ও তাহাদিগের দেবতাদিগের সহিত আমাদের দেবতাদিগের যেরূপ আশ্চর্য্য মিল আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারও আমাদের সহিত অনেক মিলে, এস্থলে তাহাই মাত্র লিখিব।

গ্রীক জাতি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—স্পার্টান ও এথিনীয়। তন্মধ্যে এথিনীয়েরাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের আবাস বাটী অবস্থানুসারে প্রস্তর, ইষ্টক, বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাহাতে আবার

অবস্থানুসারে শয়ন ভোজনাদির জন্য ঘর থাকিত। বড় লোকেদের বাড়ী সাধারণতঃ দুই মহল হইত—একটী স্ত্রী-লোকদিগের, অপরটী পুরুষদিগের জন্য। বলা বাহুল্য যে রন্ধনাদির জন্য গৃহ অন্দর মহলেই নির্দ্দিষ্ট হইত। বাড়ী গুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মিত এবং উহার চতুর্দ্দিকে গৃহ প্রবেশের জন্য রেল দেওয়া বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ মধ্যে এক একটী ফোয়ারা থাকিত। সকল ঘর গুলিই দ্বার ও জানালা দেওয়া, পুরুষ-দিগের গৃহে কখন কখন পর্দ্দা দেওয়া হইত। অন্দর মহলের পশ্চাতে একটী উদ্যান থাকিত। রাজপথের সম্মুখের দ্বারে একটী ইষ্টদেবের বিগ্রহ ও বেদিকা থাকিত। গৃহসজ্জা টেবিল, কোচ, চৌকি ইত্যাদি। গ্রীকেরা কখন কখন চৌকীর পরিবর্ত্তে কোচে বসিয়া আহার করিত। দর্পণ পিতলের ছিল। ভোজন পাত্র মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। পরিধেয় বসন ইহাদের সাধা-রণতঃ দুই খণ্ড। ভিতরের বসনের নাম চিতোন, বাহিরের নাম হাইমেষন্। ভিতরের পরিচ্ছদটী অতি শিথিল ভাবে পরিধান করিত, ইহা কতকটা আধুনিক ইংরাজ রমণীদিগের কামিজের ন্যায় ছিল। বাহিরের পরিচ্ছদটী আমাদের চাদরের ন্যায়। ইহা লোকের রুচি ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইত এবং এরূপ ভাবে জড়ান হইত যে বাম বাহুটী ঢাকিয়া দক্ষিণ বাহুটী মুক্ত থাকিত আর নিম্নে হাঁটু কিম্বা তাহার একটু নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। সাধারণতঃ মস্তকে টুপী আদি ব্যবহৃত হইত না। তবে কোথাও যাতা-য়াতের সময় টুপীর মত দুই প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করা হইত। উহার একটী ইংরাজী টুপীর ন্যায়, অপরটীর আকার মুসলমানদিগের তাজ টুপীর মত। মাথার চুল খুব বড় বড় করিয়া রাখা হইত এবং ধনিগণ অতি যত্নের সহিত কেশবিন্যাস করিতেন। ১৮বৎসরে পদার্পণ করিলে যুবকদিগের দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ছোট রাখা হইত ও ঐ কেশ দেবতার নিকট দেওয়া হইত। গ্রীকেরা পুরুষের চিহ্নস্বরূপ বরাবর শ্মশ্রুধারণ করিত। স্ত্রীলোকেরা নানারূপে বেশ-বিন্যাস করিত এবং জাল থলে টুপী মাথায় দিত। বাটীর বাহির হইতে হইলেই লোকে পাদুকা খড়ম ইত্যাদি ব্যবহার করিত। তাহারা দুইবার ভোজন করিত। একবার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও আর একবার সন্ধ্যার সময়। এই শেষের ভোজন-টীই তাহাদিগের গুরুতর ভোজন। প্রাতে তাহারা সামান্য রুটী মদে ভিজা-ইয়া খাইত, তৎপরে মধ্যাহ্নে একবার আহার করিয়া স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, তদনন্তর বৈকালে আহা-রাদি করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। নিত্যখাদ্যের মধ্যে গম বা যবের রুটীই প্রচলিত ছিল। ইহাই সমস্ত গ্রীসের দরিদ্র লোকদেরও

খাদ্য ছিল। ঐ রুটী কখন কখন বাড়ীতে প্রস্তুত হইত, নচেৎ দোকান হইতেই ক্রয় করিয়া আনা হইত। রুটীর সঙ্গে পনির, শাক সবজি, পলাণ্ডু, রসুন, মৎস্য, মাংস প্রভৃতিও খাইত। যুদ্ধযাত্রী সৈন্য-দিগের মধ্যে রুটী, পনির, পেঁয়াজ, শুষ্ক মৎস্যই প্রধান খাদ্য ছিল। মৎস্য অপেক্ষা মাংস ব্যবহার অল্প হইত। মদ্যপানও হইত, কিন্তু সাধারণতঃ ভোজ ইত্যাদিতে নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া হইলে গ্রীকেরা মিষ্টান্ন খাইত। কাঁটার ব্যবহার ছিল না, কিন্তু চামচের ছিল। সমাজ-প্রিয় গ্রীকজাতির মধ্যে আমোদ প্রমোদ খুব প্রচলিত ছিল। ভোজের নিমন্ত্রণ তাহাদের একটী প্রধান আমোদ। ধনী লোকেরা প্রত্যেক পর্ব্বে, পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে দেব দেবীর নিকট পশু উৎসর্গ করিতেন ও ভোজ দিতেন। কেহ কেহ মৃত মান্য ব্যক্তিগণের জন্মদিনেও ভোজ দিতেন। যুবকেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া চড়ীভাতি করিতেন। ভোজের সময় ছোট ছোট টেবিলে খাবার দিয়া ও কোচে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করা হইত। নিমন্ত্রিতগণ ফুলের মালা ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতেন। তাহারা আসিবা মাত্র ভৃত্যগণ পদ ধৌত করিয়া দিত। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে একজন পরিবেশন করিতেন। গ্রীকেরা তাঁহাকে "সার্কী" বলিত। তিনি একটা পাত্রে মদ ঢালিতেন ও অন্যান্য খাবার রাখিতেন, পরে ভৃত্যেরা হাতা দ্বারা মদ ও অন্যান্য পাত্র দ্বারা আহারীয় দ্রব্য পরিবেশন করিত, আহারান্তে গায়কাদি দ্বারা নৃত্য গীত হইত। এই সকল ভোজে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইতে পারিতেন না।

(ক্রমশঃ)

সুভার্য্যা।

পারিবারিক সুখের প্রধান উপাদান পুরুষ ও স্ত্রীতে বিশ্বাস অর্থাৎ একে অপরকে বিশ্বাস করিবে, অণুমাত্র সন্দেহ দম্পতির অন্তর মধ্যে যেন স্থান না পায়। এই বিশ্বাস-রত্ন যে গৃহ-প্রকোষ্ঠে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত না হয়, সে গৃহে শান্তি নাই, সে গৃহে কমলার কৃপা নাই, সে গৃহে পদে পদে অমঙ্গল, সে গৃহে রণকালী সর্ব্বদা খড়্গহস্তে সংহার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন। স্ত্রী সিজরের পত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত হইবেন। এই হইল সার কথা। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি একান্ত অলঙ্ঘ্য ভক্তি থাকিবে। তাঁহার চরিত্র শুদ্ধতা দিবাকরের জ্যোতির ন্যায় বিশুদ্ধ থাকিবে। হলাহলেও শান্তি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দৌত্য কার্য্যে

যে সংশয় নিয়োজিত হয়, তাহার প্রকোপে অব্যাহতি নাই। স্বামী গৃহ-কর্ম্ম পরিচালনার নিমিত্ত স্ত্রীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, (না থাকিলেই বা চলিবে কেন?) এবং যাবতীয় পারিবারিক কার্য্য তাঁহার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। গৃহে এইরূপ সহায়তা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, দূরদেশে গমন করেন, কিম্বা দীর্ঘ কালের জন্য স্থানান্তরে অবস্থিতি করেন। সুভার্য্যা এইরূপে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন, যেন তাঁহার ভর্ত্তার সংসারে সকল দিকেই সুপ্রতুল—অসচ্ছল হইলেও সচ্ছল। এক তাঁহার গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীতে তাঁহার এত সুখ সচ্ছন্দের অবস্থা যে ধনীর ধনে তাঁহার কোনও প্রকার চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হয় না; কারণ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, এক অমূল্য স্ত্রী নিধিতে সকলই কুলান হইয়া থাকে। সেই দম্পতিই সুখী, যাহাদিগের অন্তঃকরণে এই পরম সন্তোষ বিরাজ করিতেছে। নিষ্ঠুর আচরণে অনেক স্বামী অনেক স্ত্রীকে অসুখী করেন। পক্ষান্তরে অনেক স্ত্রী অমিতব্যয়িতা দ্বারা অনেক স্বামীকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। ইহাতে কি স্বামিগণ পাপাচরণ করিতে বাধ্য হন না? গুণবতী ললনা সর্ব্বদা স্বামীর কল্যাণ কামনা করিবেন, যে কার্য্যে স্বামীর মঙ্গল হয়, তাহাতে উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইবেন এবং সাধ্যমত যাবজ্জীবন যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, তদ্বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন ও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; মিষ্ট কথায় তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন; অঞ্চল দিয়া ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিবেন; দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দিবেন না; ক্রোধভরে কটুবাক্য উচ্চারিত হইলে নম্র বাক্যে উত্তর করিবেন। এইরূপে পতিসেবা ও পতিভক্তি মাঝে মাঝে করিবেন না, দিবানিশি প্রতিক্ষণ করিবেন। স্বামীর পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও নিজের সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অনবরত দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী তাঁহার মান সম্ভ্রম সংবর্দ্ধনের সহায়তা করেন। তিনি জনসমাজে সুপত্নীর পতি বলিয়া পরিচিত হন, ইহা ভার্য্যার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণের সন্নিধানে তাঁহার মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধন অপেক্ষা স্ত্রীর আর অধিক প্রশংসার বিষয় কি হইতে পারে?

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের মহিলারা বিস্তর কর্ম্ম করিতেন ও জানিতেন। এখন যাঁহারা জানেন, অনেক স্থানে করিবার আবশ্যকতা দেখেন না, অনেক স্থানে রুচি মার্জ্জিত বল বা বিকৃত বল ভোগ বিলাসের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি থাকাতে তদ্রূপ গৃহস্থলী কাজ গুলি সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কিছু লজ্জিতা ও অবমানিতা হন। এটী বড় আক্ষেপের বিষয়। এক সময় ছিল যখন কাট্‌না

কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেন না। এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা মফঃস্বলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি রন্ধন প্রণালী শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে, তবে কেন অস্মদ্দেশীয় অবলাকুল এই গুরুতর কর্ত্তব্য শিক্ষার পক্ষে শিথিলতা প্রকাশ করেন? পাচক পাচিকা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সত্বেও তাঁহাদিগের যে ইহা জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোনও রূপ মতদ্বৈধ থাকিবে না। বিজাতীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা স্বজাতীয়দিগের অনেক মঙ্গলময় আচার ব্যবহার ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলিতে বীতরাগ হইতেছি। বিশেষতঃ অনুকরণের এই প্রধান গরলময় ধর্ম্ম যে, উহার অনুরাগে আপনা হইতে অগ্রে মন্দটি অভ্যাস হয়। এই বিষয়টি মহাত্মা টড্ Students' Manual নামক গ্রন্থে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি একান্ত অনুকরণ করাটাই এখনকার কালের ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি সুসভ্য বিজাতীয়দিগের গুণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে? তাহাদের মধ্যে পাকশিক্ষা করিবার কি প্রথা নাই? ভারত-ইংরাজ রমণী ভোগ বিলাসিনী। তাঁহার অবস্থা ভাল হইতেও পারে। ইহাঁকে দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ উদরের অন্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষিনী হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি অনুকরণ কর, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদিগকে অনুকরণ কর। বিবি জেন্ ওয়েল্স কার্লাইল কি করিতেন? জর্ম্মণ মহিলাগণ কি করিয়া থাকেন? অলস কন্যা—কালে অলস ভার্য্যা, অলস জননী ও অলস ধাত্রী হইবে। অলস গৃহকর্ত্রী দ্বারা গৃহকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। সংসারে করিবার অনেক আছে, অতএব গৃহকর্ত্রী যেন কাজ নাই বলিয়া বসিয়া না থাকেন। থাকিলে তিনি এক কুদৃষ্টান্ত পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। এই ব্যাধি যেরূপ সংক্রামক, আর কিছুই সেরূপ নহে।

গৃহাদি সাজান গোছান নারীর বিচক্ষণতা ও নিপুণতার আর একটি নিদর্শন।

সুগৃহিণী সময়ের মূল্য জানিবেন, কোনও মতে ইহার অপব্যয় করিবেন না। নিদ্রা ক্ষণিক মৃত্যু মাত্র। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহার অধিক নিদ্রা যাইবেন না। অলস নিদ্রাপ্রিয় নারী সাক্ষাৎ অমঙ্গল! তিনি অপরকে কেমন করিয়া প্রাতরুত্থান করিতে শিখাইবেন, যখন তিনি নিজে বেলায় উঠেন? এই কারণেই মহাত্মা কবেট্ বলিয়াছেন যে কুমারী বিবাহে

গাত্রোত্থান করে, সে কি কখনও বৈবাহিক জীবনে ছেলের মা হইয়া প্রাতরুত্থান করিতে পারিবে? কখনই নয়। প্রতি মুহূর্ত্তের কাজ আছে, সেই কাজটি সেই মুহূর্ত্তে নিষ্পন্ন করা বিধেয়। সন্তান, দাস দাসী ও স্বজনদিগের মধ্যে নীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও অনুষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তিনি সাবধানে বিবেচনার সহিত কথা কহিবেন। কুৎসিত অশ্লীল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না। লজ্জাশীলতা তাঁহার একটী প্রধান লক্ষণ, ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ধর্ম্মই সংসারের কুটিল পথে একমাত্র নেতা। ধর্ম্মের অপেক্ষা আত্মার প্রিয়তর পদার্থ আর নাই। হিতৈষণা ইহার একটি অঙ্গ মাত্র। দয়াবতী ধার্ম্মিকা নারী দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবেন। তাঁহার দয়া চিন্তা হইতে সম্ভূত হইয়া কথার দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইবে। তাঁহার হিতৈষণা উৎস সদৃশ, শুদ্ধ নিকটবর্ত্তী জীবগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, অতি দূরদেশবর্ত্তী জীবগণেরও মঙ্গল সাধনেও ব্যস্ত হয়। তিনি উপকার এইরূপে করিবেন, যাহাতে স্বার্থের কোনও গন্ধ না থাকে।

সম্পদ বিদ্যুতের প্রভা, সৌন্দর্য্য জলবিম্ব, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণা নারী প্রশংসনীয়া। যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার কি উপমা আছে? তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করা কি দুর্ব্বল মানবের সাধ্য? তিনি দেবতা। তিনি বর্ণনাতীত। তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকারময় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রতিভাত হইতেছে, পাপ বিদগ্ধ হইতেছে; সংসার পুণ্যশ্রী লাভ করিতেছে, প্রাণিগণ ধরাধামে অবস্থিতি করিতেছে, অন্ধ দেখিতেছে, রোগী শান্তি লাভ করিতেছে। তিনি অবলা কুলতিলক। তাঁহার পিতা ধন্য, মাতা ভাগ্যবতী, যে পরিবারে তাঁহার জন্ম তাহা তীর্থ স্থান, যে স্থানে তিনি অবতীর্ণা, তাহা পুণ্যক্ষেত্র!

প্রভু ভক্ত বীরের অসাধারণ সাহস।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে অবিচ্ছেদে আমোদের স্রোত বহিতেছে। হস্তী ঘোটক প্রভৃতি নানা বেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব মহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে, রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া, গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজ-

ধর্ম্ম পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুল সম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয় ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বীর্য্যবন্ত হরকুলের এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটার অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটার শান্তি সুখ অব্যাহত রাখিতে পারিল না। কিছু কাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজশাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁহার হস্তে ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। ঘোরতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নর-শোণিতে রঞ্জিত হইবার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাত সময়ে জলিম সিংহের সৈন্য একটী ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্ব ভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। এই উন্নত তটভূমি দিয়া প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতি রোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটী উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, এই সৈন্যদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলি বৃষ্টির বিরাম নাই। অবিরাম গুলি আসিয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈন্যদল বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে মৃত্তিকা স্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটী বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি, মৃত্তিকা স্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছে, অপরটী অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতিপক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটী কামান, অপর দিকে কেবল দুইটী মাত্র বীরপুরুষ, বীরযুগলের পরাক্রমে আজ এত গুলি সৈন্যের গতি রোধ হইয়াছে। আজ এত গুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া, নদীতটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বীরযুগল মহারাও কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়। আজ এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয় বীর দ্বয় আপনাদের অসীম প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে

বহুসংখ্যক সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীরযুগলের তেজস্বিতার গতি রোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকার স্তূপের শিখর দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অসীম সাহসে, গম্ভীর ভাবে, আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান জন্য বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈন্যদল হইতে গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরযুগলের' দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী বীর দ্বয় এইরূপ আহত হইয়াও, শত্রু সংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষ দল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈন্যদলের অধিনায়কগণ, অনেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈন্যদল আদেশ পালন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈনিক পুরুষ, আক্রমণকারী বীরযুগলের সহিত, যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া 'পড়িয়াছিল। তাহারা এ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর উভয়ে পড়িয়া গেল; আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরযুগল ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল। এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া, তাহারা আপনাদের জন্মভূমি উজ্জ্বল বীরকীর্ত্তিতে উদ্‌ভাসিত করিয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৩—রাত্রি, ৩৪—শ্রদ্ধা, ৩৫—সার্পরাজ্ঞী।

ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, বৈদিক সময়ের নারীচরিত্র এক প্রকার নিঃশেষিত হইল। অবসর-বিরহে ও অনুসন্ধানাভাবে এত দিন ঐ বিষয়ে অভিনিবেশ করিতে পারি নাই। অদ্য পুনরায় রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই রমণী-ত্রয়ের চরিত্রবর্ণনে অগ্রসর হইতেছি। ভরদ্বাজ 'মুনি-বংশীয়া-রাত্রি'

নিশার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তে নিবদ্ধ আছে। ৮ আটটি ঋক, ঐ সূক্তের অন্তর্গত। রজনীবর্ণনা অতুলনা। উহাতে যে কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাবুকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ঋণভয়, তৎকালেও লোকের অপ্রীতিকর ও অসহনীয় ছিল। ষষ্ঠ ঋকে প্রতীতি হইতেছে, হিংস্র প্রাণীর ও দস্যুর ভয়ও বৈদিক সময়ে বিলক্ষণ ছিল। রাত্রিযোগে শ্বাপদ জন্তু ও চোরের প্রাদুর্ভাব সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কুটীরবাসী ঋষি-মুনি, তৎপত্নীগণ অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা যে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। নিম্নে 'রাত্রি' দেবীর সঙ্কলিত ঋক ছয়টির বঙ্গানুবাদ পাঠ কর। মতান্তরে কুশিক ঋষি, দশম মণ্ডলের ঐ ৩৩ তেত্রিশ সূক্তের প্রণেতা। এই কুশিক, সুভর-সন্তান। বিশেষ প্রমাণাভাবে ভরদ্বাজ গোত্রজা "রাত্রি" দেবীর কবিকীর্ত্তি লোপের প্রয়াসী হইতে পারিলাম না। *

যামিনী দেবী, সমাগত হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডলে তিনি বিবিধ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন। ১।

দেবরূপা রজনী, নিতান্ত বিস্তৃত হইয়াছেন। যাঁহারা নিম্নে বা ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তিনি সেই সমুদয়কেই সমাবৃত করিলেন। আলোক-সাহায্যে তিনি তিমিররাশি ধ্বংস করিলেন। ২।

দেবরূপিণী নিশা, সমাগমনপূর্ব্বক উষাকে স্বীয় ভগ্নী সদৃশ গ্রহণ করিলেন, তিনি তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। ৩।

বিহঙ্গম যেমন পাদপে বসতি গ্রহণ করে, সেইরূপ যাহার উপস্থিতির জন্য শয়ন করিয়াছি, সেই নিশি আমাদিগের সেই প্রকার মঙ্গলজনক হউন। ৪।

গ্রাম সমুদয় নীরব। পাদপচারী পক্ষী, দ্রুতগামী শ্যেন (বাজপক্ষী) সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শায়িত রহিয়াছে। ৫।

হে রজনী! বৃক ও বৃকীকে আমাদের সকাশ হইতে সুদূরে লইয়া যাও; তস্করকেও দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে তুমি বিশেষ মঙ্গলদায়িনী হও। ৬।

অসিতবর্ণ তিমির, সুব্যক্ত লক্ষ্য হইয়া দৃষ্ট হইয়াছে, আমার নিকট অবধি আবৃত করিয়াছে। উষাদেবী! তুমি যেমন আমার ঋণ শোধ করিয়া নষ্ট কর, সেইরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। ৭

হে আকাশ-সুতা নিশা! তুমি যাইতেছ, ধেনুর তুল্য এই সকল স্তুতি তোমাকে সমর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর। ৮।

দেবহূতির এক কন্যার নাম শ্রদ্ধা। ইনি সেই শ্রদ্ধা কি না, তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বা নিদর্শন, বৈদিক গ্রন্থে পাই নাই। কাহারও মতে শ্রদ্ধা, স্বতন্ত্র নারী নন, পুণ্যে দৃঢ়াসক্তি শব্দে যে শ্রদ্ধা বুঝায়, ইনি সেই শ্রদ্ধা। এই আনুমানিক মতে সম্মত হইয়া আমরা প্রাচীন ও প্রমাণিক বৈদিক বিবরণে অশ্রদ্ধা করিয়া 'শ্রদ্ধা' দেবীর কবিকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। পশ্চাল্লিখিত অনুবাদাংশ পাঠে মূল বিষয়ের

* এই গোত্র পরিচয় ব্যতীত দেবী রাত্রির অন্য বিবরণ পাই নাই।

প্রকৃত কথা জানিতে পারা যাইবে। দেবী শ্রদ্ধার প্রণীত বেদাংশ, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের একপঞ্চাশদধিক শততম (অর্থাৎ ১৫১) সূক্তে গ্রথিত হইয়াছে। উক্ত সূক্তে ৫ পাঁচটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধা দেবী, শ্রদ্ধা গুণের যথেষ্ট সুখ্যাতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি নিজ শ্রদ্ধানাম সার্থক করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীত হইতে থাকে।

অনল, শ্রদ্ধার গুণে জ্বলিতে থাকেন। শ্রদ্ধা হেতু যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির আহুতি প্রদত্ত হয়। সম্পত্তির শিরোপরি শ্রদ্ধা অবস্থান করেন, স্পষ্ট বাক্যে ইহা গোচর করিতেছি। ১।

শ্রদ্ধা! তুমি দাতার প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠান কর; যে লোক, দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও তুমি প্রীত ও প্রসন্ন কর। যাহারা ভক্ষণ করায়, যাগ করে, তাহারা আনন্দ প্রাপ্ত হউক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথা রক্ষা কর। ২।

যৎকালে অসুরগণ, বলশালী হইয়া উঠিল, তৎকালে দেবগণ, শ্রদ্ধা (প্রত্যয়) করিলেন যে, ইহাদিগকে হত্যা করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা! যাহারা আহার করায়, যজ্ঞ করে, আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সেই কথা সার্থক কর। ৩।

দেবতাগণ ও যজমান লোক সকল, রক্ষকস্বরূপ অনিলকে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রদ্ধার আরাধনা করেন। কোন সঙ্কল্প মনে উদিত হইলেই, সকলে শ্রদ্ধারই শরণাগত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার অনুগ্রহে বিত্ত প্রাপ্তি ঘটে। ৪।

প্রাতে আহ্বান করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট কর। ৫।

সার্পরাজ্ঞীর বিরচিত বেদ-ভাগ, ব্যাসদেবের সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের অষ্টাশীত্যধিক শততম (অর্থাৎ ১৮৯) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ৩ তিনটিমাত্র ঋক আছে। অতি মনোহর কবিত্ব শক্তি লইয়া সার্পরাজ্ঞী, মহীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার মর্ম্মার্থ, নিম্নে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইল।

উজ্জ্বলবর্ণ এই বৃষ (সূর্য্য) অগ্রে নিজ জননী পূর্ব্ব দিককে আলিঙ্গন করিলেন, অনন্তর স্বকীয় জনক আকাশের প্রতি যাইতেছেন। ১।

ঔজ্জ্বল্য ইহার শরীরের মধ্যে বিচরণ করিতেছে, ইহাঁর প্রাণের মধ্য হইতে সেই দীপ্তি নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি আকাশ পরিব্যাপ্ত করিলেন।২।

এই সূর্য্যের ত্রিংশৎ স্থান (অর্থাৎ ৩০) সুশোভিত হইতেছে। এই গতিযুক্ত ভানুকে লক্ষ্য করিয়া স্তোত্র উচ্চারিত হইতেছে। প্রত্যহ তিনি আপনার রশ্মিতে বিমণ্ডিত হন। ৩।

রাত্রি, শ্রদ্ধা ও সার্পরাজ্ঞী এই তিন জন রমণী, কোন্ কালে কীদৃশ কবিত্বশক্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। অতি প্রাচীন কালে তাঁহারা কেমন খ্যাতি পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন! সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়; অতি পুরাকালে কবিত্ব, সুন্দর পরিস্ফুট হয় না, সকলে ইহা স্মরণ রাখিবেন। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাদের রচনার লালিত্য ও মাধুর্য্যের অভাব কি?

আগামী মাসে "সূর্য্যা" দেবীর জীবন-চরিত-ঘটিত বৃত্তান্ত মুদ্রিত করা যাইবে।

পাক বিদ্যা।

১। ছোলার ডালের ভুনি খিচুড়ি রাঁধিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ ডাল এবং চাল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ডাল জলে ভিজাইয়া ও চালে ঘৃত মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়। পরে যখন উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিবে, তখন তাহাতে লবণ, ছোট এলাইচ, তেজপাত ফোঁড়ন দিয়া পূর্ব্বরক্ষিত চাউল ও ডাউল একত্র করিয়া দিয়া অল্প ভাজা ভাজা করিয়া তাহাতে উপযুক্তমত লঙ্কা, জিরামরিচ ও হরিদ্রার গুঁড়া দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে উপযুক্তমত জল দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে ফুটিয়া উঠিলে উহাতে পরিমাণ মত কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, নারেকেল কুচি, বাদাম, ও আদার কুচি ও আস্ত ভাজা আলু ও চিনি দিয়া পুনরায় পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে যখন আবার ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে উপযুক্তমত লবণ ও ধনের গুঁড়া দিয়া পাক পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। যখন সমুদয় জল মরিয়া ঝরঝরে হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে গরম মসলা দিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া ফেলিতে হইবে। উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পাক করিলেই ভুনি খিচুড়ি রন্ধন হইল।

২। আলুর নিরামিষ চপ্‌ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমতঃ আলুগুলির খোসা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত আলু সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত জল দিয়া তাহাতে উক্ত আলুগুলি দিয়া পাক, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে আলুগুলি সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া উক্ত আলুগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইতে হয়। পরে আলুর পরিমাণমত হরিদ্রার গুঁড়া, ছেঁচা জিরা, মরিচ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, লবণ ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হয়। এদিকে আলুর উপযুক্তমত ছানা ছোট ছোট ডুমা ডুমা ধরণে কাটিয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ছানাগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইতে হয় এবং পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া ছানায় উপযুক্তমত মরিচের গুঁড়া, গরম মসলার

গুঁড়া, চিনি, বাদাম ও পেস্তা অৰ্দ্ধ বাটা ও লবণ উত্তমরূপে মাখাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত ছানা ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে উক্ত ছানা ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। পরে পূৰ্ব্বরক্ষিত আলু দ্বারা কচুরীর ঠুলি যে নিয়মে প্রস্তুত করে, সেই নিয়মে ঠুলি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্ব রক্ষিত ছানার পুর দিয়া লাড়ুর আকারে গড়িতে হয় এবং সফেদা কিম্বা ময়দা সেই লাড়ুতে মাখাইয়া লইতে হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে পূৰ্ব্বগঠিত চপ্ ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্ব গঠিত চপ্‌গুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরিউক্ত মত পাক করিলেই আলুর নিরামিষ চপ্ রন্ধন করা হইল। এখন উহা আহার করিয়া দেখিলেই হয় কিরূপ সুস্বাদু।

আখ্যানমালা।

৯ম সংখ্যা।

১। একদা কোন মুসলমান প্রান্তর মধ্যে একটী তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর দেখিতে পাইলেন। তৃষ্ণাতে ঐ কুকুরের প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তিনি "শশব্যস্তে" অন্য কিছু না পাইয়া নিজের টোপরকে জলপাত্র ও উষ্ণীষকে রজ্জু স্থানীয় করিয়া কূপ হইতে জল লইয়া ঐ কুকুরকে পান করাইলেন। মহর্ষি মহম্মদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর এই ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করিলেন।

২। একদা কোন দুষ্ট লোক মহাত্মা রায়জিদকে অনেক কটু কথা বলিয়া তাঁহার মস্তকে এমন জোরে একটী তানপুরার আঘাত করেন, যে ঐ তানপুরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! মহাত্মা বাড়ীতে আসিয়া ভৃত্য-হস্তে এক থাল মিষ্টান্ন ও দুইটী টাকা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে কল্য রাত্রে আমাকে কটু কহিয়া যে মুখ তিক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই মিষ্টান্নগুলি খাইবেন, আর এই টাকাতে সেইরূপ একটী বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া লইবেন। লোকটী রায়জিদের ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং নিজের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রায়জিদের শিষ্য হইল।

৩। অন্য এক সময়ে উক্ত মহাত্মা এক অপরিচিত স্থানে যাইয়া অন্ধকারে বাড়ীতে আসিতে কষ্ট বোধ হওয়ায় কোন গৃহস্থের নিকট একটী লণ্ঠন চাহিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি মহাত্মাকে অনেক গালি দিয়া—অধিকন্তু "দুই এক

ঘা” প্রহার করিয়া বিদায় করিল। এক দিবস ঐ দুর্ম্মুখ ব্যক্তি রায়জিদের গৃহে এই পথ ভুলিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা তাহাকে উত্তমরূপ পরিচর্য্যা করিয়া আহার করাইয়া ভৃত্যহস্তে একটী লণ্ঠন দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ম্মুখ রায়জিদের ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পর দিন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

৪। এক সময়ে কোন ব্যক্তি মুসলমান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রণত হইয়া পৃষ্ঠদেশ কুব্জ করিল, পরে ধরান্যস্ত হইয়া “সাষ্টাঙ্গে” দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম করিল। বাদশাহ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে বহুমুল্য পরিচ্ছদ দান করিলেন। তাহার পুত্র ইহা দেখিয়া বলিল, “পিতঃ তুমিই সে দিন আমাকে বলিয়াছিলে, মক্কা ভূমিই পবিত্র, ঐ দিকেই প্রণাম করিও, তবে আজ ওকি করিলে ?” সরল শিশুর কথায় লোভী পিতার চৈতন্য হইল। সেই দিন হইতে সে আর লাভের জন্য কখনও প্রণামাদি করিত না।

৫। গজনী নগরের বিখ্যাত সুলতান্ মামুদের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার কান্তিপূর্ণ মনোহর দেহকে তেজোহীন সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ করিল, যখন আর কোন ঔষধেই কোন ফল দর্শিল না, আত্মীয়গণের বিলাপ পরিতাপই সার হইল, সেই সময় সুলতান তাঁহার যে সমস্ত অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা একবার দেখিতে চাহিলেন। সুলতানের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত দ্রব্য আনীত হইল। রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা, মরকত, স্তূপাকার বস্ত্রাদি ; নানা দেশের অপূর্ব্ব গজ, বাজী, পশু, পক্ষী, অস্ত্র, শস্ত্র, প্রভৃতি যেখানে যাহা ছিল সমস্তই আসিল। তখন মুমূর্ষু মামুদ কহিলেন “আমার ন্যায় সঙ্গতিশালী প্রতাপান্বিত ভূপতি এপর্য্যন্ত কেহই জন্মে নাই সত্য, কিন্তু এত সম্পত্তির অধীশ্বর এবং প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াও যখন আমার এই অবস্থা,তখন দেখিতেছি এ সকল কিছুই নয়। চির জীবন রাজ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম,তাহার ফল ভোগ করি নাই। দীন হীনের ন্যায় এখন এই অতুল ধন রাশি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, অন্যে ইহা লইবে, আমার কিছুই উপকার হইল না। যে সদাশয় ধন পাইয়া তাহার যথার্থ ব্যবহার স্বরূপ দানোপভোগ ও পরের হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন তিনিই ধন্য। আর যাঁর জীবন চিরকাল নিত্য ধনের অন্বেষণে ব্যয়িত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ ধনলাভ করিয়াছেন”।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১০ই ভাদ্র সোমবার মুর্শিদাবাদ ললিতা কুঁড়ির বাঁধ ভাঙ্গিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার লোকদিগের ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে।

২। রাওলপিণ্ডিতে একজন খৃষ্টান কোন আফিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী সেই কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। মহারাজ দলীপ সিংহ মহারাণীর ক্ষমা পাইয়াছেন। সমুদ্র তীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে পঞ্জাবের উপর আর কখনও কোন দাবী করিবেন না।

৪। এলিজাবেথ পটার নাম্নী একটী ইংরাজ মহিলা ১৩৬ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৩ বার বিবাহ করিয়া ২৭টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বংশীয় ৪৪৮৯ জন স্ত্রী পুরুষ বর্ত্তমান ছিল।

৫। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কামার বেড়া গ্রামে হৃদয় বাউরী নামক এক ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী ও পুত্র তিন জনে মিলিয়া এক বাঘ বধ করিয়াছে। বাঘ প্রথমে হৃদয় ও তাহার পুত্রকে আক্রমণ করে, স্ত্রী এই সংবাদে লাঠীর প্রহারে বাঘের মাথা ফাটাইয়া দেয়, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আহত হইয়াছে।

৬। বড় লাট ২১ অক্টোবর তারিখে সিমলা শৈল পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌছিবেন।

৭। জর্ম্মণীর একাদশ বর্ষীয়া এক অতি দীর্ঘাকার বালিকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ভিয়েনার একটী লোক উক্ত বালিকাকে পৃথিবীর নানা স্থানে দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায় তাহার পিতা মাতাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পিতা মাতা কন্যাটীকে বিক্রয় করিতে সম্মত হন নাই।

৮। বেলি গ্রাহেম নামক ইংলণ্ডের একজন সুবক্তা তথায় সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছেন, "আমি এ পর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা তন্মধ্যে একটী।" টেনাণ্ট নামে আর একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, "প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন ব্যতীত আর কাহারও মুখে এমন বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।"

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সরল বিজ্ঞান সোপান—শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী প্রণীত; মূল্য ১॥০ টাকা। এই পুস্তকে খগোল, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিবরণ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলি সর্ব্ব সাধারণেরই জ্ঞাতব্য। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

২। প্রমীলা—মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকখানি কোন রমণীর লেখা, কিন্তু রচয়িত্রী নাম দেন নাই। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল। ইহার কবিতাগুলি সরল, মধুর ও সুভাবপূর্ণ; তবে গিরিন্দ্র মোহিনী ও আলো ছায়ার রচয়িত্রীর ন্যায় ইহাতে তত উচ্চ চিন্তা নাই। কবির প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনার ক্ষমতা বেশ আছে। ইহাতে প্রায় ৪০।৫০টী কবিতা আছে, "তবে কেন" "লতিকা" "মৃত্যু মুখে" "বিফলে" এই কয়টী কবিতা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। যিনি রচয়িত্রীকে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পুস্তকখানি বড়ই আশাপ্রদ। আমরা প্রার্থনা করি যে, কবি দীর্ঘজীবিনী হইয়া "আকিঞ্চনপুরে" মাতৃভাষার "সেবা" করুন।

৩। ভাব ও চিন্তা—শ্রীফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এখানিও একখানি সুপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ এবং লেখক স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব ও গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

৪। মানব সখা ১ম ভাগ—শ্রীহারাণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে ইহা দ্বারা সাহায্য হইতে পারে।

৫। পরিবারে শিশুশিক্ষা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার কমিটী হইতে প্রকাশিত। বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে কিরূপে শিক্ষিত করিতে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে বিষয়ে অনেকগুলি উপদেশ আছে। জননীদিগের পক্ষে এ পুস্তক খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৬। শিশুদিগের পাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাস, শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশেষ উপযোগী।

৭। মাইকেল চরিতম—পূর্ব্বখণ্ডম, —বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন

প্রণীত। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুরাগিগণ এই পুস্তক দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ইহা মূল কবি এবং কবির গুণগ্রাহী সংস্কৃত কবি বিদ্যারত্ন মহাশয়—উভয়েরই গৌরবের পরিচায়ক।

বামারচনা।

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

১

কেন ভাই, আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি,
পড়ে আছি এক কোণে,
কেন হেন প'ল মনে,
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই,
ভয়ে না আসিতে পাই,
আমি বোন তুমি ভাই, জানিছ তো সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ" ডাক আজি কেবলি?

২

দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"একাল সেকাল নয়"
সাহস, ভরসা, বল, তোমরাই নিয়েছ!
কি কব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ।—
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ,
আমাদের যাহা ছিল, তোমরাই নিয়েছ!

৩

কেন আর মিছা ডাক "জাগ জাগ" বলিয়া,
মরার উপরে খাঁড়া
দিয়ে কেন কর সারা,
কেন বা শুনাতে এস "দেশ গেল বহিয়া"
আর কি আছে সে সাধ্য
কচি ছেলে নয় বাধ্য,
তারা হাসে আমাদের জ্ঞান কাণ্ড দেখিয়া,
হায় এ জীবনে মরা কি করিবে জাগিয়া!

৪

তোমাদের মাতা কি গো আমাদের জননী,
তোমরা তো ধুরন্ধর,
আর্য্যগণ বংশধর,
কি মুখে কহিব, মোরা তোমাদের ভগিনী।
তোমরা শিক্ষিত সভ্য,
রুচিবান নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা দেখি লাজে মরি আপনি!

৫

কি করিব মা'র কাজ দাও ভাই, বলিয়া,
আমরা অভাগী কুল
সমাজের চক্ষুঃশূল,
কত উপহাস, গালি খাই, কোণে পড়িয়া!
জানি না'ক ধর্ম্মাধর্ম্ম,
বুঝি না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
জগতে রয়েছি শুধু পর মুখ চাহিয়া,
কি ফল জাগায়ে হায়, মিছা গলা ভাঙিয়া?

৬

ভেবেছিনু, এক দিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে,
জ্ঞানের আলোক পেয়ে,
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা,
সে আশা হয়েছে হত,
এখন ভঙ্গিমা কত,
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষ-পসরা!—
তোমরা কারিলে সব বাকি আছি আমরা!

ক্রমশঃ

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৯ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৯৭—অক্টোবর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্যা—দামোদরের বন্যাতে বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অনেক লোক হাহাকার করিতেছিল, আবার ভাগীরথী ও পদ্মার জলপ্লাবনে মুরসিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা ও ঢাকার অনেক স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক লোক গৃহহীন অন্নহীন হইয়া ঘোর বিপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার গঙ্গায় এবার যেরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক কাল এরূপ দেখা যায় নাই। বন্যাপীড়িত লোকদিগের জন্য কতকগুলি সদাশয় লোক অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সাধারণের ইহাতে সাহায্য দান করা উচিত।

কুমারী ফসেট ফণ্ড—বিলাতের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ কুমারী ফসেটের সম্মানার্থে এক পুস্তকালয় স্থাপন জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজ নরনারীরা জানেন গুণের আদর কেমন করিয়া করিতে হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কুমারী টমাস ইংরাজী সাহিত্যের অনর পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। কুমারী ষ্টিওয়ার্ট এবং কুমারী হোল্‌ট ফরাসী ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে সকল পরীক্ষার্থীকে হারাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক নারী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অদ্ভুত সন্তরণকারী—ডাল্‌টন নামক একজন আমেরিকাবাসী পিঠ

সাঁতার খাইয়া ২৩ ঘণ্টায় ইংলিস প্রণালী পার হইয়াছে। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত হইতেছিল, কিছুতে ভয় পায় নাই।

মহতের মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর কাডিনাল নিউম্যান ৯০ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, গত ১৯এ আগষ্ট তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। ইনি রোমান কাথালিক মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর অসাধারণ বিদ্যা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে ইংরাজ সমাজ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

সুসংবাদ—তৃতীয় রাজকুমার ভারতবর্ষ হইতে জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া বহু দিন ভুগিতেছিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

ভারত-নারীর হিতার্থ আন্দোলন—ভারত রমণীদিগের অধিকাংশ শৈশবকালেই স্বামীর ঘর করিতে বাধ্য হইয়া যেরূপ অশেষ দুরবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মালাবারী ইংলণ্ডের বড় বড় লোকদিগের মধ্যে আন্দোলন করিয়া এক কমিটী স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এবং কুমারী কব, ম্যানিঙ প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজ মহিলা সভ্য হইয়াছেন। রুক্মা বাই সেখানে উক্ত দোষাকর দেশাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। কলিকাতায় মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী বালকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৮ ও বালিকার অন্যূন ১২ বৎসর স্থির করিবার জন্য সাধারণ মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্ত্রীচিকিৎসক—ভারতে ২০০ স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী ডাক্তারের অভাব শীঘ্র মোচন হইবে।

ইংরাজ ও দেশীয়ের সম্মিলন—বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর লর্ড হারিস এবিষয়ে লর্ড রের সদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। পুনা নগরে বিবী মার্কহামের বাটীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় স্ত্রী পুরুষ একত্র হন, গবর্ণর বাহাদুর সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। আমরা যখন আমাদের কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেছি, তখন এই কয়েকটী বিষয় আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে—শিক্ষার বিষয়, পরিমাণ, কাল এবং প্রণালী। আমাদের দেশে এতদিন কেবল বালিকারাই বিবাহ হইবার পূর্ব্বে

যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিত। এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিকারা ৯ কিম্বা ১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যাহা কিছু শিখিতে পারিত, তাহাই এদেশের স্ত্রীশিক্ষার চরম সীমা ছিল। কিন্তু আজ কাল অনেকের মধ্যে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বালিকাদিগের বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর এবং অনেকে তাহার অধিককালও অবিবাহিতা থাকেন। সুতরাং তাঁহারা রীতিমত প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। অনেকে ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া অপরের মনে উচ্চ শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে আমরা কিছু স্থির করি আর নাই করি, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরাও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এদেশের পূর্ব্বরীতি কি ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা মনুর ব্যবস্থা শাস্ত্রে এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"।

এবং কয়েকটী শিক্ষিতা স্ত্রীর নামও উপনিষৎ ও পুরাণাদিতে বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তাঁহারা কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতদূর শিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ কোথাও নাই। বর্ত্তমান সময়ের প্রাচীন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালী প্রভৃতি সুপাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়াছি। বলিতে হইবে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীপাঠ্য বিষয়ে কোন মীমাংসাই হয় নাই।

স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জন্য উভয়ের পাঠ্য বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা আবশ্যক কি না তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একবার কয়েক জন তদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তারের মধ্যে ঘোর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, অধিকাংশের মতে স্ত্রী ও পুরুষের পাঠ্য বিষয় প্রভৃতির কোন তারতম্য করিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য লইয়াই এই প্রশ্নের উত্থাপনা হয়। ডাক্তার ক্লার্ক নামক বোষ্টন নগরের জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (নর্ম্মাল স্কুলে) যে সকল বালিকা পাঠ করে, তাহাদের গাত্রচর্ম্ম রক্তহীন, কিন্তু তাহাদের মুখে জ্ঞানের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র এবং ধমনী নিস্তেজ ও রুগ্ন। কিয়দ্দিবস পরে যখন

বিবাহিতা ও সন্তানবতী হইবে এবং সাংসারিক কষ্টের ভার বহন করিতে হইবে, তখন তাহারা বাত্যাহত তৃণের ন্যায় ভগ্ন হইয়া পড়িবে এবং ভবিষ্যতে আর ফলবতী হইবে না।"

আরও কয়েকজন আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্কের মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার মিচেল লিখিয়াছেন যে, এখানকার স্ত্রীগণ আপনাদের স্বাভাবিক কার্য্যভারই বহন করিতে অক্ষম, তাহারা আবার পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সকল কিরূপে বহন করিবেন? আর একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় স্ত্রী-লোকদিগের ন্যায় আমেরিকার স্ত্রীরা সন্তান পালন করিতে সক্ষম নহে। যে সকল ইংরেজ, জর্ম্মণ, ফরাসী স্ত্রী আমেরিকায় বাস করে, তাহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে, কিন্তু আমেরিকার স্ত্রীরা ধাত্রী দ্বারা এ কার্য্য কেন সম্পন্ন করাইয়া থাকেন? কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে সন্তান পালন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব। সন্তান পালনের কষ্ট তাহারা বহন করিতে ইচ্ছা করে না। ডাক্তার এলেন সাহেব বলেন যে, তাহা নহে; ইহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, যে সুস্থ ও সবলকায় স্ত্রীর মনোবৃত্তি এরূপ হইতে পারে। এই সকল স্ত্রীলোকের শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। কেহ কেহ হয়ত সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অল্পকাল আরম্ভও করেন, কিন্তু অবশেষে অক্ষম হইয়া পড়েন। আর কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধেরই সঞ্চার হয় না, সুতরাং তাহারা স্তন্যদান আরম্ভও করিতে পারেন না। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন যে, স্ত্রীদিগকে পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বর ও মানব সমাজের বিরুদ্ধে পাপাচরণ। এই শিক্ষা প্রণালীর দোষে আমেরিকার স্ত্রী জাতির শরীর ও মন ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, এমন কি ক্রমে ক্রমে আমেরিকার লোক সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তিনি ডাক্তার টোশরের সংগৃহীত বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার শিশু সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহিতা অথবা বিবাহোপযুক্তা স্ত্রীর সংখ্যার সহিত শিশু সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, এখন শতকরা তাহার ২০টী কমিয়াছে। আমেরিকার দূষিত শিক্ষা প্রণালীই ইহার কারণ বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করেন।

ডাক্তার ক্লার্ক এই মত পুস্তকাকারে প্রচার করায় আমেরিকায় ঘোর আন্দোলন ও হুলস্থূল হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ না যাইতে যাইতে ঐ পুস্তক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা আবশ্যক হইল, এবং কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে না

হইতে উহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমেরিকায় কি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

সকল মতের প্রতিবাদী আছে, এবং কয়েকজন স্ত্রী চিকিৎসক প্রধান প্রতিবাদী হইলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের রিপোর্ট ও শিক্ষকদিগের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, ডাক্তার ক্লার্কের মত ভ্রমাত্মক এবং স্ত্রী ও পুরুষের সমান শিক্ষা রীতি দ্বারা স্ত্রীদিগের শারীরিক ও মানসিক কোন অনিষ্ট হইতেছে না। তাঁহারা দেখাইলেন যে, স্ত্রী জাতির উপাধিধারী অপেক্ষা পুরুষ উপাধিধারী মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অধিক। স্ত্রীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জন উপাধিধারীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ১৬ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এই সমস্ত বিবরণ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমাদের দেশে এখনও এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিবার সময় হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এদেশে শিক্ষিতা কিম্বা উপাধিধারী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এদেশের স্ত্রীদিগের শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ, তাহাতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি না যে উচ্চশিক্ষা ও সন্তান পালন এই দুইটী ভার তাহারা বহন করিতে পারিবেন। আমাদের মধ্যে বিদ্যাবতী এবং সন্তানবতী মহিলা আছেন, তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু কুমারী উপাধিধারিণীদিগের শরীর যে অধিকতর সবল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং আমরা তাহা প্রত্যক্ষও করিতেছি।

শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা ব্যতীত স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক অবস্থা ও বলের যে কোন তারতম্য আছে, তাহা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা পক্ষপাতী ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। সমস্ত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক বৃত্তির কোন প্রভেদ করেন না এবং আমরাও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির কোন ন্যূনতা দেখি না। বরং কোন কোন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মভাব স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা প্রবল এবং তাঁহারা যদি সুশিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে পুরুষ জাতি অপেক্ষা তাঁহারা অধিক ফল লাভ করিবেন। এক্ষণে আমাদের দেশের যে এত দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানাভাব। ভারতবর্ষের অর্দ্ধাংশাপেক্ষা অধিক লোক অশিক্ষিত, তাহার উপর আবার স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত। এ অবস্থায় এদেশের উন্নতির আশা করা বৃথা। কোন একটী কুরীতি নিবারণের চেষ্টা কর, তাহা সফল হইবে না। বাল্যবিবাহ রীতি নিবারণ হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক স্ত্রী শিক্ষার অভাব। বালিকাদিগের মধ্যে যদি শিক্ষার লালসা বৃদ্ধি হয়, তাহারা কখনই অল্পবয়সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা

করিবে না এবং নিজ নিজ সন্তান-দিগকেও অল্প বয়সে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে না।

আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ বলেন স্ত্রীলোকদিগকে কেবল গৃহ কর্ম্মোপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে একমত হইতে পারি না। যেরূপ শিক্ষা দিলে, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকল প্রবল হইতে পারে, তাহার উপায় করা চাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, মনস্তত্ব, ধর্ম্মনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানতত্ব সকলই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে দেশের পুরুষেরা সূর্য্য, চন্দ্র ও গঙ্গা যমুনাকে দেবতা বলে, সে দেশের স্ত্রীদিগকে এই সকল ভ্রম হইতে মুক্ত করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অঙ্ক শাস্ত্রের দুরূহ সম্পাদ্য সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দেও আর নাই দেও, বিজ্ঞান সকল তাহাদের পাঠ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞান পাঠে তাহাদের মনের অন্ধকার সকল বিদূরিত না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

আর উচ্চ শিক্ষা কাহাকে বলে? যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইল, তাহা হইলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনাও আবশ্যক হইবে। তবে স্ত্রীরা উপাধি গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট পাঠপ্রণালী অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা তাঁহাদের রুচির উপর ছাড়িয়া দেও। কিন্তু আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকেরা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে অতিশয় অনিষ্টকর মনে করিতেছেন। এই প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এদেশের বালকেরা অনেকে নাস্তিক অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগহীন হইতেছে। আমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে যদি এ রোগ প্রবেশ করে, দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা সেই জন্য পিতামাতাদিগকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা আপনাদের বালিকাদিগের বিদ্যাগৌরবের লোভে তাহাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পরিমাণ বিষয়ে আমরা কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। যাহার যেরূপ ক্ষমতা ও রুচি তিনি সেইরূপ বিষয় শিক্ষা করুন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর শিক্ষক প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। যেরূপ শিক্ষকের হস্তে আমাদের পুত্রগণের ভার আছে, সেই শ্রেণীর শিক্ষককেই আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

বালিকারা অল্প শিক্ষাই করুক আর উচ্চ শিক্ষার পথেই ধাবিত হউক, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহাদের ভাঁর ন্যস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বালকদিগের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয় ফল দেখিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সংশোধন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার যে উপায় অবলম্বিত হইবে তদ্বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।

(একটী প্রকৃত ঘটনা)

১৮৪৯ সালের শীতকাল। রাত্রি সমাগত। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের "রু নেপোলিয়ন" নামক রাজপথের এক পার্শ্ব দিয়া একটী বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তি হস্তে একটী বীণা লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। সে বার্দ্ধক্য জনিত ক্ষীণতায় ও অনাহারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া অস্ফুট স্বরে পথিকদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিতেছে। বৃদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারগ, কিন্তু এক্ষণে বীণা বাজাইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া সে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এমন শক্তি তাহার নাই। রাত্রি অধিক হইতেছে, রাজপথ ক্রমে পথিক শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল;—"আজ এ রাত্রে আর আমার দিকে কে চাহিবে? দুই দিন খাই নাই, আজ রাত্রে আহার না পাইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে।" এই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সে পথ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল, এমন সময়ে তিনটি যুবক সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা তিন জনেই উচ্চ ও সংভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সঙ্গীতপ্রিয় যুবকত্রয় বৃদ্ধের হস্তে বীণা দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়া করুণাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম যুবক বলিলেন; "আইস এই বৃদ্ধকে আমরা স্কন্ধে করিয়া আমাদের বাসায় লইয়া যাই।" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন; সে ত সহজ কথা। তাহা করিলে আমরা ইহাঁর জন্য ত কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিলাম না।" তৃতীয় যুবক বলিলেন; "আইস, ইহাঁর যে ব্যবসায়, আজ তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া, উহাঁর অবস্থায় আমাদিগকে অবনত করিয়া, উহাঁর প্রতি আমাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করি। আইস উহাঁরই বীণা লইয়া এই রাজপথে উহাঁরই মত গান গাইয়া আমরা পথিকগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করি এবং তাহাই উহাঁকে প্রদান

করিয়া উহাঁর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করি।” তৃতীয় যুবক যখনই এই প্রস্তাব করিলেন, অমনই প্রথম যুবক বৃদ্ধের নিকট হইতে বীণাটী চাহিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি সুন্দর বীণা-বাদক ছিলেন। তাঁহার মনোহর বীণাবাদনে একে একে পথিক গণ সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। অমনি দ্বিতীয় যুবক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পারিস নগরে যে সকল স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীত লোক-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহারই একটী গাহিলেন। শ্রোতৃগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ যাহার নিকট যে অর্থ ছিল দান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবকের সঙ্গীত শেষ হইলে তৃতীয় যুবক গান ধরিলেন। তাঁহার স্বর অতীব সুমিষ্ট ছিল। পথিকগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীত শেষ হইলে আবার মুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। নিরাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক বৃদ্ধ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া এতদূর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল যে সে ভাবের আবেগে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে পথিকগণ চলিয়া গেলে যুবকত্রয় সংগৃহীত অর্থ রাশি বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া বৃদ্ধ যুবকত্রয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বিদায় কালে সে জিজ্ঞাসা করিল ;—“আপনাদের নাম কি বলুন। আমি যত দিন বাঁচিব, ততদিন প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কালে আপনাদের নাম স্মরণ করিব, এবং আপনাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর সন্নিধানে অকপট হৃদয়ে প্রার্থনা করিব।” প্রথম যুবক বলিলেন “আমার নাম বিশ্বাস ;” দ্বিতীয় যুবক বলিলেন, “আমার নাম আশা ; তৃতীয় যুবক বলিলেন, “আমার নাম প্রেম।” এই বলিয়া তিনটী যুবক প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ভাবিল ;—“আমি বিশ্বাসশূন্য ও আশাশূন্য এবং ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেমশূন্য হইয়া এই মাত্র হাহাকার করিতেছিলাম, এই তিনটী যুবকের মহৎ ব্যবহারে আজ আমার হৃদয়ে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম ফিরিয়া আসিল। ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার দয়া!”

সন্তানের সুশিক্ষা।

একদা এক সুশিক্ষিতা মহিলা তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগুলি বড়ই কৌতূহলপ্রিয়। তাহারা সদাই তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তিনিও

তাহাদিগের বুদ্ধি শক্তি উন্মেষিত করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ' ঈশ্বর সকল জিনিষই সদুদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। বল দেখি তিনি আমাদিগকে কেন জিহ্বা দিয়াছেন?" এই প্রশ্নের অগ্রে উত্তর দিবার জন্য সকলেই কোলাহল আরম্ভ করিল। মাতার আদেশে তাহারা একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল,—"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব বলিয়া এই জিহ্বা পাইয়াছি।" আর এক জন বলিল; "গান করিব বলিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে জিহ্বা দিয়াছেন।" অপরটী বলিল, "আমরা গল্প করিব বলিয়া সুন্দর জিহ্বা পাইয়াছি।" আর একজন বলিল; "পাঠ অভ্যাস করিবার জন্যই আমাদের জিহ্বার প্রয়োজন।" মাতা বলিলেন; "তোমরা যাহা যাহা বলিলে সে সকলই ঠিক্ কথা। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে কতকগুলি কার্য্য আছে তাহার জন্য আমাদের জিহ্বার সৃষ্টি হয় নাই। মিথ্যা কথা বলার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; অন্যের নিন্দা করিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই; ক্রোধ পূর্ণ কর্কশ বাক্য বলিবার জন্য আমরা জিহ্বা পাই নাই। জিহ্বা আমাদের একটী ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, কিন্তু উহা দ্বারা আমরা আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারি, কিম্বা আপনার বা অন্যের ঘোর অহিত সম্পাদন করিতে পারি। জিহ্বাকে সর্ব্বদা শাসন করিও। দেখিও যেন উহা ঈশ্বরেরই সেবা করে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।*

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে
ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও হিন্দু জাতির এক সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ক্রিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে অখণ্ডনীয়। বিবাহিতা হইলে স্ত্রীজাতির উপরে কতকগুলি কর্ত্তব্য ভার পতিত হয়। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে "বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যাহা উপলব্ধ হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিব।

আমাদের বোধ হয় পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই বিবাহিতা রমণীর প্রথম কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন

* শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত, যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত।

"পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন," অতএব বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে রমণী নিজের হৃদয়, মন ও আত্মা স্বামীতে উৎসর্গ করিবেন। স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। যাহাতে স্বামীর শরীর মন ও আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। স্বামী দূরে বা নিকটে থাকুন, স্ত্রীর মন যেন সর্ব্বদাই স্বামীতে লিপ্ত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষিত ও হৃদয়াকর্ষক বস্তু যেন না থাকে। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী দেবী—পতিব্রতা-শীর্ষ-স্থানীয় গান্ধারী দেবী দর্শন শক্তি সত্ত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রমণী রত্ন সাবিত্রী, ঘোর নিশীথে স্বামি-শব বক্ষে করিয়া গহন বনে বাস করিয়াছিলেন, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহাতে রমণী স্বামীকে অকৃত্রিম ভালবাসা দিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন।

একজন আজন্ম অপরিচিত পুরুষকে ভালবাসা কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ঘটনা হিন্দু গৃহে সংঘটিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু হিন্দু রমণী জানিবেন হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। ঈশ্বরের আদেশে স্ত্রী পুরুষের আত্মা মিলিত হওয়াই হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই ভার্য্যার নাম সহধর্ম্মিণী। তাই যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম করিতে হইলে হিন্দুকে সস্ত্রীক হইতে হয়। অতএব ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে রমণী স্বামীকে অবশ্যই ভালবাসিতে পারিবেন। প্রথমে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভালবাসিতে গিয়াই শেষে "আত্মহারা" হইতে পারিবেন।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কত পবিত্র ও কত উন্নত ইহা বুঝাইবার জন্য স্বামী হিন্দু শাস্ত্রে বারংবার 'দেবতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং স্বামিপূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল এ কথা বলিতেও আর্য্যগণ কুণ্ঠিত হন নাই; শেষোক্ত কথাটী ব্যক্তি বিশেষের নিকট অত্যুক্তি বোধ হইলেও আমরা ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারি, স্বামী স্ত্রীর নিকট আদর্শ মনুষ্য। স্ত্রীর প্রীতি ও ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব থাকা উচিত। ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে ভক্তিই দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

পাতিব্রত্য ভারত মহিলার চির আদরণীয় রত্ন। হিন্দুর কাছে পতিব্রতার এত গৌরব যে, হৃদয়ের পূর্ণ-উচ্ছ্বাসভরে হিন্দু সন্তান বলিয়াছেন :—

"পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যা
স্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি
ভুঞ্জতে॥"

রমণী এ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

এ জগতে অনেক সময়েই মানুষের ভাগ্যে বিশুদ্ধ সুখ ঘটে না। বোধ হয় জগতের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। কুরু-বংশীয় ধৃতরাষ্ট্র যদি গান্ধারীর অনুরূপ স্বামী হইতেন, তবে হয়ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আখ্যা অন্যরূপ হইত। আমাদিগের এ কথা বলিবার কারণ এই যে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও সহৃদয় স্বামী, সকল স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে সংঘটন হয় না। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ভার্য্যা কি করিবেন? যাহাতে স্বামীর হৃদয়ের উন্নতি হয়, যাহাতে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ হয়, কার্য্য মঙ্গলজনক হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগিনি! যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে চাহ, যদি পতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হও, যদি পতিব্রতা-ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ে পূজিত হইয়া থাকে, তবে পতির নীরস হৃদয়ে কোমলতা সম্পাদন কর। যাহা অপরের নিকটে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা ভার্য্যার নিকটেই সুসাধ্য হইবে। যাহা গুরুজনের উপদেশে সাধিত হয় নাই, বন্ধু বান্ধবের তিরস্কারে সাধিত হয় নাই, সাধারণের ধিক্কারে সাধিত হয় নাই, সেই গুরুতর কার্য্য, রমণি! তোমার হৃদয়পূর্ণ ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে সহজেই সাধিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত কমটের কথা ভাবিয়া দেখ। একদিন তাঁহার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে মহান্ তর্ক উঠিয়া জগতের আদি-কারণকে জড় বলাইয়াছিল। কিন্তু প্রেমময়ী ক্লোটিডার অপূর্ব্ব প্রেমবলে সে আসুরিক বিক্রম পরাস্ত হইল। ঈশ্বর অবিশ্বাসীর মনও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রণয়িনীর অলৌকিক মহত্ত্বে মোহিত হইয়া তাঁহার ও সমগ্র রমণীর পূজার জন্য নব বিধান বাহির করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না! ক্লোটিডা! তোমার মহিমায় আমরাও মুগ্ধ হইয়া যাই; যে রমণী পতির শুষ্ক হৃদয় এমন কোমলতাময়—এমন মধুরতাময় করিতে পারেন, তিনি পূজা পাইবারই উপযুক্তা, তিনি দেবী, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের পুত্তলিকা! তাঁহার স্মৃতি কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ!

যদি স্বামী ক্ষুদ্রচেতা হন, তাঁহার মন যদি সংকীর্ণ হয়, তবে যাহাতে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, রমণী তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। সচরাচর দেখা যায় যে সকল মানব ক্ষুদ্রচেতা, তাহারাই অসৎ-পথে অধিকাংশ ধাবিত হয়।—লিখিতে লজ্জা করে বঙ্গদেশে কত স্থানে স্ত্রীই স্বামীর মন আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা স্বামীর ভালবাসা সমস্তটা নিজের আয়ত্ত করিতে গিয়া, পূর্ণ মাত্রায় স্বামীকে বশীভূত করিতে গিয়া, তাঁহার মনের অবস্থা এত খারাপ করিয়া তুলেন যে সে মন পাপের আগার হইয়া উঠে।* আমরা দেখিতে পাই এক একটা ঘরের

* যাঁহার এ বিষয় বুঝিতে আবশ্যক হয়, তাঁহাকে "স্বর্ণলতার" শশিভূষণ ও প্রমদার উপাখ্যান পড়িতে আমরা অনুরোধ করি।

দরজা জানালা প্রভৃতি অনেকদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে, বাতাস ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া (যত দূষিত বায়ু জমিয়া ও ঘোর অন্ধকারে) সে ঘর এক রকম "যমালয়" হইয়া পড়ে। মানুষের মনও ধর্ম্মভাব, ভক্তি, স্নেহ, ন্যায়-পরতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি অভাবে শ্মশান বলিয়া প্রতীত হয় —নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতেছি যাহাতে স্বামীর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয়, স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য যদি তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদিগের আদর্শ পতিব্রতা সীতাদেবী, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও এই ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলেন "আর্য্যপুত্র প্রজারঞ্জনার্থেই আমাকে বনবাস দিয়াছেন, ধন্য তাঁহার আত্ম সংযম!" এই কারণেই সীতাদেবী রমণী কুল-রত্ন! এই কারণেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া!

স্ত্রীলোকের "আদর্শ দেবতা" স্বামীর চরিত্র কোনও প্রকারে দূষিত হওয়া স্ত্রী মাত্রেরই দারুণ মর্ম্মপীড়াদায়ক। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীই এই দুর্দ্দশার মূল। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে হৈমবতী ও দেবেন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে ইহা দেখাইয়াছেন। আমরাও বুঝিতে পারি, যেরূপ মানুষ উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুভক্ষ্য আহার করে, সেইরূপ অনেক পতি নিজ গৃহে বিশুদ্ধ সুখ ও আমোদ না পাইয়াই নরকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা কি স্ত্রীর সামান্য লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়!

যে কারণেই হউক স্বামীতে কোনও প্রকারে কণিকামাত্র কলঙ্কস্পর্শ হইলে স্ত্রী আর নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। "এক-জনের প্রাণপণ চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না।" রমণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই স্বামীকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবেন। তিনি মনে রাখিবেন, স্বামী পাপীই হউন আর অসাধু হউন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিই হউক, স্ত্রী তাঁহাকে জগতের অবলম্বন—ধর্ম্ম জগতের সহায় বলিয়া মানিবেন। স্বামী কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর নিকট অবহেলনীয় বা অশ্রদ্ধেয় নহেন; (এই বিষয়ে স্ত্রী বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিবেন) অতএব স্বামীর চরিত্র সৎপথে ফিরাইতে রমণী যে প্রাণপণে যত্ন করিবেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অভিমান তিরস্কার প্রভৃতি রুক্ষভাব দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিতে না গিয়া বিনয়, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমলতা দ্বারা স্বামীকে নিজের আয়ত্ত করিবেন। আমরা বাল্যকালে সূর্য্য ও পবনের গল্পে পড়িয়াছিলাম, পবন তীব্র বেগে এক-জনের গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া হারিয়া আসিয়াছিলেন, আর সূর্য্য শান্ত-ভাবে কার্য্য করিয়া অনায়াসেই কৃত-

কার্য্য হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তটী সকলের পক্ষে সর্ব্ব সময়ে সুসঙ্গত না হউক, স্ত্রীর পক্ষে এই উপদেশটী অমূল্য। উগ্রতার পরিবর্ত্তে মৃদুতা দিতে পারিলেই স্ত্রী পতির হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে যতই বিলম্ব হউক না কেন, স্ত্রী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সহিষ্ণুতা পরায়ণা হইয়া চেষ্টা পাইলে এক সময়ে অবশ্য সুফল পাইবেন। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" হইবেই হইবে; তবে মনে রাখিবেন "রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।"

অনেক স্ত্রীর মন এত দুর্ব্বল যে স্বামীর কোনও প্রকার দোষ দেখিলে কেবল অভিমান, কলহ করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সাধিত করেন। এরূপ রোমহর্ষণ কার্য্যে কি লাভ হয়, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। ইহাতে স্বামীর চরিত্র সংশোধিতও হয় না, সংসারে শান্তিও জন্মে না, কেবলমাত্র স্বার্থপরতাই চরিতার্থ করা হয়! স্বার্থপরতা স্ত্রীজাতির পক্ষে অস্বাভাবিক এ কথা বলা যাইতে পারে। রমণীজীবন পরের জন্য; মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, গৃহিণী, যে রমণীকেই দেখ না, তিনি পরের জন্য আসিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। তিনি পরের জন্য খাটিতেছেন বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

অতএব পরার্থপরায়ণা রমণীর পক্ষে "স্বার্থপরতা" যে কলঙ্ক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। দূর আমেরিকাবাসিনীরা পরের —নিঃসম্পর্কীয় পরের মঙ্গলের জন্য কত খাটিতেছেন, তাঁহারা পরের হীন চরিত্রের কত উন্নতি সাধন করিতেছেন, আর দেশীয় ভগিনীরা সেই নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের সহায়রূপ স্বামীর মঙ্গলার্থে কি আত্মবলি দিতে পারিবেন না? স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী, তখন স্বামী অধর্ম্মাচরী হইলে ঈশ্বরের নিকট তিনি অবশ্য দায়ী। তাই বলিতেছি যে কাজ করিয়াই মরিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পোতবক্ষে।

(১)

চঞ্চল জলদ-তলে প্রাবৃট অম্বর,
তবু মরি কত স্নিগ্ধ কত মনোহর;
ক্বচিৎ প্রকাশে কায়া,
বিদরি কুহেলি মায়া;
যেন সে গো স্নিগ্ধ প্রেম দীপ্ত জ্ঞানে মাখা;
যৌবনের কর্ম্মশীল উৎসাহেতে ঢাকা!
কাদা মাখা নদী জল,
তবু করে টল মল;

গরবে ছাপায়ে কূল থৈ থৈ করে;
যেন কলঙ্কিত প্রাণে,
বিধাতার প্রেমাহ্বানে
উথলিছে পরসেবা, ভক্তি, প্রীতিভরে।
বিস্তৃত অসীম শূন্য,
তাও যেন পরিপূর্ণ!
শরীর হয়েছে যেন স্থূল সমীরণ;
কোথা কিছু নাহি ম্লান,
সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত প্রাণ;
শ্যামল সতেজ পত্রে নবীন যৌবন!
আ মরি কি চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
জেগেছে যতেক প্রাণ অসাড় অচল!
উৎসরে উৎসাহ বন্যা সদা অবিরল।

(২)

আমারি উৎসাহ লুপ্ত?
আমি একা রব সুপ্ত?
আমি একা রব পড়ি অবসন্ন ম্লান?
সকলি এ কর্ম্ম ক্ষেত্রে
আশা উজলিত নেত্রে,
ছুটিয়াছে লক্ষ্য পথে মানবসন্তান।
এই যে চলিছে একা,
সাগরে কাটিয়া রেখা;
মথিয়া জলধি-বক্ষঃ ভেদি জলরাশি,
তুলিয়া তরঙ্গোপরি পোত বক্ষে ভাসি;
এ তরঙ্গ, এ জলধি,
লক্ষ্য পথে নিরবধি;
কর্ম্মলিপ্ত তেজোদৃপ্ত পোত অচেতন,
আশাপূর্ণ ভীতি-শূন্য গর্জ্জিছে কেমন!

(৩)

উপরে তরঙ্গ কত
ছুটিতেছে অবিরত;
গভীর হৃদয় তলে জ্বলে মুক্তামণি;
আকাশে জলদ ছোটে
বায়ু তার পায় লোটে;
অন্তরে আলোক ফোটে উৎসাহের খনি!
চোখে মুখে অনুরাগ,
হস্ত সাধে কর্ম্ম যাগ,
কিন্তু গো অন্তর তলে অমনি আমার,
ফোটে যদি জ্ঞান ভক্তি,
অনিবার্য্য প্রেম শক্তি,
হয় স্থির অবিরাম প্রবাহ বন্যার!!

(৪)

উৎসাহে ছুটিতে চাই,
কিন্তু যেন বল নাই!
যেন জরাগ্রস্ত মোর আকাঙ্ক্ষা নবীন;
এমনি চলিয়া কিরে যাবে চিরদিন?
অস্থির চঞ্চল বক্ষঃ;
কি আছে আমার লক্ষ্য?
জড়িয়ে আসিছে পক্ষ আশার আমার;
হইতেছি দিন দিন,
সঙ্কীর্ণ, মলিন ক্ষীণ;
নয়নে আলোক নাই সকলি আঁধার!

(৫)

হে ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়!
নিবার আঁধার ভয়,
দেও দেও পদাশ্রয় পাইগো উদ্ধার;
যেমন এ চারু ধরা,
নব অনুরাগ ভরা;
তেমনি উৎসাহদীপ্ত করগো আমার।
তেমনি কর এ প্রাণ,
রেখোনা রোখোনা ম্লান!

আমিও তোমার লক্ষ্যে ছুটি একবার!
তুমি বিনা কেবা আছে
দাঁড়াইব কার কাছে?
জগতের কাম্য তুমি, ভরসা আমার!

জাতীয় মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি কি? ইহা দ্বারা আমাদিগের কি উপকার হইতেছে ও হইবে, বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ উত্তমরূপ তাহা অবগত আছেন। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও বিরক্তিকর হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এখন কি উপায়ে রমণীগণ মহাসমিতিতে সাহায্য করিতে পারেন তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিব।

জাতীয় সমিতিতে সাহায্য করিতে হইলে, প্রথমে ইহার অভাব কি? তাহাই দেখিতে হইবে। ইহার প্রধান অভাব অর্থ ও উপযুক্ত লোক। অন্তঃপুরবাসিনী অবরুদ্ধ রমণীদিগের উপযুক্ত লোক হইবার ক্ষমতা নাই। তবে প্রথম অভাব দূর করিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে আছে। কি কি উপায়াবলম্বন করিলে আমরা মাতৃভূমির সেবার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারি তাহাই এখন দেখা যাউক।

এই জাতীয় সমিতি আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সোপান। তজ্জন্য ইহাতে সাধ্যমত সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, তিনি সেইরূপ দান করিতে পারেন। বড় লোকের এক সহস্র টাকা অপেক্ষা দীন দরিদ্রের শ্রমার্জ্জিত এক আনাও অধিক আদরের সামগ্রী। যে দিন সকল দরিদ্র লোক তাহাদিগের আহারের তণ্ডুল হইতে জাতীয় সমিতিতে দান করিবার জন্য এক এক মুষ্টি তুলিয়া রাখিবে, সেই দিনই ভারতের প্রকৃত সুদিন উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইলে দীন হীন দরিদ্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট-দেব অচিরে সুপ্রসন্ন হইবেন।

স্ত্রীলোকেরা যে শুভকার্য্যে যোগ না দেন তাহা চিরস্থায়ী হয় না, তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না, উহা সাধারণের প্রাণে তত জমাট বাঁধে না। দিনকতক ভাসা ভাসাভাবে থাকিয়া পরে তাহা অতীতের অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া যায়। যে দেশের যে ধর্ম্মে, বা যে কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা যোগ দেন নাই বা যাহা তাঁহাদের প্রাণে প্রবেশ করে নাই, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে শুনা যায় নাই। যদি এই সময় হইতে আপনারা ইহার প্রতি সহানুভূতি না দেখান, তবে এই জাতীয় সমিতিরও কালে সেই দশা ঘটিবে ইহা নিশ্চয়।

সে যাহা হউক এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

১ম। আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই পত্নীদিগের উপর সমস্ত সাংসারিক বিষয়ের ভার দিয়া থাকেন। এস্থলে ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় একটু অল্প করিয়া, বা নিজেদের বস্ত্রালঙ্কারের সামান্য সাধ একটু কমাইয়া, অনায়াসে মহাসমিতির সাহায্যার্থ দুই চারি পয়সা দান করিতে পারেন।

২য়। আমরা যেরূপ নিজ আয়ের কর (বা ইনকম্ টেক্স) দিই, সেইরূপ বা তাহার চতুর্থাংশেরও একাংশ যদি ইহার জন্য দান করি, তবে বিশেষভাবে এই সমিতির উপকার হয়। মনে করুন যাঁহার বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয়, তাঁহাকে অন্ততঃ দশ টাকা গবর্ণমেণ্টকে (ইনকম টেক্স) কর দিতে হয়। ঐ সঙ্গে যদি আমরা আরও আড়াই টাকা দিই, তবে উহা তত গায়ে লাগে না এবং শুভকার্য্যে দানও হইয়া যায়।

৩য়। প্রত্যেক টাকায় এক পয়সা করিয়া দানও অনেকের পক্ষে সুবিধা-জনক হইতে পারে; যথা, যাঁর স্বামীর মাসিক এক শত টাকা আয়, তিনি বৎসরে মাসিক ১॥/০ হিসাবে এই উপায়ে ১৮৸০ আঠার টাকা বার আনা অক্লেশে দিতে পারেন। অথচ তদ্দারা কোন ক্লেশও হয় না, কারণ, আমরা টাকা ভাঙ্গাইবার সময় অনেক বার এক পয়সা করিয়া বাঁটা দিই। দ্বিতীয়তঃ এই উপায় দ্বারা অমিতব্যয়ী গৃহিণীর মিত-ব্যয়িতাও শিক্ষা হয়।

৪র্থ। পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহাদির সময় অন্যান্য ব্যয়ের সহিত অবস্থামত ইহার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার নিয়ম করা।

৫ম। বন্ধুদিগের নিকট চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করা ও অন্য লোকের বাড়ী যাইলে তাঁহাদিগকে জাতীয় সমিতির সাহায্যের জন্য অনুরোধ করাও একটী উপায়।

৬ষ্ঠ। মহিলা মেলা করিয়া নিজ নিজ রচিত শিল্প ও পণ্য দ্রব্যাদির সমুদায় বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভাংশ ইহার জন্য দান করা।

৭। একাকী বা অনেকে মিলিয়া গ্রন্থাদি রচনা পূর্ব্বক তাহার লাভাংশ দেওয়া যাইতে পারে।

ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে অনা-য়াসে অক্লেশে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় বাহির হইতে পারে। ক্ষুদ্র চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। সামান্য একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে গ্রাম দগ্ধ হয়। সামান্য একটী মানব হইতে কত দেশে কতই বিপ্লব হইয়াছে। সামান্য সামান্য মনুষ্যের দ্বারা এই বিশাল মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে; সামান্য এক একটী পরমাণু একত্রিত হইয়া এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে একটী প্রবচন আছে যে "রাই কুড়াইতে বেল।" ক্ষুদ্র, অল্প শক্তিকে কেহ উপেক্ষা করি-বেন না। কাঠ বিড়ালের সাগর বন্ধ-নও বহু সমাদরের বস্তু।

স্ত্রীলোকেরা যত্ন না করিলে—যোগ না দিলে জাতীয় সমিতির উন্নতি অসম্ভব, কারণ ভবিষ্যতের ভার তাঁহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। শিশু মাতার নিকট যাহা শিক্ষা পাইবে, শত চেষ্টাতেও উহা তাহার হৃদয় হইতে উন্মূলন অসম্ভব। অল্পবয়স্কা বালিকা জননীর নিকট জাতীয় সমিতির "কাহিনী" শুনিলে উহা চিরকাল তাহার স্মৃতিপটে জাগিয়া থাকিবে। পত্নীর নিকট উৎসাহ পাইলে উৎসাহশীল স্বামীর উৎসাহাগ্নি শতগুণে জ্বলিয়া উঠিবে, নতুবা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। পরিবারে যাহা প্রবেশ না করিবে, বাহিরে বাহিরেই উহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাঁহার যেরূপ আয়, তিনি মহাসমিতিতে সেইরূপ দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার ও জন্মভূমির দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করুন। দুর্ব্বল স্ত্রীলোকেরা অবরুদ্ধ থাকিয়াও মাতৃভূমির যথেষ্ট উপকার করিতে পরেন।

শ্রীসু, সিংহ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যা, সূর্য্যের দুহিতা ও অশ্বিদ্বয়ের ভার্য্যা। এই বংশ-পরিচয় ব্যতিরেকে তাঁহার জীবনচরিতের অন্য ঘটনা পাওয়া যায় না। তদ্বিরচিত বাক্য সমুদয়, ব্যাসদেব-সঙ্কলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলে পঞ্চাধিক অশীতি (অর্থাৎ ৮৫) সূক্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সূক্তে ১৬ ষোলটি ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময় রচনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিস্তর সংবাদ ও তত্ত্বকথা জ্ঞাত হওয়া গিয়া থাকে। প্রথমেই সত্যের মহত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। সোমের বর্ণনাও অনেক স্থানেই বিবৃত। তৃতীয় ঋকে প্রকৃত সোমরস পানের বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেই, তৎসম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত কুসংস্কার অপনীত হইবে। "সোম" শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' —নবম ঋকে ইহা সুব্যক্ত। সূর্য্যার প্রণীত বেদভাগে সূর্য্যার নিজের বিবাহ সময়ের কিছু কিছু প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে সাধারণ বৈবাহিক রীতি, বিশেষতঃ বৈদিক সময়ের অনেক ঘটনাই পাঠকের জ্ঞান-গোচর হইবে। সূর্য্যা, বেদভাগ প্রণয়ন করেন, অতএব রৈভী ও নারাশংসী নামে দুই বেদভাগও তাঁহার পরিচিত ছিল। তৎকালে বিবাহ সূত্রে উপঢৌকন, তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদির ব্যবহার হইত, ৭ সপ্তম ঋকে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শিবিকার

পরিবর্ত্তে শকট, তখনকার ব্যবহার্য্য যান ছিল। সুতরাং শকটযোগে সূর্য্যাও, ভর্ত্তৃভবনে গমন করিয়াছিলেন।

এস্থানে এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। বিষয়টি এই.—

সোম, সূর্য্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই "সোম", সোমলতা, কি চন্দ্র, কি "সোম" নামক রাজা? বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সায়ণ মহোদয় বলেন, "সোম" নামে রাজা। আমাদের বিবেচনায় তিনিই চন্দ্র হইতে পারেন। সায়ণাচার্য্য মহোদয়, সূর্য্যের বিবাহ-সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছেন।

সূর্য্য, সোমের সঙ্গে নিজকন্যা সূর্য্যার বিবাহ দিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেবতারা, সূর্য্যার স্বামী হইবার কামনা করেন। অবশেষে তাঁহারাই নিয়ম করিলেন, আদিত্য পর্য্যন্ত যিনি দৌড়িতে পারিবেন, সূর্য্যা, তাঁহারই প্রণয়িনী হইবেন। অশ্বিদ্বয়, ঐ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। অতএব সূর্য্যা, তাঁহাদের দুইজনের গৃহলক্ষ্মী হইলেন। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, অশ্বিদ্বয়ের শীঘ্রগামী বাজি থাকায়, তাঁহারাই সূর্য্যার পতি হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে স্বয়ংবর বিবাহের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইতেছে। দ্রৌপদীর, পাঁচ পতি হওয়ার ইতিহাস সূর্য্যার দুই স্বামী দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সূর্য্যার বিবাহ-কালে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, ৮ম ঋক্ পাঠে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইবে। পরিণয়টি যে আধ্যাত্মিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও ৮, ১১, ১২, ১৩ ঋকের আলোচনায় হৃৎপ্রত্যয় হয়। তাঁহার উদ্বাহ, পরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সংশয় হইবার কারণ নাই। কেননা, ৯ নবম ঋকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মনে মনে স্বামীর কামনা করিয়াছিলেন। ১১ ও ১২, ১৩ ঋকেও ঐ বিষয়ই প্রকটিত। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, এই বিধি এই কয় ঋকে সপ্রমাণ করিতেছে, বলিতে পারা যায়। একটি অত্যদ্ভুত বিষয় আমাদের এ স্থলে আলোচ্য। দশম ঋক্‌দৃষ্টে তখনকার লোকের সরল স্বভাব মনে পড়ে। সেই প্রাচীনতম সময়েও ত্রিচক্র রথের সত্তা বিদ্যমান ছিল! ১৪ ঋক্ দেখ। ঋতুর ব্যবস্থাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও তখনকার লোকের অজ্ঞাত ছিল না। পলাশ, শাল্মলী প্রভৃতি তরুর কাষ্ঠে শকট নির্ম্মিত হইত কি না, জানিবার ইচ্ছা হইলে, ২০ বিংশ ঋকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

বিবাহ-প্রণালী ও দাম্পত্য-প্রেম, পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়, সূর্য্যার ইহা প্রাণগত অভিলাষ ছিল। দম্পতীর মধ্যে জায়ার প্রাধান্য-প্রাপ্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বাবসু, সূর্য্যার বিবাহ-কালে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। ২৩—৪৭ তেইশ হইতে সাতচল্লিশ ঋক

পর্য্যন্ত বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিবাহমন্ত্রবৎ শ্লোকেরও অভাব নাই। ২৫ ঋকের অনুবাদে নেত্র-পাত করিলে, ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যায়, বিবাহের পরে নারী, জনক-কুল হইতে পতি-কুলে গেলেন, তাঁহার পিতৃ-গোত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, স্বামি-গোত্র হয়। উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে বোধ হয়, ঐ ঋকই উত্তর-কালের স্মৃতি-শাস্ত্র-সমূহের শাসনের মূল। ঐ কথা সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করিলে, অসম-সাহসিক বা অলীক উক্তি হয় না। পরিণীতা দুহিতাকে উদ্দেশ করিয়া যে যে হিতোপদেশ দেওয়া বিধেয়, ২৬ ও ২৭ ঋকের বাক্য, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বধূর পরিধেয় পরিধান করা অবৈধ; ৩০ সূক্তই তাহার নিদর্শন। ৩৪ চৌত্রিশ ঋকে বৈবাহিক আচার ব্যবহারের বিবরণ বৈ আর কি হইতে পারে? বর-কন্যা, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বকালে ঋত্বিকের, অর্থাৎ পুরোহিতের প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে তাহা নাপিতের প্রাপ্য হইয়াছে। ঋত্বিকের অধিকার হইতে ক্ষৌরকারের অধিকার কেমন করিয়া আসিল, কোন্ সময়েই বা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি-পথে নিপতিত হয় নাই। ৩৬ ছত্রিশ ঋকের বাক্যগুলি সূর্য্যার প্রতি তদীয় স্বামীর উক্তি।

তৎকালে লোকের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু, ১০০ এক শত বৎসর ছিল, ৩৯ উনচল্লিশ ঋকে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাইবে। পরবর্ত্তী শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণীকৃত হয়, সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট কন্যা সমর্পণ করিলে পর উদ্বাহ ব্যাপার সমাহিত হইত। ৪২ বিয়াল্লিশ ও ৪৭ সাতচল্লিশ ঋকের কথাগুলি বর ও বধূকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ৪৩, ৪৪, ৪৫, ও ৪৬ এই চারি ঋকের বাক্য সমুদয়, বধূর প্রতি উক্তি-মাত্র। ফলতঃ বিবাহের সময়, স্ত্রী-আচার ও বিবাহ-মন্ত্রাদি এই ৮৫ সূক্তের অধিকাংশ স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়, পাঠমাত্র ইহা পাঠ-কের প্রতীতি হইতে থাকে। পুত্র-সন্তান, অধিক সংখ্যায় জাত হউক, সূক্তের শেষাংশে ইহার পরিচয় রহি-য়াছে। অশ্বিদ্বয়ের ঔরসে সূর্য্যার গর্ভে কোন পুত্র বা কন্যার উদ্ভব হওয়ার প্রসঙ্গ আমরা জ্ঞাত নহি। কেবল ১৪ চতুর্দ্দশ ঋকে জানা যাইতেছে, পূষা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। আবার ২৬ ছাব্বিশ ঋকের ভাষা দ্বারা পূষার পুত্রত্ব নষ্ট হইয়া, বর-কন্যাদের পক্ষে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করা বুঝাইয়া দিতেছে।

নিম্নে সূর্য্যা দেবীর বিরচিত বেদ-ভাগের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। বংশ-পরিচয় ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য সূর্য্যার বংশ-তালিকাও এইস্থলেই মুদ্রিত করিলাম।

১ বিষ্ণু
|
২ ব্রহ্মা
|
৩ বিরাট — ৩ ভৃগু

৩ বিরাট
|
৪ স্বায়ম্ভুব মনু [শতরূপা (পত্নী)]
|
৫ মরীচি [কলা (পত্নী)]
|
৬ কশ্যপ [অদিতি (পত্নী)]
|
৭ সূর্য্য + ৭ সংজ্ঞা
|
৮ সূর্য্যা (কন্যা) + ৮ অশ্বিদ্বয়

৩ ভৃগু
|
৪ কবি — ৪ চ্যবন

৪ কবি
|
৫ শুক্রাচার্য্য
|
৬ ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) — ৬ দেবযানী (কন্যা)

৬ ত্বষ্টা
|
৭ সংজ্ঞা
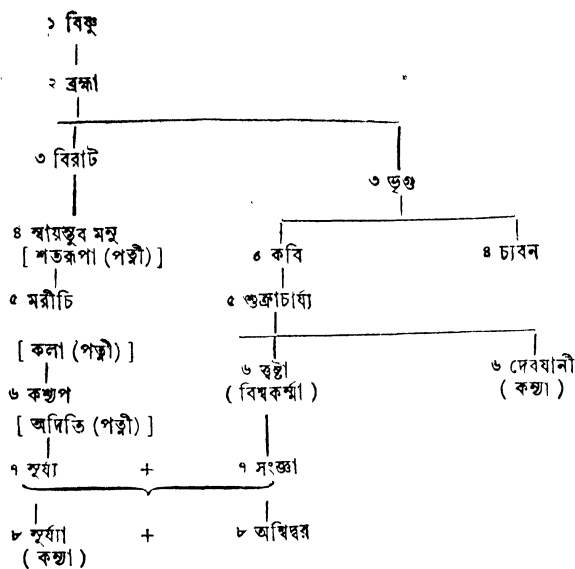
স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী রাজ্ঞী শতরূপার বিষয়, দেবহূতির জীবনচরিত-বর্ণন-সময়ে বলিয়াছি *। দেবহূতি, উঁহাদের দুইজনের নন্দিনী। এই বংশ-তালিকায় যে কয়েকটি নারীর নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের বিষয় ক্রমশঃ সময়ান্তরে সুযোগমত বর্ণন করিব। পাঠিকা যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইবেন, তাহা সূর্য্যার, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত পরিণয়। অতি প্রাচীন সময়ে ঐ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। বহু কাল অতীত হইল, সমাজস্থিতি-প্রিয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা রহিত হইয়াছে। তদবধি এ পর্য্যন্ত সমান সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সূর্য্যার রচিত বাক্যের বঙ্গানুবাদ এই,—

সত্য, পৃথিবীকে উত্তম্ভিত (আশ্রিত) করিয়া রাখিয়াছেন। ভাস্কর, ত্রিদিবকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আদিত্যগণ, ঋতপ্রভাবে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সোম, তাঁহারই প্রভাবে সেই স্থান অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ১।

সোম, আদিত্যগণের প্রভাবে বলশালী হন। ধরিত্রী, তাঁহারই প্রভাবে বিপুল হইয়াছে। নক্ষত্র-সমূহের সন্নিকটে সোম, স্থাপিত হইয়াছেন। ২।

উদ্ভিজ্জরূপী সোম, নিষ্পীড়িত হইলে লোকে মনে করে, সে সোম পান করিল; কিন্তু স্তবকারীরা যাহা যথার্থ সোম বলিয়া জানেন, কোন ব্যক্তিই সেই প্রকৃত সোম পান করিতে পায় না।৩।

হে সোম ! স্তোত্রপাঠকগণ, গোপন করিবার বিধি দ্বারা তোমারে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পাষাণের শব্দ শ্রবণ কর, ধরণীর কোন লোকেই তোমায় পান করিতে পায় না। ৪।

দেব সোম! তোমায় পান করিলে তোমার ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মাসগুলি, বৎসরকে যেমন রক্ষা করে, তেমনই বায়ু, সোমকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়ের আকৃতি (স্বরূপ), একপ্রকার। ৫।

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯২। অগ্রহায়ণ দেখ।

সূর্য্যার, পরিণয়-সময়ে উক্ত রৈভী নাম্নী ঋক গুলি সূর্য্যার সখী ও নরাশংসী নামক বেদাংশ অর্থাৎ ঋক গুলি উহার পরিচারিকা হন। সূর্য্যার মনোমোহন বসন, গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল। ৬।

সূর্য্যা,যৎকালে পতি-নিকেতনে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য-স্বরূপ উপহার (উপঢৌকন), সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লোচন, তাঁহার অভ্যঞ্জন (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের মালিন্য দূরীকরণ)। দ্যুলোক ও ভূলোক, তাঁহার কোশ-স্বরূপ হইয়াছিল। ৭।

স্তোত্রগুলি, তাঁহার রথের চক্রাশ্রয়। কুবীর নামক ছন্দ, রথের অভ্যন্তর ভাগ। অশ্বিদ্বয়, সূর্য্যার বর হইলেন। অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। ৮

সূর্য্যা,মনে মনে ভর্ত্তার কামনা করিতেছিলেন। সূর্য্য, যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম, তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত ছিলেন; কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই, তাঁহার বর-স্বরূপে স্বীকৃত হন।৯।

মনই, তাঁহার শকট হইল। আকাশই, উৰ্দ্ধ আচ্ছাদন হইল। শুক্র দ্বয় (দুটী শুক তারা), তাঁহার শকটবাহক হইল! এইরূপে সূর্য্যা, পতির গৃহে গমন করিলেন। ১০।

ঋক্ ও সাম দ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ,তাঁহার শকট। এই স্থান হইতে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! শ্রুতিযুগল, তোমার রথ চক্র হইল। আকাশই, সেই রথের মার্গ। তথায় সর্ব্বদা গতায়াত হইয়া থাকে। ১১।

যাইবার সময় তোমার রথ-চক্রদ্বয়, অত্যুজ্জ্বল হইল। সেই শকটে প্রশস্ত অক্ষ, সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা,স্বামীর ভবনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া,মনঃস্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন। ১২।

সূর্য্য, সূর্য্যার গৃহে যাইবার সময় যে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়-সময়ে সেই উপঢৌকনের অঙ্গীভূত ধেনুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুনী (ফাল্গুনী) নামে নক্ষত্র যুগলের উদয়-সময়ে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়। ১৩।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহের দান গ্রহণ করিলে, তখন দেবতাগণ তোমাদিগের সেই গ্রহণ কার্য্য অঙ্গীকার করিলেন। পুষা, তোমাদিগের পুত্র হইয়া, কন্যার বর স্বরূপ তোমাদিগকে বরণ করিলেন। ১৪।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ স্ত্রী।

যিনি আদর্শ স্ত্রী নামের বাচ্য, তাঁহার জীবন গ্রন্থের পত্রে. পত্রে কেবল একটী কথা লিখিত থাকে,—"প্রেম"।

কষ্ট যন্ত্রণার পীড়নে তিনি কঠোর-স্বভাবা হয়েন না, বরং আরও মধুর-স্বভাবা হইয়া থাকেন।

আনন্দের সময় বা দুঃখের সময়, সম্পদের সময় বা বিপদের সময় তাঁহার সহানুভূতি কুত্রাপি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

তিনি স্বামীর কর্কশ ব্যবহারের উত্তরে কোমলতা প্রদর্শন করেন, কেননা তিনি জানেন যে, সে কর্কশতার ঔষধ কোমলতা।

তাঁহার এমনই ব্যবহার ও চরিত্র যে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি কখনও

কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

তিনি তাঁহার মধুরতর হাস্য ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমময় বাক্যে কেবল তাঁহার স্বামীকেই প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামীর যে অধিকার ও যত্ন তাহার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে তিনি পরাঙ্মুখা হয়েন।

তিনি জানেন যে মহিলাজনোচিত প্রেম ও স্নেহমমতা ও কোমলতাই তাঁহার শক্তির মূলভিত্তি।

তিনি সন্তান লালন পালন কার্য্যে শরীর ও মনের সমস্ত বল নিয়োগে তৎপর এবং সেই মহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন জন্য জ্ঞানার্জ্জনে উৎসুকা থাকেন।

তিনি গৃহকে নিজের রাজ্য জ্ঞান করিয়া তাহার সুশাসনে ও মঙ্গল সম্পাদনে সর্ব্বদাই নিযুক্তা থাকেন।

তিনি ভগবৎচরণে প্রণতা হইয়া স্বামী ও সন্তান সন্ততির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্পাদনে শরীর ও মনকে উৎসর্গ করিয়াই জীবনের সফলতা হয়, এই বিশ্বাসে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া দিন যাপন করেন।

মঙ্গলকর কার্য্য করিবার প্রণালী।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অপেক্ষা করে, সে অনেক সময়ে জীবনে কিছুই করিতে পারে না। মানবজীবন বহুসংখক ক্ষুদ্র ও সামান্য কার্য্যের সমষ্টিমাত্র। অসাধারণ সুমহৎ কার্য্য করিবার সুবিধা সকলের হয় না, সকল সময়ে পাওয়াও যায় না। বস্তুতঃ দুই একটী বড় কাজ করিলেই মহত্ব হয় না। আমাদিগের দৈনিক জীবনে নানা সামন্য কার্য্য সম্পাদনে মহত্বের পরিচয় দেওয়াই প্রকৃত মহত্ব। সৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সমস্ত জীবন মহান্ ও পবিত্র হইয়া যায়। জীবনে একটী অসাধারণ সুমহৎ মঙ্গলকর কার্য্য করা অপেক্ষা সমস্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তদ্রূপে জীবন নির্ব্বাহ করাতেই জীবনের কৃতার্থতা হয়। আমি কোন বড় কাজ করিতে পারিলাম না, অতএব আমার জীবন বৃথা গেল, এরূপ চিন্তা যাঁহার মনে উদিত হয়, তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহার ফল যাহাতে মঙ্গলকর হয়, তাহা সম্পাদন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি যত মঙ্গল সম্পাদন

মৌরি আধগুঁড়া দিয়া ভাজিয়া লইলে যখন আটা আটা চলিয়া যাইয়া ওল খস্‌খসে হইবে, তখন নামাইয়া উহাতে গরম মশলা দিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ময়দার নেচি বা নই করিয়া তন্মধ্যে ঐ ওল দিয়া সাবধানে বেলিয়া ঘৃতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কচুরী গরম গরম খাইতে দিলে ভাল হয়।

ক্ষীরের লুচি।

২। বেশ পরিষ্কার ক্ষীর লইয়া তাহাতে কিছু চিনি মিশাইয়া ভাল করিয়া মাখিবে (যেন অধিকক্ষণ না হয়, কারণ তাহা হইলে ভাল "বেলা যাইবে না")। পরে উহার সহিত মোটা এলাচ ও দারুচিনি গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া নেচি করিবে। অনন্তর ময়দার দুই খানি লুচি বেলিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে এবং ঐ ক্ষীরের নেচি লইয়া সাবধানে এক খানি লুচি বেলিয়া ময়দার লুচির মধ্যে দিয়া (উপরে একখানি নীচে একখানি) উহার পাশ গুলি সুন্দররূপে মুড়িয়া দিয়া নখের দাগ দিয়া দিবে। ইহা ঘৃতে অধিকক্ষণ উল্টাইয়া ভাজিতে হয়, কারণ একবারে তিন খানি লুচি ভাজিতে হয়।

অমৃত কেলী।

৩। প্রথমতঃ খাঁটি দুগ্ধ /২ দুই সের আনিয়া উহা একটী কড়াতে করিয়া জ্বাল দিবে। যখন ঐ দুগ্ধ বেশ ফুটিয়া ঘন হইতে থাকিবে, তখন ছানা এক পোয়া নারিকেল কুরা (খুব সরু চাঁই) এক পোয়া,দিয়া ঘন ঘন হাতা দ্বারা নাড়িবে। পরে যখন বেশ ঘন হইয়া উঠিবে এবং ঐ নারিকেল আর ছানা দুগ্ধের সহিত আধ মিশার মত হইবে, তখন চিনি আধ সের দিবে। পরে নামাইয়া কর্পূর, মোটা এলাচ, লবঙ্গ গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ইহার সহিত কিছু গোলাপ জল দিলে বড় সুন্দর হয়।

গোল আলুর পায়স।

৪। প্রথমতঃ বড় আলুর খোসা ছাড়াইয়া উহা খুব সরু সরু গোল করিয়া তাহা আবার লম্বা লম্বা করিয়া কুটিবে। আলু যত সরু কুটা হইবে, ততই পায়স ভাল হইবে। পরিষ্কার জলে আলুগুলি ধুইয়া একটী কড়াতে ঘৃত দিয়া উহাতে দুই একখানি তেজপাত দিয়া আলুগুলি অল্প করিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে ভাল খাঁটি দুগ্ধ জ্বাল দিয়া অল্প গরম করিয়া তাহাতে ঐ আলু ফেলিয়া দিয়া হাতা দিয়া নাড়িবে এবং ঘন হইয়া উঠিলে পরিমাণ মত চিনি দিয়া নামাইবে। এইরূপ করিয়া লাউ, লাল আলু প্রভৃতিরও পায়স প্রস্তুত করিতে হয়।

চিড়ার পায়স।

৫। বেশ ভাল দুগ্ধ আনিয়া তাহা ঘন করিয়া জ্বাল দিবে। পরে চিড়াগুলি ভাল রূপে বাছিয়া একটু ঘৃত মাখাইয়া (ঘৃত অল্প অথচ সব গুলিতে মাখান চাই) দুগ্ধে ফেলিয়া দিবে এবং ঐ সঙ্গে পরিমাণ মত চিনি দিয়া ঘন ঘন হাতা দিয়া নাড়িবে। অনন্তর উহাতে অল্প

গাভীর ঘৃত দিয়া নাড়িয়া নামাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে। বিশেষ সাবধানে হাতা দিয়া নাড়িতে হয়, নচেৎ চিড়া গলিয়া গিয়া নষ্ট হয়। সু, সিংহ।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

পৃথিবীর উপর সূর্য্য-কলঙ্কের প্রভাব।

পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহদিগের নৈসর্গিক অবস্থা সূর্য্যের নৈসর্গিক অবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের একটী স্থির সিদ্ধান্ত। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পমণ্ডল আছে, বিবিধ কারণে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কখন কখন সেই বাষ্পমণ্ডলের কোন কোন স্থান বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যের মধ্য ভাগের কিয়দংশ দূরবীক্ষণের দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে যে স্থানে বাষ্পমণ্ডলের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎস্থল অন্ধকারময় দেখায় বলিয়া উহা সূর্য্য-কলঙ্ক নামে অভিহিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ঘোর ঝটিকা প্রভৃতি ঘটনার সহিত সূর্য্য-কলঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য-রশ্মির শক্তি।

সূর্য্য-রশ্মি যন্ত্রের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া তদ্দ্বারা কি কি কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে, ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের কোন বৈজ্ঞানিক সপ্রমাণ করিতেছেন যে সূর্য্য-রশ্মিতে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা বাষ্পের শক্তির ন্যায় আমরা নানা কার্য্য সম্পাদনে নিয়োগ করিতে পারি। তিনি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করাইয়া তাহার শক্তির সাহায্যে গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন ও দৃঢ় প্রস্তর ভেদ প্রভৃতি কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতেছেন।

অবিনশ্বর কাগজ।

মেয়ার নামক ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বহু পরীক্ষার পর এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা জল ও অগ্নির বিনষ্টকারী প্রভাবের অতীত। ঐ কাগজ জলন্ত অগ্নির মধ্যে চারি ঘণ্টা কাল ও জলের মধ্যে তিন দিন রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা বিনষ্ট হয় না। উইল্, দলিল ও বহুকাল রক্ষণীয় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই কাগজ ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কণ্ঠস্বরের মধুরতা সাধন।

অনেক এরূপ লোক আছেন যাঁহারা

সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পটু, কিন্তু তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ এরূপ কর্কশ যে গান গাহিয়া তাঁহারা কাহারও মনস্তুষ্টি করিতে পারেন না। মোফাট নামক স্কটলণ্ড দেশীয় কোন বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলের সহিত কণ্ঠস্বরের বিশেষ সংযোগ আছে। তিনি বলেন ইটালী দেশে দেখা যায় যে তথাকার পুরুষ ও রমণী মাত্রেরই অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। ইটালীর বায়ুমণ্ডলে পিরক্‌সাইড অব্ হাইড্রোজেন নামক বাষ্পের আধিক্য থাকাতেই এইরূপ হয়, মোফাট মহোদয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে বাস্তবিকই উহা দ্বারা কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুক্ত মোফাট একটী সাধারণ সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করাইয়া অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে ঐ উপায়ে অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও সুমধুর বাণীতে পরিণত করা যায়। উক্ত বাষ্পের ঘ্রাণ লওয়া যখন শরীরের পক্ষে কোন প্রকারেই অহিতকর নহে, তখন সঙ্গীতকারীদিগের মধ্যে উহা কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতাসাধন জন্য ব্যবহৃত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায়।

কৃত্রিম ডিম্ব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড় বড় সহরে আজ কাল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। অতি অল্পকাল হইল কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডিম্বের পীতবর্ণ যে অংশটুকু তাহা আমেরিকার এক প্রকার পীত বর্ণের শস্যের চূর্ণ, চাউলের মাড় ও অন্যান্য দুই একটী দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত হয়। যে অংশটুকু শ্বেত বর্ণ, তাহা আল্‌বুমেন নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। ডিম্বের সর্ব্বোপরি যে দৃঢ় আবরণ থাকে, তাহা পারিস নগরীর এক প্রকার মৃত্তিকার এবং ভিতরকার সূক্ষ্ম আবরণটী গিলেটাইন্ পদার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় অকৃত্রিম ডিম্বের সহিত এই কৃত্রিম ডিম্বের স্বাদের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না এবং বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অকৃত্রিম ডিম্বের অপেক্ষা ইহার বল-প্রদায়ক গুণ কিছু মাত্র কম নহে। অকৃত্রিম ডিম্ব অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায় এবং পড়িলে চূর্ণ হইয়া যায়; কৃত্রিম ডিম্বের এই দুইটী দোষ নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসে এই ডিম্ব লোকে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। নিউইয়র্ক-নগরের একটী কারখানায় প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার কৃত্রিম ডিম্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।*

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ২ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৩ ॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার।৩।

অরিষড়্বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৫ ॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময়।৪।

পিতা মাতা গুরুঃ পত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৫ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময়।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যঞ্চোঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৭ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৮ ॥

'আহা! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন।৮।

অদ্বৈতভক্তিসূত্রেণ বদ্ধা যত্র গৃহে জনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃপ্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ৯ ॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১০।

(ক্রমশঃ)

* পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের সুযোগ্য ছোট লাট সার্ ষ্টিওয়ার্ট বেলী তাঁহার সময় পূর্ণ না হইতেই পদ ত্যাগ করিতেছেন। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তিনি এদেশ ছাড়িয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

২। সিবিল ডাক্তার ১২ জনের পদ শূন্য হয়, পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে পরীক্ষার ফলে বি, জে, সিংহ এবং বি, ডি, বসু চতুর্থ ও দ্বাদশ স্থানীয় হইয়াছেন।

৩। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের ৫৭ বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল্ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দ্যো, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। রাজার স্মরণার্থ কিছু করিবার জন্য একটী সমিতি ৫ বৎসর গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইয়াছে।

৪। বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ উপযুক্তরূপ আয়োজন হইতেছে না। এজন্য সাধারণের চাঁদা দান আবশ্যক হইয়াছে।

৫। শিখদিগের এক কলেজ স্থাপনার্থ পাতিয়ালার মহারাজা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। আমরা শুনিতেছি রুসিয়ার যুবরাজ আগামী জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

৭। লণ্ডন নগরে ১৮০০ স্ত্রীলোক নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদ পত্রের সাহায্য করিয়া থাকেন।

বামারচনা।

হতাশের আক্ষেপ।

১

কেন হেন অকস্মাৎ—
হৃদয় আমার এত ব্যথিত হইল ?
হৃদয় ভিতরে কেন
জ্বলন্ত অনল হেন
নিরবধি হু হু করি পুড়িতে লাগিল ?
নিভালে নিভেনা হায়,
আরো যেন বেড়ে যায় ;
মানে না প্রবোধ কোন, কি দায় হইল?
কেন অকস্মাৎ মম এ দশা ঘটিল ?

২

কেন কিসের কারণ
করিতেছে হু হু মম হৃদয় মাঝেতে ?
ভীম দাবানল প্রায়,
এ হৃদয় জ্বলে যায়,
কিসের কারণ কিছু না পারি বুঝিতে।
কিবা দিবা কি নিশীথ,
সততই মম চিত্,
প্রজ্বলিত হুতাশনে লেগেছে পুড়িতে,
কিসের কারণ কিছু না পারি বলিতে।

৩

হায় কি বলিব আর—
দেখাবার হ'ত যদি তা' হলে এখন,
হৃদি উদ্ঘাটন করে,
দেখাতাম সকলেরে
হৃদয় ভিতরে দাহ হতেছে কেমন।
যে অনল হৃদে পশি,
জ্বলিতেছে দিবা নিশি,
কেহই দেখিতে তাহা পাবে না কখন;
কিন্তু দেখিছেন সেই ত্রিলোক-তারণ।

৪

হায় একি দশা হ'ল—
কেন মম মন হ'ল হেন উচাটন?
রজনী দিবা সমান,
কেঁদে সদা উঠে প্রাণ,
বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ!
না জানি কেন গো হায়,
অন্ধকার কারা-প্রায়,
আমার মনেতে বোধ হতেছে ভবন।
অকস্মাৎ কেন মন হেন উচাটন!!

৫

জানি নাত কিছু আমি—
আচম্বিতে হেন ভাব হ'ল কি কারণে?
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি,
কিছুতে সন্তোষ আর হতেছে না মনে।
কিছুই লাগে না ভাল,
পূর্ব্বে হায় যে সকল,
উত্তম বলিয়া আমি ভাবিতাম চিতে,
এবে বিষতুল্য বোধ হতেছে আঁখিতে।

৬

দেখ কিবা মনোহর—
আজি এ পূর্ণিমা নিশা কেমন সুন্দর।
নির্ম্মল গগন পরে,
তারাগণে সঙ্গে করে,
উদিয়াছে কুমুদিনী-কান্ত শশধর;
দেখ কিবা মনোলোভা,
হয়েছে ইহার শোভা,
এ শোভা দর্শনে সবে পুলক-অন্তর;
আমার নিকটে কিন্তু নহেত সুন্দর।

৭

ফিরে দেখ আর বার—
বহিছে মলয়ানিল শীতল কেমন?
কুসুমে কুসুমে ফিরি,
সুগন্ধ বহন করি,
বিতরণ করিতেছে সবার সদন।
শীতল পরশে এর,
যুবা বৃদ্ধ সকলের
সুশীতল হইতেছে সন্তপ্ত জীবন;
আমার সন্তাপ কিন্তু করে না হরণ।

৮

হায় পূর্ব্বের মতন—
কিছুই না দেখি আমি সুন্দর তেমন;
সুমিষ্ট সুধার ধারে,
বিহঙ্গম গান করে,
তাহাতেও নাহি মম জুড়ায় শ্রবণ!
হেন ভাব হ'ল কেন,
জান কি হে কোন জন?
(অথবা) বুঝিনা যখন আমি আপনার মন,
কেমনে জানিবে তাহা বল অন্য জন?

৯

যদিও না বুঝি আমি—
তথাপি কারণ কিছু আছয়ে ইহার ;
নতুবা বলগো কেন,
আমার হৃদয় হেন,
মিছামিছি হু হু করি পুড়ে অনিবার ?
কারণ নহিলে হায়,
কোন কার্য্য নাহি হয় ;
তাই বলি কোন হেতু আছয়ে ইহার
জানেন সকলি সেই বিশ্ব সারাৎসার।

১০

হে বিভো করুণাময় !
যে অনলে দিবা নিশি জ্বলিছে পরাণ,
সকলি ত আছ জ্ঞাত,
অতএব ওহে তাত,
দুঃখিনীর প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি দান ;
হৃদি পুড়ে হ' ল ক্ষার,
সহিতে পারি না আর,
কৃপা করি এ অনল করহে নির্ব্বাণ,
তাপিত হৃদয়ে পিতঃ ! কর শান্তি দান।

শ্রীনী—

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

(গতবারের শেষ।)

৭

কার খাও কার পর বুঝেও তা বোঝ না,
কহিতে জনমে লাজ
ধরেছ কি নব সাজ,
হলে কি অপূর্ব্ব জীব, একবারো ভা'বনা!
বাতাস, আগুন, জল,
তাও পর-করতল !
দেশের উন্নতি লাগি তবু সাধ বাসনা !—
আমরাও সাধিব কি এই মহা সাধনা ?

৮

এমন করিয়া কোথা কে মানুষ হয়েছে,
আপনারা ছেড়ে হাল,
পরের উপরে গাল,
এমন সুবিবেচনা কারা কবে করেছে ?
নাহি জানি কোন গ্রহ
হইয়াছে প্রতিগ্রহ,
না জানি কার এ শাঁপ হাড়ে হাড়ে লেগেছে,
বিশ কোটী প্রাণ তাই জড়পিণ্ড হয়েছে !

৯

আর কেন ডা'ক আজি কেবা আছে বাঁচিয়া !
তেজস্বিনী আর্য্যবালা
সে উজল মণিমালা,
একটি একটি করে পড়িয়াছে খসিয়া,
রাজস্থানে ধূলা শুধু
এখন করিছে ধূ ধূ,
অযোধ্যা হস্তিনা আদি শূন্য আছে পড়িয়া !—
সঞ্জীবন মন্ত্রে ফিরে উঠিবে কি জাগিয়া ?

১০

চল ভাই ! হরি স্মরি চল পথ দেখিয়ে,
ঢালিয়া স্নেহের ধারা
ফুটাও আঁখির তারা,
"বিশ্ব-সেবা মহাব্রত" দাও ভাই, শিখিয়ে ;
কোন্ রক্তে জন্ম ভাই,
ভুলনা, এ ভিক্ষা চাই,
আঁধারে আঁধারে ঘুরে গেছি পথ হারিয়ে
ভোঁতা কি মরিচা ধরা, দেখ দেখি মাজিয়ে।

প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

মিছে।

মিছে জগতের স্নেহ ভালবাসা,
মিছে হায়! নয়নের জল!
"আজ তুমি আছ জীবিত ধরায়
তাই, স্নেহ, মায়া, এইটুকু বল!
ছায়াবাজী খেলা এ যে রে জগত,
এ জীবন নিশার স্বপন!
ভাঙ্গিলে, কে তুমি কে তোমার হায়,
কোথা তব সাধের ভবন!
কেন বল তবে "আমার আমার"
এ যে, জাননা কি প্রবাসের মেলা?
দু'দিনের হেথা সুধু চেনা শুনা,
দুটী দিনে ফুরাইবে খেলা!
মহা যাত্রা কালে অজানা সে পথে
কে তোমার হইবে সহায়?
এসেছ গো একা, একা যাবে চ'লে
শূন্য প্রাণে লইয়া বিদায়!
এত যতনের তনুখানি আহা!
তাও, অনাদরে রহিবে পড়িয়া!
ভুলে ভালবাসা স্নেহ পরিজন
সুধু দেবে তায় অনলে স'পিয়া!
ভস্ম করি তোমা নিবিবে রে চিতা
হায়! চাহিয়াও দেখিবে না কেহ!
শুকাইবে অশ্রু, সমক্ষে আবার
হাসিবে রে বিষাদের গেহ!
শুধু, তুমি প'ড়ে র'বে শ্মশানেতে ছাই,
স্মৃতিহারা, স্বপন সমান!
এ জগতে এত— স্নেহ প্রণয়ের
এই সুধু শেষ প্রতিদান!

শ্রীপ্রমীলা বসু।

এই কি জীবন?

এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
মরুভূমে প'ড়ে শুধু প্রাণের দহন?
কত স্নেহ যত্নে ওরে, জননী লালন করে,
বুকে টানে প্রেমভরে সুখের স্বপন।
জনক উল্লাসে ভাসি,দেখে সে শিশুর হাসি
গালে ঢালে চুমা রাশি—সাধের রতন।
হায়! সখি! ইহার কারণ?
দেখে বড় দিদিগণে, গণিতাম মনে মনে
আমি আর কতদিনে হইব তেমন।
শৈশবের বাল্যভাবে, হইয়ে অস্থির যবে
ভাবিতাম কবে হবে ফুটন্ত যৌবন
সুখের কানন—ইহারি কারণ?
এল সে বাঞ্ছিত কাল, শরীরের ডাল পাল
বাড়িল মলয়াগমে শাখার মতন।
ছুটিল হৃদয়ে বায় আরো যে সঘন।
কই তার সুখ কোথা, আবার গুটায়ে পাতা
থাকিতে কতই হায়! করিনু মনন—
বৃথা আকিঞ্চন।
যৌবন ফুরালে যদি, প্রাণের চঞ্চল নদী
প্রবীণ শান্তির দেশে করিয়ে গমন—
পূরে এ জগতে তার মনের বাঞ্ছন।
এ ভাবি আকুল হয়ে,যেন দুই হাতে ব'য়ে
দিলাম অকালে তারে চির বিসর্জ্জন।
ইহারি কারণ?
কই হেথা শান্তি কই, শুধু জল থই থই,—
কোথা এ আশার শেষ—থামিবে গর্জ্জন?
সীমাশূন্য এ সংসার, অনন্ত এ পারাবার,
আমি তায় রেণুকণা সম এক জন।
কেন তবে এ লালসা, হৃদয়ের এ পিপাসা
শুধু কি সুতীক্ষ্ণ তীরে করিতে হনন?
তবে কি এসব আশা, পরাণের ভালবাসা
কোকিলের বাসা সম বৃথায় গঠন?
এই কি জীবন সখি! এই কি জীবন?
হবে না কি কভু হেথা আশার পূরণ?
কাঁদিয়ে জনমে জীব, কাঁদিয়ে মরণ!

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১০ সংখ্যা।	কার্ত্তিক ১২৯৭—নবেম্বর ১৮৯০।	৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্প বিদ্যালয়—ছোট লাট রঙ্গপুর শিল্প বিদ্যালয়ে (Technical Institute) মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেশে লোকের যেরূপ অন্নাভাব, স্থানে স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দান নিতান্ত আবশ্যক।

সংবাদ পত্র—পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ পত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহা ১৭০০০ গণিত হইয়াছে।

বি এ শিক্ষয়িত্রী—বেথুন কলেজের উত্তীর্ণা ছাত্রী কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির বেথুন কলেজে এবং কুমারী চক্রবর্ত্তী বিএ, অমৃতসরের আলেক্‌জান্ড্রা খৃষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

হিতকর কার্য্যে দান—ফারমজী কৌসাজী মাররুর নামক একজন ধনাঢ্য পারসী বণিক্ মৃত্যুকালে দাতব্য কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসক—ইংলণ্ড হইতে দুই জন লেডী ডাক্তার আসিতেছেন। কুমারী বম্বার তন্মধ্যে একজন, তিনি ডাক্তার বিলবীর বিদায় কালে লেডী আচিসন হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয়া কুমারী গ্রাহাম কুমারী কোটের স্থানে রেঙ্গুণ মাতৃ-হাঁস-পাতালে কার্য্য করিবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বার্দ্ধক্য—মহারাণী বিক্টোরিয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে-ছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বসন্তকালে তাঁহার জর্ম্মণি ভ্রমণের মানস আছে। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করিয়া রাখুন।

ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা—পৃথিবীতে

প্রায় ১৪৫ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ৪৫ কোটী খৃষ্টান, ৩৯ কোটী কংফুসের মতাবলম্বী, ১৯ কোটী হিন্দু, ১ কোটী ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১৫ কোটী জড়োপাসক, ১০ কোটী বৌদ্ধ, ২ কোটী ২০ লক্ষ সিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বী, ৮০ লক্ষ ইহুদী, ১০ লক্ষ পারসী।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা—ব্রহ্মদেশে ১৭৬টী বালিকা বিদ্যালয়ে ২ হাজারের অধিক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, এ সংবাদে কেনা আনন্দিত হইবেন?

মণিপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের বংশধর মণিপুরের মহারাজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি হত হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন।

কৃষ্ণানদীর উপর সেতু—হুগলীর উপর যেমন জুবিলী সেতু, কাশীর গঙ্গার উপর ডফারিণ সেতু এবং শক্করে সিন্ধুর উপর লান্সডাউন সেতু হইয়াছে, কৃষ্ণানদীর উপর সেইরূপ একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইবে।

রুসীয় যুবরাজের দেশ ভ্রমণ—যুবরাজের বয়স ২২ বৎসর। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত এই নবেম্বর মাসে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারত, চিন, জাপান ও আমেরিকা পরিদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

গোহত্যা নিবারণ চেষ্টা—ভারতের কয়েকটী দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্‌যোগে তথায় ভারতে গোহত্যা নিবারণার্থ এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের জন্মস্থান মক্কা হইতে এই সাধু চেষ্টা হইলে অনেক সুফল দর্শিতে পারে।

সংবাদপত্র ও নারীগণ—লণ্ডনে সংবাদ পত্রের সহিত সংসৃষ্ট ১৮০০০ রমণী আছেন। তথায় সংবাদপত্র লেখা শিখাইবার জন্য একটী স্ত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতি বর্ষে ২০০ ছাত্রী শিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন।

বাল্য বিবাহ—বাল্য বিবাহের কুফল নিবারণার্থ সমুদায় ভারত ব্যাপিয়া বিশেষ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজ এবং মধ্য ভারতের মুসলমান সমাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট আইনের শাসন প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় ভদ্র মুসলমান সমাজে একটী সুপ্রথা আছে, তাহাদের মধ্যে কন্যা অল্পবয়সে বিবাহিত হইলেও যত দিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন স্বামিগৃহে প্রেরিত হয় না।

লক্ষ্ণৌয়ের স্ত্রী ডাক্তার বিবী ম্যানসেল ও ৫৫টী স্ত্রী ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন, ১৪ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে স্বামীর ঘর করিতে দেওয়া উচিত নহে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শীঘ্র কোন প্রকার আইন করিবেন। সমাজ-হিতৈষীগণ এই বেলা সমাজের কুরীতি সংশোধনে সচেষ্ট হউন্।

সহধর্ম্মিণী।

স্ত্রীর জায়া ও পত্নী প্রভৃতি অনেক গুলি নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম সহধর্ম্মিণী। এই নাম কেন হইল? তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী সার উপদেশ লব্ধ হয়। "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই পাঠক পাঠিকার মনে হঠাৎ যে অর্থের উপলব্ধি হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করি নাই—অর্থাৎ এই প্রবন্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতার কোন কথা বলা হইবে না এবং পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের উপকারিতাও প্রদর্শিত হইবে না।

নামটী শাস্ত্র মূলক। শাস্ত্রকারগণ যে অভিপ্রায়ে ঐ নাম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, সে অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। অল্প অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, চিত্তক্ষেত্র জ্বলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হয় না। ধর্ম্মকার্য্য সকল পবিত্র প্রীতিবীজের শুভময় ফল। সুতরাং তদুদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ বিধি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন —"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" স্ত্রী স্বামিকৃত ধর্ম্ম কর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী হন। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,— "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলৈঃ সমা।" পুরুষ স্ত্রীর সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রীরা সহজে পুরুষকৃত ধর্ম্মের ফলভাগিনী হয়, ইহা দেখিয়া ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। কেবল পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে যথার্থ সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করা ও করান যায় না। কিরূপ শিক্ষায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়? এবং স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত? তাহা আমাদেরই শাস্ত্রকারগণের পুস্তক মধ্যে লিখিত আছে। দক্ষদুহিতা সতী ও গিরিরাজকন্যা উমা, ইহাঁরা ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইতে অনিচ্ছুক হন নাই, এক দিনের জন্যও কষ্ট বোধ করেন নাই। দানব-দুহিতা শচী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়তমা গৃহিণী হইয়া সপ্ত স্বর্গের ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কেহই সে সময়ে পাতাল প্রবেশ করিয়াও নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দিষ্ট এই দুইটী আখ্যায়িকার মধ্যে যথেষ্ট সহধর্ম্মিণীত্ব শিক্ষার উপায় উপদিষ্ট আছে।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে ঐ দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও। স্ত্রী যাহাতে বুঝিতে পারে ও বিশ্বাস করে, "মা, বাপ, ভাই, ভগিনী ইহাঁদের সম্পদ, বিপদ, আমার সম্পদ, বিপদ নহে। স্বামীর সম্পদেই আমার সম্পদ, স্বামীর বিপদেই আমার বিপদ। বাপের বাড়ী বাড়ীই নহে; শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।" তাহার চেষ্টা কর। ক্রমে দেখিবে, তোমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য অধিকার করিতে সমর্থা হইবে।

আর একটী শিক্ষা আছে, তাহাও শাস্ত্রমূলক এবং উহা তোমারই অধীন। শাস্ত্রটী প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে,— "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু করিবে, সমস্তই স্ত্রীর সহিত এক যোগে করিবে। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া তাহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিও। সে বুঝুক বা না বুঝুক বলিতে ও গল্প করিতে অবহেলা করিও না। মনেও স্থান দিও না যে, সে তোমার কথা বুঝিবে না। সে ত বালিকা, তাহাতে আবার লেখা পড়া জানে না, তাহার সহিত আর কি কথা বলিব, এরূপ ভাব যেন তোমার মনে কথনও স্থান না পায়। যখন যা মনে আসিবে, তখন তাহাই বলিবে। ক্রমে দেখিতে পাইবে যে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত কথার উদ্দেশ্য বুঝিতেছে এবং সময়ে সময়ে তোমার শত শত পুস্তক পাঠের ফল স্বরূপ ব্যাবহারিক জ্ঞানের মধ্যে লুক্কায়িত দুই একটী ভুল বাহির করিয়া দিতে সমর্থা হইয়াছে। এইরূপ সদ্ব্যবহাররূপ শিক্ষা অতি সাবধানে প্রদান করিতে হয়। অনৃতবাদী, ধূর্ত্ত ও নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর স্বামী এ শিক্ষার গুরু হইবার অনুপযুক্ত।

মহাগুরু স্বামী উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েকটী শিক্ষা দিতে পারেন; সেগুলিও শাস্ত্রমূলক। তাহার একটী এই—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"

শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিও। সমাদর ও যত্ন করিও। সময়ে সময়ে যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিও। অপরের সমক্ষে তাঁহার অত্যল্প ক্রটীরও উল্লেখ করিও না। ক্রটী দেখিলে মিষ্ট বাক্যে ক্রটীর অবস্থা বুঝাইয়া দিও। পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া সহজ নহে। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সম্মানের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সকল একত্রিত হইলে অর্থাৎ যত্ন সমাদর সম্মান ও গৌরব এ সকল যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে তাহার বলে সেই নবাগতা বালিকা তোমার সহধর্ম্মিণী পদ অধিকার করিতে চেষ্টিতা হইবেন। উল্লিখিত কয়েকটীর অনুষ্ঠান ব্যতীত নবাগতা বধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার উৎকৃষ্ট উপায়ান্তর নাই। উল্লিখিত

অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করিলে এবং উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত শিক্ষার মর্ম্ম তাঁহার হৃদ্বোধে আরোহিত করাইতে পারিলে, তখন সেই অনক্ষরা বালিকা তোমার প্রতি অনুরাগবতী হইবে, তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাহাও তখন বুঝিয়া লইবে এবং আপনার মনকে তোমার মনের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। যখন এতদূর অগ্রগামিনী হইবে, তখন আর সে তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলা হইবে না, কাম্য কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবে না, বরং তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের সহায়া হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য সাধন করিবে।

উদাসীনের চিন্তা।

উপদেশ এবং জীবন।

একদিন কোন রমণী বলিলেন "দেখুন ক—বড় মুখরা হয়ে চল্ল, ঝি চাকরের সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া থাকে, আমি খুব শাসন করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। বলুন, কি উপায়ে ইহাকে ভাল করি"। আমি তখন কন্যাটীকে নিকটে ডাকিয়া সুমিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিলাম, তৎপরে স্বভাব সংশোধন জন্য উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে আবার সেই রমণীই কোন দোষের জন্য চাকরকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। ক—ও সেখানে দাঁড়াইয়া মায়ের সে ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি তখন বুঝিলাম কেন মুখরা হইতেছে। আমি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম" দেখুন আপনার মেয়ের স্বভাব কখনও ভাল হইবে না। আপনি যদি দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে, সন্তানগণ কখনও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে না। আপনি আপনার স্বভাবের সংস্কার করুন, দেখিবেন সন্তানদিগের জন্য বড় একটা ভাবিতে হইবে না।" এই কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন "আমাকে সমস্ত গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। আপনি চাকরদিগের স্বভাব বিলক্ষণ জানেন। তাহারা উপযুক্তরূপে শাসিত না হইলে কর্ত্তব্য করিতে চায় না। যদি তাহাদিগের অলসতার জন্য তাহাদিগকে কিছু না বলা যায়, তাহা হইলে গৃহকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। আমি যদি একটু শিথিল হই, এবং চাকরদিগকে কিছু না বলি, তাহা হইলে অনেক কাজ পড়িয়া থাকে। কিন্তু ক—কে আরত তাহা করিতে হয় না, তবে কেন সে এরূপ দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিবে? আমি তখন

বিষম সমস্যায় পড়িলাম। একদিকে দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠনের বিঘ্ন এবং মায়ের চরিত্র দোষ, অন্যদিকে গৃহকার্য্য সম্পাদনের বাধা এই উভয় সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহারই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন ভৃত্যদিগকে শাসন করিতেই হইবে, কিন্তু রূঢ় ভাষায় তিরস্কার না করিয়া অন্য উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে কিনা? কিছু অর্থদণ্ডই আমার নিকট প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ভৃত্যগণ অল্প বেতন পাইয়া থাকে, এইরূপ অর্থদণ্ড হইলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে কেন?

এদেশে শিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের কাজ পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ভৃত্যদিগের কাজের অভাব নাই, সুতরাং তাহারা কাজ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য একটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না। তিরস্কার অনেক ভৃত্যের পক্ষে জল ভাতের ন্যায় সাধারণ, কিন্তু অর্থদণ্ড তাহারা সহ্য করিতে পারে না। যাহাদের নিকট তিরস্কার জল ভাত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেও কোন ফল হয় না। অথচ সন্তানগণ অনুকরণ করিয়া মুখরা হইয়া পড়ে এবং যিনি সর্ব্বদা এরূপ তিরস্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারও ক্রোধ প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং বহুদোষের আকর এই তিরস্কার করার অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে ভৃত্যদিগকে শাসন জন্য অর্থদণ্ড করিয়া সময় সময় ক্ষমা করিলে কোন দোষ জন্মিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আর কি কি সদুপায় হইতে পারে, তাহা বিচক্ষণ গৃহস্বামী ও গৃহিণীর চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(গত বারের শেষ।)

স্বামীর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বামীর স্বাস্থ্য সুনিয়মে রক্ষা হয়, অতিশ্রমে কি হীনশ্রমে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি স্বাস্থ্যহীন না হন, স্ত্রী সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। এখনকার অনেক যুবক মানসিক শ্রমের অনুরোধে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অমনোযোগী, ইহারই ফলে রোগগ্রস্ত, অল্পায়ু প্রভৃতি হইয়া দারুণ দুর্ঘটনা ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন, তবে এরূপ হইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া উপস্থিত বিষয়টী শেষ করিতে পারি না। স্ত্রী স্বামি-প্রদত্ত সদুপদেশ সকল যথা নিয়মে

পালন করিবেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বদা বাধ্যতা দেখাইবেন। যে কার্য্যে স্বামী প্রীত হন, সে কার্য্য সাধন করিবেন। স্বামীর হৃদয় মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন। বিবাহ ক্রিয়া ধর্ম্মমূলক। অতএব স্বামীর জন্য ধর্ম্মার্থে স্ত্রী সকল কষ্টই অকাতরে সহিবেন। স্বামী স্ত্রীর প্রভু, শিক্ষক ও বন্ধু। স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি সম্মান ও প্রীতি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। স্ত্রী, স্বামীর এরূপ আনন্দদায়িনী হইবেন যেন সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর হৃদয়ে সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে পারেন।

পরিবারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনগণও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মানভাজন। তাঁহাদিগের আদেশ পালন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বিনীতভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সেকালে "বৌমা" ঘরে আসিলে শাশুড়ী আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। "বৌমা" তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। কিসে তাঁহারা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবেন, কিসে তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন হইবে "বৌমা" দিবারাত্রই প্রায় সেই ভাবনা ভাবিতেন। আজি কালি বিলাসিতার ছড়াছড়ির দিনে "বৌমা"র অত ত্যাগস্বীকার হইয়া উঠে না। আজ কাল "বৌ" ভাবেন, তাঁহার বয়সে অমন নরম হাত দিয়া মাটীর কাজ, আগুণের কাজ, যত ছোট লোকের কাজ, সেতো হইতেই পারে না। তার উপরে আজিকার দিনে মাথায় সিঁথি কাটিয়া দুপাশের চুলে পেথম ধরাইয়া একটু সুগন্ধি এসেন্স গায়ে মাখিয়া যে বেড়াইতে না পারিল, যে বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিয়া তরুণ বয়সে জলের ঘড়া কাঁখে তুলিল, তার জীবনই বিফল! ওসব কাজ একদিন অশিক্ষিতা, অহৃদয়া, ভ্যানভেনে, পাকা চুলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীরই সাজে (!!) "বৌমা" কাজে কর্ম্মে আমার মত হউক, এই চাহেন শাশুড়ী; আর ময়ূর পাখীটীর মত সাজ গোজ করিয়া বেড়াইব, এই চাহেন বৌমা! ইহার জন্যেই এখনকার দিনে শাশুড়ী বৌয়ে এত অবনীয়। ইহার জন্যেই পুত্রবধূ "সহুরে মেয়ে" হইলে শাশুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট! বধূ যদি ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে শ্রমশীলা ও সেবাপরায়ণা করিতে পারেন, তবে এ অশান্তি দুদিনেই ঘুচিয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বতন মহিলাগণের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা আমাদের মত দু'পাতা বই পড়িতে ও দু'কলম হাতে লিখিতে না পারিলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহাদের শ্রমশীলতা, প্রাণপণে শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভাশুর-পত্নী, জ্যেষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতিও গুরুজন, তাঁহাদের প্রতিও গুরুজনের

ব্যবহার করা উচিত। দেবর, কনিষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতি বয়ঃকনিষ্ঠ ও সম্পর্ককনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিবেন। যে ভাবে নিজের কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীকে দেখিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইভাবে দেখিতে হইবে।

পারিবারিক বন্ধনের মূলমন্ত্র ভালবাসা। যিনি যে প্রকৃতির লোকই হউন, একজন যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসে, তবে তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়াই থাকিতে পারেন না। যদিও দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সে অতি অল্প। আমরা ব্যক্তি বিশেষের কথার উল্লেখ করিতেছি না। সাধারণতঃ ভালবাসা দিলেই পায়। তাই বলিতেছি, ভগিনি! তুমি তোমার গৃহের সকলকেই ভালবাসিতে শিখ, ধৈর্য্য ও নম্রতা তোমার কণ্ঠভূষণ হউক, তুমি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা চক্ষু না রাখিয়া পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাও, দেখিবে তোমার সংসারে কখনই বিরক্তি আসিবে না।

রমণী প্রিয় বাক্যে ও বিনম্র ব্যবহারে গৃহের সকলকে বশীভূত করিবেন। উদ্ধতস্বভাবা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীলোক সংসারের চক্ষুশূল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি যদি অপ্রিয়বাদিনী ও উদ্ধতস্বভাবা হন, তবে কখনই সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের তৃতীয় কর্ত্তব্য। গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। মানবের সকল সুখ ও আরামের স্থান গৃহ। সে স্থানটী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, ক্ষুধার সময়ে আত্মীয়স্বজনকৃত সুস্বাদু আহার্য্য পাওয়া যাইবে, তৃষ্ণার সময়ে তাঁহাদিগের প্রদত্ত সুবাসিত সুনির্ম্মল পানীয় পাওয়া যাইবে, পরিশ্রান্ত হইলে শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে, রোগের সময়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা মিলিবে, ইত্যাদি সুখ ও আরাম সকলেরই প্রার্থনীয়। গৃহের স্ত্রীলোকেরা অলস বা গৃহকর্ম্মে অপটু হইলে সেখানে কখনই কেহ উপযুক্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, এবং সুখ ও আরামের আকর স্থান গৃহই কত বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইতে থাকে! ইহা প্রতি স্ত্রীলোক স্মরণ রাখিবেন।

গৃহকর্ম্মে সহরবাসিনী অপেক্ষা পল্লিগ্রামস্থা স্ত্রীলোকেরা অনেক শ্রেষ্ঠ। বাল্যকালে গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত না হওয়াই সহরবাসিনীদিগের গৃহকর্ম্মানভিজ্ঞতার মূল। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাঁহারাও যে অল্পদিনে গৃহকর্ম্মে সুদক্ষতা লাভ করিতে পারেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্যেক রমণী আলস্যবিরহিতা হইয়া যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া সকল প্রকার গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। কি করিয়া গৃহ সুনিয়মের অধীন রাখা যায়, কি করিয়া গৃহকর্ম্মে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়, কিরূপে কোন্ কর্ম্ম

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সাধিত হয় এইগুলি অগ্রে শিক্ষা ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গৃহকর্ম্ম "আপদ বালাই" বোধ হইবে না। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ আছেন যে গৃহকর্ম্মের ন্যায় বিরক্তিজনক আর কিছুই দেখেন না। ইঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে হাসিকান্না দুইই আইসে। আমরা এক বঙ্গীয় ধনী পরিবারের কথা শুনিয়াছি, যে দিন তাঁহাদের পাচক পাচিকা অনুপস্থিত থাকে, সে দিন ঘরে উনান জ্বলে না, বাজারে জল খাবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সকল ক্রীত জিনিস যদি কোন রকম খারাপ হয়, তবে সকলে মিলিয়া খাঁটি উপবাস করিতে বাধ্য হন! এই পরিবারে চারি পাঁচটী স্ত্রীলোক আছেন, (সৌভাগ্যেই হউক আর দুর্ভাগ্যেই হউক), ইঁহারা গৃহকর্ম্মকে বাঘের ন্যায় ভয় করেন, তাই এমন দশা হইয়াছে! যদি অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঘরে এই রকম গৃহলক্ষ্মীগণ আবির্ভূত হন, তবে যে কি অবস্থা হয়, শুধু গৃহ নয় দেশের অবস্থাও কি হয়, আমাদের সকলেরই তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

সুকন্যা, সুভগ্নী, সুমাতা ও সুগৃহিনী হওয়াই নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান শিক্ষণীয়। সকল বিবাহিতা স্ত্রী সুভার্য্যা হইয়া সময় যাপন করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সুমাতা ও সুগৃহিনী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন হইবেক।

প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমরা মহাভারতের দান ধর্ম্ম হইতে ভার্য্যাধর্ম্ম বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না:—

"অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্যাপ্য পতিনা সহ॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত, যিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন, এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া দেবারাধনা করেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

এই উপদেশ বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে অমূল্য। তিনি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া যথাসাধ্য ইহা প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দু গৃহে সাধারণতঃ বালিকা বিবাহই প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যগুলি যে কিরূপ গুরুতর ও বালিকাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া যে কিরূপ কঠিন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রত্যেক অভিভাবিকার কর্ত্তব্য যে বালিকাদিগকে এই সকল বিষয় যথোচিত শিক্ষা দান করেন। তাহা হইলে তাহারা অবশ্য শিখিতে পারিবেক। এ দেশীয় বালিকাদিগের প্রকৃতি যেরূপ মৃদু ও কোমল, তাহাতে এরূপ আশা বোধ হয় "অসঙ্গত" নহে।

দেশাচার।

৪র্থ সংখ্যা।

প্রাচীন গ্রীসের আচার ব্যবহার—ইহারা ক্রীড়া বা ব্যায়াম বড়ই ভালবাসিত। সরকারী ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামাভ্যাস ইহাদিগের প্রধান ক্রীড়া ছিল। সরকারী ব্যায়ামশালা এইরূপে নির্ম্মিত হইত; প্রথমতঃ একটী প্রশস্ত স্থান প্রাচীর দ্বারা আবৃত করিয়া তন্মধ্যে একটী চতুষ্কোণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। উহার মধ্যে মধ্যে তরুশ্রেণী থাকিত ও স্থানে স্থানে উহা স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইত। এই অট্টালিকায় স্নানাগার ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানও থাকিত। এথেন্স নগরে এইরূপ তিনটী ব্যায়ামাগার ছিল। উহার নাম "একাডেমী", "লিসিয়ম্" ও "সিনোসার্গিস্"।

যুবকেরা অষ্টাদশ বৎসরের পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র স্থানে ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সরকারী ব্যায়ামাগারে বালকেরা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক থাকিত। ভবিষ্যতে কাহারও সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে বিবেচনামত স্বতন্ত্র ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হইত। অপরাহ্ণে এই ব্যায়ামাগারের বারাণ্ডাতে ক্রীড়া দেখিতে ও তর্কবিতর্ক করিতে অনেকানেক দার্শনিক, তার্কিক, পণ্ডিতগণ আসিতেন; তজ্জন্য বিস্তর লোকও জমিত।

হেঁয়ালীর উত্তর দেওয়া ইহাদের আর একটী আমোদ ছিল। যে ইহার ঠিক্ উত্তর দিতে পারিত, তাহাকে মিষ্টান্ন, ফুলের মালা ও চুম্বন উপহার দেওয়া হইত। আর যে ঠিক্ উত্তর দিতে অক্ষম হইত, তাহাকে জল না দিয়া খাঁটি মদ শাস্তিস্বরূপ পান করিতে হইত। "কোটাবস" নামক ইহাদিগের আর এক প্রকার খেলা ছিল, উহাতে একটী ছোট পাত্র একটী বড় পাত্রের উপর রাখিয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দিতে দিতে উহা নীচে পড়িয়া যাইত। আর এক প্রকার ক্রীড়া ছিল উহা কতকটা আমাদিগের শতরঞ্জ খেলার ন্যায়। মুরগী ও কোকিলের লড়াই সমস্ত গ্রীসে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ঘুটি খেলিত।

এই সমস্ত ছাড়া ছুটীর সময় ইহাদের আরও নানাপ্রকার ক্রীড়া ছিল। ইংরাজদিগের ন্যায় ইহাদিগের সপ্তাহে সপ্তাহে ছুটী ছিল না। ছুটীর এক একটী সময় আসিত, ঐ সময়ে একবারে ২।৩ দিন ছুটী হইত। ঐ ছুটীতে দেব দেবীর পূজা, বলিদান, তদনন্তর নৃত্য গীত, ভোজ, কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি নানারূপ আমোদ প্রমোদ হইত। এই সময়

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইত। গ্রীসে ৪টী প্রধান উৎসব ছিল। তাহার ২টী দুই বৎসর পরে, একটী ৩ বৎসর ও অন্য ১টী চারি বৎসর পরে পরে হইত। যে উৎসবটী চারি বৎসর অন্তর হইত, উহার নাম "ওলিম্পিক্"। অল্পাকারে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ এই মেলা বৃহদায়তন হইয়াছিল। প্রথমে এখানে দৌড়াদৌড়ী, ঘুসাঘুসী, ঘোড়দৌড়, রথ চালন, প্রভৃতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া পুরস্কার লাভ করা গ্রীকদিগের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার প্রার্থীরূপে যে সকল লোক মনোনীত হইত, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা করান হইত। "ওলিম্পিক্" মেলায় পুরস্কার পাইলে জনসমাজে শীঘ্রই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রধান্য স্থাপিত হইত। এমন কি কখন কখন উক্ত ব্যক্তি রাজকীয় প্রধানপদারূঢ়ও হইতে পারিত। যে গ্রামের লোকে পুরস্কার পাইত, তাহার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। বিজয়ী ব্যক্তিকে প্রথমে রথারোহণে রাজধানীতে যাইতে হইত, সেখানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ফুলের মালা প্রভৃতি তাহাকে উপহার দিতেন ও অভিনন্দন পত্রও প্রদান করিতেন। এই মেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণও আসিতেন। তাঁহারা দেবতার নিকট বলি দিয়া, সেই মাংসে ভোজ দিতেন। এই মেলাটী গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রধান আমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অন্য মেলা তিনটীর নাম পিথিয়ান্, নিমিয়ান্ ও ইস্থমিয়ান্ ওলিম্পিক্ মেলার ন্যায় সে সকল মেলাতে এত সমারোহ ছিল না; নাটকাভিনয় তাহাদিগের একটী প্রধান আমোদ ছিল। বৎসরে তিন চারিবার অভিনয় হইত। প্রত্যেক বার ৫।৬ দিন করিয়া থাকিত। প্রথমে ইহার জন্য টিকিটাদি ছিল না, পরে অধিক লোকের সমাগম হওয়াতে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের জন্য টিকিট হইয়াছিল। যাহাতে প্রতি বৎসর ভাল ভাল নাটক রচিত হয়, তজ্জন্য গ্রীসে একটী পুরস্কার দেওয়া হইত। সেই জন্য সময় সময় কবিদিগের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইত। দেশের ধনীলোকগণ অভিনেতাদিগের ব্যয়ভার বহন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক সময়।

৩৬ সূর্য্যা।

সূর্য্যা-প্রণীত ঋগ্বেদের অনুবাদ গত সংখ্যায় কতক প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ঋকৃগুলির অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর হইয়া সূর্য্যাকে গ্রহণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের এক খানি চক্র কোথায় ছিল? তোমরা পথ জানিবার উদ্দেশে কোন্ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলে? ১৫।

কালে কালে অগ্রসর হয়, এরূপ চক্র দ্বয়ই, বিখ্যাত আছে। ইহা স্তোতৃগণও জানেন। এ প্রকার গোপনীয় আর এক চক্র আছে। বিদ্বানেরা তাহা অবগত। ১৬।

সূর্য্যা ও দেবতাগণ, মিত্র ও বরুণ, প্রাণীবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন। ইহাঁদিগকে প্রণিপাত করি। ১৭।

এই শিশু যুগল, ক্ষমতা প্রভাবে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিচরণ করেন। ইহাঁরা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান। এক জন (চন্দ্র), ভুবনে ঋতুর ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার দেখিতেছেন। দ্বিতীয় (সূর্য্য), ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮।

সেই সূর্য্যা, দিবসের পতাকা (বিজ্ঞাপক); তিনি প্রতিনিয়ত অভিনব হইয়া প্রভাতের অগ্রে আইসেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র, দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন। ১৯।

হে সূর্য্যা! তোমার পতি ভবন-গমনোপযোগী শকটে সুচারু পলাশ তরু ও সুদৃঢ় শাল্মলী দ্রুম রহিয়াছে। ইহার মূর্ত্তি অত্যুত্তম; দীপ্তি, কণক সদৃশ। উহা উৎকৃষ্টরূপে পরিবেষ্টিত। উহার চক্র, মনোহর। উহা আনন্দ-ভবন। তুমি নিজ স্বামীর আলয়ে বহুল উপহার লইয়া যাও। ২০।

হে বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে উঠ। কেন না এই নারীর উদ্বাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্তুতি উচ্চারণ দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি ও নমস্কার করি। জনকাবাসে আর যে কোন কন্যা, উদ্বাহ-লক্ষণাক্রান্তা হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্নিধানে যাও। সেই কন্যা, তোমার ভাগস্বরূপ সমুদ্ভুত হইয়াছে। তদ্বিষয় জ্ঞাত হও। ২১।

বিশ্বাবসু! এই স্থল হইতে গাত্রোত্থান কর। তোমাকে প্রণাম করিয়া পূজা করিতেছি। অনূঢ়া, সুশ্রী, অপর কামিনীর সদনে গমন কর। তাহাকে পত্নী করিয়া পতির সহবাসকারিণী কর। ২২।

আমাদের বন্ধু বান্ধবেরা, যে পথ দিয়া পরিণয়ার্থ কন্যা প্রার্থনা করিতে গিয়া থাকেন, সেই মার্গ, যেমন নিষ্কণ্টক ও (সুগম) হয়। ভগ ও অর্য্যমা আমাদিগকে উত্তম রূপে লইয়া যাউন। দেবগণ যেন স্বামী স্ত্রী পরস্পর উৎকৃষ্ট ভাবে গ্রথিত হয়। ২৩

হে কন্যা! অভিরামাকৃতি সূর্য্যদেব, যে বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তোমাকে সেই বরুণের বন্ধন হইতে উন্মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাস-ভূমি-স্বরূপ, এই প্রকার স্থানে নির্ব্বিঘ্নে তোমাকে তোমার ভর্ত্তার সঙ্গে সংস্থাপিত করিতেছি। ২৪।

এই রমণীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অন্য স্থল হইতে নয়। অমর স্থানের সঙ্গে ইহাকে শ্রেষ্ঠভাবে গ্রথিত করিলাম। হে বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন শুভাদৃষ্টশালিনী ও সর্ব্বোত্তম পুত্রবতী হন। ২৫।

ভুজে ধারণ পূর্ব্বক পূষা, এ স্থান হইতে তোমাকে লইয়া চলুন। অশ্বিদ্বয়, তোমাকে রথে বহন করুন। ভবনে গিয়া কর্ত্রী হও। তুমি সকলের প্রভু হইয়া আপন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাক। ২৬।

এই স্থানে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইয়া তোমার আনন্দ প্রাপ্তি হউক। এই স্থানে সতর্ক হইয়া গৃহকর্ম্ম নিষ্পাদন কর, এই পতির সঙ্গে নিজ দেহের সম্মিলন কর। জরা অবধি তুমি আপন নিলয়ে প্রভুত্ব করিতে থাক। ২৭।

নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে। ইহাতে অনুভব হয়, কৃত্যার (অর্থাৎ পাপ দেবতার) আক্রমণ হইয়াছে। এই ললনার জ্ঞাতিবর্গ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার স্বামী, নানা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হইতেছে। ২৮।

সমল পরিধেয় পরিত্যাগ কর। স্তবপাঠক-কুলে বিত্ত বিতরণ কর। এই কৃত্যা, পাদযুক্তা হইয়াছে (চলিয়া গিয়াছে)। ভর্ত্তার সঙ্গে ভার্য্যা, এক হইয়া যাইতেছে। ২৯।

পতি যদি বধূর বসনে স্বীয় অবয়ব সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পান, তবে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, কান্তকায় হতশ্রী হইয়া পড়ে। ৩০।

(ক্রমশঃ)

পূজার ছুটি।

আবার কিরে আস্‌ল ফিরে পূজার ছুটির দিন?
(তাই) মহোৎসবে মাত্‌ল সবে যুবক প্রাচীন!
স্কুলের ছেলে দলে দলে চক্ বাজারে যায়,
সখের জিনিস্ কিন্‌ছে কত সাধ মিটেনা তায়।
কিন্‌ছে কেহ নূতন সার্ট কিন্‌ছে কেহ বুট,
বাড়ী যেয়ে পুরাণ থুয়ে পর্‌বে নূতন সুট।
উকিল মোক্তার আমলা সবাই বাড়ীর কথা কয়,
বছর পরে যেতে ঘরে কার্ না মনে লয়?
ডাক্তার বাবুর পসার গেল একটী রোগী নাই,
মাথাগুঁজে ভাব্‌ছে বসি আমি কোথা যাই?
মাষ্টার বাবুর হাড় জুড়াল বাঁচল কিছু কাল,
রাখালীর দায় এড়াল সে ঘুচিল জঞ্জাল।
দোকানদারে বিকিকিনি চল্‌ছে অবিরল,
শ্বাস ফেল্‌বে (সে) সময় নাহি কখন খাবে জল?
মির্চ্‌কিনেরা ডবল সুদে চাচ্ছে টাকা ঋণ,
টাকার খোঁজে ছুটাছুটি কর্‌ছে সারাদিন।
সখীনেরা চকে গিয়ে কিন্‌ছে ডাকের সাজ,
সাজাইবে প্রতিমারে বাড়ী যাবে আজ।
হাটে গিয়ে কলাকচু কিন্‌ছে কোন জন,
কুমড়া শশা কিন্‌ছে কেহ বুঝে প্রয়োজন।
মজা করে মাংস খাবে অজা কিন্‌ছে তাই,
পূজার আয়োজন বটে সন্দেহটী নাই।

মদের পিপা কিন্‌ছে কেহ আমোদ করা চাই।
কিছু নেশা না করিলে চল্‌বে কেন ভাই?
আতর গোলাপ কিনে কেহ কর্চ্চে বাবুয়ানা,
পুতের নাম 'চন্দন বিলাস' মা পায় না টানা।
হাকিমেরা বাড়ী যাবে পিয়ন খোঁজে নায়,
ষ্টিমার ঘাটা ঘুর্‌ছে কেহ কলের গাড়ী চায়।
'লগেজ' করি জিনিস্ পত্র আন্‌ছে তাড়াতাড়ি,
ভোর্ হয়েছে গাড়ী ষ্টিমার কখন যায় গো ছাড়ি?
নৌকা করে যাচ্ছে যারা দাঁড়ে দিচ্ছে টান,
নেয়ে মাঝি গভীর রেতে যুড়ে দিচ্ছে গান।
নৌকা এসে লাগ্‌ছে ঘাটে ছুটে আস্‌ছে খোকা,
বাবা বলে ডাক্‌লো যাই ঘুচ্‌ল মনের ধোকা।
আদর করি হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে তায়,
সোয়াগ ভরে বারে বারে মুখে চুমা খায়!
গিন্নী ঘরে ভেবে মরে কই আসিল পতি?
সকল জ্বালা দূর্ করিবে দেখে সে মূরতি।
না কহিতে এসে পড়্‌ল চোখে হল লাজ,
ঘোম্‌টা দিয়ে ঘরের গিন্নী বউ সাজিল আজ
আড়্ নয়নে পতির পানে তাকায় বার বার,
পোড়া পতি মুখ তুলিয়ে চায়না একটী বার।
অবশেষে ভেঙ্গে ফেলি লজ্জা অভিমান,
সুধাইলা কিসে হলে এত কঠিন প্রাণ?
গিন্নী গেলা রান্না ঘরে উচাটন মন,
খায়নি পতি কর্‌ছে ত্বরা পাকের আয়োজন॥

বিবাহ।

কৃতবিদ্য যুবকগণের মুখে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে অনেক প্রকার আন্দোলন শুনা যায়। কেহ প্রশ্ন করেন, স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? অন্যে জিজ্ঞাসা করেন, বিবাহ প্রথার মূল কি? আবার অনেকেরই মুখে শুনা যায়, আমাদের দেশে যে কেহই অবিবাহিত থাকেন না, ইহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরা এরূপ কোন আন্দোলন তুলিতেছি না। আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারগণ বিবাহ কার্য্যকে সংস্কার সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহ প্রধান সংস্কার। বিবাহকার্য্য সংস্কার কেন? তাহারই যৎকিঞ্চিৎ এই প্রস্তাবে সমালোচিত হইবে।

দোষ পরিশোধন ও সংস্কার সমান

কথা। বিবাহে দোষ পরিশোধন হইতে দেখা যায়, সেই কারণে বিবাহ এতদ্দেশের প্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য। বিবাহের দ্বারাই মানবের স্বার্থ বুদ্ধি পরিশোধিত হয়, হইয়া তাহা পরার্থের সহিত একীভূত হয়। স্বার্থকে পরার্থে মিশাইয়া দেওয়ার জন্যই বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং তাহাই বিবাহ শব্দের মুখ্যার্থ বা পূর্ণ লক্ষণ। অতএব বিবাহকার্য্যটী স্বার্থ পরার্থের সামঞ্জস্য বিধায়ক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। কথাটী সূত্র সদৃশ বলিয়া একটী বিস্তীর্ণ টীকা রচিত হইতেছে।

টীকা।

মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী যে মানব জাতির সম্বন্ধে স্বাভাবিক, তাহা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বেদান্তবাদীরা অশেষ বিশেষ প্রকারে ঐ কথা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,সমুদায় জগতের কেন্দ্র অহং বিন্দু। আমিই সব, আমি ছাড়া কিছু নাই। আমি চক্ষু মেলিলে সৃষ্টি, আমি চক্ষু মুদিলে প্রলয়। আমি যে পুত্র কলত্র ভাল বাসি তাহা আমারই জন্য, পুত্র কলত্রের জন্য নহে। আপনারই পরিতৃপ্তির জন্য, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নহে। আমি আমারই জন্য দান ধর্ম্মের ও দয়াধর্ম্মের বশ্য হই, অন্যের জন্য নহে। আমি দুঃখীর দুঃখ মোচন করি; রোগীর রোগ অপনয়ন করি সত্য; করি কেন? না, না করিলে আপনার দয়া বৃত্তি আপনাকে ক্লেশ দেয়। (দয়া-পরদুঃখ বিনাশের ইচ্ছা) সেই জন্যই করি, অর্থাৎ সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই করি। এইরূপ ও অন্যরূপ প্রত্যেক ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ কর, দেখিতে পাইবে, আমিই সর্ব্বোপরি এবং জগৎ আমার নিম্নে বা অধঃস্থ। আমিই এক মাত্র ভোক্তা, জগৎ আমার ভোগের উপকরণ মাত্র। বলিতেছিলাম, মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর এবং সেই স্বার্থপরতা ধর্ম্মটী তাহাদের স্বাভাবিক।

যে জন্য মনুষ্যকে স্বার্থপর বলা হইল, তাহা বোধ হয় বুঝান হইয়াছে। কি জানি, যদি না হইয়া থাকে, সুতরাং ভয়ে ভয়ে এতৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। ভাবিয়া দেখ, মানবমনে আপনার সুখ দুঃখ যেরূপ দৃঢ় সংলগ্ন হয়, অন্যের সুখ দুঃখ কখনও সেরূপ হয় না। পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় সত্য; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেরূপ ক্লেশ এবং তজ্জন্য যদ্রূপ ব্যস্ততা উপস্থিত হয়, পুত্র কলত্রাদির মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহার শতাংশের একাংশ হয় কিনা সন্দেহ। গৃহ দাহ, নৌকা জলমগ্ন হওয়া, অকাণ্ড বাত্যাগম অর্থাৎ প্রবলতর ঝড় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ—এইরূপ এইরূপ সঙ্কট সময়ে স্বার্থপরতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। জননী আত্ম-ত্রাণার্থ স্বীয়

ক্রোড়স্থ শিশুকে মৃত্যু মুখে নিপাতিত করে, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে!! যে সকল লোক উদ্বন্ধন-মৃত হয়, নানা উপায়ে আত্ম-হনন করে, আমরা সেই সকল বিকারা-বিষ্ট লোকের কথা বলিতেছি না, এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জ্বলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন, সহাস্য আস্যে স্বীয় শরীর ক্রকচ দ্বারা দ্বিধা করিতে-ছেন, গাত্র মাংস উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক শ্যেন-পক্ষীর তৃপ্তি উৎপাদন করেন, সেই সকল পুরাণবিখ্যাত নররূপধারী দেবতার কথাও বলিতেছি না। সমাজ মধ্যে সচরাচর যে সকল নরনারী বাস করেন, আমরা তাঁহাদিগেরই কথা বলিতেছি। তাই আবার বলি, মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতায় জগতের ও সমাজের হিত হইতেছে কি আহত হইতেছে, সে বিষয় আমাদের এই বিবাহ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। এ স্থলে এই টুকু দেখান উদ্দেশ্য যে, মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতা অত্যন্ত বল-বতী।

মনুষ্য সাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতার যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য আছে সত্য; কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে মনুষ্য তাহা ভাল বাসে না, প্রত্যুত তাহা ঘৃণার্হ বোধ করে। কোনও মনুষ্য উহার সম্পূর্ণ অধীন হইতে ইচ্ছা করে না এবং প্রায় সকল ব্যক্তিই স্বার্থপরতার নিন্দা ও স্বার্থ শূন্যতার প্রশংসা করেন। "অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাও-য়ায়," "অমুক আপনার হিত না দেখিয়া কেবল পরের হিত দেখে।" এই সকল কথা শুনিলে যখন মনোমধ্যে আত্মপ্রসাদ আইসে এবং সেই সেই ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বার্থশূন্যতা অপ্রবল হইলেও তাহা প্রশংসনীয়। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব স্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে, আবার এক দিক্ হইতে স্বার্থ শূন্যতা আসিয়া তাহার অন্য দিক্ প্রতিরোধ করিতেছে। এইরূপে মানব উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ক্লেশের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি-তেছে। মনুষ্য যখন ঐরূপ বিসম্বাদী ভাবের অধীন, তখন তাহার পক্ষে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া যে কত কঠিন তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। আমাদের ত উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা আসিয়া সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিবে, অথচ তাহার বশ্য হইলে আত্মগ্লানি আসিয়া লাঞ্ছনা করিবে, মনুষ্যের পক্ষে তাহা সামান্য সঙ্কট নহে। বিবাহপ্রথা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনুষ্য ঐ সঙ্কটের বিষমত্ব স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিতেছে না।

বিবাহ প্রথাই মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করায়। বিবাহ-প্রণালী ঐ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার অতি সহজ উপায়। কেমন করিয়া? তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইবে। অনন্তর সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্য্য করিবে সেই সেই কার্য্যেই তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। সুতরাং স্বার্থপরার্থ এক হইয়া, মিশিয়া গিয়া, এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে পরিণত হইবে। সামঞ্জস্যের প্রভাবে তাহারা পূর্ণ ও আত্মগ্লানিবর্জ্জিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে।

কাহার না ভাল খাইতে ও ভাল পরিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু সে ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলেই আত্মম্ভরী হইতে হইল। পরন্তু, যদি তোমার আহারে ও পরিচ্ছদে আর এক জন পরিতুষ্ট হয়, তাহা হইলে আর ঐ দোষ হইল না। যে খাওয়ায় কেবল মাত্র নিজের সুখ, সেই খাওয়াই "শূয়ার পেটে খাওয়া।" যে আহারে আর এক জনের পরিতোষ, সে আহার দেবপ্রসাদ।

এই ক্ষণভঙ্গুর রক্ত মাংসাদি নির্ম্মিত কুৎসিত দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা সহৃদয় জীবের লজ্জাজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে পরতৃপ্তির যোগ থাকে, তাহা হইলে আর তাহা লজ্জা জন্মাইতে পারে না। আমার এই বেশ বিন্যাসে আমার সেই প্রিয়তম পুলকিত হইবে, এই ভাব মনে হইবামাত্র স্বার্থপরতার লজ্জা দোষ দূরে অবস্থান করিবেই করিবে।

ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ধনব্যয়ে পরদুঃখ মোচন দেখা যায় এবং দেখিয়া পরিতুষ্ট হওয়া যায়। লোকে যশ করে, তাহা শুনিলে আনন্দের উদ্রেক হয়। সৎকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় এবং তাহাও সুখের অন্যতম উচ্চাবস্থা। ধন রাখায় একত্রে এত গুলি সুখ পাইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। ধন রাখায় দীন দরিদ্র যাচকের হৃদয়-বিদারক করুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, নিন্দা শ্রবণে মনে গ্লানি হয়, এবং 'সৎকার্য্য করিলাম না' ভাবিয়া সময়ে সময়ে গ্লানি ভোগ করিতেও হয়। ধন রাখার এত দোষ, তথাপি তাহা বিবাহ প্রথার প্রভাবে শোধনীয়। পুত্র কলত্রাদিমান্ ব্যক্তি আমার অবিদ্যমানে পাছে আমার পরিবারবর্গ কষ্ট পায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয় সংকোচ করেন, করিয়াও আত্মগ্লানি ভোগ করেন না। লোকেও তাঁহাকে তত নিন্দা করে না এবং করিলে তাহা তাঁর আত্মপ্রসাদের হানি করিতে সমর্থ হয় না।

আপনি খাইব, সুখ হইবে আর এক জনের; আপনি পরিব, পরিতুষ্ট হইবে আর এক জন; আমি ধন রাখিব ভবিষ্যতে তাহাতে আর এক জনের হিত হইবেক, এই ভাবটী বিবাহ প্রথা হইতেই সাধারণতঃ অতি সহজে উদ্ভূত হইয়া থাকে। বিবাহ প্রথা-

লীই পরার্থে স্বার্থ নিক্ষেপ করিবার উপায়। স্বার্থ পরার্থ মিশাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারের প্রধান কার্য্য। বিবাহের দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়, সমঞ্জস ভাব ধারণ করে। সেই কারণে বিবাহ প্রথা শোভন ও সংস্কার বলিয়া গণ্য।

প্রাণিতত্ত্ব।

১১শ সংখ্যা।

পিপীলিকা।

পিপীলিকার বিষয় পূর্ব্বে দুই একবার যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। প্রায় ২২ শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীক্ দার্শনিক ক্লিয়াস্থিস্ (Cleanthes) এই বিচিত্র ক্ষুদ্র জীবের কার্য্যরহস্য আলোচনা করেন। তৎপরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিত পিপীলিকা-তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন।

পিপীলিকাদিগের শরীরের গঠন বড় সুন্দর। মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; চোয়াল দৃঢ়; মস্তকের "শুঁড়" (antennae) বড় সূক্ষ্ম ও কোমল; তাহাদের পদগুলি বড় ক্ষুদ্র ও চরণপ্রান্ত হস্তের চাটুর মত; তদ্দ্বারা সহজেই কোন না কোন অবলম্বন পাইলেই তাহারা ঝুলিতে পারে। তাহাদের দেহ অতি ক্ষুদ্র ও আচ্ছাদন-বিহীন। স্ত্রীপিপীলিকাগণ তাহাদের সন্তান সন্ততির প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। সময়মতে তাহাদিগকে রৌদ্রে দেয়, এবং রৌদ্র হইতে স্থানান্তরিত করে।

পিপীলিকাদের শরীর ক্ষীণ হইলেও তাহারা ক্ষিপ্রপদ, তীক্ষ্ণত্বক্, এবং বহুনেত্র বলিয়া অতি সহজে বিপদাপদ এড়াইতে সক্ষম হয়। তাহাদের এক প্রকার রস আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শত্রু নাশ করে, এবং কোন কোন জাতি যে বৃক্ষে আবাস নির্ম্মাণ করে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ বা দগ্ধ করিয়া ফেলে।

তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাধারণতন্ত্র-প্রণালী প্রচলিত। এই কীট-রাজ্যে সম্পত্তিগুলি সাধারণের; এমন কি পিপীলিকাশিশুগুলিও সাধারণের সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে রাজশক্তি সাধারণের হস্তে ন্যস্ত।

পিপীলিকা সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পিপীলিকা স্ত্রীগণ ক্লান্ত হইলে স্কন্ধে নীত হন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী সমূহ তাঁহারাই পান। এমন কি তাঁহাদের মৃতদেহের সমাধি-কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নারীভক্তি এবং সাধারণতন্ত্রপ্রণালী, পরিশ্রম এবং অধ্য-

বসায় এই চারিটী বিষয়ে অনেক কীট পতঙ্গ সুসভ্য মনুষ্যেরও আদর্শস্থানীয়।

পিপীলিকাদিগের ঘ্রাণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয় হুলে অবস্থিত। তদ্দ্বারাই তাহাদের পথ প্রদর্শিত হয়। তাহাদের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলে, পিপীলিকাগণ কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে হুল দ্বারা পথ নির্ণয় করিয়া পুনরায় আদি যাত্রাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথায় স্থান পরীক্ষা ও দিক্ নির্ণয় করিয়া পুনর্ব্বার সেই পথে যাত্রা আরম্ভ করে।

এই দাড়া বা মস্তকস্থ হুল দ্বারা ইহারা শত্রু মিত্র প্রভেদ করে। সঙ্কেত বিশেষ দ্বারা উহারা একগৃহ-নিবাসী বলিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারে। ইহারা এই সাঙ্কেতিক ভাষা দ্বারা সকল প্রকার মনোগত ভাব প্রকাশ করে। প্রথমে দুইটী পিপীলিকা মুখমুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পর পরস্পরের এই শিরোযন্ত্র স্পর্শ করে। তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব বুঝিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বৈর-নির্যাতন অত্যন্ত প্রবল হইলেও, ইহাদের সৌহৃদ্য এবং সৌজন্য বড়ই চমৎকার। কোন কর্ম্মপ্রবৃত্ত পিপীলিকা নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে হুল দ্বারা কোন বন্ধুকে সঙ্কেত করিবামাত্র খাদ্যবাহক বন্ধু ত্বরায় মুখদ্বারা আহারীয় আনিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতার মুখে প্রদান করে। ভোজনানন্তর কর্ম্মচারী পিপীলিকা হুল বুলাইয়া এবং অগ্রবর্ত্তী পদ পরোপকারী বন্ধুর মস্তকে বুলাইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আমেরিকার বহুজাতীয় পিপীলিকা মধু চয়ন এবং মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রক্তিমবর্ণ ভীম-পিপীলিকাগণ (Amazon ants) রণে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কৃষ্ণ পিপীলিকাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের কর্ম্মিষ্ঠা নারীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ভীম-পিপীলিকা-সমাজে শূদ্র নাই। নারীগণই কর্ম্মী-শ্রেণী ভুক্ত। তাঁহারাই সমাজের হিতার্থে সর্ব্ব প্রযত্নে শিশুপালন এবং সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই বন্দীকৃত নারীগণ ক্রীতদাসী রূপে ব্যবহৃত এবং ডিম্ব-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

আধুনিক সভ্যতাভিমানী ঊনবিংশ-শতাব্দীয় সমাজের বক্ষেও পিপীলিকা-নগরে ক্রীতদাস-প্রথা যথাপূর্ব্ব প্রচলিত রহিয়াছে।

নিকৃষ্ট জীবের আত্মা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক দার্শনিক অনেক প্রকার তর্ক করিয়া থাকেন। তাহাদের আত্মা থাক্, বা নাই থাক্, পিপীলিকার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মা না থাকিলেও তাহাদের মন অর্থাৎ চিন্তা-

শক্তি নিশ্চয়ই আছে। কেবল যে স্বাভাবিক সংস্কার (Animal instints) বই তাহাদের আর কিছুই নাই, অধুনা ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

(গতবারের শেষ)

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান্ লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১১ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথিগুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১২ ॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্যদুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলদা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদ্‌গৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধাশ্যন্নপানানি তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৪ ॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

ক্ষুদ্রে মহতি তুল্যৈব মমতা যত্র গেহিনঃ।
নৈবাত্মীয়পরজ্ঞানং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৬ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার,
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই।১৬।

শাকান্নং ধর্ম্মতো লব্ধং ভোজয়ন্ স্বজনাতিথীন্।
শেষং যত্র গৃহী ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৭॥

ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ।১৭।

ধেনুর্ধান্যং পুষ্করিণী যত্রাহবন্ধ্যাশ্চ পাদপাঃ।
আতিথ্যং দম্পতীপ্রেম তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১৮।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগৎসন্তর্পণঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার,
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার;

বাঙ্গলা প্রবচন।

(১২৯৩ সালের বামাবোধিনী দেখ।

ইংরাজিতে প্রবচনকে "Fossil Wisdom" বলে। প্রবচনের ভাষা ইতর হইলেও, উহার মধ্যে গভীর সত্য সকল নিহিত থাকে। মানব সমাজের বহুদর্শিতার ফল প্রবচনের মধ্যে পাওয়া যায়। নূতন যতগুলি স্মরণ হইল এবার দেওয়া গেল।

অ

১ অজাত পুত্রের নামকরণ।

২ অনুরাগ বিনে, গৌর আস্‌বে কেনে ?

৩ অহঙ্কারে দেখ্‌তে পায় না।

আ

৪ আটে পিটে দড়,
ঘোড়ার উপর চড়।

৫ আপদ্ ফুরো।

আপ্‌নি আর কপ্‌নি।

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

এ

৮ এগার হাত লম্বা বার হাত সিং।

৯ এয়াও হয়, ওয়াও হয়।

ক

১০ কয়লাকো ময়লা ছোটে যব্ আগ্ করে প্রবেশ।

১১ কায়েতের কলম্।

১২ কায়েতের মূর্খ।

১৩ কিলিয়ে কাঁটাল পাকান।

১৪ কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

১৫ কুড়ি পেরুলেই বুড়ি।

খ

১৬ খেলে ডোম্‌না ত ডাক্ বাম্‌না।

১৭ খেতে দিলে মার্ত্তে আসে।

গ

১৮ গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান।

১৯ গিন্নি হাঁড়ি ভাঙ্গলে সরা।

২০ গোকুলে বাড়া।

২১ গণ্ডুষ জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।

২২ গোরোপো বামুন্‌কে কি সাজে ?

ঘ

২৩ ঘোঁড়া বাই।

২৪ ঘুমন্ত বাঘ চেয়ান।

চ

২৫ চটাস্ চাপড়্, কটাস্ কামড়্।

২৬ চিনির বলদ।

২৭ চন্দনং ন বনে বনে।

ছ

২৮ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

২৯ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।

৩০ ছেলের নামে পোয়াতি বাঁচে।

৩১ ছেলেকে নাই, বুড়োকে খই।

জ

৩২ জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

৩৩ জোয়ার ভাঁটার গঙ্গা।

ড

৩৪ ডাক্‌লে জামাই কাঁঠাল খায় না,
শেষ কালেতে ভুঁতি আঁটে না।

৩৫ ডুমুরের ফুল।

ত

৩৬ তালপাতার সিপাই।

৩৭ তেলীর তামাসা কোদাল পাসা।

৩৮ তুঁষের আগুণ।

৩৯ তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৪০ তৃণ হতে নীচ।

৪১ তিলকে তাল করা।

দ

৪২ দক্ষ যজ্ঞ।

৪৩ দিলে থুলেই মাসী পিসী,
না দিলেই সর্ব্বনাশী।

৪৪ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

৪৫ দেল্ দরিয়া।

ধ

৪৬ ধান হলাম, না, আগ্‌ড়া হলাম্,
কুলোর আগে নেচে মলাম্।

৪৭ ধনে প্রাণে মরা।

৪৮ ধরাকে সরা জ্ঞান।

প

৪৯ পরের সোণা দিয়োনা কানে,
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে।

৫০ পড়্‌লে শুন্‌লে দুদি ভাতি,
না পড়্‌লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

৫১ পি পু, ঘু মু।

৫২ পরহস্তগত ধন।

৫৩ পুঁথিগত বিদ্যা।

৫৪ পেটে খেলে, পিটে সয়।

৫৫ পাখ, পায়রা, পাঁচালী
তিনে ছেলে মজালি।

৫৬ পেটের দায়।

ভ

৫৭ ভাঙ্গা ঘরে ভূতের কারখানা।

৫৮ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

৫৯ ভিটেতে ঘুঘু চরা।

ম

৬০ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৬১ মনে মনে মিল,
লাগিয়াছে খিল।

৬২ মলো নারী হলো ছাই,
তবে তার গুণ গাই।

৬৩ মাতৃবৎ পরদারেষু।

৬৪ মাটিতে পা পড়ে না।

৬৫ মাথা নাই তার মাথাব্যথা।

৬৬ মানে মানে বাঁচা।

৬৭ মনে করি করী করি, হয় হয় হয় না।

য

৬৮ যার ছেলে যত খায়,
তার ছেলে তত হাঁকায়।

৬৯ যার যা, তার তা।

৭০ যে যা চায়, সে তা পায়।

৭১ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৭২ যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

৭৩ যত হাসি তত কান্না,
বলে গেল রামশর্ম্মা।

৭৪ যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

৭৫ যার মন চাঙ্গা,
তার উঠান গঙ্গা।

৭৬ যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়্‌শীর ঘুম্ নাই।

৭৭ যখন যেমন,
তখন তেমন।

৭৮ যখনকার তখন।

৭৯ যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী,
যার হাতে খাই নাই সে বড় রাধুনী।

৮০ যেমন গড়ন্
তেমনি করণ।

৮১ যেমন মতি,
তেমনি গতি।

৮২ যেমন কুকুর
তেমন মুগুর।

৮৩ যে বলে ছাড়্
তার ঘরে না রব আর।

৮৪ যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

র

৮৫ রাম নাম সৎ হেয়
রাম নামে ভূত পলায়।

৮৬ রাধাও নাচ্‌বে না,
চৌদ্দ মণ তেলও পুড়্‌বে না।

ব

৮৭ বড় হবি ত ছোট হ।

৮৮ বামুন্ বাদল্ বাণ,
দক্ষিণে পেলেই যান।

৮৯ বন গাঁয়ে সেয়াল্ রাজা।

৯০ বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।

৯১ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

৯২ বিষস্য বিষমৌষধং।

৯৩ বামুন গেল ঘর
তুলে লাঙ্গল ধর।

৯৪ বাঁদরকে কলা দেখান।

৯৫ বাঁদরের হাতে খঞ্জনী।

৯৬ বৈশাখে নরবানরঃ।

৯৭ বকা ধার্ম্মিক।

৯৮ বিড়াল তপস্বী।

৯৯ বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ।

১০০ বামন হয়ে চাঁদে হাত।

১০১ বোবার শত্রু নাই।

১০২ বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ্।

(ক্রমশঃ)

সিসিলীর নারী।

সিসিলী দ্বীপে অদ্যাবধি অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত। এই প্রথা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমান প্রভাবে ভারতবর্ষে যাহা আছে, অন্যান্য দেশেও ন্যূনাধিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সিসিলী দ্বীপে তবে কি না কিছু বেশী। পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গ এদেশে অনায়াসে এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন পান করিতে পারে, কিন্তু তথায় তাহা পারে না। এত গেল দাস দাসীর কথা। মহিলাবর্গের উপর তথাকার সমাজ-শাসন আরও কঠোর। যেমনই অবস্থা

হউক না কেন, বালিকা কখনও বাহিরে বাহির হইতে পারিবে না। মাতা সংসারের সকল কার্য্য করিবেন, কন্যাকে কিছুই করিতে দিবেন না। পথিক পথ দিয়া যাইতে যাইতে কোনও গবাক্ষ সন্নিধানে দণ্ডায়মানা বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পবিত্র বালিকা চরিত্রে কলঙ্ক পড়ে। দর্শক না বিবাহ করিলে অপর কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। আর মুহূর্ত্তকাল সে একাকিনী থাকিবে না। শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও এইরূপ। কার্য্যস্থান হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় বৃদ্ধাগণ বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ আদেশানুবর্ত্তিনী। স্বামী যাহা করিতে বলিবেন, তাহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। "কেন করিব? কি জন্য করিব?" এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে স্বামীর কথা স্ত্রীর পক্ষে আইন স্বরূপ। এ সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু বক্তব্য রহিল, পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পাকবিদ্যা।

ছোলার দালের কচুরী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ছোলার দাউলকে ঝাড়িয়া বাছিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া উক্ত দাউল সিদ্ধ হইবার উপযুক্তমত জল দিয়া তাহাতে সমুদয় দাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে দাউল সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া দাউলগুলি পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইতে হয়। যখন উক্ত দাউল চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে বেশ ঝুরা ঝুরা হইবে, তখন তাহাতে অর্দ্ধ পেষণ করা জিরা মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়া এবং লবণ ও আদার রস উত্তমরূপে মাখাইয়া লইতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত দাউল ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়, এবং উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউল গুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। এদিকে উক্ত দাউলের পরিমাণমত ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত ও লবণ দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে উপযুক্ত মত জল দিয়া শক্ত করিয়া মাখিতে হয় এবং ঠাসিয়া ঠাসিয়া নরম করিতে হয়। পরে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা ময়দা দ্বারা

এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয় এবং একটী একটী লেচি দ্বারা এক একটি পাতলা ঠুলি প্রস্তুত করিতে হয় এবং তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউলের পুর দিয়া প্রথমে লাড়ুর আকারে গড়িয়া পরে হস্ত দ্বারা চেপ্‌টা করিয়া দিতে হয় কিম্বা একটু বেলিয়া লইলেও হয়। এরূপ ভাবে বেলিতে কিম্বা চেপ্‌টা করিতে হইবে যেন ধার বেশ পাতলা হয়, নতুবা ভালরূপ ফুলে না। কচুরির পাশগুলি বিনিয়া লইলে দেখিতে ভাল হয়। এখন একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত কচুরী ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা কচুরীগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিলেই ছোলার দাউলের কচুরী প্রস্তুত করা হইল।

নিমকি প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত, লবণ, কালজিরা, লেবুর রস ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে দলিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাতে উপযুক্ত-মত জল দিয়া মাখিয়া লইয়া উত্তমরূপে ঠাসিতে হয়। লুচির ময়দা মাখিবার নিয়মে ময়দা মাখিতে হয়। যখন ঠাসিতে ঠাসিতে ময়দা বেশ নরম হইবে, তখন তদ্দ্বারা এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উক্ত লেচি একখানা কাষ্ঠের পাটার উপরে স্থাপন করিয়া বেলনার দ্বারা পরটার মত বেলিতে হয় কিম্বা প্রথমে লুচির আকারে বেলিয়া ছুরিকা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, পরে তাহার এক এক খণ্ডকে ভাঁজ করিয়া পরটার গঠনে বেলিতে হয়। প্রথম হইতে পরটার ন্যায় বেলিলে চারিটা ভাঁজ হয় এবং ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া লইলে দুই ভাঁজ হয় এই মাত্র ভিন্নতা। আবার লুচির আকারে বেলিলেও হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত নিমকী ভাজিবার পরিমাণ মত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা নিমকিগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরি উক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিলেই নিমকি প্রস্তুত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি হইতেছে। ১৮৮৮—৮৯ সালে ৮৭০টী বালিকা বিদ্যালয় ও ৪১,১৪৬টী ছাত্রী ছিল, গত বৎসর ৯১৮টী বিদ্যালয় ও ৪৩,২৪৫ ছাত্রী হইয়াছে।

২। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হই-

লাম গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট বরাহনগর মহিলাশ্রমে মাসিক ৭৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। শ্রীমতী ত্রিবঙ্ক নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলা আপনার ব্যয়ে বোম্বাইয়ে এক বালিকাবিদ্যালয় চালাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি হাইদ্রাবাদে গিয়া তত্রত্য কায়স্থ সভায় স্ত্রীশিক্ষা ও মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্টের মেম্বর পদে পুনঃ প্রার্থী হন, এই জন্য ডেপ্টফোর্ডের লোকেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

৫। মুক্তি-ফৌজের সেনাপতির পত্নী বিবী বুথের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইঁহার স্বামীর ন্যায় ইনিও উৎসাহশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় ইনিও মুক্তি-ফৌজের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

৬। পৃথিবীতে ৩০৬৪টী ভাষা এবং এক সহস্র ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। গড়ে ৩৩ বৎসর পরমায়ু। সহস্রের মধ্যে একজন শতায়ু হয়। ছয় শত লোকের মধ্যে একজন অশীতিবর্ষ পরমায়ু লাভ করে। শতকরা ছয়জন ৬৫ বৎসর বাঁচে। পৃথিবীতে ১০০০,০০০,০০০ একশত কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৩,০৩৩,০৩৩ জন, প্রত্যহ ১,৮২৪ জন, প্রতি ঘণ্টায় ৩,৭৩০ জন, প্রতি মিনিটে ৬০ জন এবং প্রতি সেকেণ্ডে একজন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। বিবাহিতেরা অবিবাহিতগণাপেক্ষা অধিককাল বাঁচে এবং তাহারাই অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র এবং পরিশ্রমশীল হয়। দীর্ঘকায় লোকেরা খর্ব্বলোকাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। সহস্রের মধ্যে ৭৫ জন বিবাহ করে। যাহাদের বসন্তকালে জন্ম, তাহারা অপেক্ষাকৃত সবল দেহ হয়। জন্ম মৃত্যু রাত্রিতেই অধিক হয়।—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

আমরা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত তিন খানি পুস্তিকা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম—

(১) স্ত্রীজাতি, মূল্য তিন আনা।

(২) ভারত-ভিক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য তিন আনা।

এবং (৩) স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী; দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ছয় আনা।

এ গুলি কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন ১৭ নং ভবনে, রায় যন্ত্রে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিবর হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইনি যে বর্ত্তমান বঙ্গ-কবিকুলের শিরোমণি, তদ্বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইঁহার মধুর লেখনী

বিনিঃসৃত প্রতি ছত্রেতেই জলন্ত স্বদেশানুরাগ এবং বর্ত্তমান ভারত নারীর হীনাবস্থাজনিত হৃদয়-বেদনার ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। হেমচন্দ্রের "স্ত্রীজাতি" পাঠক পাঠিকা মাত্রেরই পুস্তকাধারকে যে অলঙ্কৃত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই।

"ভারত ভিক্ষা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, বঙ্গভাষায় যাঁহার যৎসামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং স্বদেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, "ভারত ভিক্ষা" তাঁহার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই পুস্তকের কিয়দংশ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা পদ্যাংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। এ দেশের বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য মধ্যে "ভারত ভিক্ষা" প্রবিষ্ট হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

"স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী" হইতে প্রকাশক দুর্ব্বোধ্য অংশ বর্জন করিয়া সুকুমারমতি ছাত্র ছাত্রীমণ্ডলীর পক্ষে অতি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ইহার পূর্ব্ব মূল্য অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এখানি পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইলে আমরা প্রীত হইব।

পুস্তিকাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাগজে ও অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

বামারচনা।

বীরা নারী।

১

যখন যবন বীর আকবর শাহ
সুন্দরী চিতোর পুরী ফেলাইতে ধ্বংস করি
বাড়াইছে যবনের বিপুল উৎসাহ;
চন্দাবৎ শাহিদাস সে মহা সমরে
সূর্য্য-তোরণের দ্বারে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে
ত্যজিল জীবন বীর চিতোরের তরে।

২

ষোড়শ বর্ষীয় এক যুবকে তখন
উপযুক্ত মনে করি অধিনেতৃ পদে বরি
যুঝিবেক অবশিষ্ট চন্দাবৎগণ,
এই কথা স্থির দেখি জগযৎ * বীর
উৎসাহে পূর্ণিত মন জননীকে দরশন
করিতে চলিল সে বালক রণ-ধীর।

৩

প্রণমি জননী পদে বিদায় চাহিল,
ঈষৎ বিষাদ ভরে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করে
জলদ-গম্ভীর স্বনে মায়েরে কহিল :—
"জননি! চলিনু মোরা যবন আহবে
শুন, রাজপুতগণে যুদ্ধ করি প্রাণপণে
চিতোরের তরে আজ প্রাণ দিব সবে।

---

* ইনি চন্দাবৎ কুলের একটী শাখা কৈলবার অধিপতি।

৪

বালিকা বধূকে ল'য়ে বল কি করিবে
সেই কথা তব মুখে শুনিয়া যাইব সুখে
আর আর পুরস্ত্রীর কি গতি হইবে?"
ঈষৎ হাসিয়া মাতা বলিল তখন
শুন ওরে বাছাধন! পরিয়া পীত বসন
'চিতোরের তরে কর প্রাণ বিসর্জ্জন।

৫

মা'র মুখে "মর" বাণী শুনিল সন্তান!
হেরিল বদন তাই বিষাদের চিহ্ন নাই
কঠোর কর্ত্তব্য যেন মাখা সে বয়ান
বিশাল নয়ন যুগে অগ্নি বিস্ফারিত
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাভাস অধরোষ্ঠে পরকাশ
ঈষৎ হাস্যের সহ ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত।

৬

যদিও জননী তার প্রশ্নের উত্তর
নাহি দিল স্পষ্ট ভাবে তবুও বদন ভাবে
বুঝিতে পারিল বীরা মাতার অন্তর
সহর্ষে মায়ের পদে আবার নমিল
হেরিয়া মায়ের মুখ উৎসাহে পূর্ণিত বুক
মাতৃপদে এজনমে বিদায় লইল।

৭

চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল,
বীর রাজপুতগণ পরিয়া পীত বসন
সমর সজ্জায় সবে সজ্জিত হইল,
চিতোরের ভাগ্য-রবি পশ্চিম গগনে
হইয়াছে অস্তপ্রায়; এক দৃশ্য এ সময়
উৎসাহিত করিলেক রাজপুতগণে।

৮

দিবা অবসান কালে পূরব আকাশে
সপ্ত রঙ্গে সুরঞ্জিয়া জল ধনু দেখা দিয়া
দর্শকের চিত্ত আকর্ষিয়ে অনায়াসে,
সেই মত রাজপুতগণের নয়ন
আকর্ষিয়া মুহূর্ত্তেকে নামিলেক একে একে
পর্ব্বত হইতে অসি-করা নারীগণ।

৯

সর্ব্ব অগ্রে অশ্বারূঢ়া পুত্তের জননী
কুসুম-কোমল গায় লৌহবর্ম্ম শোভা পায়
পার্শ্বেতে বালিকা চারু পুত্তের রমণী।
এইরূপে একে একে বীর নারী দল,
অশ্বারূঢ়া অসি-করা হৃদয়ে উৎসাহ ভরা
দেখাতে সমরে সুকোমল বাহুবল।

১০

সুকুমার চারু অঙ্গলতা হ'তে সবে
জন্মভূমি চিতোরেরে শেষ পূজা পুজিবারে
ভূষণ কুসুম দাম অর্পিয়া নীরবে,
লৌহের কবচে ঢাকি তনু সুকোমল
যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিতা হইয়া বীরবনিতা
"মার" "মার" শব্দে রণে পশে নারী দল।

১১

চণ্ডীর অঙ্গজা যেন মহাবিদ্যাগণ
যবন-অসুরাহবে একত্র হইয়া সবে
যুঝিয়া বিপক্ষ দলে করিছে নিধন,
সে ভুজ-ভুজঙ্গ-রদ-তীক্ষ্ণ তরবারে
আকুল করি যবনে কত হতভাগ্য গণে
পাঠালে প্রচণ্ড বলে শমন আগারে।

১৩

কিন্তু সে যবন সৈন্য-অকূল-সাগর,
রক্ত বীজের প্রায় এক ম'লে শত হয়,
কেমনে স্ত্রীগণ আর করিবে সমর?
প্রাণপণে রণ করে বধি শত্রুচয়
নাচিয়া সমর রঙ্গে রুধির বহিল অঙ্গে
অবশ হইল তনু অবসাদ ময়।

১৪

উঁচু করি সবে হস্তস্থিত তরবারে
নিজ স্কন্ধে আঘাতিল জীব লীলা ফুরাইল
উতরিল প্রার্থনীয় স্বরগের দ্বারে।

যুঝিয়া ত্যজিল প্রাণ বীর নারীগণ,
সেই রণ অভিনয় দেখি রাজপুতচয়
নিশ্চিন্ত হইয়া করে অসি উত্তোলন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

—§—

পত্র।*

প্রাণাধিকা শ্রীমতী—আয়ুষ্মতেষু।

১

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
যে দিকে নিরখি শুধু জল, জল, জল!
আজি ইছামতী হেন (১)
কুপিতা ভৈরবী কেন,
গরজিয়া গরাসিতে আসে এ ভূতল?
প্রবল প্রবাহ বয়,
মাঠ হাট বাড়ী ময়,
সবুজ শস্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল;
চারিদিকে কুল কুল,
শুনি লাগে দিক ভুল,
চারিদিকে হাহাকার মহা কোলাহল,
কি লিখিব আর তোরে, সব জল জল!

২

কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল,
কখন দেখিনি হেন "সৃষ্টি ছাড়া" জল!
একি ইছামতি, তোর
আসুরি, পিশাচি-জোর,
কত জনপদ হায়! দিলি রসাতল!
তবুও রাক্ষসী মেয়ে,
দেখিলি না মুখ চেয়ে,
উগ্রচণ্ড বেশে তবু হাসি খল খল,
আর কি রয়েছে সাধ, বল বল বল!

৩

কি লিখিব নিরুপমে, ভাবি অবিরল,
মাঠে ঢেউ বয়ে যায়
তরণী চলিছে তা'য়,
(গাহিছে কতই গীতি দাঁড়ি মাঝি দল)
প্রান্তরে ভাবিয়া বিল,
উড়িছে শকুনি চীল,
এ বিশ্ব সংসার বুঝি পরশে অতল—
লিখিব কেমনে অই হু হু করে জল!

৪

কেমনে লিখিব আজি খুলিয়া সকল,
পরাণে পরাণে জাগে আতঙ্ক কেবল!
ডুবে গেছে কত বাড়ী
গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
ফোটেনা একটী আর সোণার কমল!
জলে ডোবো ডোবো পথ
চলে তা'য় বাষ্পরথ,
সমরে নাচিছে ভীমা, পায়ে বাজে ম'ল!
চরণ দাপটে ধরা করে টল মল!

৫

কি লিখিব দেখি শুনি বুকে নাই বল,
বাগানে—উঠানে স্রোত খেলিতেছে জল
মৃদুল মৃদুল বা'য়
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
ভয়েতে ভাবিনে তা'য় "নয়ন সজল"!
বন্দী যথা দ্বীপ-প'রে,
আমরা তেমনি ক'রে,
এই জলাভূমি মাঝে রয়েছি কেবল,
কি লিখিব বুকে জাগে, জল, জল, জল!

৬

কি লিখিব প্রাণাধিকে, অমৃতে গরল,
জীবনে জীবন যায় একি অমঙ্গল!
মানুষে না পায় খেতে
হাহাকার দিনে রেতে,
দেখি শুনি আঁখিবেয়ে কত পড়ে জল!

(১) ইচ্ছামতী বা ইছামতী নদী বিশেষ।

* ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাস উপলক্ষে লিখিত।

হা বিভো, মঙ্গলময়,
নর-দেহে এত স'য়,
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সকল,
রাখ বা তোমার বিশ্ব দাও রসাতল!

৭

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
প্রবল জলের মাঝে রয়েছি কেবল;
কোথা সে রূপের ভার
লীলাময়ী বরষার,
মনোরম আবিলতা সুখ শতদল?
কই আমি আত্মহারা,
এযে দেখি সৃষ্টি ছাড়া!
জীবনে জীবন নাশ অমৃতে গরল!
এই মহাসিন্ধু পারে
তোমরা রয়েছ হাঁ রে!
ফিরে কি পারিব যেতে কাটাইয়া জল?
জলে যদি প্রাণ বাঁচে
যাইব মায়ের কাছে,
আবার লভিব মা'র স্নেহ নিরমল;
শুনিয়া স্নেহের কথা
ভুলিব সকল ব্যথা,
হেরিব তোদেরে মোর সোণার কমল!
হয় তো জন্মের শোধ
এ লেখা হইল রোধ,
সম্মুখে রাক্ষসী হয়ে আসিতেছে জল,
কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল!

আঃ—
তোমার পিসীমা।

আঁধারে।

কখন্ চলিয়া গেল বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি,
এবার গগনে বুঝি হাসেনি রে পূর্ণশশী!
ছায়নি রে ধরা হায়, এবার জ্যোছনা-ছায়?
পশেনি পরাণে মোর কই তো সে শান্তি ছায়া;
পশেনি বিমুগ্ধ প্রাণে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মায়া,
ছোঁয়নি তো হৃদি হায়, মৃদুল বসন্ত বায়,
চোকে এনে ঘুম ঘোর, প্রাণে দিয়ে কি স্বপন!
ছায়নিরে ফুলদল সাধের কুসুম-বন!
আঁধার সরসী বুকে কইতো কমল রাণী
তোলেনি বসন্ত প্রাতে সুখফুল্ল মুখখানি!
স্মৃতির লুকানো মায়া, সুখের কোমল ছায়া
সে সুখ প্রভাতে কই প্রাণে তো পশেনি ভুলে?
এবার বসন্ত বুঝি নামেনি ধরণী তলে!
অথবা কি ঘুমঘোরে, কোন বিষাদের নীরে
হৃদয় ডুবিয়াছিল, সুখের পরশে তার,
সে মহা আঁধারে পশি ছোঁয়নি হৃদয় আর
বিষাদে মুদিত আঁখি, দেখেনি মুকুল শাখী
দেখেনি নিকুঞ্জে কবে মুদিল ঝরিল ফুল।
ঢালিয়া কিরণ হাসি, কবে যে গগনে শশী
আবার ঢাকিল মুখ অমার তমসাচঁলে!
পশেনি ঘুমন্ত হৃদে জ্যোছনার ছায়া ভুলে
অবসাদ মাখা প্রাণ, শোনেনি কোকিল-গান!
আঁধার হৃদয় তলে ছিল সে ঘুমায়ে হায়,
মৃদুল বসন্ত বায় জাগাতে যায় নি তায়!
(আজি,) এ তপ্ত নিদাঘ বাতে, অমার আঁধার রাতে
বিষাদ আঁধারে আজ জেগেছে হৃদয় খানি,
মনেতে পড়েছে তাই বসন্তের মুখখানি!
প্রকৃতির হাসি মাখা, স্মৃতির কিরণে আঁকা,
চাঁদিমার মায়াময় চারু জ্যোছনার ছায়,
বিগত সুখের ছবি, আঁধারে ভাসিছে হায়!

শ্রীপ্রমীলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১১ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৯৭—ডিসেম্বর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট লাট—এই ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে প্রজারঞ্জন সার ষ্টিউয়ার্ট বেলী পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন, এবং সার চার্লস ইলিয়ট ছোট লাটের আসন গ্রহণ করিবেন। রাজপ্রতিনিধি ৯ই তারিখে কলিকাতায় আসিতেছেন, সেই সময়ে সমারোহের সহিত কুমারী বেলীর বিবাহ হইবে।

লোক সংখ্যা গণনা—ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা পুনর্গণনার আয়োজন হইতেছে, বেইন্স সাহেব (সেন্সস) সংখ্যাগণন কমিসনর হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—আগামী কন্গ্রেসের জন্য বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক বিনা ভাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবলী উদ্যান প্রদান করিয়াছেন; তথায় ৮০০০৲ টাকা ব্যয়ে অনূ্যন ৫০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত এক বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। বারিষ্টার তারকনাথ পালিত বিনা ভাড়ায় তাঁহার এক বাটী দিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ প্রতিনিধির বাস সমাবেশ হইবে। আমরা [illegible] ভারতকন্যাদিগকে কন্গ্রেসের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম, শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ইতিমধ্যে মহিলারা কন্গ্রেস ফণ্ডে দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই জাতীয় মহাযজ্ঞে যাহার যেমন অর্থ সামর্থ, তাহা অকাতরে উৎসর্গ করিলে মাতৃভূমির পরম কল্যাণ হইবে।

লর্ড কনেমারা—ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণর, ৬৮ বৎসর বয়সে যুবার ন্যায় উদ্যমের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের লর্ড রিয়াইর

ন্যায় ইনি সর্ব্বজন-প্রিয়। ইহাঁর পদ-ত্যাগে মান্দ্রাজীরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

রুস যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—ইনি নাকি ১১ই নবেম্বর রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ডিসেম্বরের শেষে ভারতে পদার্পণ করিবেন। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেখিয়া কলিকাতায় দেখা দিবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের ত্রুটি করিবেন না। আমাদের মধ্যম রাজপুত্র ইহাঁর পিসা মহাশয়। ইনি ভারতেশ্বরীর অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অঙ্গাভরণ—স্বামীর পরলোক গমন হইতে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া আর কোন ভূষণ পরিধান করেন না, কেবল দুই হাতে দুই গাছি ব্রেসলেট রাখিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তের অলঙ্কারে স্বামী আলবার্টের মূর্ত্তি খোদিত এবং বাম হস্তের ভূষণে সর্ব্ব কনিষ্ঠ দৌহিত্রী সন্তানের ছবি আছে। এই সন্তান গ্রীকরাজ্ঞী সোফির পুত্র। রাজ্ঞী বলেন "দক্ষিণ হস্তে প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়ের পাত্রকে, বাম হস্তে ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে শেষ কলিকাটী দিয়াছেন, তাহাকে বহন করি।" "বামহস্তের মূর্ত্তি কনিষ্ঠ সম্বন্ধানুসারে মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া থাকে।

হিক্কার ঔষধ—তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া কর্ণ বিবরদ্বয় চাপিয়া রাখ, আর একজন লোকে মুখে পান পাত্র ধরিলে কয়েক চুমুক পান কর, তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিবে। পানীয় যাহা হউক, তাহাতে আসে যায় না।

উদাসীনীর সংসার।

"মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেন?"

সেদিন রেলওয়ের ভিতর একটী সদাশয়া মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুই চারি কথার পরে আমরা * * আসিতেছি, শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ী কি সেখানে?" "বাড়ী"র কথা শুনিয়া আমার কয়টী কথা মনে পড়িয়া গেল; আমি একটু ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আজ কাল সেইখানে।" "সন্তোষজনক উত্তর" না পাইয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম, "যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই বাড়ী।" তিনি হাসিয়া উঠিলেন; তারপর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সুতরাং বাহিরের গোলটী মিটিল,

কিন্তু আমার বুকের ভিতর বড় গোলমাল বাঁধিয়া গেল। আমার সেই নব-পরিচিত "বন্ধু" আমার কথায় কি বুঝিয়াছেন জানি না, আমার প্রকৃত উত্তর বোধ হয়, আমার বাড়ী—আমরা যাহাকে বাড়ী বলি, ইংরেজেরা যাহাকে "হোম্" (Home) বলেন, আমার সেই নিজের বাড়ী, তা এজগতে কোথাও নাই। যখন অতি বালিকা ছিলাম, তখন বাড়ী ছিল পিতৃগৃহ; সেই বাল্যাবস্থার শেষ সীমায় না পৌঁছিতেই আর এক গৃহ "আমার বাড়ী" হইল। কিন্তু আজি আমার বাড়ী নাই, কালের স্রোতে আমার বাড়ী ঘর সবই মুছিয়া গিয়াছে! আজি বঙ্গমাতার বক্ষে একটুকু মাটী এমন নাই, যে আমি আমার "ভদ্রাসন" বলিতে পারি; একখানি পর্ণ কুটীর নাই যে আমি একদণ্ড মাথা রাখিতে পারি; তা থাকিলে আজ উদাসীনী হইব কেন?

বাড়ীতো আমার এই পর্য্যন্ত, তবে "বোধ হয়" বলিলাম কেন? কারণ আর একদিক দিয়া দেখিলে আমার অনেক বাড়ী। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার একখানি ঘর বাঁধা নাই বলিয়া অনেক বাড়ী—বাগান পুকুর ময়দান সমেত অনেক পাকাবাড়ী আমারই "ইজারা মহল।" আমার জন্য বুকভরা স্নেহ মমতা লইয়া অনেক বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাই আমি (উদাসীনী হইয়াও) সময়ে সময়ে সংসারের অনুরোধে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও পাই না. তাই আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ, দুঃখ "আমার সুখ, দুঃখ" ভিন্ন ভাবিতে পারি না, তাই ঈশ্বরের কাছে আগে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা না করিয়া নিজের কিছু চাহিতে পারি না। আমার বাড়ী নাই বলিয়া যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার বাড়ী; সেই বাড়ীতেই আমার সংসার, সেই সংসারই আমার নিজস্ব। আমার মনে হয়, আমি না থাকিলে বুঝি সেখানকার কচু কুমুড়াগুলিকেও উপবাসী থাকিতে হইবে, আমার অভাবে বুঝি তাহাদেরও শীতে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মে শীত বোধ হইবে; তাই এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে আমার বড় প্রাণ কেমন করে, তাই সহজে আমি এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে চাহিনা। কিন্তু এই ভব সাগরের একটী বালুকাকণা স্থানচ্যুত হইলে কিছুই হয় না, বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে আমার অভাবে সংসারেরও কিছু আসে যায় না; তবে সংসারে ও আমাতে এত ভালবাসা হইয়াছে যে কেহ. কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের মহাত্মা ভবভূতি বলিয়াছেন, "অকিঞ্চদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি। তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥" সংসারের দিকে চাহিয়া আমার সেই কথাই মনে পড়ে। আমি যখনই সংসারকে মনে করি, তখনই আমার বুকে সুখ উথলিয়া উঠে; সংসারও

আমাকে দশগুণে বাড়াইয়া থাকে, আমি না থাকিলে তার চলিতে পারে না, এই রকম প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে। ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াই বুঝি আমরা "আত্মবিস্মৃত" হইয়া গিয়াছি।

এখন কথা কি, আমিতো উদাসীনী, কমলাকান্তের মত "অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসিনী" আমার আবার সংসার-বন্ধন কেন? এ কথার উত্তর দিতে হইলে আগে বলিতে হয়, মানুষ যাহাই হউক, (সন্ন্যাসীই হউক আর গৃহস্থই হউক) মানুষের মনুষ্যত্ব থাকাই উচিত।—এখানে মনুষ্যত্ব শব্দের অর্থ কেহ মহত্ত্ব মনে করিবেন না; আমি বলিতেছি, মনুষ্যের ভিতরে রাক্ষসত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি অন্য কোন ত্ব প্রত্যয় না হইয়া মনুষ্যত্ব হওয়াই আবশ্যক।—এজগতে মনুষ্যত্বেই মানুষের সুখ। * আমার বিশ্বাস, এই সংসার নিজ বক্ষে স্থান দিয়াছে বলিয়াই আমার মত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও "মানুষ" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে। আমার সংসার না থাকিলে, সংসারের সহিত আমার দৃঢ় সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার-বন্ধনে আমি এমন বাঁধা না থাকিলে, এ হৃদয় এতদিন শূন্য, মরুভূমি অথবা মহাশ্মশান হইয়া যাইত। হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের একটীও অনুশীলিত হইত না। আমার সংসার আছে, তাই এ আকাশে নক্ষত্র আছে, এ মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, এ শ্মশানে সুখ-স্মৃতি আছে। "কঠোরতাপূর্ণ শুষ্ক হৃদয়" আমাদের জাতির বড় কলঙ্ক, সংসার না থাকিলেই আমরা সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত হই। এত গুণের সংসার বলিয়াই আমি সংসারকে এত ভালবাসি, এই উদাসীন প্রাণে সংসারের শত বন্ধন জড়াই। তবে একথা সত্য, সংসার নির্দোষ নয়। এই "স্বার্থপরতাপূর্ণ সংসারে, এই "অর্থলোলুপ" সংসারে, এই "রোগ শোক ও বিপদের লীলাভূমি সংসারে," ঘটনা চক্রে পড়িয়া আমার মত দুর্ভাগা জীবকে সময়ে সময়ে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।—সংসারে যাঁহাদের ষোল আনা দখল, তাঁহারাই যখন এক একবার সংসারের জ্বালায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন আমার মত আট আনীর স্বত্বাধিকারিণীর উপর সংসারের উপদ্রব একটু বেশী রকমের হইবে, এ আর বিচিত্র কি? তথাপি এই সাংসারিক জীবনে, এই পারিবারিক বন্ধনে যাহা লাভ হয়, তাহার তুলনায় ক্ষতি অতি সামান্য। সকল ব্যবসায়ীরাই লাভ করিবার আশয়ে ক্ষতি স্বীকার করে। আমরা সংসার ব্যবসায়ী, আমাদিগের সে পদ্ধতি না থাকা অসম্ভব বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক সংসার, আমাদের প্রথম শিক্ষাগৃহ; আমাদের মনুষ্যত্ব

* ভরসা করি কেহ দেবত্বের কথা তুলিবেন না। মনুষ্যত্বের পরিণতিকেই দেবত্ব বলে। হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রও ইহা (স্পষ্টতঃ বা পাকতঃ) প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুও "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"য় এই কথা বলিয়াছেন।

দিবার জন্যে, আমাদিগকে ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিখাইবার জন্যেই সংসার নির্দ্দোষ নয়।

এই সংসার আমার এত ভাল লাগিয়াছে যে এখন সন্ন্যাসিনী দেখিলেই তাঁহাকে সংসারাসক্তা করিতে আমার ইচ্ছা করে। মানুষের বুকে ভালবাসা না থাকিলে যেমন হয়, বসন্তে বাতাস টুকু না থাকিলে যেমন হয়, রামায়ণে সীতার কাহিনী না থাকিলে যেমন হয়, সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও—বিদ্যা, জ্ঞান ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হইলেও—সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও আমার সেই রকম মনে হয়। সংসারে না খাটিলে আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয় না। সুতরাং নিজেরই হউক আর অপরেরই হউক, সংসারে আমাদের খাটিতেই হইবে। আমি ইহাই দেখিতে চাই, যে আমরা নিজেদের জন্যে না খাটিয়া, ধর্ম্মার্থে, পরার্থে এবং জগতের হিতার্থে সংসারে খাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের জন্যে একটী মাত্র কাজ, সে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা বা অন্য কোনও নাচাশয়তা প্রণোদিত কাজ নয়, সে কাজের নাম "আত্মোন্নতি"। ধর্ম্মার্থে, পরার্থে ও জগতের হিতার্থে খাটিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই আপনাকে বড় করিয়া গড়িব। যে দু'হাত জলে সাঁতার দিতে পারে না, সে সমুদ্র পাড়ি দিবে কি করিয়া? আমরা সংসার করিব বলিয়া সংসারের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইতে পারিব না; দেবী চৌধুরাণীর মত একটু তফাতে দাঁড়াইয়া সংসার করিব। যখন এই সংসার হইতে আমাদিগকে আর এক মহা সংসারে যাইতে হইবে, তখন সেখানকার উপযোগী শিক্ষা সকল এই খান হইতে শিখিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

আমার প্রাণের প্রাণে একটী বড় সাধ আছে, একদিন এই বিশ্ব-সংসারকে আমার সংসার করিয়া এই মহা গৃহে "গৃহধর্ম্ম" রাখিব। একদিন বিশ্ব মাতার মাতৃস্নেহ বুকে গাঁথিয়া তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে "আপনার ভাই বোন" মনে করিব। তাহাদের কল্যাণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু বলিদান করিব। একদিন এই দেহ, এই নশ্বর মাটীর দেহ, সেই সংসারের জন্য খাটাইব। একদিন পরের অস্তিত্বে—দু এক জন নয়, আমার আত্মীয় পরিবার নয়, বিশ্ব পরিবারের অস্তিত্বে, আমার অস্তিত্ব মিশাইব। আমার এ সাধ যে আমাকে ছাড়াইয়া অনেক উপরে উঠিয়াছে, আমার এ সাধ যে শিশুর চাঁদ ধরা সাধের মত, একথা আমি বুঝিতে পারি। বুঝি চিরদিনই আমার এ সাধ বুকে বহিয়া মরিতে হইবে, বুঝি একদিনও পূর্ণ হইবে না! যিনি যে কাজের উপযুক্ত, তিনি সেই কাজ করিতে পারেন; কত জনের কত সংসার-সাধ হইয়া থাকে—পণ্ডিতা রমাবাই অনাথা রমণীদিগকে লইয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন,

কুমারী ফাউলার কুষ্ঠ রোগীদিগকে লইয়া সংসার সাধ মিটাইতেছেন, আমাদের দেশের কয় জন মহানুভবা মহিলা পরের মেয়েদিগকে "মানুষ" করিয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন, সাধ কার নাই? উপযুক্ত লোকের সাধ পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক; আমার মত হীন ও অক্ষম লোকের বড় ধরণের সাধই বড় অস্বাভাবিক; তাহা পূর্ণও হয় না, কেবল বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হয়!

তাই বলিয়া কি করিব? আমরা দেখিতেছি, পতঙ্গ আগুণ দেখিলে তাহাতেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে। সে যেন আগুণে পুড়িয়া মরিতেই আসিয়াছে। আমিও সংসার ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার আগুণে পুড়িয়া মরিতেছি। পতঙ্গ আর কি কাজ করে জানি না, পুড়িয়া মরাটা তাহার বড় আকাঙ্ক্ষিত। আমি কোন কাজ করিতে পারি না পারি, সাধ-আশার বোঝা বুকে বহিতে বড় ইচ্ছা করি। যে যে রকম লোকই হও, তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, আমাকে নিবারণ করিও না। আমরা আর কোন ক্ষমতাপন্ন না হইলেও মরাটা আমাদের জাতীয় অভ্যাস, আমি মরিতে কাতর হইব না। আমি জানি যে অনেক সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, আমি জানি যে কাজ না শিখিলে কেহ সংসার রাখিতে পারে না, আমি জানি যে সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে আগে উপযুক্তরূপে আত্মগঠন করা চাই। আমার ঈপ্সিত মহা সংসারের কাজ শিখিতে শিখিতেই এ ক্ষুদ্র জীবন ফুরাইবে, এ জলবিম্ব জলে মিশাইবে, আমার "গৃহিণীপণা" হইবে না। কিন্তু জানিয়া কি করিব? আমি অগ্নি-তৃষিত পতঙ্গ, আমি ঝাঁপ না দিয়া পারিব না। বিশ্ব সংসারের কাজ অভ্যাস করিতে, এই মহাতপস্যা করিতে, অন্ততঃ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "ক খ" লিখিতে এ জীবন ফুরায় ফুরাক্, আমি আপত্তি করিব না। এই শিক্ষার জন্য এ জীবনে যাহা কিছু ত্যাগ করিতে হয়, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয় এবং তদপেক্ষা আয়াসসাধ্য যে "দোকানদারী" * তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।

আমি যখন একা, তখন আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম বলিয়া অনুভূত হই। কিন্তু আমি যখন দশজনের মধ্যে থাকি, তখন বোধ হয় যেন আমিও একটু বড় হইয়াছি। তাই আমার বিশ্বাস আমি একা, আমার সাধের সংসারের কাজ করিতে সমক্ষ হইব না। আমার মত ছোট ছোট কতকগুলি প্রাণও একত্রে মিশাইলে একটী "মহাপ্রাণ" হয়, তাহার ক্ষমতাও অনেক বেশী হইতে পারে। আমি আর কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করি না, আমি ভিক্ষা চাই আমার সহযোগিনী ভগিনীগণের কাছে। আমাদের মা আমাদিগকে সংসারে খাটিবার উপযুক্ত উপাদানে গড়িয়াছেন, আমরা

* দেবীচৌধুরাণী দেখ, দোকানদারী বুঝিবে।

সকলে একজন হইয়া সেই শক্তি পরিস্ফুট করিব, আমরা প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া মা'র সংসারে খাটিব। অমন মহাশক্তির মেয়ে আমরা, আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে মা'র কাজ করিব। যিনি উপরে উঠিয়া থা'ক, আমাকে ঘৃণা করিও না; আমি তোমার সহোদরা, তুমি স্নেহে হাত বাড়াইয়া আমায় তোমার পাশে তুলিয়া লও; যদি কেহ নিম্নস্তরে থা'ক, ভয় পাইও না, মা'র সুকন্যাদিগের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরাও উপরে উঠিব। মা আমাদের পথ দেখাইবেন, আমরা তাঁর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইব। রমণীরত্ন মৈত্রেয়ীর মুখনিঃসৃত "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহংতেন কুর্য্যাং" এই অমৃতময় বাক্যাবলী মনে করিয়া প্রতি পাদক্ষেপ করিব। আইস ভগিনী, আমরা সকলে মিশিয়া সংসার-সাধ মিটাই।

আমি উদাসীনী, আমার বাড়ী ঘর নাই, বুঝি সংসারের সঙ্গেও কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই। তাই আমার এত সংসার সাধ; যার যে জিনিসের অভাব, সেই জিনিসটী তার বড় প্রিয় হইয়া থাকে! এখন আশা করি, বামাবোধিনী পাঠিকাগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন দিনকতক বাঁচিয়া থাকিয়া, সকল ভগিনীতে একপ্রাণ হইয়া মনের সাধে বিশ্বসংসারে সংসারী হইতে পারি। তবে ভগিনি, তুমিও বল,—

"এ মাটীর দেহ ক্ষণে
মিশিবে মাটীর সনে
মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে, বিফলে
মিশিবে কেনে?"

শ্রী মাঃ

নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকাবলী।

১—অসত্য সংযুক্ত পরিহাস সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লোকেরা ডাইনে বিশ্বাস করিত। রাজা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ডাইন মন্ত্র দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। একদা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উক্ত অপরাধে এক বিচারকের সম্মুখে আনীত হয়। বিচারক স্ত্রীলোকটীর ডাইন বিদ্যা চর্চ্চার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তিতবদনে উকীলদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগের নিকট আমার একটী ত্রুটী স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যৌবনকালে আমি বড় চপলস্বভাব ছিলাম, লোকের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে বড় ভাল

বাসিতাম। আমার স্মরণ হইতেছে তৎকালে পরিহাস করিয়া আমি এই স্ত্রীলোককে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে একটী কবিতা লিখিয়া এই বলিয়া প্রদান করি যে উহাতে একটী ডাইনের মন্ত্র লেখা আছে। আমি দেখিতেছি এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার পরিহাস না বুঝিয়া সেই কাগজখণ্ড অবলম্বন করিয়া ডাইনের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই অধিক। ইহার নিকট মন্ত্রলিখিত যে কাগজ খানি আছে, তাহা অপনারা খুলিয়া দেখিলেই আমার কথার যথার্থ প্রমাণ পাইবেন।" উকীলগণ কাগজখানি খুলিয়া বিচারকের লিখিত কবিতা দেখিতে পাইলেন।

পরিহাস নির্দ্দোষ আমোদের প্রবর্ত্তক হইলেও উহা অনেক সময়ে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে পরিহাসের সহিত অসত্যের কিছুমাত্র সংযোগ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

২—আধ্যাত্মিক চলৎশক্তি।

একদা কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের বামপদের একস্থানে বেদনা প্রযুক্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত বল ও শক্তি বিহীন হইয়া পড়েন। সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার উক্ত বেদনা আরোগ্য করিতে অসমর্থ হন। কি কারণে বেদনা স্থায়ী হইতেছে, ভিষকেরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং বেদনাযুক্ত স্থানটী স্ফীত হইয়া পাকিয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ অস্ত্রদ্বারা তাহা কাটিয়া দিলে, যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত ও পূয নির্গত হইল। চিকিৎসকগণ নির্গত দূষিত রক্তের সহিত একটী লম্বা কাঁটা দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে অনেক দিন পূর্ব্বে উক্ত ভদ্রলোকটী এক কাঁটারনের মধ্যে ঘোড়ার উপর হইতে সবলে লাফাইয়া পড়েন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে ঐ কাঁটাটী তাঁহার পদদেশে এরূপ গভীর রূপে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে উপর হইতে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই।

এইরূপ দৃঢ় ভাবে আমাদের আত্মাতেও এক একটী পাপরূপ কণ্টক বিদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চলৎশক্তিবিহীন করিয়া ফেলে। উক্ত ভদ্র লোকটী কণ্টক-মুক্ত হইয়া যেমন পুনরায় চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি পাপরূপ কণ্টক আত্মা হইতে উৎপাটন করিতে পারিলে পবিত্রতার আলয় ও আনন্দপূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে বিবচরণ করিতে সক্ষম হই।

৩—পরহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জন।

একদা এক ইংরাজ বালক ডিপ্থেরিয়া নামক ভীষণ কণ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। রাবেট নামক একজন সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে রোগ অতিশয় কঠিন হইয়া

উঠিতে লাগিল। চিকিৎসক বালকের জীবন সংশয় দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি স্থির করিলেন যে, রোগীর কণ্ঠদেশে যে দূষিত রক্ত সূক্ষ্ম চর্ম্মাকারে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা কোন প্রকারে দূর করিতে না পারিলে শ্বাসবদ্ধ হইয়া সে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। উক্ত প্রাণনাশকারী পদার্থ দূর করিবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকটীর মুখে স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় ন্যস্ত করিয়া সজোরে শ্বাসের সাহায্যে তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজ মুখের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন যে ঐ দূষিত পদার্থের অণুমাত্র তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও ঐ ভীষণ রোগাক্রান্ত হইবেন, এবং তাঁহার প্রাণ সংশয় হইবে, কিন্তু বালকটীর প্রাণ বাঁচাইবার পবিত্র ও নিঃস্বার্থ বাসনা তাঁহার স্বীয় জীবন রক্ষার বাসনাকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। অল্পকাল মধ্যেই উক্ত স্বার্থত্যাগী ভিষগ্‌বর ডিপ্‌থেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আর বালকটী সুস্থ হইয়া উঠিল।

এইরূপ স্বার্থত্যাগ মানুষের আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থান্ধ জগৎ এইরূপ দৃষ্টান্তের বলেই স্বার্থের মোহ অপসারিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।

৪—পাপানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান।

কোন পরম সাধু ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে পাপ-নিরত দেখিয়া তাহার সংশোধনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে মনস্তাপে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; "বৎস, আমি এখন চিরকালের জন্য তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি; এক্ষণে তোমাকে যদি একটি অনুরোধ করি, তাহা কি রক্ষা করিবে? পুত্রের মন আর্দ্র হইল, তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল।" সে উত্তর করিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিব।" মুমূর্ষু বৃদ্ধ সাধু অস্ফুটস্বরে অথচ তেজের সহিত বলিলেন; "আজ হইতে যখন তোমার মনে পাপ করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখন তুমি এমন স্থানে গমন করিয়া সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, যেখানে ঈশ্বর তোমাকে দেখিতে পাইবেন না।" যুবক পুত্র পিতার উদ্দেশ্য বুঝিল এবং তদবধি পাপ হইতে নিরস্ত হইল।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জ্জন্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখা যায়। তাহাদিগের বিশ্বাস যে মানুষ মৃত্যুর পর আবার এই পৃথিবীতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাসীগণ পশু পক্ষী হত্যা করে না, কেননা তাহাদের সংস্কার যে তাহাদের কোন না কোন পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা পশুপক্ষীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। অনেক ব্রহ্মবাসী নিজে পশু পক্ষী হত্যা করে না বটে, কিন্তু যদি অন্য কেহ হত্যা করিয়া তাহার মাংস তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহা আহার করিতে কোন আপত্তি করে না। ব্রহ্মবাসীগণের পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বাস ভারতবাসী হিন্দুগণ অপেক্ষা কিছু গভীরতর বলিতে হইবে, কেননা তাহারা বলে যে তাহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া রাখে। কিছুকাল পূর্ব্বে এক ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক রেঙ্গুণের ইংরাজ মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে তাহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র পূর্ব্বজন্মে ঐ নগরস্থ এক স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এবং প্রার্থনা করে যে আদালত উক্ত স্বর্ণকারকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটীর পুত্র আসিয়া শপথ করিয়া বলে যে তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বেশ স্মরণ আছে। সে যে কথিত স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সে বলিল যে পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল ম্যাংউই, এবং সে কুলীর কাজ করিত; যে দিন তাহার মৃত্যু হয় সেই দিন তাহার বর্ত্তমান মাতার গর্ভসঞ্চার হয়; পূর্ব্বজন্মে তাহার পৃষ্ঠে যে কয়েকটী দাগ ছিল, ইহজন্মেও তাহার পৃষ্ঠে সেই কয়েকটী দাগ আছে। মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বর্ণকারকে ডাকাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বর্ণকার বালকটীর সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহার নিকট রক্ষিত গহনা বালককে প্রত্যর্পণ করিল।

জর্ম্মণ মহিলা।

জর্ম্মণ মহিলার অবস্থার সহিত হিন্দু রমণীর প্রকৃতি ও অবস্থার অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। জর্ম্মণ মহিলা বড়ই স্বামি-নিরতা। স্বামি-ভক্তি তাহাদিগের একটী প্রধান গুণ। ইয়োরোপের অন্য কোন প্রদেশস্থ মহিলা

গণের মধ্যে এরূপ পতি-পরায়ণতা দৃষ্টি-গোচর হয় না। স্বামীর প্রতি নির্ভরের ভাব জর্ম্মণ মহিলাগণের একটী প্রধান লক্ষণ। স্বামীকে তাঁহারা তাঁহাদিগের একমাত্র ভর্ত্তা, উপদেষ্টা ও সহায় জ্ঞান করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশীয় রমণীদিগের ন্যায় জর্ম্মণির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল নহে। স্ত্রীলোকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, জর্ম্মণির পুরুষ সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে বড়ই অনিচ্ছু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক জর্ম্মণিতে দেখা যায় না। সমস্ত জর্ম্মণ রাজ্যে অষ্টবিংশতিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটীও স্ত্রীলোককে পরীক্ষার্থিনী হইতে দেন না। ইয়োরোপের নানা প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগকে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু জর্ম্মণীতে অদ্যাবধি সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবারও কোন সুবিধা নাই। গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, জর্ম্মণদিগের ইহাই বিশ্বাস। সুতরাং জর্ম্মণ স্ত্রীলোক মাত্রেই অতীব সুনিপুণা গৃহিণী। জীবন কার্য্যে তাঁহারা সুদক্ষা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকগণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে প্রায় দরজির সাহায্য গ্রহণ করেন না; বাটীর সকলের পরিচ্ছদ তাঁহারা আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাটীতে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে জর্ম্মণ মহিলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি জন্য জর্ম্মণ পুরুষ সম্প্রদায়ের এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। জর্ম্মণ মহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্না, কিম্বা যাঁহারা স্বভাবতঃ জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা, তাঁহাদিগকেই বিদ্যার চর্চ্চা করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা জর্ম্মণীতে মহিলা গ্রন্থকারের সংখ্যা অনেক অল্প, এবং যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে প্রায়ই সক্ষম হয়েন না। জর্ম্মণ রমণী লিখিত কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে কত কত ইংরাজ রমণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন; জর্ম্মণ মহিলা ঐ সকল বিষয়ে ইংরাজ মহিলার সমকক্ষ নহেন। জর্ম্মণ মহিলাদিগের প্রধান গুণ এই যে তাঁহারা অতীব লজ্জাশীলা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, চপলতা-বিহীনা, বিলাসিতা-শূন্যা, স্বামিনিরতা, স্নেহশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা।

সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি।

ডিউক চার্লস থিয়োডোর বেভেরিয়া নামক ইয়োরোপস্থ ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইয়াও ইনি বিলাস ও আলস্যে কালক্ষেপণ করেন না। হিতকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করাই ইহাঁর ব্রত। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ও সর্ব্বপ্রকারে ইহাঁরই প্রতিকৃতি। সকল লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদনে ইনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, থিয়োডোর পরের দুঃখ মোচনার্থ এতদূর সমুৎসুক যে ইনি স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। চক্ষুরোগসম্বন্ধে ইনি এমনই পারদর্শী যে ইয়োরোপের সুবিখ্যাত চক্ষুরোগ চিকিৎসকগণ ইহাঁর অভিজ্ঞতা হইতে উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইনি বেভেরিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী গারনসি নামক নগরে স্বীয় ব্যয়ে একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং চক্ষুরোগীদিগের চিকিৎসার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ডিউক নিজে এই রোগীদিগের চিকিৎসা করেন এবং তাঁহার স্ত্রী এই কার্য্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। যখন দরিদ্রদিগের কুটীরে থিয়োডোর তাঁহাদিগের চিকিৎসার্থ গমন করেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি দিবারাত্রি লোকের রোগশান্তি ও দুঃখকষ্ট নিবৃত্তি করিতেই ব্যস্ত থাকেন। রাজবংশোদ্ভূত হইয়া প্রভূত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক পরের হিত সাধনার্থ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। থিয়োডোর ও তাঁহার পত্নীর ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন দম্পতি এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি আনয়ন করিয়া দেয়।

মদিনা।

মক্কা ও মদিনা এই দুইটী মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান। আরব দেশের অন্তঃপাতী এল্‌হাফেজ নামক জিলায় মদিনা নগর অবস্থিত। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নস্থ উপত্যকার উপর নগরটী সংস্থাপিত বলিয়া উহার জলবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর নহে। নগরটীর চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরটী কোন স্থানে পঞ্চত্রিংশ এবং কোন স্থানে বা চত্বারিংশ ফিট উচ্চ। নগরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী বৃহৎ দ্বার আছে। রাজপথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ। নগরটী নিম্ন ভূমির উপর স্থিত বলিয়া বর্ষাকালে ইহার জলাশয় ও কূপসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সেই জল শীতকালে পরিস্কৃত হইলে বহুদূর হইতে অনেক লোক উহা গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মদিনা নগরের নাম 'ইহার উত্তম

জলের জন্য' নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিখ্যাত ছিল। মক্কার ন্যায় মদিনা নগরটী ঐশ্বর্য্যশালী নহে, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। শুষ্ক ও অনুর্ব্বর আরব দেশে ঐরূপ উর্ব্বর ভূমি প্রায় দেখা যায় না। এখানে যে খেজুর উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সুমিষ্ট খেজুর পৃথিবীর আর কোন স্থানে হয় না। মদিনা নগর অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ভূমি। এখানে আরব্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য দুইটী বড় বড় কালেজ আছে। দূরদেশ হইতে মুসলমান যুবকগণ এই কালেজে অধ্যয়নার্থ আগমন করিয়া থাকেন।

এই নগরে মহম্মদের কবর আছে। তাহারই জন্য ইহা মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান। যে মসজিদের মধ্যে কবরটী সংস্থাপিত, তাহার নাম "হারাম"। ইহা সহরের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। মসজিদের মধ্যে যে স্থানে কবর আছে, তাহার চতুর্দ্দিক লৌহ নির্ম্মিত রেল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কবরের চতুর্দ্দিকে যবনিকা আছে, সে যবনিকার মধ্যে কবর-রক্ষক ভিন্ন কাহারও প্রবেশের আজ্ঞা নাই। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিনা দর্শনীতে কবর দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু বিধর্ম্মীদিগকে দর্শনী স্বরূপ পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা দিতে হয়। কবরের চারিদিকে যে যবনিকা দেখা যায়, তাহা তুরস্কের সুলতান প্রদত্ত। নিয়ম আছে তুরস্কের প্রত্যেক নূতন সুলতান সিংহাসনাধিরোহণের সময় উক্ত যবনিকা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন যবনিকা প্রদান করিয়া থাকেন। উহা বহুমূল্য রত্নমণি-খচিত ও সুন্দর কারুকার্য্য-সুশোভিত। পুরাতন যবনিকা গুলি কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হয়। সেখানে উহা দ্বারা সুলতানদিগের কবর আবৃত্ত করা হয়।

মদিনা নগরের ইতিহাসলেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে উক্ত যবনিকার মধ্যে একটী চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহা দুইটী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, উক্ত প্রস্তরের মধ্যে মহম্মদ ও তাঁহার পরম বন্ধুদ্বয় আবুবেকর ও ওমারের কবর আছে। মহম্মদের মৃত শরীর রৌপ্যনির্ম্মিত সিন্ধুকে রক্ষিত। যবনিকার বাহিরে মহম্মদের কন্যা ফতেমার কবর আছে। উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মিসেস জেনারল বুথ।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)।

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মহাত্মা বুথের সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিয়াছেন। এ পৃথিবী হইতে আর একটী সদাশয় মহাপ্রাণ আত্মা সরিয়া পড়ি-

য়াছে। সাংসারিক দুঃখক্লেশের জালে জড়িত হইয়া যে সকল হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে, পাপের করাল গ্রাসে পড়িয়া যে সকল হতভাগ্য মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে, আধ্যাত্মিক ঘোর তমিস্রের মধ্যে যে সকল অভাগা কাল কাটাইতেছে—তাহারা তাহাদের একজন পরমবন্ধু হারাইল। লণ্ডনের সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে বস্ত্রাভাবে যাহারা বৎসরের বার মাস ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কাঁপিয়া থাকে, অনাহারে দুর্গন্ধের মধ্যে যাহারা দিবানিশি পড়িয়া থাকে—সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য লোক তাহাদের স্নেহময়ী জননী হারাইয়াছে। এমন রমণী দুঃখপূর্ণ পাপময় এ পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য কচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুক্তিফৌজ লণ্ডন-দরিদ্রের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন, মিসেস বুথ সেই আয়োজনের অনুপ্রাণয়িত্রী ও জীবনস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই আয়োজনের যে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে তাহা সম্ভব নহে কারণ মুক্তিফৌজের কার্য্যকলাপ ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। তবে ইহাঁর মৃত্যুতে এ আন্দোলনের, এ আয়োজনের যে একটী বিশেষ কার্য্যকর হস্ত স্খলিত হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ কি?

কেহ যেন মনে না করেন যে মিসেস বুথ, নারীর অনুপযোগী কোন প্রকার ভাব-বিশিষ্টা ছিলেন। নারীর কোমলতা, স্বভাবভীরুতা, ও বিনয় তাঁহার চরিত্র ভূষণ ছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি তাঁহার মাধুর্য্যগুণে এত লোককে পাপের পথ হইতে টানিয়া ধর্ম্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সৎকার্য্যের কথা ভাবিতেও প্রাণে আনন্দ হয়। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতায় লণ্ডনের এত পাপাসক্ত কঠোর-হৃদয় নর নারীর প্রাণ গলিয়াছে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার এতটা আকর্ষণ ছিল। আমাদের দেশীয় পর্দ্দা-সুরক্ষিত কোন রমণীকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে বলিলে তিনি যেমন লজ্জাশীলতার জন্য সে কার্য্যে সম্যক্ অপারগতা প্রদর্শন করেন, প্রথমে বক্তৃতা দেওয়ার কথা যখন উল্লিখিত হয় মিসেস বুথও তখন তেমনি লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যতদিন এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার হাত এড়াইতে তিনি সাহস করিলেন, ততদিন এড়াইলেন, কিন্তু অবশেষে যখন বিবেকের বজ্র গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া দিল, তখন বাধ্য হইয়া বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার জীবনীতে এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এমন কি তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের উচ্চ নীচ নর-

নারী তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র যখন হাজারে হাজারে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ধাবিত হইত, তখনও তিনি স্বামীর উপস্থিতিতে একটী কথাও লজ্জার জন্য বলিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বামী অনেক সময়েই সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তার পর মিসেস বুথের বক্তৃতা আরম্ভ হইত। প্রকাশ্যে লজ্জাশীলতার জন্য বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে যেমন ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শারীরিক দুর্ব্বলতাও এবিষয়ে তাঁহার ক্লেশের আর একটী কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেরূপ কার্য্য করিতে গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমকিত হইতে হয়। ৮টী সন্তানকে মানুষ করা প্রায় অধিকাংশ মাতার পক্ষে সারা জীবনের কাজ। কিন্তু মিসেস বুথ এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে রত থাকিতেন এবং পরামর্শপ্রার্থী ধর্ম্মপিপাসুদিগের সহিত কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। নিরন্তর কর্ম্মশীলতা মিসেস বুথের জীবনস্বরূপ ছিল, অক্লান্ত দেহে তিনি ঈশ্বরের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এমন মিষ্ট স্বভাবের নারী অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। পাপের প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র ঘৃণা ছিল। কিন্তু পাপী যাই পাপ পথ ছাড়িবার জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিত, মিসেস বুথের স্নেহ অমনি শতধারে তাহার উপর বর্ষিত হইত। সত্যে ন্যায়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মভাববিহীন সৎকার্য্য তাঁহার চক্ষের বিষ ছিল, কিন্তু প্রকৃত সৎকার্য্য যত রকম দুরূহ হউক না কেন, ক্লেশপ্রদ হউক না কেন, হাসিতে হাসিতে বুথপত্নী তাহা সম্পাদন করিতেন।

এমন সদাশয় সৎকর্ম্মশীল রমণী ভগবানের কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাঁহার আদেশে স্থানান্তরে অপসারিত হইয়াছেন। যাহার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সেই পবিত্র সন্নিধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীকে অগাধ দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার সেনাকে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া বুথপত্নী এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। লণ্ডনের গরিব লোক মাতৃহীন হইয়াছে।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

মহাত্মা কাশীরাম দাস আদিপর্ব্বে লিখিয়াছেন;—

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যাসম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস॥

ভার্য্যাবন্ত লোকে ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথচাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতি শাস্ত্র রাজা করে সুরবর্গে॥

সংস্কৃতে আছে,—মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ এস্থলে যেরূপ একের অর্থাৎ মাতার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেছে, অন্যের অর্থাৎ অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যার অপকর্ষও সেইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। সংসারে জননীর সমান আর কিছুই নাই, একথা এস্থলে অত্যুক্তি মাত্র, কারণ ইহা ভূয়োভূয়ঃ নীতি গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে ও হইতেছে। অশনি-ঘাতিনী পত্নী যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পারিবারিক সুখ বিদগ্ধ করিতে যান, স্নেহরূপিণী জননীই তাহার প্রকোপ প্রশান্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করেন। সেই পরমারাধ্যা দেবতাতে বঞ্চিত হইয়া অভাগা নর বা অভাগিনী নারী কতকাল কেন, কতক্ষণ বজ্রাহত হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে? সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহার সন্তপ্ত হৃদয়ের বরং বনের অজাগরের হলাহলে অথবা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের গ্রাসেও শান্তি আছে। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজে মাতৃভক্তি নাই, মুখরা স্ত্রীর অভাব নাই। ইহার বিষময় ফল যাহা হইবার, তাহা হইতেছে। ওএবেষ্টার বলেন যে মাতাই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির স্নেহময়ী ও অভিলষিত ফলপ্রদায়িনী শিক্ষয়িত্রী। কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখিয়াছেন;—

একগুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ।
সর্ব্বগুণ ধরে দেহে সতী যেইজন॥

রাবণের প্রলোভন-বাক্যে সীতা কর্ণপাত না করিয়া বলিতেছেন;—

কি হেতু বারণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥

আহা! কি পবিত্র ধর্ম্মভাব! কি অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা! সীতার নিকট কি পাপ অগ্রসর হইতে সাহসী হয়? না কখনই নয়। একজন ইংরাজ উপন্যাসবেত্তা যথার্থ বলিয়াছেন যে, সতীর সতীত্বই তাহার নেতা, এই নেতার নেতৃত্বের নিকট পাপ যেমনই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করুক না কেন বা যেমনই বলে বলীয়ান হউক না কেন সে অবশ্য অবশ্য শান্তি মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলহীন ও সঙ্কুচিত হইয়া সুদূরে পলায়ন করিবে। রামচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন;—"সীতাতুল্য তারা (দেব কন্যা) কেহ না হয় সুন্দরী।" ধার্ম্মিকজন নিজ স্ত্রীকে এইরূপই দেখিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ পত্নীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ দেখে নাই। তিন অনেক দেখিয়া শুনিয়া এই কথা বলেন। ভরসা করি সকলে যেন স্ব স্ব স্ত্রীকে তাঁহার মত ভাবেন। এবার এই পর্য্যন্ত।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব।

কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২৭এ কার্ত্তিক বহু আত্মীয় ও বন্ধু লোককে শোকাকুল করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে বঙ্গমাতা একজন আদর্শ সাধু পুত্র হারাইলেন। ইনি মনস্বী, হৃদয়বান্, বিবেকী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিত লোক অতি বিরল। ইনি চিরকাল শান্ত, ধীর এবং বৃদ্ধ বয়সেও শিশুর ন্যায় বিনয়ী অথচ যুবকের ন্যায় উৎসাহী ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ইহাঁর দেশহিতৈষিতা কথায় নয়, কার্য্যে সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর বয়স ৮০ বর্ষ হইয়াছিল, সুখ্যাতির সহিত সু-দীর্ঘকাল রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ২৮ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ইনি এক পুত্র, ৫ কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও তাহাদের সন্তান সন্ততিতে এক বৃহৎ সংসার রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর পত্নী ইহাঁর অপেক্ষা ৬ বৎসরের কনিষ্ঠা। তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং সকল সৎকার্য্যে ইহাঁর সহায় হইয়া ছিলেন। ইহাঁদের দাম্পত্য জীবন আদর্শস্থানীয়।

শিবচন্দ্র বাবু পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সু-শিক্ষা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রাম-তনু লাহিড়ী, রামকমল সেন প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী বা বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার একজন বিশেষ গুণানুরাগী ও সুহৃদ্ ছিলেন। দেশহিতকর অনেক বিষয়ে ইহাঁরা একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা মেটকাফ হল ও হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাঁরা উভয়েই অধ্যক্ষ থাকিয়া এই দুই অনুষ্ঠানের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বাবু শিবচন্দ্র দেব অতি প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একটী শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং মেদিনীপুর ও কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

শিবচন্দ্র বাবুর দেশহিতৈষতার জীবন্ত ক্ষেত্র তাঁহার বাসগ্রাম কোন্নগর। ইহার যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, ইহার সকল শোভা ও উন্নতির মূলে তাঁহার সাধু ইচ্ছা ও প্রাণগত চেষ্টা দেখা যায়। কোন্নগর একটী সামান্য ও হীনাবস্থ স্থান ছিল। এখন এখানে অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় সাধারণ পুস্তকালয়, ব্রাহ্মসমাজ, পোষ্ট আপিস ও রেলওয়ে ষ্টেসন প্রভৃতি গ্রামকে সুশোভিত করিতেছে। বাবু শিবচন্দ্র দেবকে এই সকলের সংস্থাপক বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক সময় কোন্নগরে রজনীবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তিনি সে সকলেরও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং নিজগৃহে বরাবর দীনদুঃখীদিগকে স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। বহুদিন মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ থাকিয়াও তাহার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কোন্নগরের কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম লোকদিগের অধিকাংশই তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী এবং কোন্নগরের অধিবাসী মাত্রেই তাঁহা দ্বারা উপকৃত।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ এই মহাত্মা বাল্যকাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন। ইনি সর্ব্ব প্রথমে আপনার পত্নীকে শিক্ষা দান করেন, পরে আপনার কন্যাগণকে যত্নের সহিত সুশিক্ষিত করেন। শিশুপালন সম্বন্ধে দুই খানি সুন্দর পুস্তক প্রচার করিয়াও স্ত্রীজাতির অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর একজন পরম বন্ধু বলিয়া ইনি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইনি বহুদিন হইতে বামবোধিনীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার আয়োন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহাঁর কন্যা, দৌহিত্রী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় ইহাঁরই চেষ্টায় বামাবোধিনীর গ্রাহক হন। এক সময় বামাবোধিনী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল, প্রধানতঃ ইহাঁরই যত্নে জীবন রক্ষার উপায় লাভ করে। এই সময়ে ইহাঁর পরম বন্ধু বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নামও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। বামাবোধিনীর অত্যন্ত অনাটনের সময় ইহাঁরা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে নারীশিক্ষা ২ খণ্ড ও বামারচনাবলী এক খণ্ড মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য করেন। এ উপকার বামাবোধিনীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শিবচন্দ্র বাবু পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা তাঁহার সুকৃতির পুরস্কার তাঁহাকে প্রদান করুন এবং তাঁহার মুক্ত আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন। তিনি জীবনের যে সকল সাধু দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া অপরে যেন সাধু হইতে পারে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পশুদিগের পরমায়ু।

বিড়াল প্রায় পনের বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কাটবিড়াল ও শশক সাত বা আট বৎসরের অধিক বাঁচে না। কুকুর ও নেকড়ে বাঘ কুড়ি বৎসর বাঁচে। শৃগাল চৌদ্দ বা পনর বৎসর জীবিত থাকে। সিংহ দীর্ঘজীবী। একটী সিংহ

সত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিল। হস্তী চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার একটী হস্তী সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উহাকে এজাকৃশ নামে অভিহিত করিয়া ঐ নাম তাহার শরীরের উপর উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের দ্বারা খোদিত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ঐ হস্তী তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঘোটক বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে দেখা গিয়াছে, গণ্ডার উনত্রিশ বৎসর, শূকর কুড়ি বৎসর, উষ্ট্র একশত বৎসর, মেষ দশ বৎসর ও গাভী পনর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তিমি মৎস্য এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঈগল পক্ষী একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। কচ্ছপ একশত সাত বৎসর এবং রাজহংস তদপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে।

বৃহত্তম বৃক্ষ।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যত বৃহৎ বৃক্ষ দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে ইটালীর অন্তঃপাতী এটনা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত চেষ্টনট নামক ফলের একটী বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বৃক্ষটী দুইশত হাত উচ্চ এবং মূল হইতে চল্লিশ হাত উপরিভাগস্থ স্থানে ইহার বেড় ৭৫ হাত।

বৃহত্তম গোলাপ বৃক্ষ।

আমেরিকার অন্তঃপাতী কেলিফারনিয়া প্রদেশে বেণ্টুরা নগরের কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ আছে, তাহার গুঁড়ির বেড় দুই হাত। ইহা ইহতে যে শাখাগুলি বহির্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটীর বেড় দেড় হাত। ইহা চতুর্দ্দিকে ত্রিশ হাত দূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যহ হাজার হাজার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। গাছটীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

মানব দেহ।

মানব দেহে সর্ব্বশুদ্ধ একশত ষাইট অস্থিখণ্ড ও পাঁচশত মাংসপেশী আছে। মানব দেহ মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ওজন সাড়ে বার সের হইতে পনর সের পর্য্যন্ত। হৃদপিণ্ড দীর্ঘে পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি। ইহা এক এক মিনিটে সত্তরবার স্পন্দিত হয়। প্রতি স্পন্দনে একছটাক পরিমাণ রক্ত ইহার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়। ফুসফুস প্রায় চারিসের বায়ু ধারণ করিতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষ প্রায় দুই হাজার মণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে। মানব মস্তিষ্কের ওজন দেড়সের। সবিশেষ পরিপুষ্ট হইলে উহার ওজন আরও এক পোয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবদেহস্থ শিরার সংখ্যা অন্যূন এক কোটী। ত্বক্ তিনটী স্তরে বিভক্ত; প্রত্যেকটীর স্থূলতা এক ইঞ্চির অষ্টমাংশের একাংশ মাত্র। সমস্ত ত্বকের পরিমাণ সতর শত

বর্গ ইঞ্চি। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মানব দেহের উপর যে বায়ুর চাপ বর্ত্তমান আছে, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। প্রতি বর্গ ইঞ্চি ত্বকের মধ্যে ঘর্ম্ম নির্গমনের জন্য সাড়ে তিন হাজার সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা লোমকূপ আছে।

হিপোপোটেমস্।

হিপোপোটেমস্ আফ্রিকা দেশীয় জন্তু। ইহার আকৃতি অনেকাংশে গণ্ডারের ন্যায়। ইহা অধিকাংশ সময় জলে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। উভচর হইলেও ইহা জলচর জন্তু বলিয়া বিদিত। ইহা প্রাধানতঃ তৃণ ও মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার ত্বক্ অতিশয় স্থূল। উহা দ্বারা চাবুক্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গাত্র সর্ব্বদাই এক প্রকার তৈলময় পদার্থে অভিষিক্ত থাকে। ইহার পদ চতুষ্টয় অতি ক্ষুদ্র, তজ্জন্য ইহা দ্রুত গমন করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু জলে অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে। হিপোপোটেমসের সম্মুখের দুইটী দাঁত ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা। উহা হাতির দাঁতের ন্যায় প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঠগীদিগের ইতিহাস।

অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই এদেশের নানা স্থানে প্রধানতঃ মধ্য ভারতবর্ষে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার নরঘাতক ডাকাইতগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পথিকদিগের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ইহাদের হস্তে ভারতবর্ষের কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহারা কত রমণীকে বিধবা করিয়াছে; কত নর নারীকে পুত্রহীন করিয়াছে; কত সংসারকে শ্মশান করিয়াছে! ইহাদের ভয়ে লোকে একাকী রাজপথে বাহির হইতে সাহসী হইত না। দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেও নিস্তার থাকিত না, ইহারা সময়ে সময়ে দলশুদ্ধ সমস্ত লোককে বধ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিত।

ইহারা নানা নামে অভিহিত। ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে ঠগ্ বলে; দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ইহারা ফাঁসিগার নামে অভিহিত; তামীল ভাষায় ইহাদিগকে আরিতুলুকার (মুসলমান ফাঁসুড়ে) ও তেলিগু ভাষায় ওয়ারলু হান্দকু কহে; কানাড়া দেশের লোকেরা ইহাদিগকে তাঁতীকেলেড়ু কহে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেও এই সকল দস্যুদল তাহাদের এই ভয়াবহ নরহত্যা ব্যবসা

এরূপ গোপনে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে নির্ব্বাহ করিত যে রাজপুরুষগণ বহুদিবস পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টন (মহীসুরের রাজধানী) জয়ের পর বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় ১০০ ঠগ্ ধৃত হয়, কিন্তু তাহারা যে একটা বিশেষ দলভুক্ত দস্যু এবং নরহত্যা যে তাহাদের ব্যবসা, ইহা তখনও বুঝিতে পারাযায় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একদল ঠগ ত্রিবাঙ্কুর হইতে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে বিত্তুর এবং আর্কটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহাদের অনেকে ধৃত হয়। এই সময় হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং কর্ণেল স্লিমাল নামক একজন রাজপুরুষের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে ইহাদিগের আত্মকাহিনী দ্বারা সমুদায় বিবরণ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। তৎপরে অনেক ঠগ্ ধৃত হয় এবং ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে ঠগ্দল নির্ম্মূল হয়।

ঠগেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতময় উপত্যকায় বাস করিত। ইহাদের দেশীয় ব্যবসা কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইবার সময়ে ইহারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন কার্য্য সমাধা করিয়া স্ত্রী ও সন্তানগণের উপর অবশিষ্ট ভার অর্পণ করিত এবং তৎপরে দস্যুতা করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইত। ইহাদের নানা দল ছিল, এক এক দলে ৫০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক থাকিত। এই এক এক দল দস্যুতার সময়ে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক দলে আবশ্যক মত ১০ হইতে ২০ জন করিয়া লোক থাকিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাস্তায় পথিকদিগের সহিত পথিকদিগের ন্যায় গমনাগমন করিত এবং অপর দলের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদিগকে সেই সময়ে দেখিলে পথিক ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বোধ হইত না। কখন কখন ইহারা আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইহারা অতি সামান্য বেশে সামান্য লোকের ন্যায় গমন করিত, কিন্তু যখন অপহরণ দ্বারা অশ্ব, বলদ, তাঁবু ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত, বাটীতে ফিরিবার সময়ে সম্পত্তিশালী বণিকের ন্যায় সমারোহে গমন করিত এবং আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। সুতরাং ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতে পারিবার কোন উপায় ছিল না। সময়ে সময়ে ১০ বৎসর বা তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকেরা ইহাদের সঙ্গে থাকিত। সাধারণের নিকটে তাহাদিগকে চাকর বলিয়া পরিচয় দিত। তাহারা ইহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় সামান্য কার্য্য করিত এবং ইহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ঐ ব্যবসা শিক্ষা

করিত। ইহারা কখন কখন হত ব্যক্তির বালকদিগকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত এবং এই ব্যবসা শিক্ষা দিত।

প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যে যে সকল পান্থশালায় পথিকগণ সর্ব্বদা বিশ্রাম করিত, ঠগেরা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিত। তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ঐ সকল পান্থশালা অথবা নিকটবর্ত্তী নগরের পথিক ও বণিকগণের বিশ্রামাগারে গমন করিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিত এবং কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগের গন্তব্য স্থান, কোথা হইতে আসিতেছে, কি কারণে ভ্রমণ এবং সঙ্গে কি কি দ্রব্য আছে ইত্যাদি সংবাদ লইত। পরে যদি তাহাদিগকে হত্যা করা সুবিধা ও লাভজনক মনে করিত, তবে তাহাদিগের অনুসরণ করিত। ঠগেরা যাহাকে হত্যা করিবার জন্য একবার অনুগমন করিত, তাহাকে হত্যা না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। ইহারা তাহাদের সহিত নিরাপদে একত্র থাকিবার ছলনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিত অথবা তাহাদের সহিত একত্রে না গিয়া কিছু দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত। সুবিধা পাইলেই দলের একজন লোক নিকটে গিয়া হঠাৎ দড়ি অথবা কটীবন্ধন হতভাগ্যের গলদেশে লাগাইয়া দিত এবং অবশিষ্ট লোকেরা নিকটেআসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত।

ঠগেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হত্যা কার্য্য সমাধা করিত। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত প্রণালীই অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত ছিল। পথিকের সহিত (যাহাকে হত্যা করিবে) গমন করিতে করিতে একজন ঠগ হঠাৎ একটা দড়ী অথবা কাপড় তাহার গলদেশে ফেলিয়া দিয়া উহার এক দিক ধরিয়া থাকিত, অপর একজন সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ঐ দড়ী অথবা কাপড়ের অপর প্রান্ত ধরিয়া গলার পশ্চাদ্দিকে ফাঁস দিয়া বিপুল বল সহকারে তাহার মস্তক চাপিয়া ধরিত, আর একজন প্রস্তুত হইয়া পশ্চাতে থাকিত সে ঠিক সেই সময়ে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া প্রভূত বলের সহিত টানিত। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া পড়িত। এবং সেই সময়ে খড়ের বোঝা বাঁধিবার সময় যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়, সেইরূপে ঐ ফাঁস টানিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করিত।

কখন কখন সরাইয়ের মধ্যে রাত্রিকালে ঠগেরা নরহত্যা করিত। কিন্তু তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ হনন করিবার সুবিধা পাইত না,এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প কিম্বা বৃশ্চিকের ভয় দেখাইয়া জাগ্রত করিয়া তাহার গলায় উপরোক্ত প্রকারে ফাঁসি লাগাইয়া দিত।

অশ্বারোহী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে হইলে তাহারা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিত। একজন অশ্বের সম্মুখে

একজন পশ্চাতে আর একজন অশ্বের পার্শ্বে থাকিত। এই অবস্থায় গমন করিবার সময় শেষোক্ত ব্যক্তি অশ্বারোহীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইত এবং যেই মাত্র দেখিত যে অশ্বারোহী কিঞ্চিন্মাত্র অন্যমনস্ক হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তৃতীয় ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিয়া টানিত, অমনি সম্মুখের ব্যক্তি অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করিত এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহার গলায় ফাঁস দিয়া তাহার জীবন সংহার করিত।

ভ্রমণ কালে যদি কোন পথিকের হস্তে অস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে এই পাপাত্মাগণ তাহাকে হত্যা করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে তাহার হস্ত ধরিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লইত, পরে তাহার গলদেশে ফাঁসী দিত। ইহারা যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে ইহা জানিতে পারিত না, বরং ইহাদের সহিত অতি বিশস্ত ভাবে গমন করিত।

ইহারা অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়াও গমন করিত, আবশ্যক হইলে অস্ত্র দ্বারা একেবারে ১০।১২ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদের মৃত শরীর এরূপে গোপন করিত যে কেহ তাহার অণুমাত্রও জানিতে পারিত না। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

(ক্রমশঃ)

বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে মালাবারী মহাশয়ের চেষ্টা।

বাইরামজী মালাবারী নামক জনৈক উৎসাহী পারসী ভদ্র সন্তান হিন্দুবিবাহ রীতি ও নিয়ম সংশোধনের জন্য ১৮৮৬ সাল হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তিনি হিন্দু না হইয়াও যে হিন্দু সমাজ সংস্কার জন্য আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তিনি এই সংস্কার সাধনের জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং একবারে যেরূপ বহুল বিষয় সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। তিনি ১৮৮৬ সালে এই কয়েকটী সংস্কার কার্য্যের সহায়তার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন যথা,—

১। কোন বিধবাকে কেহ বলপূর্ব্বক বৈধব্য দশায় রাখিতে না পারেন।

২। কোন বিধবা ইচ্ছা করিয়া বৈধব্য দশা বহন করিতেছেন, কি অন্যে বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াছে তাহা জানিবার উপায় করা আবশ্যক।

৩। যাহারা বিধবা বিবাহ করেন, তাহাদিগকে এবং তাহাদের আত্মীয়

স্বজনকে যদি কেহ সমাজচ্যুত করে, তাহা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়।

৪। বাল্যবিবাহ রীতি যাহাতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়, তজ্জন্য এই কয়েকটী উপায় অবলম্বিত হউক যথা, যে ছাত্র বাল্যবিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাধি না দেন এবং কোন কর্ম্ম খালি হইলে বিবাহিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া অবিবাহিত যুবকদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

মালাবারী মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট 'আবেদন করিতেছেন। তিনি বলেন যে হিন্দু সমাজের অনেক কৃতবিদ্য লোক এই সংস্কার কার্য্যে তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন সকল প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার লিপি প্রেরণ করিয়া সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদিগের মত অনুসন্ধান করিলেন, তখন দেখা গেল যে, কেহ রাজবিধি দ্বারা সমাজ সংস্কারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য ১৮৮৬ সালে মালাবারীর আবেদন পত্রের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন যে প্রার্থিত সংস্কার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন রাজবিধি করিতে সম্মত নহেন।

সম্প্রতি ফুলমণির শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব তিনজন গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইংরাজ এই বিষয়ে ইংলণ্ডে একটী সভা করিয়াছেন। এই সভায় অধ্যাপক মোক্ষমুলার, মনিয়ার উইলিয়মস্, কুমারী কব, সার উইলিয়ম হণ্টার, পরলোকগত ফসেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী, প্রসিদ্ধ কবি টেনিসন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং ভারতের আর কয়েকজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর ও লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যোগ দিয়াছেন। সভাটী যেরূপ উচ্চদরের হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডের মহাসভা তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট এই সমাজ সংস্কারবিষয়ে কোন বিধি করিতে সম্মত হইবেন কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এবার আরও কয়েকটী ভয়ঙ্কর প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে, তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

মালাবারী প্রস্তাব করিতেছেন যে যদি কোন বালিকার ১২২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন তাহার বয়ঃক্রম ১২ কিম্বা ১৪ বৎসর হইবে, তখন যদি সে তাহার স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহাদের সে বিবাহবন্ধন ছেদন হইতে পারিবে। গতবর্ষে রুক্মাবাই সম্বন্ধে মালাবারী সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, এখন তিনি এবং তাঁহার কৃপাপাত্র

রুক্মাবাই উভয়েই বিলাতে শেষ চেষ্টা করিতেছেন।

তিনিত অতি সহজ একটী প্রস্তাব করিলেন,—বার বৎসর বয়সের একটী বালিকা যদি ইচ্ছা করে, তার স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কিন্তু কি কারণে স্বামী পরিত্যাগ করিতে পরিবার অধিকার জন্মিবে; ১২ বৎসরের বালিকার এরূপ পরিপক্ক বুদ্ধি হইতে পারে কি না, যাহাতে ভাল মন্দ স্বামী বিচার করিতে পারা যায়; এ অধিকার একবার দিলে সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইবে; এ সকল বিষয় কি তিনি চিন্তা করিয়াছেন? একজন ১২ বৎসরের বালিকা আদালতে আসিয়া বলিল যে, সে তাহার স্বামীকে চায় না, অমনি আদালত হুকুম দিবেন "আচ্ছা, তোমার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার" কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এরূপ বিবাহ সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইবে না। ১৮৭২ সালের তিন আইন যখন বিধিবদ্ধ হয়, গবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, পাত্র পাত্রীর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর না হইলে তাহারা স্ব স্ব পিতা অথবা অভিভাবকের মত না লইয়া স্বাধীন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবে না। মালাবারী ১২ কিম্বা উর্দ্ধকল্পে ১৪ বৎসরের বালিকাকে সেই অধিকার দিতে চাহেন।

মালাবারীর প্রস্তাবের যে কি বিষম ফল হইতে পারে তাহা আমরা এস্থলে দুই চারিটী দেখাইতেছি।

১। বালিকারা আর পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করিবে না।

২। কোন অসচ্চরিত্র পুরুষ ইচ্ছা করিলে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয়া নির্ব্বোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে।

৩। বহুবিবাহ নিবারণের এখন কোন নিয়ম নাই, সুতরাং একজন যে এইরূপ বহু বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না তাহার প্রতিবিধান নাই।

৪। স্বামীর রূপ, বর্ণ, অর্থঘটিত অবস্থা, চরিত্র, বিদ্যা ইহার কিসের অভাব হইলে পরিত্যক্ত হইতে পারিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। হয়ত স্বামী দরিদ্র হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। কি ভয়ঙ্কর সংস্কার! কোন সভ্য দেশে এরূপ নিয়ম নাই।

৫। পিতামাতারা অর্থ লোভে অথবা অন্য কারণে কন্যাকে তাহার প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করাইবার জন্য বাধ্য করিতে পারে।

৬। পিতামাতা আর স্বীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহিবেন না, কারণ বর্ত্তমান বিবাহ রীতির পক্ষে আশক্ষিত অবস্থা অনুকূল।

৭। বিবাহ আর পবিত্র সম্বন্ধ না হইয়া তাহা একটী ব্যবসায়ের ন্যায় হইবে।

৮। ক্রমে এদেশের স্ত্রীগণের ধর্ম্মভাব লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের গৌরব চলিয়া যাইবে।

৯। সভ্যদেশেও স্বামিত্যাগের যে ব্যবস্থা নাই, এই অশিক্ষিত স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যদি তাহা প্রচলিত হয়, তাহা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ প্রথা সংস্কারের বিরোধী তাহা কি কেহ মনে করিতেছেন? তাহা আদৌ নহে। তবে এই সর্ব্বনেশে সংস্কারকে আমরা সমাজ ধর্ম্ম ও নীতির মূলোচ্ছেদকারী বলিয়া ভয় করিতেছি। বাল্যবিবাহ রীতি যদি কল্য রহিত হয়, আমরা পরশ্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহি না; কিন্তু বলপূর্ব্বক কেহ কখনও সমাজের কুরীতি নিবারণ করিতে পারে না। মালাবারীর মনে বাল্যবিবাহ যে রূপ কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে, যদি এক জন ধর্ম্মসংস্কারক সেইরূপ পৌত্তলিকতাকে সমাজের আর একটী কণ্টক বলিয়া কাল রাজদ্বারে গিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম সংস্কারের বিধি প্রার্থনা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা দিবেন? সেই ধর্ম্মসংস্কারক বলিবেন যে ইহকালের দুই দিনের দুঃখ আপনারা নিবারণ করিতেছেন, অনন্তকালের দুঃখ দূর করিবার উপায় করা আরও কি আবশ্যক নহে?

আমরা মালাবারীকে যথেষ্ট প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহাকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া রাজদ্বারে সংস্কার প্রার্থনা করিতে যাইতে দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। সমাজ যদি নিজে উত্থান না করে, বল পূর্ব্বক কি কেহ তাহাকে উন্নত করিতে পারে? রোগীকে ঔষধ গিলিয়া খাওয়াইলে রোগ নিবারণ হয়, কিন্তু সংস্কার গুলি খাওয়াইবার বস্তু নহে। সমাজের উদ্ধারের যে স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পরে মালাবারীর অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এ দেশে যাহাতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তাহার যত উপায় আছে অবলম্বন কর। আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। স্ত্রীদিগের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে; চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। বিবাহিত ছাত্রকে বৃত্তি দিব না, কর্ম্ম দিব না, উপাধি দিব না এরূপ "কালাপাহাড়ী" সংস্কারের মূল্য নাই, ফল নাই।

চতুর্দ্দিকে উন্নত মত লইয়া আন্দোলন কর। যুবা বৃদ্ধকে লইয়া সভা কর। যেমন সুরাপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া সুরাপান নিবারণী সভা লোককে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন, পিতা মাতাদিগকে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ কর। বাল্যবিবাহকে ঘৃণিত করিয়া দেও।

পুস্তক, পত্রিকা, বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনকে প্রস্তুত কর। না বুঝিয়া যাহারা সমাজ সংস্কারের প্রতিকূল হইয়া আছে, বুঝিলে তাহারাই আবার অনুকূল হইবে। ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত একবার

দেখ না। তাহারা কেমন অল্পে অল্পে বাল্যবিবাহ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে; বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিয়াছে; এমন কি জাতিভেদ প্রথা পর্য্যন্ত অনেকটা উঠাইয়া দিয়াছে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ৩০ বৎসর দিবা রাত্রি খাটিয়া এই সংস্কার সকলের পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। সেই রূপ যদি কেহ খাটিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন, এবং যদি সেইরূপ বুদ্ধি কৌশলের বল থাকে, তবে হিন্দু সমাজে কি সংস্কার হইতে পারে না? রাজনীতি সংস্কারের জন্য কত হিন্দু সন্তান পাগল হইয়াছেন; সমাজ সংস্কারক একটী দেখা যায় না। যে বিবাহ বিধির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের বিধি। অতএব সমাজ সংস্কার সুসাধ্য হয় যদি তাহার মূলে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকে। ব্রাহ্মেরা যে রূপ প্রতিজ্ঞার সহিত বিবাহ-বিধি সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন,যদি হিন্দুসমাজ সেইরূপ একবাক্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে রাজদ্বারে যাইতে হইবে কেন? বাল্যবিবাহ রীতি রহিত না হইলে দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। ফুলমণির শোচনীয় ঘটনার ন্যায় কত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু গৃহকলঙ্ক লইয়া কয় জন লোক রাজদ্বারে যায়? যত দিন না এই সকল ঘটনার মূল বাল্যবিবাহ রীতি রহিত হইবে, তত দিন এই আংশিক সংস্কারে বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। যাঁহারা সম্মতিদানের বয়ঃক্রম ১২ বৎসর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের সহিত একমত, কিন্তু মালাবারীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের কোন ক্রমে সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মতি দানের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমে দুইটী অল্পবুদ্ধি বালক বালিকাকে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে চিরজীবনের জন্য গ্রথিত করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে আনিয়া পরে তাহাদের তরুণস্বভাবসুলভ চাপল্যের জন্য শাস্তি দেওয়া আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকাকে একটী যুবকের হস্তে সমর্পণ করা প্রবীণ পিতা মাতার পক্ষে যে অপরাধ, সেই বালক বালিকার অপরাধ তদপেক্ষা লঘুতর এবং ক্ষমার যোগ্য। আবেদনকারীরা বলিয়াছেন যে কার্য্যতঃ দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালিকাদিগকে কোন ভদ্র পরিবার স্বামীর সহিত সহবাসের জন্য তাহার গৃহে প্রেরণ করে না। তাহা সত্য হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই,কিন্তু অন্ততঃ বঙ্গদেশে এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইতে আমরা দেখি না। আমরা সেই জন্য আবেদন

কারীদিগকে অনিষ্টের মূলস্বরূপ বাল্য-বিবাহ কুরীতি উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তাঁহারা বলিবেন যে দেশের লোক এখনো প্রস্তুত নয় এবং গবর্ণমেণ্টও আমাদের সামাজিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু আমাদের আরও একটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, যে সকল লোক এখন গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মতিদানের বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহাদের অনেকেই মালাবারীর ১৮৮৬ সালের আবেদনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাই যদি সমাজ সংস্কারের বিরোধী হন, তবে আমরা কাহার নিকট আর আশা করিব এবং কাহার দিকেই বা তাকাইব? মালাবারীর অনেকগুলি প্রস্তাব অন্যায় ছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কিন্তু যদি আমরা বাল্য বিবাহ রহিত এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত করি, তাহা হইলে ত আর সেই সকল প্রার্থনা লইয়া রাজদ্বারে যাইতে হয় না। রোগ সৃষ্টি করিয়া পরে ঔষধের ব্যবস্থা করা আর বর্ত্তমান আন্দোলন আমরা উভয়ই সমান মনে করি।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাকড়্সা—ইহাদের জালের বিশেষ কোন ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। মাকড়্সার সূতা রেশমের সূতার ৯০ ভাগের এক ভাগ। রুমার বলেন যে, ১৮০০ গাছি মাকড়্সার সূতা একত্র করিলে বুননি কার্য্যের উপযুক্ত সূতা তৈয়ারি হইতে পারে। ফ্রান্সাধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর এই মাকড়্সার রেশমের পরিচ্ছদ ছিল।

অস্মদ্দেশীয় "ন্যাসতরঙ্গ" নামক বাদ্যযন্ত্র বিশেষে মাকড়্সার জাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। মধুমক্ষিকা—ইহারা মনুষ্যের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, নগর ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া থাকে।

অনেকানেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মক্ষিকা তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে সোয়ামারডাম্, মোরাল্ডী, রুমার, শীরাক্, হিউবার, জন হণ্টার এবং শিয়াজন্ প্রধান।

ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি পিপীলিকাদের তুল্য। মধুচক্রের শাসনপ্রণালী অতীব বিস্ময় কর। ইহারা রাগ, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ এবং দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। বলবান্ শত্রুদিগের সহিত চাতুরী দ্বারাও সর্ব্বদা

আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহাদের কার্য্য-প্রণালীতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধু-আহরণকারী মক্ষিকাগণ পুরাতন চক্রের সন্ধান করে; তদভাবে নূতন নীড় রচনা করে। পুরাতন আবাসস্থল পাইলে তাহাকে মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লয়। সূত্রধর-মক্ষিগণ (xylocopes or woodborers) বৃক্ষের ছিদ্রান্বেষণ করে। এইরূপে ইহারা শ্রমের লাঘব করে।

মধুচক্রের মধ্যে প্রকোষ্ঠগুলি স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। দুইটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ স্থান ব্যবধান থাকে। এই সকল স্থান তাহাদের পথ। এই পথ দিয়া এককালে একটী মক্ষি প্রবেশ ও একটী বহিরাগমন করিতে পারে। কোন কোন চক্রে এই সকল প্রকোষ্ঠ সারি সারি সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

প্রত্যেক চক্রে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ভাণ্ডারের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হয়। এই গুলি অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলি অপেক্ষা অধিকতর গভীর। সময়ে সময়ে অধিক মধু আহৃত হইলে, মক্ষিগণ পুরাতন প্রকোষ্ঠগুলিরও আয়তন বর্দ্ধিত করে।

ইহারা ডিম্বাবস্থাতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়। উপযুক্ত কাল না হইলে বাহিরে আসিতে পায় না। বন্দীভাবে কারাগারে রক্ষিত হয়। সুযোগ পাইলেই তাহারা বহির্গত হয়।

এককালে একমাত্র রাণী রাজত্ব করেন। যে স্ত্রী মক্ষিকাটী কুম্ভ হইতে প্রথম নির্গত হয়, সে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব রাণী ও তাহার দল বলকে হত্যা করে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকেই রাজ্ঞী বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহাকে কোনরূপ বাধা দেয় না।

মরিস্ গিরার্ড সাহেব মক্ষিকাগণের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক চক্রের মধ্যে ইহারা আপনাদের চক্র বাছিয়া লইতে পারে। যদি কোন স্থানের ফুল তাহাদিগকে ভাল লাগে, তবে পর বৎসর পুনরায় তাহারা তথায় মধু আহরণের নিমিত্ত আসিয়া থাকে।

একদা একদল মক্ষিকা একটী কড়িকাষ্ঠে চাক নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহাদিগকে সরাইয়া কৃত্রিম এক চাকের মধ্যে স্থাপন করেন। তথাচ সময়ে সময়ে তাহারা পুরাতন আবাসস্থল দেখিতে ঐ কড়িকাষ্ঠে আগমন করিত। এমন কি তাহারা কয়েক পুরুষ ক্রমাগত ঐ কড়িকাষ্ঠ দেখিতে আসিত।

আখ্যান মালা।

(১২ সংখ্যা।)

১। রাজর্ষি মার্কাস্ অরেলিয়াস্ বলিতেন যে, যে সুখ তিনি অন্য কাহারও সহিত উপভোগ করিতে না পারিতেন, তাহাতে তত তৃপ্তি পাইতেন না।

বীরপ্রধান মার্ক এণ্টনী জীবনের শেষকালে বিপদ আপদের মধ্যে পড়িলে বলিতেন যে, অপরকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সমুদায় হারাইয়াছেন।

২। জনৈক রোমক সম্রাট তাঁহার একজন পারিষদকে বলিয়াছিলেন যে, রাজসভাতে স্বদেশের বিরুদ্ধেও আমার স্বার্থের অনুকূল মত প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইবে। বীর-জননী রোমের সুসন্তান বীর-সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি কি আপনাকে কখনও বলিয়াছি যে আমি অবিনশ্বর। আমার ধর্ম্ম আমার হস্তে। আমার জীবন আপনার হস্তে, তাহা আমি বেশ জানি। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব। যদি দেশের সেবাতে প্রাণ যায়, তাহা আপনার সকল পুরস্কারের অপেক্ষা অধিক আদর ও গৌরবের বিষয় হইবে।"

৩। জ্ঞানবান রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ আলস্য নিবারণের জন্য বড়ই শশব্যস্ত। বস্তুতঃ আলস্য অশেষ পাপের নিদান। ইংরাজিতে একটী প্রবচন আছে "Idle man's brain is the workshop of the Devil" অর্থাৎ কুঁড়ে ব্যক্তির মস্তক শয়তানের কর্ম্মস্থল। আমার মনে হয়, কুঁড়ের মন শয়তানের কর্ম্মস্থল ও বৈটকখানা।

একদা গ্রীক্ ব্যবস্থাপক পিসিষ্ট্রেটাস্ নগরের অলস ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কি চাষের গরু চাই? যদি না থাকে, তবে আমার নিকট হইতে লইয়া যাও। যদি তোমাদের বীজের অভাব থাকে, তাহাও আমি যোগাইব।" আলস্যকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন। সর্ব্বদা কোন না কোন সৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

৪। কথিত আছে যে জুলিয়াস্ সিজার বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইলেই লাটিন্ বর্ণমালা আদ্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিতেন। এইরূপে মন স্থির না হইলে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না। তিনি অন্যকৃত উপকার ভিন্ন অপকার কখনই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সম্রাট এণ্টনিনাস্ বলিতেন, "যাহারা অনিষ্ট করে, তাহাদিগকেও ভাল বাসাই মনুষ্যের পক্ষে শোভা পায়।"

এপিকটিটাস্ বলিয়াছেন "মানুষ আমার অনিষ্ট করিয়া নিজেরই অপকার করে। তবে কেন আমি তাহার অপকার করিয়া আপনার অহিত করিব?"

সেনেকা বলিয়াছেন, "উপকার করিতে কাহারও নিকট হারিয়া যাওয়া ও অপকার করিয়া কাহাকেও হারান বড়ই লজ্জার বিষয়।"

নূতন সংবাদ।

১। লেডী সাকার বাইর স্মরণার্থ সার ডিন্‌সা পেটিট, তাহার পুত্রগণ ও বন্ধুগণ বিবিধ হিতকর কার্য্যে ১,২৭,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রাওলপিণ্ডীর ভাই বুটা সিং এর স্ত্রী তত্রত্য নীতি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, ২৮এ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। বুটা সিং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ১০০০ টাকা বিতরণ করিয়াছেন। এক কমিটীর হস্তে ৪০০০ টাকা দিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সকলের এক পুস্তকালয় হইবে।

৩। বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিল্লী নগরে বেলুনারোহণে প্রায় ৪ হাজার ফিট উঠিয়া পারাস্থট ধরিয়া নামিয়াছেন। তাঁহার সাহসিকতা দর্শনে অনেক ইংরাজও চমৎকৃত হইয়াছেন।

৪। সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু মহামণ্ডল নামে এক ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল, নানাস্থান হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত হন। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভা সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার ও বিবাহ ব্যয় হ্রাস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

৫। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সার চার্লস ইলিয়ট বঙ্গের ছোট লাটের পদে বসিবেন। আমরা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১। ভক্তিমালা।—জনৈক বঙ্গমহিলা বিরচিত কবিতা-পুস্তক। ইহাতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। লেখিকা একজন বৈষ্ণব তন্ত্রের লোক বোধ হয়। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ভক্তির যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে পাঠকের হৃদয়েও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। ভাষার দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে পুস্তকখানি আরও সুখপাঠ্য হইত। যাহা হউক নারী কর্ত্তৃক ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

২। কুমুদিনী চরিত্র—নববিধান

প্রচারক বাবু রামচন্দ্র সিংহের পরলোকগতা পত্নীর জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহিলা অতি শান্ত, সুশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন। জীবনের অনেক কঠিন পরীক্ষা অটল বিশ্বাসের সহিত বহন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই পুস্তকে তাঁহার নিজের ও অনেক ধর্ম্মবন্ধুর সুন্দর সুন্দর চিঠি পত্র আছে। ধর্ম্মানুরাগিণী পাঠিকাগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

দুঃখ স্মৃতি।

(১)

আহা কি দুখের স্বপ্নে অবশ হইল প্রাণ!
আশা-সুখ এসে কবে জাগাইবে সুপ্ত গান?
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম সুরভি গায়
গাহিছে বিহঙ্গগণ সুললিত তানে,
পূর্ব্ব স্মৃতি এনে তারা দিল এ পরাণে।

(২)

মনে পড়িতেছে সেই শৈশব-আলয়
যেথানে আছেন মোর পিতা স্নেহময়!
হাসিছে চাঁদিমা নিশি
মধুর মধুর হাসি
তাই মনে পড়িতেছে সে মধুর হাসি
যে হাসি ঢালিয়া দিত প্রাণে সুধারাশি।

(৩)

সেই যে জোছনা রেতে ভাই বোনে মিলি
গাইতাম কত গান প্রাণ মন খুলি;
আমাদের গান শুনি
পিতার পরাণ খানি
যাইত যে একেবারে বিগলিত হ'য়ে
উথলিত সুখ-সিন্ধু তাঁহার হৃদয়ে!

(৪)

পিতা মাতা, ভাই, বোনে মিলি একসনে
ছিনু মোরা অতি সুখে মায়ের যতনে।
দুখেরি জনম যার
এত সুখ কভু তার
ঘটে কি কপালে হায়! তাই মাতৃধনে
অকালেতে হরে নিল নিঠুর শমনে!

(৫)

নিঠুর শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে
ভাই বোন পাঁচ জনে অকূলে ভাসাতে,
হরে নিল জননীরে
(তাই) ভাসিতেছি দুখ নীরে
(তাই) ভাই বোন হ'তে আমি আছি বহুদূরে;
কে আসি প্রবোধ দিয়ে তুষিবে আমারে!

(৬)

যে দিন হয়েছি আমি সংসারে দুখিনী
যে দিন হরিল কাল আমার জননী,
আজ সেই দিন হায়!
পরাণ যে ফেটে যায়
কোথা মা! বারেক তুমি দেও দেখামোরে,
জুড়াই তাপিত প্রাণ দেখিয়ে তোমারে।

(৭)

স্নেহময়! প্রেমময়! ওহে দয়াময়
কোথা দেব! কোথা তুমি? এস এ সময়?
আজ এ অবশ প্রাণে
শান্তি-সুধা বরিষণে
কর পিতঃ শান্তিময় জীবন আমার,
ভুলে যাই দুঃখ স্মৃতি স্মরণে তোমার।

বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়। } কুমারী কুসুম কুমারী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১২ সংখ্যা। | পৌষ ১২৯৭—জানুয়ারি ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসভা—কন্‌গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতার ট্রিবলী গার্ডেন নামক উদ্যান বাটিকায় সম্পন্ন হইয়াছে। এবার বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতির কার্য্য করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধি সকল সমাগত হওয়াতে সম্মিলনের দৃশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় নাই। এবার কয়েকটী মহিলা প্রতিনিধি জাতীয় সভার কার্য্যে যোগ দিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সভার কার্য্য সকলের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন ইংলণ্ড—সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকমণ্ডিত শ্বেতদ্বীপকে এই আখ্যা প্রদান করিয়া ইহার পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশে মুক্তিফৌজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁদের চেষ্টায় এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং ৩০ লক্ষ বিঘা জমী চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতেও এই কার্য্যের সহায়তার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এলেন পাসা বি,এ, নাম্নী এক কুমারী কলিকাতায় আসিয়া ইংলণ্ডের পরিত্রাণ জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

রুসীয় যুবরাজের ভারতাগমন—গত ২৩এ ডিসেম্বর রুসীয় যুবরাজ বা ঝারউইচ বোম্বাইয়ের আপলো বন্দরে পদার্পণ করিয়াছেন। তত্রত্য গবর্ণর ও ভারতের প্রধান সেনাপতি দলবল সহ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার প্রতি রাজ-অতিথির যোগ্য সমাদর ও যত্নের ত্রুটি হইতেছে না। আমরা সর্ব্বা-

ন্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই উপলক্ষে রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হউক এবং ভারত নিরাপদ হউক।

তৈলাক্ত মস্তকে তৈলদান—বিলাতে আমাদের যুবরাজ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট নামে এক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, জয়পুরের মহারাজা তাহাতে এককালে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এ দুই লক্ষ টাকায় এদেশে একটী শিল্পবিদ্যালয় হইলে দেশবাসী দরিদ্রদিগের অশেষ উপকার হইত।

পার্লেমেণ্ট মহারাণীর বক্তৃতা—নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিয়া মহারাণীর বক্তৃতা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহাতে ভারতের কোন কথা নাই। যাহাহউক বিদেশীয় রাজগণের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা সুখের বিষয়।

বড় লাট ও ছোট লাট পত্নী—লেডী ডফারিণ ও লেডী বেলী যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী লাট পত্নীদিগকে তদনুসরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। লেডী লান্স ডাউন লেডী ডফারিণ ফণ্ডের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। লেডী ইলিয়ট ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও দেশহিতকর বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইটিলীর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে তিনি সভাপতির কার্য্য করেন।

স্মরণীয় মৃত্যু—বঙ্গ দেশের ছোট লাট সার রিবর্স টমসন এবং হাইকোর্টের প্রধান জজ সার বার্ণেশ পিকক সম্প্রতি পরলোক গত হইয়াছেন। সার বার্ণেশ কিরূপ সহৃদয় লোক ছিলেন তাহার একটী উদাহরণ অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"একদা একটী দুঃখিনী রমণী এক টুকরা কাগজ হাতে করিয়া হাইকোর্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। সার বার্ণেশ তখন বিচার কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখিনীকে না তাড়াইয়া দিয়া তাহার হস্তস্থিত কাগজ দেখিয়া বুঝিলেন যে হতভাগিনী আইনের চরকিতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তিনি তাহাকে আপীল করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খরচ দিবে কে? সহৃদয় বিচারপতি অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে নিজ পকেট হইতে দুই শত টাকা দেন। দুঃখিনীকে আর আদালতে যাইতে হইল না। কারণ, তাহার মোট দাওয়াই দুই শত টাকার জন্য। এরূপ সদাশয়তা অতি বিরল।"

—সহচর।

মেয়ে ডাক্তার—কুমারী স্মিথ মেডিকাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ডাক্তার। তিনি লেডী ডফারিণ হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের সহকারিণীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্মৃতিচিহ্ন—সার ষ্টিওয়ার্ট বেলীর স্মৃতিচিহ্ন জন্য ইতি মধ্যে ৪৩ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

ভোগ রোগের চিকিৎসা।

• নজাতু কামং কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
(মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৯৪ শ্লোক।)

পুরুষ এবং রমণীগণ ক্রমশঃই বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ ভূষা এবং আহার বিহারের জন্য যত লালসা, মন এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার শতাংশে একাংশ নাই। মানবসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ এবং রমণীগণ মানব চরিত্রের এইরূপ বিকৃত ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইতেছেন। এই ভোগ-তৃষ্ণার পরিণতি কোথায় হইবে তাহারই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। বিকৃত মানবসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উপায় অবলম্বনের কোনও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। এই মহা রোগ নিবারণের প্রকৃত উপায় কি? আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই বিষয় কিছু আলোচনা করিব। রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগের মূল অন্বেষণ করাই শ্রেয়, তাই এই রোগের মূল কোথায় একবার দেখা যাউক।

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রূপ রস গন্ধময়ী প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের তত্ত্ব তাহার চৈতন্যের সমীপে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বহির্জগতের শোভা তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এইরূপ ঘন ঘন মিলনের পর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাত্মক পদার্থ সমূহের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়া যায়। কেবল ঘন ঘন সম্মিলনই যে এই বন্ধুতার এক মাত্র সূত্র, তাহা নহে। যখন শিশু পদার্থ সমূহের এই বাহ্যিক গুণ সকলের সহিত সাম্মিলিত হয়, তখন তাহার মনে একটু তৃপ্তি জন্মে। এই তৃপ্তিকে প্রচলিত ভাষায় ইন্দ্রিয়-সুখ বলা যায়। শিশু এই সুখের অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। তাই বয়োবৃদ্ধির সহিত এই সকল পদার্থের নিকট ঘন ঘন গমন করে।

প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শিশুর যাহা লক্ষ্য, তাহা অতীব উচ্চ এবং বাঞ্ছনীয়। শিশু চায় চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা, কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য শিশু যাহা অবলম্বন করিতেছে তাহা ভ্রমাত্মক। পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, শিশুর ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার

বিষয়ক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ আদর্শ চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা লাভের জন্য নিত্য সহায় হইতে পারে না। নিত্য সুখ লাভের জন্য যে যে উপায় অবলম্বনীয়, শক্তিহীন শিশুর পক্ষে তাহা অতীব দুঃসাধ্য,সুতরাং ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারাই তাহারা প্রথম লক্ষ্য বুঝিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই জনক জননীর কর্ত্তব্য শিশুর রূপ রসাদি সম্ভোগের ইচ্ছাকে শাসন করিতে শিক্ষা দেন। যদি তাঁহারা তাহা না করিয়া সম্ভোগের বস্তু যোগাইয়া বাসনার আরও উত্তেজনা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা এজন্য বিশেষ দায়ী। বর্ত্তমান সময়ে যদি আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই ? সমস্ত দেশেই প্রায় প্রত্যেক জনক জননী শিশুদিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক পদার্থ যোগাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। পিতামাতা সুমিষ্ট খাদ্য এবং পানীয়, বহু মূল্য বেশ ভূষা, প্রভৃতি আশু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। পর্ব্বের দিনে নবকুমার যখন নববেশে সজ্জিত হইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে বেড়াইতে যায়, ভারতরমণীর মনে তখন কতই আনন্দ ! বাড়ীর কাছে মিঠাইয়ের দোকান হইতে জননী নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য শিশুকে ক্রয় করিয়া দিলেন,শিশু আহার করিয়া যখন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, তখন জননী যেন হাতে আকাশ পাইলেন, স্বর্গ সুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে অতি শৈশব কাল হইতেই কত জনক জননী শিশুদিগের লোভ প্রভৃতি বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু কেহ কি ইহা দূষণীয় মনে করিতেছেন ? না, হয়ত অনেক পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধটী পড়িতে পড়িতে লেখককে অদূরদর্শী মনে করিবেন। যাহাহউক আমরা কল্পনার তুলি লইয়া কাল্পনিক জগতের চিত্র আঁকিতে বসি নাই। পুরুষ এবং রমণীর পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য কিংবা সাধনা করা অসম্ভব, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতে বসি নাই। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যাহা মানুষ করিয়াছে, তাহা মানুষ করিতে পারে।

শিশুদিগকে ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে রক্ষা করা যায় কি না, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা মনুর সময়ের হিন্দু সমাজের প্রতি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ তনয়দিগকে অষ্টম পক্ষান্তরে পঞ্চম, ক্ষত্রিয় তনয়দিগকে একাদশ পক্ষান্তরে ষষ্ঠ, বৈশ্য তনয়দিগকে দ্বাদশ পক্ষান্তরে অষ্টম বর্ষে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে হইবে এবং এই অবস্থায় তাহারা গুরু

গৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইবে, ভূমি শয্যা, ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পূরণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা শণ পাটের অধোবসন এবং কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, ক্ষত্রিয়েরা রুরুমৃগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বসন এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষ লোমের অধোবসন পরিধান করিবে। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ ও বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না। গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য আহার করিবেক না। প্রাণিহিংসা করিবে না। চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। নৃত্য, গীত, বাদ্য পরিত্যাগ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনুর সময়ে হিন্দু সমাজ যদি এই কঠোর নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে সেইরূপ নিময় অবলম্বন দুঃসাধ্য হইবে কেন? মনুর সময়ে জননী যদি সন্তানকে দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর বেশ দিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে জননীগণ সন্তানের ভবিষ্য মঙ্গলের কামনায় এরূপ করিতে পারিবেন না কেন? আমরা ঠিক মনুর সময়ের সকল ব্যবস্থার অনুমোদন করি না বটে, কিন্তু এইরূপ জনহিতকর ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া দুঃখ ..ভোগেরই জন্য। মনু তিন শ্রেণী লোকের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উপকারিতা অনুভব করি। মনু ধর্ম্মার্থ ঐ সকল ব্যবস্থা পালনের জন্য জিদ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে জনক এবং জননীগণ ঠিক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উহা না করিলেও জনসমাজের হিতকল্পে অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও বলা যুক্তিসঙ্গত—যাহা জনসমাজের হিতজনক, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। মনুর ব্যবস্থানুরূপ কোন জননী সন্তানকে কৃষ্ণসারের চর্ম্মের উত্তরীয় না দিতে পারেন, কিন্তু সন্তানের বেশ ভূষা সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কার করিতে পারেন যাহাতে সন্তানের সে দিকে বেশী রুচি ধাবিত না হয়। যে সকল জনক জননী সাধ করিয়া সন্তানদিগকে নাট্যালয়ে কিংবা রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মনুর মত অনুসরণ করিয়া সন্তানদিগকে একেবারে নৃত্য গীতাদি আমোদ হইতে নিবৃত্ত করিলে হানি কি?

বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে জনসমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। নেপোলিয়ান এবং ওয়াসিংটন, মেটসিনি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এরূপ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, যদি শৈশব কাল হইতে তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে প্রয়াসী না হইতেন। সেই পুরুষ এবং রমণীই সাধ্বী, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসখত হইতে অব্যাহতি লাভ

করিয়াছেন। আর যাঁহারা তাহা করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ক্রীত দাস দাসীর জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তি।

ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াছেন। অর্জ্জুন, অপূর্ব্ব অস্ত্রশিক্ষা বলে তাঁহাকে শরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দিয়াছেন, এবং নিশিত শায়কে পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করিয়া, সুশীতল পানীয় দানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভীষ্ম সেই অমৃতোপম শীতল বারিধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া, মহারথ অর্জ্জুনের সুখ্যাতি করিতেছেন। উপস্থিত যুদ্ধে যে, দুর্য্যোধনের পরাজয় হইবে, তাহাও তিনি প্রজ্ঞাবলে বুঝিতে পারিয়া সকলকে বলিয়া দিতেছেন।

আসন্নমৃত্যু ভীষ্মের বাক্যে দুর্য্যোধনের গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল। দুর্য্যোধন বিষণ্ণভাবে, অধোবদনে রহিলেন। ভীষ্ম, তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, কহিলেন, বৎস! আমার কথায় দুঃখিত হইওনা। আমি, চিরকাল তোমার হিতকামনা করিয়াছি, চিরকাল তোমার কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি, এবং চিরকাল তোমার রাজশ্রী দীর্ঘস্থায়িনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন কুরুকুলের সেবাতেই আমার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমি রাজাধিরাজ তনয় হইয়াও, নির্ব্বিকার চিত্তে যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তোমাদের সেবক পদে নিযুক্ত রহিয়াছি। অবলম্বিত ব্রত পালনে আমার কখনও ঔদাস্য হয় নাই। আমি, যে পরম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে পরম কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছিলাম এবং যে পরমাতপস্যায় আত্মসংযত হইয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন ও সেই তপস্যা পরিসমাপ্ত হইল। তুমি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলেও, আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া, তোমারই কার্য্যে দেহপাত করিলাম। মহারথ পার্থ, যে অমৃতগন্ধ জলধারার উৎপত্তি করিলেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে। জগতে আর কেহ, এরূপ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। যে বীরশ্রেষ্ঠের এতাদৃশ লোকাতীত ক্ষমতা, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না। বৎস! আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ সেবকের কথায় উপেক্ষা করিও না। এখন ক্রোধ সংযত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত কর। যুধিষ্ঠির রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করুন। তুমি স্বজনদ্রোহী হইয়া অপকীর্ত্তি সংগ্রহ করিও না। ধনঞ্জয় এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই

যুদ্ধের অবসান হউক। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করুন। ভীষ্মের মৃত্যুতেই এই ঘোরতর সমরানলে শান্তি-সলিল প্রক্ষিপ্ত ও পৃথিবী শান্তিময় হউক।

বর্ষীয়ান বীর পুরুষ মৃত্যু সময়েও এইরূপ মহার্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পরসেবাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি এক দিনের জন্যও তদীয় প্রশান্ত হৃদয়ের প্রশস্ত ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি রাজাধিরাজ তনয় ও অসামান্য ক্ষমতা-শালী হইয়াও দুর্য্যোধনের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক সত্য-প্রতিজ্ঞতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও বীতস্পৃহতার সম্মান রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের অনবদ্য চরিত পাঠ ভিন্ন নীতি জ্ঞান প্রগাঢ় হয় না।

বালকের বীরত্ব।

পদ্মিনীর কথা শুনিয়ে সম্রাট*
মহা সমারোহে লয়ে সৈন্য ঠাট,
আচিরে চিতোর অবরোধ আশে
দ্বারে উপনীত মাতিয়ে উল্লাসে ;
কিন্তু সে দুরাশা পুরিল না তাঁর।
জানাইলা শেষ ইচ্ছা আপনার ঃ—
"বারেক নেহারি সেরূপ মাধুরী
নয়ন-লালসা পরিতৃপ্ত করি।"
'রাজপুত বীর' কহিলা তাঁহারে
"প্রতিবিম্ব হের দর্পণ মাঝারে।
সম্রাট সম্মত হয়ে সে প্রস্তাবে
পশিলা প্রাসাদে এসে বন্ধুভাবে
দেখিয়ে দর্পণে পদ্মিনীর মুখ
উপজিল মনে না জানি কি সুখ!
রূপেতে অতুল পদ্মিনী রূপসী
রাজপুতনার অকলঙ্ক শশী!
সে রূপ-সাগরে হইলা মগন—
ক্ষণেকের তরে, পাপীষ্ঠ যবন।
পাপ-বিকারেতে বিকৃত মতি!
কপট-প্রণয় দেখাইয়ে পরে
ডেকে এনে তাঁরে দুর্গের বাহিরে,
ভীমসিংহে বন্দী করিলা তখন
আপন শিবিরে ; রাজপুতগণ
মাতি সবে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
ছুটিছে সবেগে সম্রাট যথায়!
ডুবাতে কি পারে মান মর্য্যাদায়
রাজপুত বীর? শিরায় শিরায়—
বহিবে যাবৎ রক্ত বিন্দু তাঁর,
পৃষ্ঠ ভঙ্গ নাহি দিবে একবার।
যুঝিবে সমরে করি প্রাণ পণ
কে দেখাবে আত্মমর্য্যাদা এমন?
দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল
অসম সাহসী—অদম্য অটল,
সমর প্রাঙ্গণে করিলা গমন।

---

* আলাউদ্দীন।

নাশিয়ে সমরে অসংখ্য যবন
উদ্ধারিবে তায় ভীম সিংহে আজ,
পরিয়াছে তাই কিবা রণসাজ।
দুর্ভেদ্য কবচে আচ্ছাদি শরীর
ছুটিল বাদল—অদ্বিতীয় বীর!
সাথে গেলা 'গোরা'—পিতৃব্য তার।
আসিল সংবাদ—সহচরীগণ
লয়ে সে পদ্মিনী—পরশ রতন,
আসিতেছে সেথা—শিবিকায় চড়ে
সাক্ষাৎ করিতে সম্রাট শিবিরে।
শুনি সে বারতা সম্রাটের মন
আনন্দ-সাগরে হইল মগন।
একে একে এসে সাত শত খানি
শিবিকা শিবিরে লাগিল তখনি।
কিন্তু সে শিবিকা পরিপূর্ণ অরি!
চিতোরের যত বীরেন্দ্র কেশরী,
ছদ্মবেশে তারা থাকি শিবিকায়
আক্রমিল সব যবন সেনায়।
তুমুল সংগ্রাম বাধিল তখন;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অসংখ্য যবন
নাশিতে লাগিলা একাকী বাদল,
ধন্য ধন্য ধন্য বালকের বল।
নিরখি যবন স্তম্ভিত অবাক,
কোথা বীর দাপ—কোথা বা সে জাঁক!
বাদলের কাছে আজি হীনবল
দিল্লীর সম্রাট,ছিন্ন দল বল
পরাস্ত মানিলা বালক-রণে!
খুল্লতাত গোরা ধরাশায়ী এবে
দেখিয়ে বাদল হতাশ কি হবে?
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়ে তখন
কত শত্রু সেনা করিলা নিধন।

অসংখ্য যবন! [illegible]পুত সেনা—
জলধির মাঝে দু চা[illegible]রটী ফেণা!
তাই নিয়ে শিশু যুঝিছে [illegible]কেমন!
এ দৃশ্য জগৎ দেখেছ কখন!
যে বালক আজ জননীর কোলে
বসিয়ে তুষিবে সুমধুর বোলে,
হাসিবে খেলিবে নাচিবে কুঁদিবে
সঙ্গী সাথে মিশি করতালি দিবে,
(শিশুরা যেমন করিয়া থাকে,)
সেই শিশু আজ সাজি রণ সাজে,
বরণীয় হ'ল বীরের সমাজে।
লভিয়ে বিজয় ফিরিলা ভবনে
ভীম সিংহে লয়ে, আনন্দিত মনে!
নিরখি সন্তানে জননী তখন
কোলে নিয়ে করি বদন চুম্বন,
আশীষ করিলা তুলি দুই কর;
আনন্দে ডুবিল মায়ের অন্তর!
গোরার বীরত্ব করিলা কীর্ত্তন
খুড়ী মা'র কাছে, করিয়ে শ্রবণ
হাসিতে হাসিতে পশিলা অনলে
পতিব্রতা সতী পতিপ্রেমে গলে,
এদৃশ্য ভগিনী যেওনা ভুলে।
নির্জীব ভারত—বীরত্ববিহীন
ভীরুতা আলস্য দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিন
ঘেরিয়াছে তারে এসে একেবারে,
ডুবিয়াছে তাই পাপ অন্ধকারে।
ভারত সন্তান—জীর্ণশীর্ণকায়
রিপু পরবশ ভোগবাসনায়।
কে শুনিবে এই বীরত্ব কাহিনী?
গাঁথিয়ে সুগাথা দিবস যামিনী
কে শুনাবে বল গিয়ে দ্বারে দ্বারে,

জাগিয়া উঠিবে সবে একেবারে ?
অচেতন দেহে সঞ্চারিবে প্রাণ
ভারত সন্তান পাবে পরিত্রাণ ?
কোথায় সে দিন ? হেন ভাগ্যবান
কে আছে ভারতে—স্বার্থ বলিদান
দিবে অকাতরে—ভারতের তরে,
পূজিবে তাহারে কোটী কোটী নরে ?
স্মরি তার নাম—মাতিবে উৎসবে
সত্যের নিশান উড়াইবে ভবে ?
ভাবী বংশধর হবে অগ্রসর
উন্নতির পথে সদা নিরন্তর ?
আবার ভারত উন্নতি-শিখরে
আরোহণ করি কিছুদিন পরে,
পূরব প্রতিষ্ঠা মর্য্যাদা সম্মান
বজায় রাখিবে সাধিয়ে কল্যাণ
সে দিন ভারতে হবে কি আর ?

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাছি—ইহারা আমাদের নিকট সুপরিচিত হইলেও কখনই আমাদের প্রিয় নহে। গ্রীষ্মকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

ক্ষুদ্র মাছি—ইহারা সচরাচর আমাদের গৃহে অযাচিতভাবে আসিয়া থাকে। ইহারা সাধারণজাতীয়।

হরিৎ মাছি—ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং সাধারণ মাছি অপেক্ষা বৃহদাকার হইলেও ইহাদের প্রবৃত্তি বড়ই নীচ। যাঁহার শরীরে কোন প্রকার ক্ষত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের কুরীতি দেখিয়াছেন। ইহারা বিষ্ঠা ও ঘা ফোঁড়ার উপর বসিয়া থাকে। ইহাদিগকে "শূকর মাছি" বলিলেও চলে।

বড় মাছি—ইহাদের বর্ণ সাধারণ মাছির মত এবং রীতি নীতি তাহাদেরই ন্যায়।

ডাঁশ মাছি—ইহাদের আকার প্রকার বড় মাছির মত, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শরীর কিঞ্চিৎ দ্রঢ়িষ্ঠ। তাহারা কাম্ড়াইলে ভয়ানক জ্বালা করে। ইহাদের শরীর এত সবল যে লেমারী (Lamery) বলেন যে, তিনি একটী ডাঁশকে একটী রজতনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কামান টানিতে দেখিয়াছিলেন। কামানটী তাহার অপেক্ষা চব্বিশ গুণ ভারি ছিল। সে অনায়াসে উহা টানিতে পারিত ও কামানটী দাগিলেও অণুমাত্র ভয় পাইত না।

ইহাদের দংশন যন্ত্রণাদায়ক হইলেও ইহাদের হৃদয়ে কোমলতা আছে। গর্ভিণী ডাঁশ স্ত্রীগণ ধূলির উপর বা

গোপনীয় কোন একটী ক্ষুদ্র স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। ক্রমে ডিম্ববাসী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইলে তাহার জননী আপনার মুখমধ্যে সংগৃহীত শোণিতের একবিন্দু সন্তানের মুখে প্রদান করে। ইহাই তাহাদের উপজীবিকা।

রক্তই ডাঁশের পান আহার। কিন্তু একবার তাহাদিগকে অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলে, আর তাহারা সাধারণ মাছিদের ন্যায় অসন্তোষ-ব্যঞ্জক ভোঁভোঁ ধ্বনি করিয়া আমাদের শরীরে বসিতে চাহে না। বোধ হয় যেন তাহাদের বিবেকোদয় হইয়াছে এবং আত্মসম্মান বোধ জন্মিয়াছে।

২। ছারপোকা—ইহারা আমাদের বহুকালের বন্ধু। ডাঁশেরা দংশন করিয়া ক্ষান্ত হয়, ইহারা দষ্টস্থানে মুখ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস প্রবিষ্ট করাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের দংশন বড়ই ক্লেশজনক।

ইহাদের বুদ্ধিশক্তি আছে। ইহারা কাম্‌ড়াইবামাত্র যদি বোঝে যে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তবে তদ্দণ্ডেই অন্তর্দ্ধান হয়। ইহাদের গতি বড় দ্রুত, তজ্জন্য সহজে ইহাদিগকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জ্যোতি দেখিলেই ইহারা সাবধান হয়। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ। দূর হইতে ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে যে শিকার রহিয়াছে।

ইহারা নিশাচর নামের যোগ্য। রজনীতে অন্ধকারে শোণিত লুণ্ঠনের অধিক সুবিধা বলিয়া সেই সময়ে স্বজনবর্গ সমভিব্যাহারে শিকারে বাহির হয়।

ভল্‌মণ্ট ডি বোমার বলেন যে, এক জন কৌতুকপ্রিয় লোক ছারপোকার বুদ্ধিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একটী শূন্য প্রকোষ্ঠে একটী ঝুলান বিছানায় শয়ন করেন। ঘরের মেজেতে একটী ছার ছাড়িয়া দেন। শোণিত-চোর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বুদ্ধি আঁটিয়া ফেলিল। সে দেওয়াল দিয়া ছাদের দিকে উঠিতে লাগিল। অবশেষে কড়ি কাঠে উঠিয়া শূন্যে দোলায়মান হেমক্ শয্যার ঠিক্ উপরে যাইয়া চিত হইয়া সেই পরীক্ষকের নাসিকার উপর উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় পরীক্ষক মহাশয়ের ছারভীতি প্রবল ছিল না, নচেৎ তিনি শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অতঃপর ছার মহাশয়কে কে নির্ব্বোধ বলিতে সাহসী হইবেন?

রন্ধন প্রণালী।

(৩য় সংখ্যা—মিষ্টান্ন)

ক্ষীরের বরফী।

প্রথমতঃ টাট্‌কা ক্ষীর আনিয়া লৌহ কিম্বা পিতলের কটাহে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ভাল চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ভাজা ক্ষীর, বাদাম, পেস্তার সহিত দিয়া কিছুক্ষণ ফুটিলে দারুচিনী, লবঙ্গ, ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া বেশ আটা আটা হইলে নামাইয়া একটী থালা কিম্বা কলাপাতে ঘৃত মাখাইয়া উহাতে ঢালিয়া দিবে। একটু শীতল হইলে উহাতে আধ ভাঙ্গা করিয়া মিছরী ছড়াইয়া দিবে। পরে বেশ "খটখটে" হইলে উহা চৌকা করে কাটিয়া লইবে।

মোণ্ডা বা সন্দেশ।

ভাল ছানা আনিয়া অল্প ঘৃত দিয়া উহাকে কিছুক্ষণ দলিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ছানা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, যেন নীচে না ধরিয়া যায়। পরে উহাতে দারুচিনী,লবঙ্গ ও পেস্তা দিয়া আর এক-বার নাড়িয়া নামাইবে। তৎপরে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া কলা পাতের উপর পাতিয়া ঐ ছানার ডেলা লইয়া সজোরে তাহাতে ছুড়িয়া ফেলিবে, তাহা হইলে উহা মোণ্ডার মত গোলাকার অথচ চাপ্‌টা হইবে এবং ঐ দুইটী লইয়া একত্রে জোড় করিয়া লইলেই মোণ্ডা প্রস্তুত হইবে।

সর ভাজা।

ভাল দুগ্ধ আনিয়া উহাকে অল্প জাল দিয়া ঘন করিবে, অধিক জাল দিলে সর ভাল হইবে না। তৎপরে উহাকে ভালরূপে ফেনাইয়া কাঠের অগ্নিতে সর পাতিয়া লইবে এবং ঐ সরটী ধীরে তুলিয়া একটী থালের উল্টা দিকে রাখিয়া কিছু এরারুট ছড়া-ইয়া দিবে। পরে উহা লম্বাভাবে কাটিয়া তন্মধ্যে বাদামের কুচি পেস্তা পুরিয়া যত্নপূর্ব্বক মুড়িয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলাইবে।

প্রকারান্তর।

ঐরূপ সর পাতিয়া বাদাম পেস্তা না দিয়া তিন কোণা করিয়া কাটিয়া লইবে। পরে ভালরূপে রস প্রস্তুত করিয়া যখন রস ফুটিতে থাকিবে, ঐ সর তাহাতে ফেলিয়া দিবে। উহা খাইতে প্রথমোক্তের ন্যায় না হইলেও অত্যন্ত নরম এবং সুমধুর হইবে।

বালুসাই।

মোটা রকম ময়দা আনিয়া উহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত দিয়া মাখিবে। ঐ মাখা ময়দা একঘণ্টা রাখিয়া দিবে। পরে গোলাকাররূপে উহা গড়িয়া ঘৃতে

ভাজিয়া সেই চিনির রসে ফেলিবে। কিছুক্ষণ রসে ফেলিয়া একটী ভাঙ্গিয়া দেখিবে ভিতরে যদি রস প্রবেশ করিয়া থাকে তবে উহাতে চিনি মাখাইয়া লইলেই হইবে। আর যদি ভিতরে রস না যায়,তবে উহা খাইতে তত ভাল হইবে না। এই সকল মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতে হইলে একবার দেখা আবশ্যক, তদভাবে বিশেষ তদারকের দরকার। চিনির রস ভল পরিষ্কার না হইলে মিষ্টান্ন ময়লা হইবে, তজ্জন্য দুগ্ধ ও জল দিয়া চিনির "গাদ" কাটিয়া লইবে।

সিংহলে স্ত্রী শিক্ষা।

যদ্যপি কেহ মনে করেন যে, সামান্য সিংহল দ্বীপে আবার শিক্ষা প্রচার কি? কথঞ্চিৎ শিক্ষা মাত্র তথায় হইয়া থাকে। আমরা বলি যে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের বিষম ভুল। যেমন লোকের মুখাবলোকন করিলে, তাহার স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ের কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ কোনও দেশে স্ত্রী শিক্ষা কতদূর প্রচার এইটি লইয়া বিবেচনা করিলে, তদ্দেশে শিক্ষা কতদূর প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে,তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি সিংহলে সঙ্ঘমিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বৌদ্ধ বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদিগের প্রধানাচার্য্য, স্থানীয় গবর্ণর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় শ্রীরামনাম, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি মহাশয়গণ তদুপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কেবল তত্রত্য বৌদ্ধ মতাবলম্বিনী প্রাচীনা নারীগণের উদ্যোগে এই সদনুষ্ঠান হয়। ইহাঁদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিণী নাম্নী এক সভা সংগঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা যথার্থই কার্য্য করিয়াছেন, বাক্‌চাতুরি প্রভৃতি কোনওরূপ আড়ম্বর করেন নাই। বলিতে কি ইহাঁরা যে এতদিন কি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও জানিতে পারেন নাই। ইহাঁদিগের কার্য্য যখন ফলে পরিণত হইল, তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ইহাঁদিগের নিকট সভ্যতাভিমানী ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়গণ বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যেহেতু ইহাঁদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বাস্তবিক অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। মহানুভব উইরিকুনের বিদুষী ভার্য্যা একটি সুন্দর ওজস্বিনী চিত্তবিমোহিনী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন। মাননীয় শ্রীরামনাথ এতৎ সম্বন্ধে বলেন—"উইরিকুনের সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ও সিংহলনিবাসিনীদিগের নারী-

সমাজের উন্নকির সাধু ব্রত উদ্যাপন দেখিবার জন্য শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণের পরিশ্রম সফল হয়।" অতীব প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী পয়সাও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এবম্বিধ সাধু কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাঁরা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। ঈশ্বর ইহাঁদিগের মঙ্গল করুন। বলা বাহুল্য ইহাঁদিগর মঙ্গলে নারীসমাজের বিশেষ মঙ্গল সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এরূপ সভার অভাব নাই। ভারতেই এই অভাব। বৃটিষ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টে যে ইহা আছে, সিংহল তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন আর্য্য রমণী।

বৈদিক কাল।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যার প্রণীত বেদমন্ত্রের অবশিষ্টাংশ এই বারে প্রকাশিত হইল। এতৎ পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ, সেই সুপ্রাচীন সময়ের আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা—বিশেষতঃ বিবাহ-রীতি অবগত হইয়া পুলকিত হইবেন। সেই রীতি-নীতির অনেক চিহ্ন, এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বহু গোষ্ঠী মিলিত হইয়া একত্র বাসের প্রসঙ্গ ৪৫ ঋকে দৃষ্ট হইবে। অন্যান্য সংবাদ এই প্রস্তাবের প্রথম অংশে পাঠ কর।

৩১। বধূর সমীপে প্রাপ্ত, প্রীতিপ্রদ উপহারকে যাহারা, বরের সমক্ষ হইতে অপহৃত করিতে চেষ্টা পায়, যেখান হইতে তাহারা আগমন করিয়াছিল, যজ্ঞাংশভাগী দেবতারা, তাহাদিগকে সেইখানে পাঠান অর্থাৎ ব্যর্থমনোরথ করিয়া দিন।

৩২। যাহারা শত্রুতাচরণ করিতে, এই দম্পতীর সকাশে সমাগত হয়, তাহাদের ধ্বংস হউক। জায়াপতি যেন সুযোগের সাহায্যে অসুবিধারাশি অতিক্রম করেন, বিপক্ষেরা দূরে পলাইয়া যাউক।

৩৩। এই বধূ, উত্তম-লক্ষণাক্রান্তা। তোমরা আইস, ইহাকে নিরীক্ষণ কর, (ইহার) সৌভাগ্য হউক অর্থাৎ ইনি (স্বামীর প্রীতিপাত্রী হউন), এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হও।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মলিন ও বিষাক্ত। ইহা অব্যবহার্য্য। যে ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক্ সুপণ্ডিত, তিনিও বধূর বস্ত্র পাইবার অধিকারী।

৩৫। সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, অবলোকন কর। ইহার বসনের কোন স্থান ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও বা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন। যিনি ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক্, তিনি তাহা শোধন করেন (নূতন করিয়া দেন)।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যশালিনী হইবে, এই হেতু তোমার কর ধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হও, এই কামনা করি। অর্য্যমা, ভগ ও অত্যন্ত দাতা সবিতা, এই দেবতারা আমার সঙ্গে গৃহকার্য্য করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যেরা বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যার পর নাই মঙ্গলময়ী করিয়া পাঠাও * * *।

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সহিত অগ্রে সূর্য্যাকে তোমার সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। পুত্র-কন্যা-সহিত বনিতাকে তুমি পতিদিগের করে অর্পণ করিলে।

৩৯। অগ্নি, আবার শ্রী ও পরমায়ু দিয়া,জায়া সমর্পণ করিলেন। এই প্রিয় স্বামী, দীর্ঘজীবী হইয়া শতায়ু হইবে।

৪০। সোম,প্রথমতঃ তোমাকে বিবাহ করেন, পরে অগ্নি, বিবাহ করেন। গন্ধর্ব্ব, তোমার তৃতীয় পতি, তোমার চতুর্থ পতি, মনুষ্যসন্তান।

৪১। সোম, গন্ধর্ব্বকে সেই নারী প্রদান করেন। গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন। অগ্নি, ধন পুত্র সহকারে এই নারী আমাকে দিলেন।

৪২। হে বর-বধূ! তোমরা দুই জনে এই স্থানেই থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না। বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আহার কর। আপন আবাসে থাকিয়া পুত্র-পৌত্রদের সমভিব্যাহারে, পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাক ও ক্রীড়া-বিহার কর।

৪৩। প্রজাপতি, আমাদিগকে পুত্র-কন্যা উৎপাদন করিয়া দিন। অর্য্যমা, আমাদিগকে স্থবির দশা পর্য্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট-কল্যাণ-সংযুক্ত হইয়া, পতি-সদনে অধিষ্ঠান কর। আমাদের পরিচারিকাদের ও আমাদের পশুগণের কল্যাণ বিধান কর।

৪৪। তোমার লোচন যেন দোষহীন হয়। তুমি পতির শুভার্থান্বেষিণী হও। জন্তুসমূহের কল্যাণ বিধায়িনী হও। যেন মন, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, ও কান্তি-লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীর-পুত্র-প্রসবিনী হও, দেবতাদিগের প্রতি ভক্তিমতী হও। আমাদের ভৃত্য-ভৃত্যাদের ও আমাদের পশু সকলের শুভ সম্পাদন কর।

৪৫। হে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসূতি ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ তনয় প্রতিষ্ঠিত কর। পতি লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর। শ্বশ্রূকে বশীভূত কর। ননদগণের ও দেবর সমূহের নিকট সম্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। দেবতারা আমাদের দুই জনের অন্তঃকরণ মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী, আমাদিগের উভয়কে সংযুক্ত করুন।

ইন্দু ও যামিনী।

নিদাঘের বেলা শেষে
গোধূলি বালিকা বেশে
বসে যেন বকুল তলায়,
ফুল বাঁধি পত্র পরে
কঙ্কণ রচনা করে,
মালা গাঁথি পরিছে গলায়।

হাতে বাজু কানে দুল,
তবু কোল-ভরা ফুল,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
পিপীলী দশন সয়ে,
খুঁটে খুঁটে হেঁট হয়ে
তুলিছে যা ফেলা নাহি যায়।

সূতা টানি ক্ষিপ্র হাতে,
পুনরায় মালা গাঁথে
এ ছড়াটি আরো মনোহর;
গ্রন্থি দিয়া সাঙ্গ করে,
দুই হাতে তুলে ধরে
মনে কেন পড়ে স্বয়ম্বর?
মহা ভারতের কথা
মাসীমা পড়েন যথা
দুপুরেতে দিদিমার কাছে।
রাজসুত অগণন
উজলিয়া সিংহাসন
কন্যা পানে চেয়ে বসে আছে;
মুখগুলি চেয়ে চেয়ে
ধীরে ধীরে আসে মেয়ে
দেখে দেখে আগে চলে যায়।
ধরে ছিল মনে যারে
যেমন নেহারে তারে
থমকিয়া অমনি দাঁড়ায়।
পশ্চাতে হেলিয়া মাথা
স্থির দুটী আঁখি পাতা
হাসিটুকু আধ ফোটা ফুল,
স্বর্ণ মেঘ সিংহাসনে
হেরে মনোনীত জনে
সন্ধ্যা আগে স্বপনের ভুল।
তারা মালা দিবে বলে
উচু করে ধরে তোলে
শূন্যে ছেড়ে চমকিয়া চায়!
মাসীমা ডাকিতে এসে
পিছে থেকে দেখে শেষে
মৃদু হেসে সম্মুখে সুধায়,—

"একেলা বকুল তলে
মালা দিলি কার গলে?
ভূঁয়ে যে সে গড়াগড়ি যায়।"
আবার সুধালে পরে
কহে ইন্দু লাজ ভরে
"গলায় না রেখে গেনু পায়।"
মাসী বোন্‌ঝিতে ধীরে
আসিছে আলয়ে ফিরে
স্নেহভরা আঁখি মাসীমার,
ভীতি বিষাদের ভরে
বালিকার মুখোপরে
আসিয়া বসিছে বার বার।
ইন্দুর বিমল হিয়া
রেখে গেছে আলোকিয়া
একাদশ শরতের ভাতি,
যুবতী যামিনী চিত
হিম জালে আবরিত
শিশিরের পূর্ণিমার রাতি।
পাশাপাশি দুটি মাথা
মাঝে দুটী হাত গাঁথা
কি ভাবনা ভাবে দুই জন;
এ হাসে কল্পনা সুখে
যামিনীর কণ্ঠে বুকে
চাপে আসি কি যেন বেদন।
দেখে মেঘ সিংহাসনে
ইন্দু মনোনীত জনে
মালা দিতে তোলে দুটি কর,
লাগাল না পায় তার
ধূলে পড়ে ফুল হার
ইন্দুর এমনি স্বয়ম্বর!

আঁখি দুটি স্নেহমাখা
ঘন বাষ্পে পড়ে ঢাকা
মৃদুভাষে কহে বালিকারে।"
"ইন্দু স্বয়ম্বর নাই—
স্বপ্নেও দিওনা ঠাঁই
আমাদের হতে যে তা পারে।"
"মাসীমা ভেবেছি আমি
যে আমার হবে স্বামী
নিজে আমি বেছে নিব তায়,
বেছে কিনি থালা বাটী
নিজে বেছে লই শাটী
'থালা ভাঙ্গে শাড়ী ছিঁড়ে যায়
যে যাহার স্বামী হবে
চিরদিন স্বামী রবে
বিবাহ তো ঘুচাবার নয়।
যারে বেছে দিবে পরে
মনে যদি নাই ধরে
সাবিত্রীর মত যদি হয়—
আগে আমি কোন জনে
বরিয়াছি মনে মনে
বরমাল্য দিব কি অপরে ?"
"মিছা আশা ভয় মনে
কুলীনের কুল-বনে
সত্যবান নাহি তোর তরে।
আমি ভাবি পুঁথি পড়ে
কল্পনায় স্বামী গড়ে
সে প্রতিমা ভাঙ্গিবার বেলা
ভাঙ্গিয়া বা যায় হিয়া—
গৃহ কাজে মন দিয়া
ভুলে বা এ কল্পনার খেলা।
যে অদৃষ্ট আমা সবে
পাঠায়েছে এই ভবে
কুলীনের গৃহে কলিকালে,
দুর্লঙ্ঘ্য সে দুর্নিয়তি
জুটাইবে যোগ্য পতি
বৃদ্ধ মূর্খ যাহা আছে ভালে।
আপন হৃদয় খানি
অজ্ঞাত জনের জানি
তার লাগি রাখ সাবধানে,
পশুবৎ হোক্ হেয়
প্রাণ প্রেম তারে দেয়,
পূজনীয় ইষ্ট দেব জ্ঞানে।"
"প্রাণ প্রেম সে জনায়
যদি মোর নাহি চায় ?"
"তবু সেই হবে বৈধপতি,
দূরে রহি সে চরণ
ধেয়াইলে আমরণ
জন্মান্তরে হবে শুভগতি।"
ভবিষ্যের কথা কয়ে
আধ নিশি গেল বয়ে
অশ্রুসিক্ত একই উপাধানে
ঘুমাইল দুটি মাথা
মাঝে দুটি হাত গাঁথা
এক সাথে উঠিল বিহানে।
সে দিন দুপুরে ঘরে
সবে পুঁথি খুঁজে মরে
কত দুঃখ করিছেন মাতা ;
ইন্দু জানে চুল্লী মাঝে
কয়লার ভাঁজে ভাঁজে
পুড়ে গেছে একেকটি পাতা।

কুমারীরা পুণ্যফলে
বর্ষশেষে বৃদ্ধ গলে
মালা দিয়া হইল উদ্ধার।
ইন্দুর সৌন্দর্য্য জালে
বাঁধা পড়ি বৃদ্ধকালে
বর দেশে ফিরিল না আর।
তিলে তিলে দিন দিন
ইন্দুলেখা হয় ক্ষীণ
রোগ কিছু নাহি দেখে কেহ,
জীবনে অরুচি তার
ত্যজিয়াছে নিদ্রাহার
ঘৃণা করে রূপে ভরা দেহ।
অরুচি অশুচি জ্ঞান
হল শেষে অবসান
চিতানলে আর গঙ্গা জলে;
দিন যায় গৃহ কাজে
যামিনী কেবল সাঁজে
কাঁদে আসি বকুলের তলে।

জাতীয় মহাসভা।

ন্যাসন্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার প্রথম ও পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাইয়ে, দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায়, তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজে এবং চতুর্থ অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। এবারকার ষষ্ঠ অধিবেশন পুনরায় কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। এবারকার আয়োজনের প্রথম প্রথম কিছু কিছু গোলযোগ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সকল ব্যবস্থাই এক প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মহাসভার অধিবেশন ভূমি ট্রিবলি গার্ডেন অতি প্রশস্ত ও সুন্দর স্থান, তাহা উদ্যানাধিকারী কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার সহোদরগণ বিনা ভাড়ায় প্রদান করেন। এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বাবু তারকনাথ পালিত, সার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বালীগঞ্জের কয়েকটী বাটী এবং বাবু নিমাইচাঁদ বসু ও ভূপেন্দ্র নাথ বসু মোহন বাগানের সুবৃহৎ ও মনোহর প্রাসাদ প্রতিনিধিদিগের বাসজন্য প্রদান করেন। সহস্রাধিক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, কলিকাতার আতিথ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সভামণ্ডপটী এবার বৃহত্তর ও পারিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ উপাধিধারী বা উচ্চশ্রেণীর যুবকছাত্র বলণ্টিয়ারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কনগ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য করেন। এবার কনগ্রেসের বিশেষ দৃশ্য বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলার সমাগম, তন্মধ্যে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন নারীসমাজ হইতে মহিলা-প্রতিনিধিরূপে বৃত হইয়া আসিয়া-

ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াও সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার মহাসভার কার্য্যারম্ভ হয়। সে দিন কেবল প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা ও নূতন সভাপতির বরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রথমতঃ এক সারগর্ভ বক্তৃতাদ্বারা প্রতিনিধিদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে বোম্বাইয়ের বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতি পদে বৃত হইয়া একটী সুদীর্ঘ সমীচীন বক্তৃতাদ্বারা সভাস্থগণকে আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করেন। ২৮এ ডিসেম্বর রবিবার, ২৯এ ডিসেম্বর সোমবার এবং ৩০এ ডিসেম্বর মঙ্গলবার যথারীতি সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া ভারতেশ্বরীর জয়ধ্বনি করেন।

প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত চার্লস ব্রাডল সাহেব ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়া যে পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন, মহা সমিতি তাহাতে সম্মতিদান করিতেছেন, এবং বিশ্বাস করেন যে, ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে ভারতশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন জন্যই মহাসমিতি এতকাল আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। মহাসমিতি প্রার্থনা করেন যে, ব্রাডল সাহেবের পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্ট বিধিবদ্ধ করিবেন। এই মহা সমিতির সভাপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি এই মহাসমিতির এক আবেদন পত্র ব্রাডল সাহেবের দ্বারা পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(ক) শাসন ও বিচার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক-জন কর্ম্মচারীর হাতে উভয় ক্ষমতা রাখা নিতান্ত অনুচিত।

(খ) যে সকল স্থানে জুরীর বিচার নাই, সেই সকল স্থানে জুরীর বিচার প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

(গ) ১৮৭৩ সন হইতে হাইকোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, হাই-কোর্ট জুরীর মত অবহেলা করিতে পারেন। হাইকোর্টের এই ক্ষমতা রহিত করা উচিত।

(ঘ) ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমার আসামী ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিত না হইয়া সেসনে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারিবে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন এই মর্ম্মে সংশোধন করা উচিত।

(ঙ) পুলিস বিভাগের কার্য্য নিতান্ত অসন্তোষজনক—এই বিভাগের আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন।

(চ) ভারতবর্ষে সৈনিক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া ভারতবাসীকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া ও সৈনিক বিভাগের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করা অতি সঙ্গত কার্য্য। বিপদাপদের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ ভারতবাসীদিগকে ভলাণ্টিয়ার করাও কর্ত্তব্য।

(ছ) ইনকম ট্যাক্স আদায় প্রণালী অসন্তোষজনক। বিশেষতঃ যাহাদের হাজার টাকা অপেক্ষা কম আয়, তাহাদের পক্ষে ইহা আরও অসন্তোষজনক। যাহাদের আয় হাজার টাকার কম, তাহাদের নিকট হইতে এই ট্যাক্স আদায় করা কখনও উচিত নহে।

(জ) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য খরচ বৃদ্ধি করা ভিন্ন হ্রাস করা কখনও উচিত নহে; কিন্তু হ্রাসের দিকেই গবর্ণমেণ্টের গতি দেখা যাইতেছে। শিল্প শিক্ষা অত্যাবশ্যক, এই শিক্ষার উন্নতি কল্পে ভারতবর্ষে শিল্পের অবস্থা নিরূপণার্থ এক কমিসন স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

(ঝ) যুদ্ধ বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া হ্রাস করা নিতান্ত বিধেয়।

(ঞ) সিবিল সার্ব্বিস প্রভৃতি যে সকল পরীক্ষা কেবল ইংলণ্ডে হয়, সেই সকল পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীর প্রতি অবিচার করা হয়।

(ট) ১৮৭৮ সনের ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্র আইনের ধারাগুলি ভারত ভ্রমণকারী বা ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল স্থানে বন্য জন্তু সচরাচর মানুষ, গরু বা শস্য নষ্ট করে, সেই সকল স্থানে অবাধে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাকে একবার লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহার কোন অপকার্য্যের কথা প্রমাণিত না হইলে তাহার লাইসেন্স রহিত করা হইবে না। এক বৎসর কি ছয় মাস পরে লাইসেন্স নূতন করিয়া লওয়ার প্রথা রহিত করিতে হইবে। অস্ত্রের লাইসেন্স কেবল জেলাতে নয়, কিন্তু সমস্ত প্রদেশে বলবৎ থাকিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে ভারতের আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর অভাবের কথা আলোচিত হইত, ১৮৮৮ সন হইতে এই নিয়ম রহিত করা হইয়াছে। এখন আয় ব্যয়ের হিসাবও এমন সময়ে উপস্থিত করা হয় যে, তখন ভাল করিয়া সে বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হয় না। অতএব সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক পার্লেমেণ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাইবার জন্য আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটার উপর ভার অর্পণ করা হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই মহাসমিতির প্রার্থনানুসারে ভারতসচিব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগের যে সকল সংস্কার করিয়াছেন, বিশেষতঃ বিদেশী ও দেশী

ইংরেজী মদের মাশুল বৃদ্ধি, বাঙ্গলাগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খোলাভাটি রহিত, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৯-৯০ সনে ৭ হাজার মদের দোকান বন্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এই মহা সমিতি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ১৮৯০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে গবর্ণমেণ্টের যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহার ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ প্রকরণানুযায়ী কার্য্য করা হয় নাই। বিশেষতঃ মদের দোকান স্থাপন বা রহিত সম্বন্ধে ও স্থানীয় অধিবাসীদের মত নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা ঐ পত্রে লেখা হইয়াছে, তাহার কিছুই করা হয় নাই, এই মহাসমিতি তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে যাহাতে পূর্ণভাবে উক্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য হয়, তাহার চেষ্টা করেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ভারতের রাজস্বের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে এবং যে হেতু প্রদর্শন করিয়া লবণের মাস্থল বৃদ্ধি করা হয় সে হেতু আর নাই, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব মাস্থল কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সভাপতি লবণের মাস্থল হ্রাস করিবার জন্য গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত পাঠাইবেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

১৮৬২ সনে ভারত-সচিব ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেই সকল স্থানের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে মত দেন; ১৮৬৫ সনে সেই মত আবার ঘোষণা করেন। অচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদেশ সমূহের অনেক স্থানে সেই বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ২৫ বৎসরাধিক হইল ভারত-সচিব যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই মহাসমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

এই মহাসমিতি কলিকাতার সংবাদ পত্র সমূহে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি এঃ—

কংগ্রেস

কলিকাতাস্থ অনেক রাজ কর্ম্মচারীকে কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য টিকেট পাঠান হইয়াছে, এই কথা অবগত হইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী ও প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট এই মর্ম্মে এক সারকুলার পাঠাইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়াও পরামর্শসিদ্ধ নয়, এইরূপ সভায় কোন কাজ করা একবারেই নিষিদ্ধ।"

বাঙ্গালার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদককে যে পত্র

লিখিয়াছেন মহাসমিতি তাহাও পাঠ করিয়াছেন। পত্রখানি এই।—

"বেলভিডিয়ার ২৬এ ডিসেম্বর,
১৮৯০ সাল।

প্রিয় মহাশয়,

গত কল্য অপরাহ্নে আপনি কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য যে সাতখানা কার্ড অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতেছি এবং এই কথা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর এবং তাঁহার পরিবারস্থ কেহ এই টিকেট ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন। কেননা ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশ স্পষ্টরূপে এইরূপ সভায় উপস্থিত হইতে রাজকর্ম্মচারীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত
পি, সি, লায়ন,
প্রাইবেট সেক্রেটারী।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন ও পত্র পাঠ করিয়া সভা ইহার মর্ম্ম গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের গোচর করিবার জন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটাকে ক্ষমতা দিতেছেন। বাঙ্গলায় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রকৃত কি অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সভাপতি তাহাও গবর্ণর জেনারলকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অষ্টম প্রস্তাব।

মহাসমিতি চার্লস ব্রাডল সাহেব, সার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ, কেইন সাহেব, জে ব্রাইট সাহেব, ইয়ুল সাহেব ও দাদাভাই নৌরজি, ডিগবি সাহেব, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুলকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নটন সাহেব ও হিউম সাহেবকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন।

নবম প্রস্তাব।

ট্রিভলি উদ্যানের স্বত্বাধিকারী কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, মোহন বাগানের স্বত্বাধিকারী মিঃ নিমাইচরণ বসু ও বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ তারকনাথ পালিত, বাবু জানকীনাথ, গোপীমোহন, হরেন্দ্রনাথ, কিশোরীমোহন, ব্রজলাল রায়, বাবু রনানাথ ঘোষ, ও ঘাসি জমাদার যে প্রতিনিধিদের বাসের জন্য আপনাদের বাড়ী বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে মহাসমিতি ধন্যবাদ দিতেছেন।

দশম প্রস্তাব।

মান্দ্রাজ, মধ্যভারত ও বেরার কংগ্রেস কমিটি ও জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী ২৬এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজ কি নাগপুরে মহাসমিতির অধিবেশন স্থির করা হয়।

একাদশ প্রস্তাব।

যদি সুবিধা হয়, তবে ১৮৯২ সনে ইংলণ্ডে মহাসমিতির অধিবেশন জন্য আয়োজন করা হইবে। ইংলণ্ডে

এক শতের ন্যূনসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে, তাঁহাদের নাম স্থায়ী কংগ্রেস কমিটী সমূহ আগামী কংগ্রেসে উপস্থিত করিবেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে যে টাকা আছে বা যাহা আসিবে তদ্ব্যতীত আরও ২০ হাজার টাকা স্থায়ী কংগ্রেস ফণ্ডে স্থির সুদে জমা রাখা হইবে। ১৮৯০ সনের অবশিষ্ট টাকা কংগ্রেসের ব্রিটিষ কমিটির খরচের জন্য জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে থাকিবে। কিন্তু ১৮৯১ সনের চাঁদা পাইলে সে টাকা স্থায়ী ফণ্ডে জমা করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে টাকা দিবেন, তদ্ব্যতীত ৪০ হাজার টাকা ব্রিটিষ কমিটির ব্যয়ের জন্য এবং ৬ হাজার টাকা জেনারেল সেক্রেটরীর অফিসের জন্য নির্দ্ধারণ করা হইল। কংগ্রেসকেন্দ্র সমূহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

হিউম সাহেব জেনারল সেক্রেটরী এবং পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরী নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

ইয়ুল সাহেব, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

ষোড়শ প্রস্তাব।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

সপ্তদশ প্রস্তাব।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কাপ্তান বেনন, বাবু পশুপতিনাথ বসু, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভলণ্টিয়ারগণ এবং এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকমিটীর সভ্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক প্রস্তাব অবতারণা ও সমর্থন কালে প্রস্তাবক, পোষক ও সমর্থকগণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদ পত্রে সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস উপলক্ষে সামাজিক সমিতি, ব্রাহ্মসম্মিলন, খৃষ্টীয় সম্মিলন প্রভৃতি দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অনেক উপকার হইয়াছে।

সভা সমিতি ও সম্মিলনী প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিবেদন।

সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা দেশের হিতার্থে যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, যেন ঐকান্তিক ভক্তিভাবেই প্রবৃত্ত হই, ভাক্তভাবে না হইয়া ভক্তভাবেই প্রবৃত্ত হই। মহাসূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন অসংখ্য গ্রহমণ্ডলী যথানিয়মে পরিভ্রমণ করে, তেমনি আমরাও যেন সেই বিশ্বাধার অনন্তদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বমণ্ডলে পরিভ্রমণ করি। নতুবা, যেমন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইলে গ্রহমণ্ডলীর অনন্ত অনবস্থা, তেমান ঈশ্বরভ্রষ্ট হইয়া চলিতে গেলে আমাদেরও অনন্ত দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বন্ধ্যং ধারাশতৈরপি।
ভক্তিং বিনা তথা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্নশতৈরপি॥

বীজ বিনা ক্ষেত্র যেমন শত শত ধারাপাতেও ফলিত হয় না; ঈশ্বরভক্তি বিনা অনুষ্ঠানও তেমনি শত শত প্রযত্নেও সফল হয় না।

ক্ষত্রবল (অর্থাৎ মানবের আধিভৌতিক শক্তি) ব্রহ্মবলের (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তির) ওতপ্রোত সংযোগ ভিন্ন কদাচ সিদ্ধিলাভ করে না। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রবল সম্মিলিত হইলেই ইহকালে ও পরকালে সিদ্ধিলাভ হয়;—

"নাক্ষত্রং ব্রহ্ম ভবতি ক্ষাত্রং নাব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষাত্রে তু সংযুক্তে ইহামুত্র চ বর্দ্ধতে॥" (মনু)

আমাদের ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণ কোনও সৎকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই ভক্তিগদগদ কণ্ঠে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন,—

"(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

প্রীত হও হরি! সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর;
তোমারি প্রীতিতে প্রীত বিশ্ব চরাচর।

যাঁহার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, যাঁহার চক্ষু ও মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ সেই বিশ্বরূপ মহান্ ব্রহ্মাগ্নিকে সর্ব্বকর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত করিতেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

সেই সর্ব্বমঙ্গলময়কে নমস্কার না করিয়া কোনও কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিবার বিধান ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই;—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥"

সর্ব্বসুমঙ্গলে যিনি সুমঙ্গলময়,
বরদাতা, শিব, সর্ব্বভূতের আশ্রয়;
সর্ব্ব অগ্রে প্রণমিবে সেই নারায়ণ,
অনন্তর সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে সাধন।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই আলোচনা করিবে, হৃদয়ে এই জ্ঞানই বদ্ধমূল হইবে যে, ঈশ্বরই জীবনের মূল ভিত্তি, এবং ঈশ্বরই জীবনের মূল লক্ষ্য, এবং

সেই পরমাত্মায় বিলীন হইয়া জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বজ্ঞানের বিলয়সাধনই মানবজীবনের চরম ফল। আমরা সেই মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই যে অধঃপতিত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-কেন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে জগতের কত জাতি ও কত জনপদ রসাতলে গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। যাঁহারা ব্যক্তি-বিশেষের জাতিবিশেষের বা জনপদ-বিশেষের পতন ও অভ্যুদয়ের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

ঈশ্বর বাস্তবিক অপরিজ্ঞেয় বা পরোক্ষ বা দুর্লভ বস্তু নহেন, সময়-বিশেষে ব্যবহার্য্য পোষাকি জিনিসও নহেন, তিনি আমাদের সকলেরই সমান পরিজ্ঞেয়, সকলেরই পক্ষে সমান সুলভ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। সেই পরমার্থ চিন্তামণি আমার তোমার সকলের ঘরের সিন্ধুকের মধ্যেই; কেবল সিন্ধুক খুলিলেই সেই চিন্তামণি লাভ করা যায়। কিন্তু একমাত্র ভক্তি ভিন্ন অন্য চাবিতে সে সিন্ধুক খোলা যায় না। যেমন চবের তালা খুলিবার জন্য শত শত মত্ত হস্তীর বল প্রয়োগ করিলেও তাহা খোলে না বরং কল বিকল হইয়া যায়, অথচ তদুপযোগী একটি সামান্য চাবি কোমলভাবে ঘুরাই-লেই সেই প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুকটা নিঃশব্দে খুলিয়া যায়, তেমনি শত সহস্র তর্কশাস্ত্র ও বাদানুবাদের শক্তি প্রয়োগ কর, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রয়োগ কর, সে চিন্তামণির আধার সিন্ধুকটি কিছুতেই খুলিবে না, বরং বিকল হইতে থাকিবে, আবার সরল ভক্তি চাবিটি একবার কোমলভাবে ঘুরাইয়া দেখ, হৃদয়-সিন্ধুক নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইবে, চিন্তামণি হাতেই পাইবে। আমাদের ভক্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই চিন্তমণি হাতে পাইয়া তাহারই আলোকে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। অন্য আলোক ব্যবহার করিতেন না।

ক্ষেমদর্শী প্রাচীন আচার্য্যেরা সংসার-যাত্রাকে অতি পবিত্র ও গুরু-তর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অগ্রেই ভক্তিযোগে সেই, অখণ্ড-মণ্ডলাকার নারায়ণকে সর্ব্বভাবে প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সর্ব্বসাক্ষীকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারি প্রীতিকামনায় কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কামনা করি-তেন যে, জীবনযাত্রার আদ্যোপান্তই ধর্ম্মময়, জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশও মহান্ ধর্ম্মের অংশ। যেমন ধান্য হইতে তুষ খসিলে সে ধান্যে আর গাছ হয় না, তেমনি ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলে সকল সাধ-নই বিফল হইয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রাণ আর্য্যগণ উষাকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিতেন.—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব !
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ! ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্ ।
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে " ॥

শ্রীনাথ ! দেবাধিদেব ! জগতের পতি ।
হে বিষ্ণো ! চৈতন্যময় অখিলের গতি ।
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতিকামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

তাঁহারা এইরূপে মনপ্রাণ সকলি সর্ব্বেশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিতেন। আমরাও যতদিন সেই ভাবে 'ব্রহ্মার্পণ' (১) করিতে না শিখিব, ততদিন আমাদেরও শক্তি ও সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব আমাদের সভা, সমিতি ও সম্মিলনীগুলি কেবল কতকগুলি ভৌতিক পিণ্ড। সম্মিলনী না হইয়া যতদিন ক্ষত্র ও ব্রহ্মবলের প্রকৃত সম্মিলনী না হইবে, ততদিন এই সকল সম্মিলনী সভা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাণহীন নর দেহের সমবায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন ভগীরথ ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভস্মাবশেষ দেহরাশিতে অক্ষয় দিব্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনি যদি কেহ ব্রহ্মলোক হইতে সেই পতিতপাবনী ভক্তি আনয়ন করিয়া এই সকল সভা সমিতি ও সম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবেই এই সকল দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ হইবে। সেই প্রাণময় পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর কে করিতে পারে ?

এই সকল সভাসমিতি ও সম্মিলনীর উদ্যোগী ও কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই সকল সভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই ভক্তিযোগে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রাণময় পুরুষকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাকেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ও ধর্ম্মপ্রাণে প্রাণবান্ না হইয়া শুধুই ভৌতিক বল ও ভৌতিক প্রাণবায়ুর সাহায্যে কি কখন সিদ্ধিলাভ সম্ভবে ? আমাদের পিতৃ লোকেরা যে ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া শুষ্ককণ্ঠে জলবিন্দুও প্রদান করিতেন না, আমরা কি তাঁহাদের সন্তান নহি ?

এই সকল সভা সমিতি ও সম্মি-

---

(১) আর্য্যেরা "ব্রহ্মার্পণ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে ।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥১॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা ।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥২॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥৩॥
তথা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে ।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥৪॥

অর্থাৎ—যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি; আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে ।১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন,—এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন ।২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে ।৩। সমস্ত কর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম "ব্রহ্মার্পণ" বলে ।৪। (কূর্ম্মপুরাণ) ।

লনীর প্রারম্ভে প্রায়ই দুই একটী সঙ্গীতের অবতারণা হইয়া থাকে। সেই সকল সঙ্গীত শুনিলে মনে হয় যেন জন্মভূমির অন্তিমকাল উপস্থিত। যেন জননী ভারতভূমি সঙ্কট পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিতেছেন, সম্মুখে এমন কেহ নাই যে মুমূর্ষু মাতার মুখে এক গণ্ডুষ জল দেয়, একটিবারও তাঁহার কর্ণে হরিধ্বনি করে। যদি সত্য সত্যই মায়ের সেই দশাই উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাঁহার কর্ণে হরিনাম করা কি সুপুত্রের কার্য্য নহে?

"যে নামে শবের অস্থি শীর্ণ বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত;"

সেই নাম প্রকৃত ভক্তিযোগে মায়ের কর্ণে উচ্চারণ করিলে অবশ্যই তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব এই সকল সভার প্রারম্ভে ও শেষে সেই প্রাণময় পুরুষের মৃতসঞ্জীবন নাম গ্রহণ করা উচিত। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপের তেজে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ তাঁহারি প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। হনুমান্ যেমন বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন তেমনি বুক চিরিয়া দেখাইতে পারি যে, আমাদের হৃৎপিণ্ডে সেই "তারকব্রহ্ম" নাম জ্বলন্ত অগ্নিময় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। হৃদয়ে তারক ব্রহ্মের ছাপ দেখিলে নরশত্রুর কথা দূরে থাক, সর্ব্বসংহারী যমও আমাদের নিকট ঘেঁসিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেও ব্রহ্মদণ্ডে ঠেকিয়া সকলের সকল অস্ত্রই ভস্ম হইয়া যাইবে। "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।" ইতি—শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

লংভিলের ডিউক পত্নী।

লংভিলের ডিউক্ পত্নী সত্যনিষ্ঠার উত্তম উদাহরণ দেখাইয়া ছিলেন।

তিনি রাজার নিকট অধীনস্থ প্রদেশের প্রতি কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার এমন ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহর মুখ হইতে রাজার বিরুদ্ধে কোন কোন মন্দ কথা বাহির হইয়া পড়ে। খলস্বভাব এক ব্যক্তি সেই কথা রাজার কর্ণগোচর করিয়া দেয়। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এই বৃত্তান্ত উক্ত ভূম্যধিকারিণীর (ডিউক্ বনিতার) ভ্রাতাকে শুনাইলেন, তাঁহার ভ্রাতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ইহা কদাপি সত্য হইতে পারে না; কারণ, আমার ভগিনীর এতদূর বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া সম্ভবপর নহে।" রাজা বলিলেন, "যদি তিনি নিজে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহা মিথ্যা বলিয়া মানিব।"

এই কথা শ্রবণানন্তর উক্ত ভূম্যধিকারিণীর ভ্রাতা সেই ভগিনীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই

গোপন করিলেন না। তাহাতে ভয়ার্ত্ত হইয়া তিনি ভগিনীকে সমস্ত অপরাহ্ন-কাল ধরিয়া বুঝাইলেন, "উপস্থিত বিষয়ে সত্য কথা বলিলে সর্ব্বনাশ হইবে; অতএব তুমি ইহা অস্বীকার কর।" তিনি বলিলেন, "আমি ইহা মিথ্যাই মনে করিয়া রাজার নিকটে তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। আর ইহা অস্বীকার করিলে তোমার রাজভক্তিই প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু ভূম্যধিকারিণী উত্তর করিলেন, আমি এক অপরাধ প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া ঈশ্বর ও রাজার নিকট কি আর এক অধিকতর অপরাধে জড়িত হইব? যখন রাজা আমার বাক্যের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়াছেন, তখন আমি কখনই মিথ্যা বলিতে পারিব না। সে ব্যক্তি এই কথা রাজার শ্রবণ-গোচর করিয়াছে, তাহার খল স্বভাবের নিন্দা করি, কিন্তু সে মিথ্যা দোষারোপ করে নাই। আমি তাহাকে সে অপরাধে অপরাধী করিতে পারিব না।

পর দিন উক্ত ভূম্যধিকারিণী রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন, আমি নিজে অপরাধী হইয়া তদ্বিষয়ে অন্যকে অপরাধী করিতে পারি না। রাজা এই ললনার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং পরে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভারত মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কার সহিত দাক্ষিণাত্যের যোগ সাধন করিয়াছিলেন। রামায়ণে ইহার বিষয় বিশেষ বিবৃত আছে। জলপতি বরুণদেব বন্ধন জ্বালায় অস্থির হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা ত্যাগ কালে বিনয় ও সাধ্য সাধনা করাতে সেতুর তিন স্থান ভঙ্গ করিবার আদেশ হন। কিন্তু কলিকালে কালিঞ্জরের রাজা পুনর্ব্বার সেতুর সংস্কার কার্য্য সমাধা করেন। সাগর তখন আপত্তি করিয়াছিলেন কি না "মহাবংশ" পুস্তকে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে এখন আমরা সেতুর বিলোপ দেখিয়া মনে করিতে পারি যে জলপতি এবারে কোন অনুরোধ না করিয়া সবলে বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক রামেশ্বরের সেতুর সংস্কার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সে বৎসর ডিউক অব বকিংহাম (যখন মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন) এই সেতুর পুনঃসংস্কার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়াতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অধুনা

সিংহল ক্রমশঃ যেরূপ উন্নত হইতেছে, তাহাতে ভারতের সহিত তাহার যোগ সাধন আবশ্যক। মান্দ্রাজের সহিত সংযুক্ত হইলে একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারাই মান্দ্রাজ ও সিংহল সুশাসিত হইতে পারে। এই সেতু দ্বারা যে উভয় দেশেরই মহোপকার সাধন হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

ইংলিস চ্যানেলে সেতু বা সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সংযুক্ত হয়, বহু দিন হইতে এই প্রস্তাব চলিতেছে। কত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু অদ্যাপি একটিও ফলোদায়ক হয় নাই। ইংরাজ ও ফরাসিস্‌দিগের দীর্ঘসূত্রতায় আমেরিকানগণ লাভবান হইলেন। তাঁহারা কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন—ইংলিস চ্যানেলের সেতুবন্ধ কৌশল ব্রুকলিন চ্যানেলে নিয়োজিত হইল। সেতু প্রস্তুত হইল, নিউইয়র্ক নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

ব্রুকলিন সেতুর কৃতকার্য্যতা দর্শনে রুসীয়গণ বেরিং প্রণালী বন্ধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। বেরিং প্রণালী উত্তর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থল। ইহার বিস্তার ইংলিস চ্যানেলের অপেক্ষা অনেক বড়, তবে ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী থাকাতে সেতুবন্ধন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবার সম্ভাবনা। এই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইবে এবং লৌহ অশ্ব এক নিশ্বাসে আসিয়া হইতে আমেরিকায় উত্তীর্ণ হইবে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রুসিয়ার সংশ্রব ভদ্রজনক নহে, আমেরিকানগণ এখন এই চিন্তায় আকুল হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পারস্যাধিপতি জরাক্সিস্‌ ডার্ডেনেলিসে নৌকার সেতু স্থাপন করিয়াছিলেন—একণে এই প্রণালীতে সেতু বন্ধন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। তুরস্কের সুলতান ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এই সেতু দ্বারা ইউরোপ ও আসিয়া এক হইয়া যাইবে।

অবিনশ্বর স্বর।

নশ্বর মানবের স্বর অবিনশ্বর। এই কথায় যদি কোন নূতনত্ব থাকে, তাহা হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয়, নতুবা ইহাতে বিস্ময়জনক ব্যাপার কিছুই নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে বাল্মীকি বা বেদব্যাস হোমর বা কালিদাস কতকাল মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের গীতস্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যে সকল তত্ত্বদর্শী ও কবি মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের স্বর শিশক অক্ষরে কাগজ মধ্যে কৃষ্ণমসি দ্বারা মুদ্রিত আছে। তান, লয় ও

ভাব সহকারে গীত ও পঠিত হইলেই তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। যতকাল ভাষা বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল এই স্বরও ধ্বনিত হইবে, সুতরাং ইহাও একপ্রকার অবিনশ্বর। কিন্তু আমরা যে ভাবে স্বরকে অবিনশ্বর বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহা তাহা নহে। ইহা জীবিত ব্যক্তির উচ্চারিত কণ্ঠস্বর। আমরা গতাসু হইলেও আমাদিগের উচ্চারিত স্বর জীবিত থাকিবে—আমাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য সকল চিরকাল উদ্গীরিত হইবে। শিশুর রোদন, শোকার্ত্ত রমণীর বিলাপন, প্রণয়ীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, বাগ্মীর উত্তেজনা চিরকাল সংরক্ষিত হইয়া ভাবী বংশের কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে স্বরের এই নিত্যতা রক্ষা একটী সামান্য শিল্পযন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। মানব মর, কিন্তু তাঁহার আত্মা অমর, ইহা নিতান্ত সত্য হইলেও একান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; সুতরাং ভাবী বংশীয়দিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত করিবার জন্য বহুকাল হইতে প্রয়াস হইতেছে। শরীরকে রাখিবার জন্য "মমী" "প্রস্তরীভূত" দেহ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভূরি ভূরি পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। নখ, কেশ, দন্ত, কপাল ও কঙ্কাল বহু যত্নে সংরক্ষিত হইলেও মনস্তুষ্টিকর নহে। এই জন্য "স্বর" রক্ষার জন্য এত যত্ন! অল্প দিন হইল প্রেততত্ত্ববাদীরা (Spiritualist) মন্ত্র বা কৌশলে পরলোক হইতে লোকদিগকে মর্ত্ত্যে আকর্ষণ করিয়া "বক্তার" করিতেন। দুঃখের বিষয় তাহাদিগের সেই মন্ত্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর প্রতারণা বা কল্পনার সময় নাই, বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রগাঢ় গবেষণায় সে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে টেলিফোঁর আবিষ্কার হইয়াছে, বিদ্যুচ্ছক্তি প্রভাবে তারযোগে স্বর সকল এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইতেছে, সেই দিন হইতেই এই স্বরকে অবিনশ্বর করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

দশ বৎসর অতীত হইল টমাস এ ইডিসন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া ছিলেন যে ইহাদ্বারা উচ্চারিত স্বর সকল লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত ও পুনরাবৃত্তীকৃত হইবে; সঙ্গীত, অভিনয় ও বক্তৃতা উক্ত প্রক্রিয়া যোগে সংরক্ষিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিগোচর হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপনে সকলে সন্দিহান হইয়াছিল এবং পরীক্ষা সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাকে বিশেষ অপ্রতিভ হইতে হয়। তথাপি তিনি নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। অটল অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত স্বীয় নির্ম্মিত যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য এবং বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাঁহারা এই অভিনব অপূর্ব্ব যন্ত্রের নাম ফনোগ্রাফ। ইহাতে টেলিফোঁ বা টেলিগ্রাফ সহযোগে স্বর সকল সন্নিবিষ্ট করিতে হয় না, সামান্য শিল্প কৌশলে আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রটী আকারে একটী শিলাইয়ের কলের ন্যায়। একখণ্ড কঠিন মোম একটুকু কাঁচ ও একটী সূক্ষ্ম সূচীই ইহার প্রধান উপাদান। স্বর সকল সূচীবিদ্ধ হইয়া সংরক্ষিত হয়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে যাঁহারা গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর ইহাদ্বারা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা আপনাদের স্বর ইহাতে সংবদ্ধ করিয়া গতাসু হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর পুরুষানুক্রমে নিত্য কাল আবৃত্তি হইতে থাকিবে। স্বর একবার লিপিবদ্ধ বা সূচীবিদ্ধ হইলে যে কোন সময়ে যতবার ইচ্ছা পুনরাবৃত্তীভূত হইবে। ইডিসন ফনোগ্রাফ গ্রাফো ফোঁ নামক আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাদ্বারা উচ্চস্বর সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে, ইহা বধিরদিগের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে ফনোগ্রাফে দুইটী ডায়াগ্রাম ব্যবহার করিতে হয়; একটী দ্বারা স্বর লিপিবদ্ধ করা ও অপরটীর দ্বারা আবৃত্তি করা হয়। যাহাতে এক ডায়াগ্রামেই এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিকের নিমিত্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের রচনা।

১৮৯০ সালের ৩০এ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য রাজপুরুষগণ যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ। আমাদের পাঠিকাগণের অনেকে এই পারিতোষিক রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষেও অনেকে রচনা প্রেরণে অগ্রসর হইবেন। লেখিকারা কেবল অর্থ লাভকেই লক্ষ্য মনে করিবেন না। এরূপ কার্য্য দ্বারা আত্মোন্নতি, খ্যাতিলাভ এবং দেশের কল্যাণ সাধনেরও সহকারিতা করা হয়। বিজ্ঞাপনটী এইঃ—

"শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত পারিতোষিক পাইবার নিমিত্ত ১৮৮৯—৯০ সালে কোন উত্তম রচনা প্রেরিত না হওয়ার ১৮৯০—৯১ সালে ৪০৲ টাকা

করিয়া দুইটি পারিতোষক দেওয়া যাইবে স্থির করা হইয়াছে। "বঙ্গ মহিলার অনুষ্ঠিত গার্হস্থ্য শিল্প" এইটি রচনার বিষয় হইবে।

পারিতোষিক দিবার নিয়ম।—

(১) বঙ্গদেশে জন্ম এমন সকল শিক্ষিত স্ত্রীলোকই, বয়স যতই হউক, এই পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা পাঠাইতে পারিবেন।

(২) যে রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, তাহা বাঙ্গলা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে রচনাগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক রচনার সঙ্গে রচয়িত্রীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবকের এইরূপ নির্দ্দেশপত্র দিতে হইবে যে তাঁহার বিশ্বাসমতে রচয়িত্রী রচনা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

পারিতোষিক প্রার্থিনীরা ১৮৯১ সালের ৩০শে জুনের পর না হয় এমন সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টরের আফিসে সেণ্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটীর সেক্রেটরীর নিকট আপনং রচনা পাঠাইয়া দিবেন। যে খামের মধ্যে রচনার কাগজ থাকিবে, তাহার উপর "Brajamohan Dutt Prize Essay" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। যাঁহার রচনার নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে, তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

কোন রচয়িত্রী এক বৎসর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলে এবং ইচ্ছা করিলে আবার পারিতোষিকের নিমিত্ত রচনা করিতে পারেন। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রতিযোগিতায় যদি তাঁহার রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে; কিন্তু তাঁহার নীচেই যে রচয়িত্রী যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, পারিতোষিক তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে।

যদি পরীক্ষকেরা এরূপ বিবেচনা করেন যে, যে রচনাগুলি প্রেরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিও পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত নয়, তাহা হইলে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে না।"

নূতন সংবাদ।

১। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল ত্রিহুত ষ্টেট্ রেলওয়ের অন্তর্গত সমস্তিপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য রেলওয়ের ট্রাফিক

ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র দে, ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল আফিসার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ ভট্টাচার্য্য ও অত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা। ২০।২৫টী বালিকা ইহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভিক্টোরিয়া কালেজের জুনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণা জনৈক ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে হইতে এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৭৲ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। ত্রিহুতে স্ত্রী বিদ্যালয়ের এই প্রথম সূত্রপাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য সোয়ান সাহেব ও তাঁহার পত্নী ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী। তাঁহারা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহদান করিয়াছেন এবং কলিকাতার অনেক বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়াছেন। বিবী সোয়ান স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়াও শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

৩। রুসীয় যুবরাজ রাজ-পুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া জানুয়ারীর শেষভাগে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

৪। ১লা জানুয়ারি জয়নগর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দেশস্থ বহুসংখ্যক ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছিলেন, কলিকাতা হইতেও কয়েকটী বন্ধু উপস্থিত হন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইয়াও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি জন্য যেরূপ উৎসাহশীল, তাহাতে তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বামারচনা।

শিবচন্দ্র স্বর্গে *

একি সমাচার, শোক পারাবার
উথলে শুনিয়া হৃদয়ে আজ,
বঙ্গের কুমার শিবচন্দ্র আর
নাই মর্ত্ত্যে আজ সেই ভক্তরাজ।
পরহিতে রত পর সেবা ব্রত
পর তরে তাঁর পবিত্র জীবন,
অশীতি বরষে পর হিতোদ্দেশে
যুবকের ন্যায় সাহস উদ্যম।
কর্ম্ম পথে রত সদা শুদ্ধচিত
ধর্ম্মের জীবনে দীনতার ভাব।
ধনী হয়ে ধন গর্ব্ব হয়েছিল সব খর্ব্ব
চির শান্তচিত বিনীত স্বভাব
বহু দিন হতে অটল ভক্তিতে
সত্য একেশ্বরে করিয়া বিশ্বাস,
ভক্ত শিব আজি মর্ত্ত্যধাম ত্যজি
চলিলেন চির চিন্ময় আবাস।

সুমতি মজুমদার
সমস্তিপুর।

* কোন্নগর নিবাসী পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভক্ত শিবচন্দ্র দেব মহোদয়ের শোকে এই কবিতাটী লিখিত হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৩ সংখ্যা।	মাঘ ১২৯৭—ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।	৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মিকাগণও তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের একত্র সম্মিলন চেষ্টা দেখিয়াও আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

সিজার-উইচের শুভাগমন—রুসীয় যুবরাজ গত ২৬এ জানুয়ারি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বড় লাট ও ছোট লাটের বাটীতে ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ভারতভ্রমণে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ও গ্রীক যুবরাজ আসিয়াছেন।

নূতন রেলওয়ে—বঙ্গনাগপুর রেলওয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশ বুকরা নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবার পথ অনেক সোজা হইবে।

নূতন গবর্ণর—মান্দ্রাজের নূতন শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েনলক সস্ত্রীক মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত ২৪এ জানুয়ারি সেনেট গৃহে উপাধি বিতরণ সভা হয়। এ বৎসর ৫৮টী ছাত্র এম এ, ৪২৭ বি এ, ১৫৮ বি এল, ১ এম ডি ও ৬টী এম বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৬ জন রমণী। তাঁহাদিগের উপাধি গ্রহণ কালে মহা

আনন্দ ধ্বনি হয়। রাজপ্রতিনিধি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে বাইস চান্সেলর অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডেশ্বরী বার্ষিক ৩,৮৫,০০০ এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ১,৫৮,০০০ পাউণ্ড পান। অন্যান্য দেশের রাজবৃত্তির সহিত তুলনায় ইহা অল্প। জর্ম্মণ সম্রাট ৬,৯০,০০০ রুসীয় সম্রাট ২০ লক্ষ, অষ্ট্রীয় সম্রাট ৯,৩০,০০০ এবং ইটালীরাজ ৬,৫০,০০০ পাউণ্ড পান। এক পাউণ্ডের মূল্য প্রায় ১০ টাকা।

রুসীয় সম্রাজ্ঞী—ইনি যেমন সাধ্বী পতিব্রতা, তেমনি সন্তান-বৎসলা। প্রতিদিন তারযোগে যুবরাজের সংবাদ লন এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন যুবরাজকে রাজধানীতে প্রত্যাগত দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। রুসীয় রাজবংশের যেরূপ গৃহ শত্রু তাহাতে উদ্বেগের কথা বটে। ঈশ্বর যুবরাজকে রক্ষা করুন্।

স্ত্রী ভক্ত চরিত।

সিদ্ধ শবরী।

বিশ্বাস, ভক্তিবাসনা, সাধুসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় আমাদিগকে এককালে ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা পূর্ব্বতন ভক্তচরিত শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি পাই না; বরং অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু, তর্কে বহু দূর" ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে যে এই একটী মহামূল্য বাক্য প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসহীন জীবনে,—ভক্তিহীন দেশে ভক্তচরিতালোচনা বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হয়। যাহাহউক মিথ্যা গল্প বলা ও মিথ্যা গল্প শোনার প্রথা সকল দেশেই আছে; আজি না হয়, সেই হিসাবেই সিদ্ধ-শবরীর কথার আলোচনা করা যাউক।

রামায়ণ প্রমাণে শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী গমনের পূর্ব্বে সেই বনে একটী চণ্ডাল কন্যা বাস করিতেন। তৎকালে পঞ্চবটীতে যে সকল ঋষি তপস্বীর আবাস ছিল, চণ্ডাল-তনয়া তাঁহাদিগের নিকটেই থাকিতেন, কিন্তু গোপনে,—কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। শবরী শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শেষ রাত্রে গোপনে ঋষিগণের কুটীর দ্বারে রাখিয়া আসিতেন। যে পথ দিয়া ভক্তগণ নদী স্নানে যাইতেন, শবরী গোপনে গোপনে সেই পথের কণ্টক কর্করাদি স্থানান্তর

করিয়া সম্মার্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। ক্রমে এই সকল বিষয় ঋষিগণের গোচর হইল। কে গোপনে গোপনে এই সকল সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জানিবার জন্য সাধুগণের কৌতূহল হইল, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে, শবরীই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শবরীর সাধুসেবা ও ভক্তিবাসনা দর্শনে একজন ভক্তের হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি দয়াপরবশ হইয়া শবরীকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। শবরী কৃতার্থ হইল। নীচজাতীয়া স্ত্রীকে শিষ্যা করায় ঐ ভক্তের প্রতি অন্যান্য কর্ম্মজ্ঞানাভিমানী ঋষিগণ বড়ই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শবরীগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন "যাহার ভক্তি আছে, সে সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, গুরুদেব শিষ্যা শবরীকে কহিলেন, "আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে,—আমাকে শীঘ্রই লোকান্তর গমন করিতে হইবে,—আমার ভাগ্যে প্রভু শ্রীরাম চন্দ্রের বনলীলা দর্শন ঘটিবে না। তুমি এই আশ্রমে থাকিয়া সাধুসেবা ও স্বীয় প্রভুর ভজন সাধন কর। তুমি প্রভুর লীলা দর্শন করিবে।" শবরী গুরুবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। গুরুদেব স্বধামে গমন করিলেন।

একদিন ঋষিগণ নদীর যে ঘাটে স্নানাহ্নিক করিতে ছিলেন, শবরী সেই ঘাটে স্নান করিতে যান। ঋষিগণ শবরীকে দেখিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সহিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিরপরাধা শবরী নীরব। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের জল রক্ত ও কীটময় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ ঘৃণাবিরক্তচিত্তে পলায়ন করিলেন। শবরী ভজনানন্দিত মনে গুরুর আশ্রমে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কিছু ভাল ফলমূল পান, আপনি না খাইয়া, কবে প্রভু রামচন্দ্র আসিবেন, তাঁহার জন্য রাখিয়া দেন। এমন কি, কোন ফলমূল খাইতে খাইতে মিষ্ট বোধ হইলে, সেই অর্দ্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট ফলমূলই প্রভুর জন্য রাখিয়া দেন। উৎকট প্রেমে আচার বিচার নাই।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে শ্রীরামচন্দ্র সেই বনে আগমন করিলেন। বনে প্রবেশ করিয়াই "আমার শবরী কোথা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শবরী পিপাসু চাতকীর ন্যায় তাঁহার আগমনপথ চাহিয়াছিলেন, প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়াই তাঁহার চরণে গিয়া নিপতিত হইলেন। দয়াল প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, তখন শবরী তাঁহার অনুপম রূপসাগরে নিমগ্ন হইলেন। দরদরিত প্রেমধারা গলিত হইতে লাগিল। অনুজ লক্ষ্মণ ঠাকুর উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে বিগলিত হইতে লাগিলেন। শবরীর আনন্দের সীমা

নাই। তিনি তাঁহার কুটীর দ্বারে পত্রাসন রচনা করিয়া প্রভুকে তদুপরি বসাইলেন এবং অতি যত্নে রক্ষিত ফল মূল আহার করিতে দিলন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত শুষ্ক ও উচ্ছিষ্ট ফলাদি মহানন্দে ভোজন করিলেন। শুদ্ধভক্তিময়ী সিদ্ধ শবরী প্রভু ভক্তবাৎসল্য দর্শনে আত্মহারা হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রভু নদীতটে গমন করিয়া নদীর জল শোণিতাক্ত ও কীটাকুলিত হইয়াছে কেন, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজেই বলিলেন,—"তোমরা শবরীকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই ফলে জল ঐরূপ হইয়াছে। পুনরায় শবরীর পাদস্পর্শ মাত্রে ঐ জল পবিত্র হইবে।" ভক্তিবিরোধী ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ প্রভুর বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার্থ তথোক্ত অনুষ্ঠান করিলে নদীজল নির্ম্মল হইল। তখন সকলেই শবরীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু এইরূপে স্বয়ংই শবরী উপলক্ষে ভগবদ্‌ভক্তির মহিমা প্রচার করিলেন।

আজিকার বাজারে এই বিবরণ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবারই কথা। কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে,—ভক্তি আছে.—ভক্তি—ভক্ত—ভগবানে অভেদবুদ্ধি আছে; তিনি বুঝিবেন, ঐ বিবরণে কিছু আছে,—কি না আছে।

যদুবংশ।

আর্য্যবংশের মধ্যে যদুবংশ অতি বিস্তৃত। সভ্য জগতে এমন স্থান নাই যাহাতে যদুবংশীয়েরা বাস না করেন। যদিও দেশ ও ধর্ম্ম ভেদে এই বিশাল বংশের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি অনুপূর্ব্বিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে সভ্য জগতের অর্দ্ধেক রাজবংশ ও রাজ্য এই বিশাল বংশ তরু শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত। এই বংশে ভুবনবিখ্যাত বীর ও রাজগণ উদ্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশাল বংশে, যে দুই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজে এক নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমরা যথা স্থানে তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিব।

পুরাণ পাঠে জানা যায় যে নহুষ তনয় যযাতির পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উদ্ভব। মহারাজ যযাতির দুই স্ত্রী; প্রথমা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা—নাম দেবযানী; দ্বিতীয়া—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা,—নাম শর্ম্মিষ্ঠা।

মহারাজ যযাতি, দেবযানীর গর্ভে যদু ও অনু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও পুরু নামক পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পুরাণ বলেন, পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করায়, যদু নিজের জ্যেষ্ঠ স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। পুরাণ যে কেন শাস্ত্রানুসারে যদুর প্রতিলোমজত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মহামুনি ব্যাস (১) যদুর প্রতিলোমজত্ব দোষ না ধরিয়া কেবল পিতৃআজ্ঞা অবহেলনকারী বলিয়া পিতৃ রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, (২) আবার তিনিই বলিয়াছেন যে,—"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" (৩) বিষ্ণু বলেন—"প্রতিলোমাসু আর্য্যবিগর্হিতাঃ।" (৪) গোতম বলেন—"প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।" (৫) দেবল বলেন,—"বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ" এস্থলে দেবযানী উৎকৃষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণ কন্যা, আর যযাতি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি ক্ষত্রিয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটীতে প্রকাশ যে অধম বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণার গর্ভজ সন্তানই প্রতিলোমজ। এই প্রতিলোমজের প্রতি শাস্ত্র যে রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যে শাস্ত্র, সবর্ণাগর্ভজ পুত্র বিদ্যমান থাকিতে বা অনুলোমাজ বর্ত্তমানে প্রতিলোমাজকে জ্যেষ্ঠের সম্মান প্রদান করিবেন ইহা সম্ভব নয় সত্য, কিন্তু আমরা বলি যে পুরাণ, যদুর সময় বোধ হয়, শাস্ত্র ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। যদি কেহ বলেন যে যদু অনু সেই দোষেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু পুরাণ, যদু ও অনুর সে দোষটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, আর যদি তাহাই হইবে তবে জ্যেষ্ঠ স্বত্বানুসারে তুর্ব্বসু রাজা হইতে পারিলেন না কেন? সুতরাং এস্থলে শাস্ত্রে ও পুরাণে অনৈক্যতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক প্রথম চারিটী পুত্র পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরুই পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। এই পুরু হইতে পৌরব বংশ। এই বংশে কুরু নামে যে মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই বংশে ভুবনবিখ্যাত কৌরবগণ সমুদ্ভূত হয়েন, সুতরাং পৌরব ও কৌরব একই বংশ। যযাতির পরিত্যক্ত চারি পুত্র পিতৃরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু ও তাঁহার বংশধরগণ সিন্ধুনদ হইতে সুদূর কাস্পীয়ান সাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই যদুর রাজধানী অদ্যাপি "যদুকাতাক্ষা" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২য় অনু, তৎকালের বেদরহিত পূর্ব্ব দেশে "অঙ্গ" নামে রাজ্য স্থাপন করেন। ৩য় তুর্ব্বসু, হিমালয়ের পরপার

(১) মহাভারত আদিপর্ব্ব যযাতি উপাখ্যান, (২) ব্যাস সংহিতা প্রথম অধ্যায়। (৩) বিষ্ণু সংহিতা। (৪) গোতম সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়। (৫) পরাশর ভাষ্য ২য় অধ্যায় ধৃত।

বিশাল ভূখণ্ডে—তিব্বত নামক দেশে নিজ বংশতরু রোপণ করেন। ৪ দ্রুহ্য, পৌরাণিক দ্রাবিড় দেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, ইঁহারই বংশাবলী বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং দেশ ও ভাষাভেদে তাঁহাদের রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা হয়। এই ঘটনার বহু দিন পরে মহামুনি ব্যাস সর্ব্বজন হিতকর উপদেশ পূর্ণ মহাভারত প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি মহারাজ যযাতি বংশকে স্বইচ্ছায় অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে না দিয়া উহা যযাতির অভিশাপ বলিয়া, যযাতির বংশীয় বিধর্ম্মীদিগের দোষ খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, অন্য পক্ষে ইহার মূলে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে পুত্রের পক্ষে পিতৃ আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, গান্ধার (ক্যাণ্ডাহার), বাহ্লিক (বাক) তিব্বত (চীন), উত্তর কুরু ও মঙ্গোলীয়া প্রভৃতি দেশ ভারতের সীমা। * ইহার পর বোধহয় মহাজঙ্গল ছিল। পার্ব্বতীয় দেশ সমূহে অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত। পুরাণ বলেন যে ঐ সকল দেশ সাধারণ মনুষ্যের অগম্য এবং উক্ত দেশ সকলের অধিবাসীরা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দৈত্যনামে আখ্যাত, ইহারা সংখ্যায় তিন লক্ষ। ইহাতে বোধ হয় যে এখন যেস্থান বহুলোকাকীর্ণ ও মহা মহা সাম্রাজ্যে পরিণত, সেই সকল স্থান অতি পুরাকালে অল্পলোকের বাসস্থান ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জন্য যদুগণের পশ্চিম এসিয়া—এমন কি ইয়ুরোপ ও আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক অসভ্য বন্য লোকদিগকে জয় করা সহজ হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়, প্রধান প্রধান যদুগণ পূর্ব্বদিকে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া পঞ্চনদ ও নর্ম্মদার কূলে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। পুরাণ কথিত মাহিষ্মতী পুরী ইহাঁদেরই স্থাপিত। হৈহয়, কীর্ত্তবীর্য্য ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি বীরগণ এই যদুকুলের শাখাবংশসম্ভূত হইয়া বহুকাল সাম্রাজ্য ভোগ করেন। এই যদুকুলের অন্যতম শাখা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া মথুরাপুরী হস্তগত করেন, এমন কি ইহাঁরা দক্ষিণাপথ হইতে গোদাবরী, কাবেরী ও কৃষ্ণা নদীর তটেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাদের বল বিক্রম বহু কাল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইহাঁরা সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ হইতে সূর্য্যবংশীয়দিগকে বিতাড়িত করেন, এবং দ্বারকা পুরী ইহাঁদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে ভারতে এই বিশাল বংশ যদু, ভোজ, বৃষ্ণি, শিনি, চেদি, দেবী ও অন্ধক এই সপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হরিকুলেশ বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রথমোক্ত যদুকুলকে অলঙ্কৃত করেন এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বংশ, হরি বংশ বলিয়া প্রথিত।

* উইলিয়ম কুক টেলর আদিম ইতিহাস—১০। ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

হৈহয় ও তালজঙ্ঘ যখন সূর্য্যবংশীয় সগর নৃপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয়েরা ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, অযোধ্যানগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অযোধ্যাভূষণ শ্রীরামচন্দ্রের পর হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশীয়দিগের তেজ, চন্দ্রবংশীয় পৌরবগণ কর্ত্তৃক হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বেই পৌরবগণ ভারত সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভারতে পৌরবগণের রাজধানী মগধ, মহাবীর জরাসন্ধ তাহার অধিপতি। জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যা যদুপতি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে প্রদান করেন। (আমরা "হরিবংশে" কংসের জন্ম বিবরণ লইয়া যে একটী গল্প দেখিতে পাই, তাহা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক, সুতরাং কংসকে আমরা উগ্রসেনের পুত্র বলিতে বাধ্য হইলাম।) দুর্বৃত্ত কংস জরাসন্ধকে সহায় পাইয়া নিজ পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করতঃ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত যাদবগণের অধিপতি হইয়া বসিলেন। এদিকে জরাসন্ধও বৃহৎ যদুসৈন্যের সাহায্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনার সহকারী রাজগণকে স্ববশে আনিয়া একেবারে অদম্য হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধের ও কংসের দুরাচরণে ভারত অচিরে যেন একটী পাপের নিলয় হইয়া উঠিল। যে সকল নৃপতি কংসের ও জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহকে ঘৃণা করতঃ বিপক্ষতা অবলম্বন করিলেন, পাপমতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই কারাবরুদ্ধ হতভাগ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই যাদব। এই সময়ে যদুবংশাবতংস বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র, যাঁহারা ইঁহাকে লম্পট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিষয়ে আদৌ অবগত নহেন। পূত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তরূপ দোষারোপকারীগণ নিজ কল্পনা সমুদ্র মন্থন করিয়া করিয়া অতি মন্থনে যে হলাহল উৎপন্ন করেন, তাহাই কৃষ্ণের লম্পটত্ব প্রমাণ করে মাত্র; কিন্তু পুরাণ কখনও তাঁহার প্রতি উক্ত দোষারোপ করেন না। ইঁহার কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, ইনি সচ্চরিত্র ও বিশ্বপ্রেমিকত্ব জন্য একটী আদর্শ মনুষ্য বলিয়া বর্ণিত। (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব কথা।

স্তোত্র শ্রবণ।

এক ভট্টাচার্য্য এক যজমানের গৃহে বটুক-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। কতক গুলি বালিকা ভট্টাচার্য্যের স্তোত্র পাঠ শুনিতেছে। ভট্টাচার্য্য মধ্যে মধ্যে স্বর করিয়া সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেছেন আর স্থানে স্থানে স্তোত্রের লিখিত বিষয় গদ্গদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। বটুক-স্তোত্রের প্রারম্ভে আছে—

"কৈলাস শিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥"

ভট্টাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী বটুকেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য শুনিবার ইচ্ছায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া একটী বালিকা অপর একটী বালিকাকে বলিল "ভাই! সে কালে দেবতারাও ত স্ত্রীপুরুষে একত্র বসিয়া ধর্ম্মকথা বলাবলি করিতেন! এখনকার লোকে তাহা করে না কেন?"

বালিকা ঠিক্ কথাই বলিয়াছে। এখনকার লোকে স্ত্রীপুরুষের একত্র উপবেশনকেও নিন্দা করে। কেন করে, তাহার অর্থ বুঝি না। উহাতে দোষ কি? দোষ ত নাই, প্রত্যুত গুণ আছে। স্বামীই স্ত্রীজাতির গুরু, স্বামীর নিকটেই তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত। স্বামীর নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে স্ত্রী স্বামীর তুল্যধর্ম্মিণী হইয়া ইহ পরলোকে সুখিনী হইতে পারেন। অন্যের নিকট, সমাজের নিকট, পুস্তকের নিকট ও বন্ধুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করা স্ত্রীর আবশ্যক নহে। করিলে স্বামীর মতে ঐকমত্য না হইতেও পারে। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও আভাসে ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীর সহিত এক যোগে এক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন, এই হিসাবে তাঁহার অন্য নাম সহধর্ম্মিণী। যে নারী উহা উলঙ্ঘন করে, সে সহধর্ম্মিণী নহে। সমুদায় তন্ত্র শাস্ত্র দেখ দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই শিব শিবানী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শিবানীকে ধর্ম্ম-কথা বলিতেছেন এবং শিবানীও শিবের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন। ইহার মর্ম্ম কি? উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, জগতের সমুদায় নারী শিবানীর নিদর্শনে স্বামীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিতা হউক। তাহা হইলেই যথাকালে "শারীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাহা হইলেই যথাকালে নরনারী এক হৃদয় হইয়া মনুষ্য জন্মের পূর্ণতা অনুভব করিয়া পরলোকেও পতিপত্নী যোগ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

স্ত্রী শিক্ষা।

এ শিক্ষা বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত

নহে। ইহাতে বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গও নাই, পুস্তকের কথাও নাই। ইহা আমার একটী পরিজ্ঞাত ঘটনার কথা। ঘটনাটী এই—

হিন্দু স্ত্রীলোকের পুরাণ শুনিতে বড়ই প্রবৃত্তি। কএক বৎসর অতীত হইল, আমার কোন বন্ধুর গৃহে প্রাতে পুরাণ পাঠ এবং অপরাহ্নে কথকতা হইত। তাহাতে গ্রামের অধিকাংশ নরনারী অপরাহ্নে আমার সেই বন্ধুর গৃহে কথকতা শুনিতে যাইত। কথা উত্থাপন হওয়ার কিছু দিন পরে একটী বিস্ময়কর ঘটনার কথা শুনা গেল। কথাটী এই—"সীতারাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পিতা মাতার অজ্ঞাতে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে।"

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহারা সন্তান সন্ততি না হওয়া পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী থাকিতেই ভাল বাসে। আবার এমন অনেক পিতা মাতা আছেন, যাঁহারা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে ভাল বাসেন না। সীতারাম ও সীতারামের কন্যা উভয়েই ঐ শ্রেণীর লোক। সীতারামের জামাতা অনেকবার সীতারামের কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। আজ যে সীতারামের কন্যা পিতা মাতাকে না বলিয়া রাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেল, ইহার কারণ কি! এই কথা গ্রামের সর্ব্বত্রই আন্দোলিত হইল। ৫।৭ দিন পরে সীতারামের কন্যা শ্বশুরালয় হইতে সীতারামকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্রে তাহার ঐরূপ গমনের কারণ ব্যক্ত হইয়াছিল। পত্রখানির কিয়দংশ এই—

"গিরিরাজ-দুহিতা সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিখারী মহাদেবের ভিখারিণী হইয়াছিলেন এবং পিতাকর্ত্তৃক স্বামীর অবমাননায় প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দানবরাজদুহিতা শচী যখন ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তখন তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী রসাতলে গিয়াও উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন নাই। এত দিনের পর আমি বুঝিয়াছি, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী। পিতামাতা ভাই ভগিনীর সম্পদে বিপদে স্ত্রীজাতির সম্পদ বিপদ হয় না। স্বামীর সম্পদেই সম্পদ, স্বামীর বিপদেই বিপদ। স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর দুঃখেই দুঃখ। * * * * *"

কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি আশ্চর্য্য জ্ঞানোদয়! কি অদ্ভুত পত্র! কি অনির্ব্বাচ্য শিক্ষা লাভ! যদি কোন স্ত্রী নীতি, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা শিখিতে চায়, তবে তাহাকে ঐরূপ শিক্ষা দাও। যদি কোন নারী সুখ দুঃখ চিনিতে চায়, তবে তাহাকে সীতারামের কন্যার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে বল। আমাদের বিবেচনায়, বৃথা বড় বড় অঙ্কপুস্তক না পড়াইয়া ও ভাষার জটিল চাতুর্য্যে পণ্ডিতা না করিয়া যদি তাহাদিগকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার মর্ম্মসকল হৃদয়-

ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই এ জগৎ স্বর্গধাম হইবে, সন্দেহ নাই!

পুত্র ও জননী।

পুত্র স্নান করিতেছে, এমন সময় তাহার জননী আসিয়া বলিলেন, কাল আমার সংক্রান্তির ব্রত উদ্যাপন, তজ্জন্য আজ্ একখান কাপড় আনিতে হইবে। পুত্র শুনিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর করিল না। পুত্রের আহারের সময়েও জননী পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিলেন, পুত্র এবারেও হাঁ না কিছুই বলিল না। জননী ভাবিলেন, পুত্র অন্যমনস্ক আছে, তাই আমার কথায় মনোযোগ করে নাই। কিয়ৎকাল পরে পুত্র যখন পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, জননী তখন পুনর্ব্বার তাহাকে বস্ত্রের কথা বলিলেন। এবার সেই সুপুত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, কতবার বলিতে হইবে? আমি শুনিয়াছি। জননী পুত্রের বৈরক্তি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বাপু হে! তুমি লক্ষ বার "চাঁদ ধরে দাও, চাঁদ ধরে দাও" বলিয়া কাঁদিয়াছিলে, তাহাতে আমি একবারও বিরক্ত হই নাই। আমিত তোমাকে দুইবারের পর তিনবারমাত্র বলিয়াছি!!!***

পাঠক পাঠিকা! বুঝিয়াছ? জননী যে আপ্‌শোসের কথা বলিলেন তাহা কত গভীর? তাহার অর্থ কত দূর বিস্তৃত? ঐ অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের বশ্য হওয়া প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

একটী বৈদিক গল্প।

দেবতারা, অসুরেরা ও মানুষেরা একদা সভা করিয়া বিচারারম্ভ করিল। বিচারের বিষয় দুঃখ। "আমাদের দুঃখ হয় কেন?" এই একই প্রশ্ন সকলের মনে জাগরূক! বিচারে স্থির হইল যে, আমাদের দুঃখের কারণ আমরা নিজে নিজে জানিতে ও স্থির করিতে পারিব না, এ বিষয় পিতামহকে (ব্রহ্মাকে) জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই আমাদের দুঃখের কারণ জ্ঞাত আছেন। আমরা মোটামুটি এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, আমাদের দোষেই আমাদের দুঃখ হয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহার কি দোষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নিজের দোষ নিজের জ্ঞানে উদিত হয় না। অতএব, এ বিষয় সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বিদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অনন্তর দেব, অসুর, মানব, ইহারা সকলেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মার দর্শন কামনায় তপস্যারম্ভ করিল। দীর্ঘকাল তপস্যার পর, পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইলেন এবং "দ" এই মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর দেবগণ, অসুরগণ ও মানবগণ পিতামহ ব্রহ্মার ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যা-

লোচনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবতারা ভাবিতে লাগিল, পিতামহ আমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন? "দ" শব্দের অর্থ কি? আমরা যে দোষে দুঃখ পাই, পিতামহ হয়ত আমাদের সেই দোষ সংশোধন করাইবার জন্য "দ" বলিয়া সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। অনুসন্ধানে স্থির হইল, আমরা বড় অদান্ত অর্থাৎ আমরা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ভোগবিলাসে রত। বোধ হয় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দমধ্বং—দমন কর—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত কর।

এদিকে অসুরেরা পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া মনে মনে স্থির করিল, পিতামহ হয়ত আমাদের দুঃখবীজ দোষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য সঙ্কেতে "দ" শব্দ বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, আমাদের স্বভাবে কি দোষ আছে। বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাহারা স্থির করিল, আমরা অত্যন্ত নির্দ্দয়, সর্ব্বদাই দেবতার মনুষ্যের ও পশুর উৎপীড়নে রত আছি, তাই আমাদের দুঃখ হয়। অনুমান হয়, লোক পিতামহ ব্রহ্মা আমাদের বলিয়াছেন, দয়ধ্বং—দয়া কর।

উহাদের পরে মনুষ্যেরাও পিতামহোক্ত "দ" শব্দের অর্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। মনুষ্যেরা দেখিল, আমাদের স্বভাবে কৃপণতার আতিশয্য আছে অর্থাৎ আমরা সর্ব্বদাই স্বার্থগৃধ্নু থাকি, স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। অনুমান হয় উক্ত দোষই আমাদের দুঃখবীজ এবং সেই বীজ ধ্বংস করাইবার জন্য করুণাময় পিতামহ আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ অর্থাৎ দদধ্বং—দান কর, স্বার্থ ত্যাগবুদ্ধি প্রবলা কর।

গল্পটীর তাৎপর্য্য এই যে, দান্ত হওয়া, জীবের প্রতি দয়া করা এবং অত্যন্ত স্বার্থপর না হওয়াই সুখের ও ধর্ম্মের কারণ। দম, দান, দয়া এই তিনটী দৃঢ়তররূপে স্বভাবগত বা অভ্যস্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবে না; সুখী হইতেও পারিবে না। কারণ, ঐ তিনটীই ধর্ম্মের ও সুখের প্রধান অঙ্গ।

অপিচ, মানব প্রকৃতিতে দেবভাব, অসুরভাব ও মানবভাব সমস্তই বিদ্যমান আছে, পরন্তু সময়ে সময়ে ঐ ভাবের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে। কখন বা দেবভাব প্রবল ও অন্যান্যভাব দুর্ব্বল হয়, কখন বা আসুরভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল, আবার কখন বা মনুষ্যভাব প্রবল ও অন্যান্য ভাব দুর্ব্বল হয়। যখন যাহা হয় তখন তাহা বুঝিয়া লইয়া ইন্দ্রিয় দমন, দয়া ও দানাদি কার্য্য বিধেয়।

একটী সমস্যা।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় একদা এক রাক্ষসী অজয়ের রাজাকে সম্বোধন

করিয়া বলিল, মহারাজ! আমার ৪ চারিটী প্রশ্ন আছে। আপনি অথবা আপনার সভ্যেরা যদি আমার সেই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে তৎশ্রবণে যে তৃপ্তি হইবে তাহাতেই আমার ভোজনস্পৃহা শান্ত হইবে। সদুত্তর না পাইলে আপনার সভাস্থ সভ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইব না, সুতরাং আপনার রাজ্য অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক হইব। রাজা রাক্ষসীর এই ভয়ানক বাক্য শ্রবণে ব্যথিত ও ভীত হইলেন এবং বলিলেন, প্রশ্নবাক্য বলুন। রাক্ষসী বলিল, (১) এখানে আছে—সেখানে নাই। (২) সেখানে আছে, এখানে নাই। (৩) এখানেও আছে, সেখানেও আছে। (৪) এখানেও নাই, সেখানেও নাই।

সপ্তাহ মধ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সদুত্তর দিতে হইবে, কিন্তু ষষ্ঠ দিবস অতীত হইলেও কোনও সভ্য উহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। পরে সপ্তম দিবসে কালিদাস রাক্ষসীকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

"রাজপুত্র! চিরং জীব, মা জীব মুনিপুত্রক!
জীব বা মর বা সাধো! ব্যাধ! মা জীব মা মর।"

অর্থ এই যে, (১) রাজপুত্র অধিক কাল বাঁচুক। (২) মুনিপুত্র শীঘ্র মরুক। (৩) সাধু মরুক অথবা বাঁচুক। (৪) ব্যাধও মরুক অথবা বাঁচুক। এই ৪ কথাতেই রাক্ষসীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ধনি সন্তান ধনমদে মত্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হয়, নিরন্তর ইন্দ্রিয় পোষণে ব্যাসক্ত হইয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করে না এবং শেষে যে পরকালের তাড়ানা আছে তাহা মনে করে না। সুতরাং তাদৃশ ধনি-সন্তানের সম্বন্ধে সেখানে অর্থাৎ পরলোক অতি ভয়ানক। এজন্য বলা হইল তাদৃশ ধনিসন্তানের না মরাই ভাল। মরিলেই সর্ব্বনাশ। ১

মুনিপুত্র এই লোকে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের আরাধনায় কাল কর্ত্তন করিতেছে, সেজন্য সে ইহলোকের সুখে বঞ্চিত হইলেও পরলোকে তাহার জন্য স্বর্গদ্বার খোলা রহিয়াছে। ২

সমদর্শী সাধু ব্যক্তি ইহলোকেও নিরুদ্বেগ, নির্ভয় ও সুখী এবং পরলোকেও তাহার জন্য শান্ত শিবলোক বিস্তৃত। ৩

ব্যাধ ইহলোকে দুঃখী এবং ইহলোকে হিংসাদি কার্য্য করায় পরলোকেও তাহার জন্য নরক অনাবৃত। ৪ অতএব রাজপুত্রের সুখ এই স্থানে আছে, সমস্ত স্থানে নাই। মুনিপুত্রের সুখ এখানে নাই, কিন্তু সেখানে আছে। সমদর্শী সাধুর অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর সুখ এখানেও সেখানেও আছে। ব্যাধের নীচতাও দৈন্য নিবন্ধন এখানেও সুখ নাই এবং পাপাচারী বলিয়া সেখানেও সুখের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই।

সভ্যদেশীয় কুসংস্কার।

অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই জানেন, এবং তাহা শুনিয়া কেহই বিস্মিত হন না। যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে নাই, অথবা কেবল আংশিক ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার আধিপত্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যে সকল জনসমাজ বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সেখানেও এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যাহা শুনিলে বোধ হয় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ইউরোপীয় দেশ সমূহের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কার প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি স্থল বিশেষে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও উহার অধীন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা এবার সভ্যদেশ প্রচলিত কয়েকটী কুসংস্কারের উল্লেখ করিব।

আল্‌পিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি— ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য কোন কোন দেশের অশিক্ষিত লোকদের অন্তঃকরণে আল্‌পিনের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা এইরূপ যে মাটীতে আল্‌পিন পড়িয়া আছে দেখিয়া যে তাহা কুড়াইয়া লয়, তাহার সমস্ত দিন সুখে যায়; কিন্তু যে তাহা কুড়াইয়া লয় না, তাহার সমস্ত দিন দুঃখে যায়।

ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশে ম্যাড্রন্‌-ওয়েল্‌ নামে একটী কূপ আছে, তাহার জলে গাত্র ধৌত করিলে বেদনা আরোগ্য হয়, এই বিশ্বাসে অনেক লোক সেখানে যায় এবং উহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আর এক কারণে ঐ কূপটী বিশেষ বিখ্যাত। অনেকের সংস্কার এই যে কোন বিশেষ মাসের তিথি বিশেষে ঐ কূপের জলে আল্‌পিন বা নুড়ী ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকটস্থ ভূমিতে চাপ দিলে কূপে যে সকল বুদ্বুদ উঠে, তদ্দর্শনে অনিশ্চিত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ইংলণ্ডের ডার্বি প্রদেশে বেঞ্জামিন হড্‌সন্‌ নামক একব্যক্তি পত্নীহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার মৃত পত্নীর জামার জেবে একটী ক্ষুদ্র বগ্‌লীতে কতকগুলি আল্‌পিন ও একখানি কাগজ পাওয়া যায়। ঐ কাগজে পদ্যে নিম্নলিখিত ভাবের কয়েকটী কথা লিখিত ছিল;—

"আমি এই আল্‌পিনগুলি পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু বেন্‌ হড্‌সনের

(স্বামীর) মন ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতক্ষণ তিনি আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা না কহেন, ততক্ষণ যেন তিনি পানাহার না করেন, কথা না কহেন এবং কোন সুখ না পান।"

ইহাতে বোধ হয় স্বামী স্ত্রীতে পূর্ব্বে প্রণয় ছিল, পরে কোন কারণে মনান্তর হয়। তখন স্ত্রী স্বামীর প্রণয় পুনরায় পাইবার প্রত্যাশায় আল্‌পিনের শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অন্য কোন কোন প্রদেশে অবিবাহিতা নারীগণ প্রায়ই অন্যাসক্ত প্রণয়পাত্রের প্রেম লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অশিক্ষিতা নারীগণ স্বামী অন্যাসক্ত হইলে তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগাদি করিয়া থাকে। ইহাকে গুণ করা বলে। অজ্ঞাতসারে ঐরূপ ঔষধ খাইয়া অনেক স্বামীর বুদ্ধিশক্তির লোপ হইয়া গিয়াছে এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া—অনেক লোক হাত হইতে সাবান পিছলাইয়া যাওয়া অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। স্কটলণ্ডস্থ হাইলণ্ডের একস্থানে এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে:—কেট্ এল্‌সেণ্ডার নাম্নী একটী স্ত্রীলোক একদিন একটী পর্ব্বতগুহাস্থ কূপে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। গুহায় যাইবার সময় সে পথিমধ্যে একটী দোকান হইতে এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া যায়। ঐ সাবান তাহার হাত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে ঐ দোকান হইতে আবার এক পোয়া সাবান কিনিয়া লইয়া গেল। বিক্রয়কারিণী বৃদ্ধা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া কেট্‌কে একটু সতর্ক হইতে বলিল। কিন্তু কেট্ তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঐ সাবান খানিও তাহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে সে আবার সাবান কিনিতে গেল। এইবারে বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাহাকে কাপড় কাচিতে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার কূপের নিকট চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার আশঙ্কা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কেটের অনুসন্ধানে চলিল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল কেট নাই, তাহার বস্ত্রগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে আর পাঁচজনকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদের অনুসন্ধানে কূপের তল হইতে কেটের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

অন্যের ব্যবহৃত জল—ইংলণ্ডের রট্‌ল্যাণ্ড শায়ারে অনেকের ধারণা এই যে অপর কেহ যে জলে হাত ধুইয়াছে, সে জলে হাত ধুইবার পূর্ব্বে জলের উপর ক্রুশাকৃতি চিহ্ন (+) দেওয়া উচিত। নতুবা যে ব্যক্তি প্রথমে হাত ধুইয়াছে, তাহার সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবাদ

হয়। ডিবন শায়ারেও এই কথা অনেকে বিশ্বাস করে এবং তথাকার লোকেরা জলের দোষক্ষালনের জন্য কেবল ক্রুশাকৃতি চিহ্ন যথেষ্ট নহে মনে করিয়া সেই জলে থুথু নিক্ষেপ করে। ডিবন্ শায়ারের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে একটী নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে শিশু সন্তানের হস্তের তলদেশ ধৌত করাইয়া দিলে ভবিষ্যতে সে দরিদ্র হয়। করণওয়ালের লোকের বিশ্বাস এই যে বাম হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের তলদেশ চুল্‌কাইলে অর্থ লাভ হয়। আমাদের দেশেও ইহার অনুরূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেরও অনেকের বিশ্বাস আছে যে হস্তের (বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তের) তলদেশ চুল্‌কাইলে ধন লাভ হয়, পদতলের অগ্রভাগ চুল্‌কাইবার ফল ভ্রমণ, মধ্যভাগ চুল্‌কাইবার ফল ধনলাভ, শেষভাগ (গোড়ালি) চুল্‌কাইবার ফল কলহ এবং পিট চুলকাইবার ফল প্রহার লাভ। পদতল চুল্‌কান সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, তাহা এই—

"আগ্ চলে, মাঝ ফলে, শেষ বলে।"

এক টেবিলে তের জন;—এক টেবিলে এক সময়ে তের জন লোক আহার করিতে বসিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইবে এই বিশ্বাস কেবল ইংরেজদিগের নহে, কিন্তু রুষীয় ও ইটালীয়দিগের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবল। মুর বলেন, মাদাম ব্যাটালানি একবার কতকগুলি লোককে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ভোজনকারীর সংখ্যা তেরজন মাত্র, তখন তাঁহার গৃহের উপর তলে একজন ফরাসী কাউণ্টেস্ বাস করিতেন, মাদাম তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ত্রয়োদশের দোষ খণ্ডন করিলেন।

কোয়েটেলেট্ বলেন যে, বিভিন্ন বয়সের তের জন লোকের মধ্যে একজন যে এক বৎসরের মধ্যে মরিবে ইহা অনেকটা সম্ভব ; কিন্তু ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে ঐ সম্ভাবনা কমা দূরে থাকুক আরও বাড়িবে। কারণ, লোকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন না একজনের মৃত্যুর সম্ভাবনা সেই পরিমাণে বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। আডিসন্ তাঁহার স্পেক্টেটর নামক পত্রিকায় এই কুসংস্কারকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন।

লবণ সম্বন্ধে কুসংস্কার ;—ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশের লোকে আহার করিবার সময় অপরের পাত্রে লবণ দেওয়া অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহাকে লবণ দেওয়া হয়, তাহার বিপদ ঘটে। কিন্তু আর একবার লবণ দিলে এই অমঙ্গল নিরাকৃত হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস এই যে কাহারও উচ্ছিষ্ট লবণ খাইতে নাই, তাহাহইলে ঐ লবণ যাহার উচ্ছিষ্ট,

তাহার পরিমায়ু হ্রাস হয়। ইংলণ্ডের লোকের আর একটী সংস্কার এই যে কাহারও দিকে লবণ পড়িয়া যাওয়া অমঙ্গলসূচক। মিঃ পেলাণ্ট বলেন, "ইংরাজ ও জর্ম্মণ জাতির মধ্যে লবণ পড়িয়া যাওয়ার ভয় অত্যন্ত প্রবল। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহাতে ভবিষ্যৎ বিপদ, বিশেষতঃ পারিবারিক বিপদ সূচিত হয়। এই অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য মাথা ডিঙ্গাইয়া অগ্নিতে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষেপের প্রথা প্রচলিত আছে।" লবণ পাত্র উল্টাইয়া লবণ ছড়াইয়া ফেলা অত্যন্ত অশুভসূচক বলিয়া গণ্য। ইহাতে সুহৃদ্ভেদ, অস্থিভঙ্গ ও অন্যান্য শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা। মাথা ডিঙ্গাইয়া একটু লবণ ফেলিয়া দিলে এই সকল বিপদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। কেহ কেহ এই কুসংস্কারের এইরূপ কারণ দেখান যে লবণ সকল পদার্থকে সুস্বাদু করে বলিয়া পূর্ব্বকালের লোকেরা লবণকে বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিতেন এবং অতিসাবধানে অতিথিদিগের মধ্যে উহা পরিবেশন করিতেন; এবং কেহ অসাবধান হইয়া লবণ ফেলিয়া দিলে বন্ধুতার হানি হইবে বলিয়া মনে করিতেন।

প্রণয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে কোন কোন স্থানে উপর্য্যুপরি নয় দিবস প্রাতঃকালে একটী কবিতা উচ্চারণ করিয়া লবণ পুড়াইবার প্রথা আছে। কবিতাটীর ভাব এই;—

আমি লবণ পুড়াইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার প্রণয়ীর হৃদয় ফিরাইতে ইচ্ছা করি। যতদিন তিনি আমার কাছে আসিয়া কথা না কহেন, ততদিন যেন তিনি সুখ ও নিদ্রা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

লবণ আহার করা সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোথাও যাইতে হইলে লবণ সঙ্গে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও অনেক স্থলে আহারীয় দ্রব্যের সহিত লবণ না দিলে সে তাহা গ্রহণ করে না। আমাদের দেশে সংস্কার এই যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই। এ দেশের দস্যুগণও এই সংস্কারকে মান্য করিয়া চলে। তাহারা যাহার লবণ খাইয়াছে, প্রাণান্তেও তাহার অনিষ্ট করে না, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা রাখে, কদাচ তাহার লবণ খায় না। উত্তর পশ্চিমেও এই সংস্কার প্রচলিত আছে এবং 'নিমক হারাম' শব্দ কৃতঘ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে আরব প্রভৃতি দেশে মরুভূমি ভ্রমণের সময় প্রায়ই লোকে লবণ সঙ্গে রাখে, কারণ উহা তৃষ্ণানিবারক এবং ঐরূপ স্থানে কাহাকেও লবণ খাইতে দেওয়া বিশেষ বন্ধুতা বা দয়ার পরিচায়ক। এই জন্য যে এরূপ ব্যক্তির অনিষ্ট করে, সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশেও এই সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে যে যাহার লবণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিতে নাই।

সতীধর্ম্ম।

১ম প্রবন্ধ।

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার উক্তি)

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥১॥

পতিই যাহার ব্রত পতিই জীবন,
পতি ভিন্ন অন্য ধনে নাহি যার মন ;
গৃহকর্ম্মে দক্ষা যেই সন্তান-জননী,
'ভার্য্যা' এ সার্থক নাম ধরে সে রমণী।১।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥২॥

মানবের অর্দ্ধ অঙ্গ জানিবে ভার্য্যায়,
মানবের শ্রেষ্ঠতম ভার্য্যাই সহায় ;
মানবের ত্রিবর্গের ভার্য্যাই আশ্রয়, (১)
ভার্য্যাগুণে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়।২।

ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৩॥

ভার্য্যার আশ্রয়ে লোকে হয় ক্রিয়াবান্,
ভার্য্যাই গৃহীর গৃহ-আশ্রম-নিদান ;
ভার্য্যার প্রণয়ে লোক সদানন্দে রয়,
ভার্য্যার সদ্‌গুণে লোক লক্ষ্মীমন্ত হয়।৩।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪॥

ভার্য্যাই বিজন-বন্ধু মধুরভাষিণী,
পিতা হেন ধর্ম্মকর্ম্মে সদুপদেশিনী ;
রোগে শোকে দুঃখে লোক হইলে বিহ্বল,
ভার্য্যাই মাতার ন্যায় দেয় শান্তি-জল।৪।

কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ ॥৫॥

সংসার-কান্তার-মাঝে বিশ্রাম যে চায়,
একমাত্র ভার্য্যা তার বিশ্রাম ধরায় ;
সেই ত বিশ্বাসপাত্র ভার্য্যা যার রয়,
ভার্য্যাই পরম গতি জানিবে নিশ্চয়।৫।

সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৬॥

বিষম নরকে যদি গতি হয় তার,
তবু তারে ভার্য্যা নাহি করে পরিহার ;
পতিত পতিকে সতী করিয়া উদ্ধার,
তারি সনে স্বর্গধামে করয়ে বিহার।৬।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদ্ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥৭॥

জোরে টানি' আনি' সর্প গর্ত্তমধ্য হ'তে,
সাপুড়িয়া তার সনে খেলে নানামতে ;
তেমনি সঙ্কটে করি' পতির উদ্ধার,
সতী নারী তার সনে করয়ে বিহার।৭।

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্রইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেৎ মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥৮॥

নিজ আত্মা ভার্য্যাগর্ভে হইলে উদয়,
তাহাকেই 'পুত্র' বলি' বুধজনে কয় ;

(১) "ত্রিবর্গ"—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

অতএব অপত্য-জননী যে রমণী,
পতি তারে হেরে যেন আপন জননী।৮।

ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেম্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৯॥

যেমতি দর্পণমধ্যে আপন মূরতি,
তেমতি ভার্য্যার গর্ভে যে হেরে সন্ততি,
কি আনন্দ লভে সে যে বলা নাহি যায়,
পুণ্যবান্ হাতে হাতে যেন স্বর্গ পায়।৯।

সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিং চ ধর্ম্মং চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥১০॥

রতি প্রীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু আছে,
সে সকল লভে লোক রমণীর কাছে;
অতএব ক্রোধভরে হারাইয়া জ্ঞান,
নারীর কদাচ না করিবে অকল্যাণ।১০।

দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেম্বিব ॥১১॥

কত শত মনোদুঃখ কত শত শোক,
এ সকলে দহ্যমান হয় যবে লোক;
আপন ভার্য্যায় সব যাতনা জুড়ায়,
আতপ-তাপিত যথা সলিলধারায়।১১।

আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাম্ ॥১২॥

ভার্য্যাই জনম-ক্ষেত্র আপন আত্মার,
হেন পুণ্য সনাতন ক্ষেত্র নাহি আর;
প্রজাপতি হইলেও কি সাধ্য তাঁহার,
সৃজিতে রমণী বিনা এ বিশ্বসংসার।১২।

ভার্য্যাং পতিঃ সম্প্রবিশ্য স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ো বিদুঃ ॥১৩॥

পতিই প্রবেশ করি' আপন ভার্য্যায়,
পুত্ররূপে জন্ম লাভ করে পুনরায়;
ভার্য্যা তাই 'জায়া' নাম করয়ে ধারণ,
শাস্ত্রে ইহা পৌরাণিক কবির বচন।১৩

(ক্রমশঃ)

গৃহ ও সুখ।

প্রথম অধ্যায়।

আজ ফাল্গুন মাসের ১ম দিবস। অনেক দিনের পর প্রকৃতি আজ জাগিয়াছে—কাহার আহ্বানে প্রকৃতির জড়তা, অবসাদ ও অবসন্নতা সহসা অদৃশ্য হইয়াছে কে বলিবে? ঐ প্রকৃতিই আজ হাসি মুখে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—আজ আমি জাগিয়াছি, যে ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে—প্রকৃতি আজ তাহাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে। সংবৎসরের পর আজ নূতন বসন্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রশস্ত প্রান্তরের চারি দিক্ প্রাণ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। জড় জগৎ আজ জীবন্ত হইয়া প্রাণি-জগৎকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রান্তরের সুবিমল সান্ধ্য সমীরণ মৃদুমন্দ লহরী তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধরপুরের প্রান্তবর্ত্তী পর্ণকুটীর গুলিকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই—কোন গোলমাল নাই, তথাপি নন্দকুমারের বোধ হইতেছে যেন চারি

দিক হইতে বৃক্ষ লতা—পশু পক্ষী কুটীর-বাসী নরনারী বালক বালিকা সকলে সমস্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে—কি এক সুমিষ্ট ভাব আজ তাঁহার প্রাণে উদয় হইয়াছে! কত প্রকার সাংসারিক চিন্তার গুরুভার তাঁহার প্রাণ মনকে অবসন্ন করিয়াছিল, কিন্তু সুবিমল স্বচ্ছ আকাশে যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া আপনাআপনি লুক্কায়িত হয়, ঠিক্ সেইরূপ নন্দকুমারের আনন্দ পূর্ণ প্রাণে তাহারা স্থান না পাইয়া অদৃশ্য হই-তেছে। সুমিষ্ট মধুর বসন্তবায়ু তাঁহার প্রাণের উল্লাসকে তরঙ্গপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে বিধাতাকে স্মরণ করিলেন এবং চারিদিকে তাঁহারই স্তুতি বন্দনা হইতেছে শুনিয়া—তাঁহারই আরতি হইতেছে দেখিয়া—তাঁহারই মহিমাতে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে অনুভব করিয়া আনন্দভরে বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সংসারকে তাঁহা-রই লীলাভূমি মনে করিতে না করিতে তাঁহার গৃহের কথা স্মরণ হইল—সেই মিষ্টভাষী ক্রীড়াপ্রিয় ক্ষুদ্র শিশু গুলিকে স্মরণ হইল—সেই প্রসন্নতার প্রতিমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন প্রিয়তমার কথা স্মরণ হইল—আদরের ছবি স্নেহের ভগ্নী নিরুপমার কথা স্মরণ হইল—তাহার সেই চিত্তবিনোদন—ক্ষুদ্র বালিকার আধ আধ মিষ্ট কথায় মা—মা রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। এমন সময়ে নন্দকুমার দেখিলেন যে নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বিস্তৃত নয়নে একটিবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অস্ফুটস্বরে মা—মা—মা—বলিতে বলিতে হামাদিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। নন্দকুমার মিষ্টতার আধার—আনন্দের ক্ষুদ্র পুত্ত-লিকা সেই বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে বালিকার কোমল গণ্ডে শত শত চুম্বন দিতে লাগিলেন। কন্যাকে নীরব দেখিয়া নিরুপমা সহসা ভয়চকিত চিত্তে বহির্বাটির দিকে তাকা-ইলেন এবং দেখিলেন দাদা আসিয়া তাঁহার কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। ভগ্নী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বৌকে ডাকিয়া বলি-লেন :—বৌ দাদা আসিয়াছেন।

তাড়িতের সংস্পর্শে সমস্ত শরীর যেমন কম্পিত হইয়া উঠে, সহসা এই সংবাদে সাবিত্রীর হৃদয় তেমনি কম্পিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া এবং ভাগিনীর সহিত নানা প্রকার প্রলাপ আলাপ শুনিয়া পুলকিতচিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে হৃদয় এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া এই মাত্র চকিত হইয়া উঠিয়াছে, এখনও সে হৃদয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই,

সংবাদটিকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গাত্রোত্থান করিতে না করিতে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নন্দকুমার গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং ভগ্নী ও গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া ভাগিনীটিকে ভগ্নীর ক্রোড়ে দিলেন। বালিকার আনন্দ-কোলাহলে কুমারী আর তার ছোট ভাই খোকোন জাগিয়া উঠিল। জাগরিত হইয়া দেখে যে খুকি একাই গৃহের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে—ছোট বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াই হউক অথবা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই হউক, বৈশাখের বেলাবসানের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া অশ্রুবারিতে গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহ চুম্বন প্রাপ্ত হইয়া মেজাজটী আরও একটু গরম হইল, এমন সময়ে নন্দকুমার এক কলের পুঁতুলে দম লাগাইয়া দর দালানে তাহাকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে ক্ষুদ্র ভদ্রলোকটি দুই হাতে একটি জয়-ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দালানের এক দিক হইতে ছুটিয়া অন্যদিকে চলিল। তখন খোকাবাবু অশ্রুজল সম্বরণ করিতে করিতে ক্রন্দনের স্বরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র জয় ঢাকওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, সকলে এই ক্ষুদ্র শিশুর কোমল মুখে রাম ধনুর উদয় দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের বালিকা কুমারী আসিয়া শান্তভাবে পিতার ক্রোড়ে বসিয়া একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—

কু। বাবা! সেই গেল শনিবারে একটি বাবুর অসুখের কথা বলে ছিলে। তিনি কেমন আছেন?

বাবা। মা, সে বাবুটি মারা গিয়াছেন, এত ডাক্তার দেখান হলো, সকলে এত কষ্ট স্বীকার করে তাঁহার সেবা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না।

কু। বাবা সে বাবুটির আর কে আছে?

বাবা। তোমার মত একটি মেয়ে, খোকার মত একটি ছেলে আর তাহাদের মা আছেন।

কু। বাবা এদের কে দেখবে, এরা কি করবে? কোথা থেকে খেতে পাবে?

এমন সময় নন্দকুমারের স্ত্রী ও ভগ্নী দুজনেই সন্তপ্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বাবুটির মৃত্যুর আগে স্ত্রী কি একবার আসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন?" নন্দকুমার বলিলেন, না দেখা হয় নাই, সে বাবুর বাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূরে, আসিতে সময় লাগে। তিনি আসিয়া স্বামীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিরুপমা ও সাবিত্রী দুজনে স্ত্রী-জনোচিত হৃদয়ের আবেগে নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুমারী তাহার বাবাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ঐ ছোট ছেলে মেয়ে আর তাহার মায়ের কি হবে!"

বাবা। বাবুটির কিছুই ছিল না। কেবল নূতন এই কর্ম্মটুকু হয়ে ছিল। এখন সেই অসহায়া বিধবা এবং তাহার ছেলে মেয়েকে পরমেশ্বর দেখিবেন।

কু। বাবা, পরমেশ্বর কি করিয়া দেখেন? তিনি কি আমাদের দেখে থাকেন?

বাবা। যাহাদের কোন উপায় নাই, তিনিই তাহাদের এক একটি উপায় করিয়া দেন।

কু। কি করে উপায় করেন আমাকে বল না? তুমিত বলেছ তাঁর হাত পা নাই, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আকাশে আছেন, আবার আমাদের প্রাণের ভিতর থাকিয়া আমাদের সকল কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি কি করে লোকের বিপদ আপদে সাহায্য করেন আমাকে বুঝাইয়া দাও না।

বাবা। পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রাণে এমন ভাল বাসার ভাব রোপণ করিয়াছেন যে আমরা কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিলে প্রাণে ক্লেশ পাই, হৃদয়ে বেদনা লাগে, তাহাদের অভাবের কথা স্মরণ করিলে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। আমাদের বাসায় যত লোক আছেন, সকলেই এই অসহায় পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

কু। তাহাতে কত হইয়াছে?

বাবা। মাসে প্রায় ৭।৮ টাকা হইবে।

কু। ইহাতে কি চলিবে?

বাবা। খুব কষ্টে চলিবে। তাঁহারা আমাদের মত পাড়াগাঁয় থাকেন, অল্প খরচে সে সব স্থানে চলিতে পারে, তবুও ৭।৮ টাকায় হবে না।

কু। বাবা, তুমি মাসে কত দিবে বলেছ?

বাবা। মাসে আট আনা করিয়া দিব বলিছি।

কু। কেন, তুমি পঞ্চাশ টাকা পাও, আরও আমাদের জমীর খাজনা আদায় হয়, ধান আসে, কেন মাসে এক টাকা করে দিতে পার না?

বাবা। যেমন পাই, তেমনই খরচও আছে। তোমাদের জন্যই আমার কত খরচ হয়, তাহাত তোমরা জান না।

কু। আচ্ছা আমাকে যে মাসে মাসে একটি করে টাকা দাও, আমি তা চাই না, বাবা তুমি সেই টাকাটি ঐ গরিবদের জন্য মাসে মাসে খরচ কর।

পিতা কন্যার স্বার্থত্যাগ, দুঃখীর প্রতি ভালবাসা ও টান দেখিয়া বিগলিত হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যার লাবণ্য-পূর্ণ মুখে ঘন ঘন চুম্বন দিয়া বলিলেন মা—পরমেশ্বর সেই বিপন্ন পরিবারের দুঃখ কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য এই দেখ তোমাকেও উপলক্ষ করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার টাকাটি

ইহাদের জন্য খরচ করিতে কে শিখাইল? এই ঈশ্বরের হাত।

কু। বাবা ঠিক্ বলিয়াছ কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলে দিলে তোর ঐ একটী টাকা তুই কেন তাদের জন্য খরচ কর্ না? ঠিক বলেছ বাবা ঈশ্বর এই রকম করে মানুষের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। আমি এমনি করে তাঁর কথা শুনিতে আর সেই কথার মত কাজ কর্‌তে চেষ্টা করিব।

নন্দকুমার স্নেহভরে কন্যাকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন মা, তোমার ইচ্ছামত আমি সেই পরিবারের জন্য প্রতি মাসে এক টাকা করিয়া দিব, আর তোমার এইরূপ দয়া বৃত্তিকে উৎসাহ দিবার জন্য তোমাকেও পূর্ব্বের মত একটাকা করিয়া দিব।

এঞ্জিলস্।

এঞ্জিলস্ একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র। ইহার আকার দীর্ঘে ২৫½ ও প্রস্থে ২১½ ইঞ্চ। চিত্রিত বিষয়টী অতি সামান্য হইলেইও চিত্র খানি সামান্য নহে। একটী কৃষক স্বীয় পত্নীর সহিত ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন। হঠাৎ সায়ংকালীন উপাসনাজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল, কৃষকদম্পতি ব্যস্ত হইয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে অবনতমস্তকে একবারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পার্শ্বে কৃষিকর্ম্মোপযোগী দ্রব্য সকল নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সায়ং কিরণ ও ছায়া যুগপৎ প্রকৃতির বিকাশ ও মলিনতা সাধন করিতেছে। চিত্রকর কেবল ইহাই চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রখানি এরূপ গম্ভীর ও সহজ ভাবসম্পন্ন, যে দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। ভাবগ্রাহী ব্যক্তির ইহা অমূল্য রত্ন। সম্প্রতি যে রূপ অত্যুচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রীত হইয়াছে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। চিত্রকর জিয়ান ফ্রাঙ্কয়ি মিলেট (Jean Francois Millet) চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরস্থ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। ইহা বিক্রয় করিয়া তিনি ৩৬০ ডলার (ন্যূনাধিক ৭৫০ টাকা) প্রাপ্ত হন। ক্রেতা ১৮৭০ অব্দে ইহাকে ৬০০ডলারে পুনরায় বিক্রয় করেন। কিছুদিন পরেই আবার ইহা ১০০০ ডলারে বিক্রীত হয়। ক্রমে ১৮৮১ অব্দে ইহা ৩২০০০ ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল, সম্প্রতি ইহা ১১০০০০ ডলারে (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতা নিউইয়র্কবাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার নাম জেম্‌স এফ সটন। বলা বাহুল্য যে গুণবান্ ক্রেতা এই দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ দ্বারা স্বীয় চিত্রানুরাগিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

চিত্রকর মিলেট একজন কৃষক

সন্তান, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনি অন্তর্গত গ্রিভিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭৫ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩১ বৎসর শিল্প ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই কাল মধ্যে তিনি প্রায় ৮০ খানি চিত্র অঙ্কিত করেন, সমস্ত গুলিই কৃষি-সম্বন্ধীয় বা গোষ্ঠ বিষয়ক। সোয়ার "The Sower" নামক একখানি চিত্র, ২৫০০০ ডলারে বিক্রীত হয়, তাহাও এঞ্জিলমের অনুরূপ।

গুণগ্রাহিতা শক্তি।

বাগানে কত রকম ফুল ফুটিয়া থাকে। জবা, চাঁপা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, কত ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবল সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যে ফোটে, কেবল ফুটিতে হয় বলিয়া ফোটে, তাহারা ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, জলবিম্বের মত কাল সাগরে লুকাইয়া যায়। আর যাহারা সৌরভ দিবার জন্যে, দশ জনের জন্যে ফোটে, তাহারা সময়ে ঝরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু তাহাদের সুগন্ধে পাগল হইয়া সৌরভ ব্যবসায়ীরা শুধু শুধু ঝরিয়া পড়িতে দেয় না, মধুর সৌরভে অনেক সুগন্ধি জিনিষ করে। সেই "গোলাপ জল" "বেলী আতর" "ফুলল তৈল" প্রভৃতি জিনিসে ফুলের সৌরভ মাখিয়া রাখে, সৌখীন ব্যক্তিরা তাহা গায়ে মাখিয়া "সুগন্ধময়" হইয়া থাকে; কত ঔষধে ব্যবহার হয়, কত খাদ্যে ব্যবহার হয়, যে রকমেই ব্যবহৃত হউক, ফুলের স্মৃতি, ফুলের কবিতা, ফুলের সৌরভে প্রস্তুত, দেখিলে ফুলের কথাই মনে পড়ে।—ফুলের জগতে যাহা দেখিতে পাই, আমাদের মানব জগতেও এইরূপ। সংসার উদ্যানে কত রকমেরই ফুল ফোটে—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী, সতী, সীতা, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী, বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ফুল হইতে জগা, খগা, গণেশ, মালতা, রমণী, মহামায়া প্রভৃতি, কত আগাছার ফুলও ফুটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত ফুলগুলি বনে ফুটিয়াও নিজ নিজ সৌরভে জগৎ মাতাইয়াছেন। তাহাদের সৌরভে—স্বর্গীয় সৌরভে ব্যবসায়ীরা এমন অপূর্ব্ব আতর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, যে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" তাহার সৌরভ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না! সেই অমৃতময় সুগন্ধ যাঁহারা একবিন্দুও গায়ে মাখিতে পারেন, তাঁহারাও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন। আর শেষোক্ত ফুল ও আগাছার ফুল কখন ফোটে, কখন শুকায়, কেহ তাহা লক্ষ্যও করে না; তাহারা শেষ হইলে আর তাহাদের চিহ্নও থাকে না! যাহাহউক সুগন্ধি ফুল বড় অপূর্ব্ব, বড়

মধুর, কিন্তু জগতে যদি সৌরভ ব্যবসায়ীরা না থাকিত, তাহা হইলে ফুলের সৌরভ ফুলের সহিতই লয় পাইত, দশজনে সে সৌরভ আঘ্রাণ করিত বা কাজে লাগাইত কি করিয়া? আর সাধের মল্লিকা, গোলাপগুলিও (নবদেহ ধারিয়া) ঘরে ঘরে চির নূতন হইয়া রহিত কি করিয়া? আমাদের জগতেও যদি গুণগ্রাহকেরা না থাকিতেন, তাহাহইলে জগতের রত্ন স্বরূপ মহাপুরুষ ও মহিলাগণ চিরদিন পূজিত হইতেন কি করিয়া? বহু শতাব্দী পরেও, তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া আজিকার মনেব প্রতি পাদক্ষেপ করিতে চাহিত কি করিয়া? আর "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এ মহা বাক্যই বা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিত কি করিয়া? অতএব গুণগ্রাহকের মহত্ত্ব কথনই উপেক্ষণীয় নহে। ঈশ্বরদত্ত সদ্‌গুণ গুলিকে সুমার্জ্জিত ও বিকশিত করিয়া নিজের হৃদয়, মন ও আত্মাকে উন্নত হইতে দেওয়াই গুণী ব্যক্তির কার্য্য। আর গুণীর সেই গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করাই গুণগ্রাহকের কার্য্য। গুণী যে থানেই থাকুন যতদূরেই থাকুন গুণগ্রাহক তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে পূজা করিতে সক্ষম হন; তিনি কোন সুকাজ কিরূপে করিতেছেন, গুণগ্রাহক মনশ্চক্ষে তাহা দেখিতে পান; গুণগ্রাহক গুণীর পবিত্র হৃদয়ের ইতিহাস জানেন, জানেন বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করেন। এই জন্যেই আমরা দেখিতে পাই, বিদেশে, সমুদ্র পারে, ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি স্বদেশের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের মত জননী জন্মভূমির প্রীত্যর্থে আত্ম বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের মহা মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গতনয় আজি তাঁহাদের উপাসক হইয়াছেন, তাঁহাদের অমৃতময় জীবন চরিত লিখিয়া জীবন পবিত্র করিতেছেন। এ দিকে ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি দেবীগণের অলৌকিক পরার্থপরতা, দেবোচিত ত্যাগস্বীকার, প্রভৃতি অসাধারণ গুণে, শতক্রোশ দূরবর্ত্তিনা, অবরোধবাসিনী বঙ্গ মহিলাও তাঁহাদের পদধূলি কামনা করিতেছেন! যে বৃত্তি হইতে লোকে গুণের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়, সেই বৃত্তির নাম গুণানুরাগ বৃত্তি—অথবা প্রবন্ধের নামানুসারে আর একটু নামাইয়া বলিতে হইল যে, যে শক্তি লোকের মনকে গুণের দিকে এত টানিয়া লয়, সেই মানসিক শক্তির নাম গুণগ্রাহিতা শক্তি।

(ক্রমশঃ)

—— ঃ*ঃ ——

রাণী রাসমণি।

সামান্য কৈবর্ত্ত কূলে লইয়ে জনম,
মানসিক শক্তিবলে
আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলে
দারিদ্র্যের শত বাধা করি অতিক্রম,
উন্নতি-উচ্চ-শিখরে
আরোহণ করি পরে
গরিব দুঃখীর দুঃখ করিতে মোচন,—
প্রতিজ্ঞা হইল তাঁর,
কেবা হেন আছে আর
পরদুঃখে দিবা নিশি কাঁদে যাঁর মন ?
ধীবরের কষ্টকর
বসাইছে জলকর
সরকার বাহাদুর, করিয়ে শ্রবণ ;
বছরে দশ হাজার
মুদ্রা দিয়ে—অধিকার
করিলেন জাহ্নবীরে, গোপনে তখন
বিস্তারি কৌশলজাল
গঙ্গাবক্ষে—সুবিশাল
'বয়ায়' ডুবায়ে রাখি—জাহাজের গতি
রোধিলেন রাসমণি ;
ইংরাজ প্রমাদ গণি
জলকর রহিতের দিলা অনুমতি।
নীলকর অত্যাচারে
প্রজারা 'মকীমপুরে'
উৎপীড়িত—এই কথা শুনিলেন যাই,
সাহস—উৎসাহ দিয়ে
লাঠিয়াল পাঠাইয়ে
ব'লে দিলা—তোমাদের কোন ভয় নাই,
প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধার
কর সবে,—ব্যয়ভার—
বহন করিব শিরে সমস্ত আমার ;
করিও না কোন চিন্তা
প্রজাদের সুখহন্তা
নীলকর শত্রুদের করগে প্রহার।
সব দর্প করি চূর্ণ,
করিলেন আশা পূর্ণ,
বিষদন্ত ভেঙ্গে দিলে কে দংশিবে আর ?
ফণা বিস্তারে না ফণী !
ধন্য ধন্য রাসমণি—
নিবারিলা একেবারে ঘোর অত্যাচার !
যখন বিদ্রোহানলে
দেশ যায় রসাতলে
তখন যে ভাব রাণী দেখাইলা সবে,
ভুলিবে না কোন দিন
সমস্বরে চিরদিন
গাইবে তোমার যশ মাতিয়ে উৎসবে !
যাঁর প্রতি অত্যাচার
তাঁরে হেন ব্যবহার
ভাবিলে অবাক্ মন—বিস্ময়ে মগন !
অকাতরে অর্থরাশি
বিলায়ে বিপদ নাশি
অন্ন বস্ত্র হয় হস্তী করিয়ে অর্পণ,
বাঁচাইলা বিপন্নেরে,
জগৎ সে দৃশ্য হেরে
মোহিত স্তম্ভিত—আজি করে গুণগান।
(বুঝি) দয়ার মূরতি এসে

জনমিলা বঙ্গদেশে
(তাই)পরদুঃখে বিগলিত কোমল পরাণ!
বারাণসী তীর্থধামে
যাইবেন এই কামে—
করিলেন যত কিছু সব আয়োজন;
হঠাৎ শুনিলা রাণী,
যেনগো সে দৈববাণী,—
'অকাল দুর্ভিক্ষ দেশ করিছে শোষণ,
দীন দুঃখী শত শত
মরিতেছে অবিরত
তাদের ফেলিয়ে কোথা করিছ গমন?
জীবনের মহাব্রত
পালনে থাকহে রত,
অন্নছত্র খুলি সবে করাও ভোজন।'
থামাইয়ে তীর্থযাত্রা
দুঃখীর জীবন যাত্রা—
নির্ব্বাহে খুলিয়ে দিলা নিজের ভাণ্ডার,
(তাই) ভারতে রাণীর জয়,
ঘোষিল নরনিচয়
অকাল মৃত্যুর হাতে পাইয়ে নিস্তার!
একবার পিত্রালয়
গিয়ে দেখে সমুদয়
আত্মীয় স্বজন পরি মলিন বসন,
বিষাদে কাটিছে কাল
(রুক্ষ কেশ বদ্ হাল)
অমনি নিজের বস্ত্র করিলা বর্জ্জন।
বিতরি নূতন বাস
দীনতা করিলা নাশ
তেল মাথাইয়া দিলা সকলের চুলে,
অতুল সম্পদ লভি
শৈশবের সেই ছবি
স্মৃতি হ'তে একেবারে যান নাই ভুলে।

সাবট্টি বছর কাল
সুখে পালি প্রজাপাল
কালের করাল মুখে করিলা প্রবেশ;
কৃষকনন্দিনী হয়ে
রাণীর উপাধি লয়ে
কতই গৌরবান্বিত করিলা এদেশ!
এনহে কবি-কল্পনা,
শুন শুন বঙ্গাঙ্গনা,
ধীবরের ঘরে হেন রমণীরতন
জনমিল যেই দেশে
তার পরিণাম শেষে
এই হল?—ভাবি নাই স্বপনে কথন!
পাইতেছে উচ্চ শিক্ষা
সভ্যতা-মন্ত্রেতে দীক্ষা
জাতীয় ভাবেতে পূর্ণ যাহাদের মন,
নিস্তেজ অসাড় তারা
এ কেমন রীতি ধারা
বুঝিতে না পারি কিছু প্রকৃতি কেমন?
হৃদয়ে মহৎ ভাব
কিসে হয় সে স্বভাব
শিক্ষায় কি হয়?—না না দেখিনা এখন,
কজন শিক্ষিতা বালা
কুটীর করিছে আলা
রূপে গুণে—বল রাসমনির মতন?
ধিক্ শিক্ষা—অভিমান!
দেশের কাজেতে প্রাণ
না দিলে সে ছার-প্রাণে নাহি প্রয়োজন;
কি হবে ফাঁপা শিক্ষায়
যদি না দুর্গতি যায়,
না হয় দুঃখীর সুখ—দেশের কল্যাণ?
তবে এ বড়াই কেন?

চাহিনা কুশিক্ষা হেন
যাহাতে নিরেট করে নারীর পরাণ।
অশিক্ষিতা রাসমণি—
রমণীর শিরোমণি !

এহেন মণির খনি যে ভারত ভূমি
তার কি দুর্দ্দশা হায় !
সকলে দলিছে পায় !
জননীর মর্ম্মব্যথা কি বুঝিবে তুমি ?

অদ্ভুত বিবাহপদ্ধতি।

পুরাকালে আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ নামে এক প্রকার বিবাহপ্রণালী প্রচলিত ছিল। বিবাহার্থী কন্যার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার আত্মীয়গণের অনভিমতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এখনও ইউরোপ প্রভৃতি অনেক সভ্য দেশে তাহার অনুরূপ একপ্রকার বিবাহ প্রণালী বর্ত্তমান আছে। ফ্রান্স দেশে বেরি নামক স্থানে বিবাহ দিবসে কন্যাও তাহার আত্মীয়গণ কন্যার গৃহে গৃহদ্বার বাতায়ন প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকে। নিয়মিত সময়ে বরপক্ষীয়েরা উপস্থিত হইয়া নানা কৌশলে প্রবেশ প্রার্থনা করে। প্রচলিত প্রথানুসারে প্রথমতঃ উভয় পক্ষীয়ের প্রতিনিধিরা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করে। বরপক্ষীয়েরা বলে যে তাহারা পথশ্রান্ত পথিক, বিশ্রাম করিবার স্থান প্রার্থনা করে; অথবা বলে তাহারা চুরি করিয়া পুলিষের ভয়ে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে। কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ না করায় তাহারা ষড়যন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই সময়ে উভয় পক্ষ নানা প্রকার কৌতুকজনক তর্ক বিতর্ক করে। বরপক্ষীয়েরা বলে "আমরা রাজসেনা, আমাদিগকে "তোমাদিগের বাধা দিবার অধিকার "কি ?" কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার উত্তরে বলে—"রজনীতে কত তস্কর ভ্রমণ করে, তোমরা সেই তস্করের দল হইতে পার।" এই রূপ কথা বার্ত্তার পর তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং দুই পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অনেক সময় কেহ কেহ আহতও হইয়া থাকে। তদনন্তর বরপক্ষের নিকট হইতে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করিয়া বরকে কন্যা লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

২। আবিসিনিয়া দেশে বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে বর ও কন্যা উভয়ের গৃহে যুদ্ধকালীন নৃত্যের ন্যায় নৃত্য হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে বর বন্ধুবান্ধবের সহিত অশ্বতর আরোহণ করতঃ বন্দুক, তরবারী, বরষা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া কন্যার গৃহাভিমুখে গমন করে। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করে, বন্দুক ছুড়িতে

থাকে, ঘোড়দৌড় করে, অস্ত্র সংঘর্ষণ করিতে থাকে। গৃহে প্রবেশ করিলে পর বর ও কন্যা দুইপক্ষের দুই দল দুই দিকে দণ্ডায়মান হয়। তদনন্তর বর কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া তাহাকে স্বীয় বন্ধুদিগের নিকট রাখিয়া পুনর্ব্বার আসুরিক নৃত্যোদ্যমে উন্মত্ত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হইতে থাকে, এবং তোপধ্বনি লম্ফ ঝম্ফ, অস্ত্রচালনা পরস্পর আঘাত প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে কন্যাকে অশ্বতরোপরি আরূঢ় করাইয়া বরের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

৩। মেকেসার দ্বীপের রাজকন্যার বিবাহোপলক্ষে নগরের সমস্ত সৈন্য রণবেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বর ও সৈন্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে পর উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে কন্যাপক্ষ যেন পরাস্ত হইবার লক্ষণ দেখাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং বরপক্ষ অগ্রসর হইল। নগরদ্বারে উপনীত হইলে পর কন্যাপক্ষেরা ভূমিতে একখানা বস্ত্র বিছাইয়া দিল। এই সঙ্কেত দ্বারা বর বুঝিতে পারে যে নগরবাসীদিগকে কিছু দান করিতে হইবে। বর নগরবাসীদিগকে পানসুপারি প্রভৃতি উপহার দিলে পর ঐ বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং তাহারা কিছুদূর গিয়া দেখে পুনর্ব্বার ঐ বস্ত্র রাখা হইয়াছে। এতদ্দর্শনে বরপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না আর একবার বরপক্ষ কিছু দান করে, ততক্ষণ পরস্পরে অস্ত্রাঘাত করিতে থাকে। আবার বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হয়। এইরূপ তিন চারিবার বস্ত্র বিস্তার ও দানের পর যখন কন্যার গৃহে বর প্রবেশ করে, তখন গৃহদ্বারে আর একবার বস্ত্র বিস্তার করা হয় এবং তখন বরকে কিছু অধিক দান করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দুই একটী পানসুপারি দিয়াই বর নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে পকেট হইতে এক পূর্ণমুষ্টি সুপারি বাহির করিতে হইল, কিন্তু দিতে হইল না, কারণ গৃহীতারা উপস্থিত না হইতে হইতেই বস্ত্র উঠাইয়া লওয়া হইল এবং বর ফাঁকি দিয়া কন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অত্যন্ত কৌতুক ও হাস্য হইয়া থাকে।

অবিনশ্বর স্বর।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

ফনোগ্রাফ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। বৈষয়িক চিঠি পত্রের মর্ম্ম সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া অবকাশ মতে টাইপ রাইটারের শৃঙ্গ বা কৃত্রিম কর্ণ কর্ণে সংযোগ করিয়া অবলীলা ক্রমে টাইপ রাইটারে লেখা যায়, শ্রুতমাত্র লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

২। সম্পাদকীয় মন্তব্য সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত প্রকারে অবকাশ সময়ে বাহুল্য করিয়া লেখা যায়।

৩। উৎসব সমারোহ ও ভোজে নৃত্য গীত বাদ্য হাস্য পরিহাস কথোপকথন ও বক্তৃতা সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৪। সামাজিক,রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সভা সকলে পঠিত বা কথিত উত্তেজক বক্তৃতা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যায়।

৫। দৈনিক বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া অন্ধ ও অনক্ষর ব্যক্তি সংবাদ পত্র শ্রবণ করিতে পারে। সম্প্রতি উচ্চারিত সংবাদপত্রের কল্পনা হইতেছে। যাঁহাদের পড়িবার সুযোগ অল্প, তাঁহারা আহারের সময় ফনোগ্রাফ হইতে সংবাদ সকল শুনিতে পাইবেন। বিজ্ঞানবিদ ইডিসন তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন। ইনি ইহাঁর সদ্যোজাত বালিকার রোদন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যদৃচ্ছা শ্রবণ করিয়া সুখী হন। কন্যা বয়স্থা ও নিজে বৃদ্ধ হইলে সেই স্বর শুনিয়া উভয়ে কত আনন্দিত হইবেন।

বিজ্ঞানবিদ্ ইডিসন সভ্যজগতে সুপরিচিত। ইনি আমেরিকার ওহাইও প্রদেশস্থ মিলান নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়স ৪২ বৎসর। প্রথমে টেলিগ্রাফ ও পয়েণ্টার বা সিগনালোরের কার্য্য করিতেন, কিন্তু কিছু দিন পরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা জগতে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাকে "উইজার্ড অব সায়েন্স" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কুহকী বলিয়া থাকে। ইনি দেখিতে সুন্দর, নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, সুস্থ এবং বলবান্। মস্তকের সরল কেশ সকল ঈষৎ ধূষর বর্ণ। গম্ভীর অক্ষিদ্বয় ঈষৎ পাণ্ডুনীলাভ এবং মুখশ্রী চিন্তাশীলতাপরিব্যঞ্জক। মন সতত উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আসক্ত। "স্বনামে পুরুষ ধন্য"র অগ্রণী হইয়াও ইহার কিছুমাত্র অভিমান বা অহঙ্কার নাই। ক্রমাগত শ্রমের সাফল্যে ও উদ্দেশ্যের কৃতকার্য্যতায় অনেকের

মন উল্লসিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মহাত্মা ইডিসন সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। যতই ইহাঁর শ্রমের সাফল্য হইতেছে, ততই গবেষণা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আগ্রহাতিশয় সহকারে উন্নতিমার্গে ধাবমান হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা দ্বারা যে কতদূর উন্নতিলাভ করিবে, তাহা এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৩০এ জানুয়ারি ভারত-হিতৈষী ব্রাডল সাহেব কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

২। লেডী ডফারিণের এক প্রতি-মূর্ত্তি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। ইহা নূতন লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাই হইতে ২০ হাজার স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। স্বামি ঘর করিবার বয়স বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন। লক্ষ পুরুষ অপেক্ষা একজন স্ত্রীলোকের মত এ বিষয়ে মূল্যবান্, কিন্তু এ দেশে অবলা বাক্‌শক্তি থাকিতেও বোবা।

৪। রত্নবাই ফ্রামজী আর্দ্দিসর ভাকীল নাম্নী বি এ উপাধিধারিণী এক কুমারী বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যাপিকা হইয়াছেন, তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী বি এ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

৫। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭৮ ব্যক্তি এম ডি (ডাক্তার অব মেডিসিন) উপাধি লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রায় অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক।

৬। আমেরিকার মহিলাদিগের সুরাপান নিবারণ সম্মিলনের (Woman's Christian temperance union) প্রসিদ্ধ সভ্য বিবি মেরি সি লিভিট সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি লণ্ডন নগরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ভ্রমণ কালে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, চিন ও জাপানে ত্রয়োদশ শত সভায় সুরাপান নিবারণ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আমেরিকার মহিলাগণ সভ্য জগৎ হইতে সুরাসেবন বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুরার বিপক্ষে প্রচার করিবার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আলো ও ছায়া—কোন কৃতবিদ্য মহিলা কর্ত্তৃক বিরচিত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া ইহা জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি কবিতাগুলির যার পর নাই প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "স্থল বিশেষে (আমার) নিজের হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" হেম বাবু বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া যে কবির এরূপ গৌরব করিয়াছেন তাঁহার লেখা যে পাঠক সমাজে সমাদরণীয় হইবে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ নবীন কবির গভীর চিন্তাশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, সরল সুললিত ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং বর্ণনাচাতুর্য্য দেখিয়া হেম বাবুর ন্যায় আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর প্রতিভা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বলতা বিধান করুক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। অপচয় ও উন্নতি—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র প্রণীত—মূল্য এক টাকা। ইহাতে মানসিক, শারীরিক ও সাংসারিক সকল প্রকার অপচয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক জনসমাজের বিশেষ কল্যাণকর।

বামারচনা।

তুমি তো আমার।

১

তুমিই সকল হরি! তোমারি সকল,
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল?
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
থাকুক বা ধরা ভরা আঁধার কেবল,
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা তোমার ইচ্ছা হয়,
কে আমি যে ঢালিব এ শোক অশ্রুজল?

২

কে আমি ধরার কোণে বেঁধে ছোট ঘর,
এরে বলি "আপনার", ওরে বলি "পর"?
কেমন কুহকে ভুলি,
করি হেন দলাদলি,
কারে বলি "বেঁচে থাক", কারে বলি 'মর';
তোমার জগতে আসি,
আপনারে ভাল বাসি,
কে আমি এমন তর অবোধ পামর?

৩

এ আমি কোথায় আমি পাই না ভাবিয়া,
কোথা হতে এসে যাব কোথায় চলিয়া ?
কেন বা অজানা টানে
যেতেছি মরণ পানে,
পতঙ্গ আগুণে পোড়ে কি ভূলে ভুলিয়া!
বুঝিনাক কোন তত্ত্ব,
কেবলি আমাতে মত্ত,
পড়ে আছি শত ফেরে সংসার জড়িয়া!

৪

তোমার এ ঘরে বিভো"আমি"কি আবার?
"আমার""আমার"করি কি আছে আমার?
সকলি এখানে রবে,
আমারি যাইতে হবে,
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার!
কে জানে কি হবে শেষ,
আঁধার অনন্ত দেশ,
পাব কি সেখানে কিছু ভাল বাসিবার ?

৫

যা হবার হোক মোর শুনে কাজ নাই,
এসেছি যখন আমি খেটে খুটে যাই ;
তুমি নাথ শুভময়,
জানিতেছ সমুদয়,
আমি কেন দিবা রাতি অভাব জানাই ?
এ জগৎ থাকে থাক
না থাকে এখনি যাক্,
আমি কেন মোর তরে এটা সেটা চাই ?

৬

অথবা—
তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর,
যে কদিন থাকি কেন রব "পর পর ?"
আমার সুখের তরে
রবি শশী আলো করে,
দুকূল উছলি নদী খেলে তর তর!
জুড়ায়ে আমারি কা'য়
অনিল দিগন্তে যায়,
বনে ফোটে ফুল, মোরে তোমারি আদর!

৭

কিনা দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর,
না পেয়েছি কিবা তব জগত ভিতর ?
আশা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ,—
মাথা মানবের গেহ,
পাকে পাকে শত পাকে বেঁধেছ অন্তর,
তাই আমি ভিক্ষা চাই,—
তাও কি চাহিতে নাই ?—
আমি যে তোমার অণু, আমি যে অমর!
যা মোর আকাঙ্ক্ষা আছে,
ক'ব না তোমার কাছে ?
তুমি যে প্রেমের হরি, কিসে করি ডর ?
তুমি তো আমারি—আমি কেন হব পর ?

৮

তুমি তো আমারি, তবে কেন অশ্রুজল,
"তোমারি মঙ্গল" সে তো আমারো মঙ্গল ;
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
ডুবাক অবনী ছুটি জলধির জল,
আমি কেন তার লাগি
ও চরণে ভিক্ষা মাগি,
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সুফল!
তাই কর ইচ্ছাময়,
যা' তোমার ইচ্ছা হয়
কে আমি ফেলিব তা'র নয়নের জল ?
তোমারি মঙ্গল সে তো আমারো মঙ্গল।

(প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৪ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১২৯৭—মার্চ্চ ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সতীদাহ—পাওনিয়ার পত্র গণনা করিয়াছেন ১৬৫৬ হইতে ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত অন্যূন ৭০,০০০ হিন্দু বিধবা জীয়ন্ত চিতারোহণ করিয়াছেন।

সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ৬০ বৎসর গত হইয়াছে, ইহাতে যে অন্যূন ৬০ হাজার বিধবার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে ইহার বার্ষিক সভা হয়, গবর্ণর জেনারেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং দেশীয় ইউরোপীয় বহু লোকের সমাগম হয়। এই ফণ্ড হইতে গৃহনির্ম্মাণে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং মাতৃসভা ৬ লক্ষ টাকা জমাইয়াছেন, তাহার সুদে ২৭০০০ টাকা বার্ষিক আয় হইয়াছে। গত বর্ষে ন্যাসন্যাল সভা হইতে প্রায় ৫ লক্ষ স্ত্রীলোক চিকিৎসার সাহায্য পাইয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে কম টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের ছোট লাট বলেন এপ্রদেশ হইতে ২০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিলে একজন ইংরাজ ১৫ হাজার টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বেতিয়ার মহারাজ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। আর দুই একজন বদান্য লোক কটাক্ষ করিলেই অবশিষ্ট টাকা গুলি উঠিয়া যায়।

স্ত্রীলোকের চিকিৎসা শিক্ষা—মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের গত বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, ৪৬টী স্ত্রীলোক শিক্ষার্থিনী ছিলেন, তন্মধ্যে ৪০ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী এবং ৬জন দেশীয় খৃষ্টান। এই কলেজের কয়েকটী ছাত্রী

ইতিমধ্যে সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

বঙ্গদেশ এ অংশে মান্দ্রাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ—গত ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজ-প্রতিনিধি সস্ত্রীক এই কার্য্য এবং ছাত্রী নিবাসের জন্য অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। রাজ-প্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম অন্যত্র প্রকাশিত হইল। অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে অতি উদার মত ব্যক্ত করেন।

স্তোত্রম্। *

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে!
প্রেমসুধাকর করুণাসাগর
ভুবনমনোহর শান্তিনিধে! ।১।

জয় ভয়ভঞ্জন ভক্তসুরঞ্জন
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে!
পাতকিতারণ পাপনিবারণ
যমভয়বারণ জীবগতে! ।২।

সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তিনিকেতন দেব হরে!
জয় নারায়ণ পরমপরায়ণ
ভীমভবার্ণবপারতরে! ।৩।

নিষ্কল নির্ম্মল ভূতিমহোজ্জ্বল
সকলসুমঙ্গলকল্পতরো!
জয় জয় শঙ্কর শিব করুণাকর
বিশ্বম্ভর জগদেকগুরো! ।৪।

গুণগ্রাহিতা শক্তি।

(৩১৩ সংখ্যা ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুণগ্রাহিতা শক্তি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিমূলক। যাঁহারা নিরহঙ্কারী, বিনীত ও পরসুখে সুখী, তাঁহারাই পরের গুণগ্রাহক হইতে পারেন। হৃদয় নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে গুণের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যাহাদের মন পঙ্কিল, যাহারা আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে, কিসে আপনাকে "বড়" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, কিসে নিজে নির্গুণ হইয়াও গুণী ব্যক্তির উপরে দাঁড়াইবে, যাহারা দিবারাত্র এই চেষ্টায় ফিরিতেছে, তাহা-

* মাঘোৎসবে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ বামাবোধিনীকে প্রদত্ত।

দের সে দুর্গন্ধময় মনে গুণগ্রাহিতা শক্তি দাঁড়াইতে পারে না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ডিস্‌রেলি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি উর্দ্ধে দৃষ্টি করে না, সে নিম্নে দৃষ্টি করিবে। যে আত্মা আকাশে উঠিতে যত্ন করে না, তাহাই হামাগুড়ি দিয়া অধোগামী হইবে।" আমরাও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি সদ্বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট করিতে যত্ন করে না, তাহার অসদ্বৃত্তিগুলিই বিকাশ পাইতে থাকে। এই কারণেই জ্ঞানিগণ সদ্বৃত্তির অনুশীলনকে "ধর্ম্ম" বা "পুণ্য" আখ্যা দিয়াছেন। এই কারণেই দেখা যায় যাহার গুণ-গ্রাহিতা শক্তি নিস্তেজ, তাহার "দোষ-গ্রাহিতা" প্রবল হইয়া থাকে। দোষ গ্রহণ করিবার প্রয়োজনও হইয়া থাকে, জগতে কিসের প্রয়োজনই বা না হয়—ঔষধের জন্যে বিষ প্রয়োজনীয়, বিষ হইতে মহাবিষ যে সুরা তাহাও প্রয়োজনীয়, সেইরূপ জাতীয় অথবা সমাজিক মঙ্গলের জন্যে, দেশের উন্নতির জন্যে অথবা ব্যক্তি বিশেষের ভ্রম, ত্রুটি ও অসাবধানতা বুঝাইবার জন্যে—এই সকল হিতকর কার্য্যের সময়ে দোষ-গ্রাহিতা হইতে অতি শুভ ফল উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন পর-দোষ আলোচনা করা মহাপাপ, মহা নীচত্ব। দোষগ্রাহী ব্যক্তিরা এই মহাপাপে পাপী, এই মহানীচত্বে কলঙ্কিত। এই কুপ্রবৃত্তির প্রবলতায় মানুষ এমন ঘৃণিত প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, যে লোকের প্রশংসা শুনা তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। (১) যাহাতে গুণী ব্যক্তির গুণ ঢাকিয়া দোষ বাহির হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। কবে কাহার কি ত্রুটি হইয়াছিল, কবে কে কি ভুল করিয়াছেন, কবে কে 'ক' লিখিতে গিয়া 'স' লিখিয়াছেন, তাহাই কহিয়া দিনাতিপাত করে। —কেবল ইহাই নহে, পরের দোষানুসন্ধিৎসাই ইহাদের চিন্তা, পরদোষান্বেষণ ইহাদের কার্য্য, এবং পরদোষকীর্ত্তনই ইহাদের কথা। ইহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অনেক পাপ করিয়া থাকে, অধিক কি, সময়ে সময়ে অনেক বিমল চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া রাক্ষসীবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্মায়। এইরূপ নরপিশাচগণ হইতেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ দারুণ নিগ্রহ সহিয়াছেন, পতিপ্রাণা সীতাদেবী নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন, ঈশা, সক্রেটিস্ প্রাণদণ্ড পাইয়াছেন, হাইপেসিয়া গোপনে হত হইয়াছেন, এখনও, বীরত্ব—"দস্যুতা", ধর্ম্মপরায়ণতা—"ভীরুতা" বা "দুর্ব্বলতা বলিয়া কথিত হয়!! এই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য "সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ ভয়ম্" কহিয়াছেন। এই সকল নিন্দুক নরঘাতকদিগের হইতে অল্প পাপী নহে; ইহাদিগকে সংসার বনের ব্যাঘ্র বলিলেও অধিক বলা হয় না। ব্যাঘ্র মাংসাশী, উহারা সুযশ নষ্ট করিতে

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বিবিধ প্রসঙ্গ" পুস্তকে এই জাতীয় লোকদিগকে "কিন্তুওয়ালা" বলিয়াছেন।

ইচ্ছা করে না; সুযশাশীরা যে ব্যবসায় করে, তাহাহইতে ব্যাঘ্রের ব্যবসায় অধিক ভয়ানক নহে। যাহা হউক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় জগৎ, স্বর্গের আদর্শ লইবে, এক দিন—যতই দূরে থাকুক, আজিকার অনেক দিন পরেই হউক, তবু—এমন এক দিন আসিবে, যে দিন দোষগ্রাহী পরনিন্দুক ব্যক্তিগণ, গুণগ্রাহী ও গুণানুরাগী হইতে পারিবে। গুণগ্রাহিতা শক্তির পবিত্রালোকে সকলের হৃদয় আলোকিত হইবে। প্রতি ব্যক্তি গুণগ্রাহী হইয়া পারিবারিক, সামাজিক ও দেশীয় উন্নতির সহায়তা করিবেন।

যে গুণগ্রাহিতা শক্তি হইতে নরমানব দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা পরিস্ফুট করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। গুণানুরাগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একজন সাধু ব্যক্তিকে দেখিলে কাহার মনে আনন্দ না জন্মে? যখন কোন সুকবি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা তরঙ্গে মানব-হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করেন, তখন কে না কবিকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে? স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মহত্ত্বের কথা শুনিতে কাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয়? আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণের কথা কহিতে কাহার চক্ষে জল না আইসে? যে দিন বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমযানে উঠিয়াছিলেন—প্রথম দিনের কথা বলিতেছি,—সে দিন কে না তাঁহার সাহসের, ও অধ্যবসায়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝা যায় গুণানুরাগ বৃত্তি পুস্তক পাঠ কি মৌখিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না, শোভানুভবতার ন্যায় ইহাও মানবের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি। গুণীব্যক্তিদিগের গুণানুলোচনা করিতে করিতে এ বৃত্তি পূর্ণবিকাশ পাইয়া থাকে—এই বৃত্তির পূর্ণত্ব হইলেই সকলেই প্রকৃত গুণগ্রাহী হইতে পারে। তখন "বর্ত্তমান কবিবর হেম বাবু যে কি করিয়া অপর মহাকবি ও সুকবিদিগকে প্রাণ ভরিয়া সুখ্যাতি করেন" ইহা ভাবিয়া কেহ বিস্মিত হয় না (১)।

ভারতে এক দিন গুণগ্রাহিতা শক্তি বড় প্রবলা ছিল। ব্রাহ্মণেরা দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন গুণের জন্যে; (২) আর্য্যগণ দেবাদীর উপাসক ছিলেন গুণের জন্যে; সেদিনকার চৈতন্যদেবও "ভগবানের অবতার" বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছেন। "গুণের পূজা কর" ইহা হিন্দুর ধর্ম্মনীতি। নীতিজ্ঞ হিন্দু যেখানে গুণ দেখিয়াছেন, সেই খানে নতশির হইয়া প্রণাম করিয়াছেন। যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বলে "হাড়ীর ঝি" ও "চণ্ডী" আখ্যা পান, সেই অতুলনীয় গুণগ্রাহিতা

(১) মেঘনাদ বধ কাব্যের এবং আলো ও ছায়ার সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

(২) ১২৬৯ সালের চৈত্রমাসের নব্য-ভারত পত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত "ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতি" দ্রষ্টব্য।

শক্তি বর্ণনা করিবে কাহার সাধ্য? আজি ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে গুণ-গ্রাহিতার কার্য্যকারিণী শক্তি যেরূপ দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না, সে সময়ের ভারত অনেক নীতিরই আদর্শ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেরমধ্যে অনেকে গুণগ্রাহী আছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনী প্রকাশিত, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের স্মরণার্থে সভা সমিতি স্থাপিত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের সমাধি স্থানে স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত; বেদ, উপনিষদ, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি পুনঃ সংগৃহীত, ইত্যাদি পবিত্র হিতকর কার্য্যসকল বহুল গুণগ্রাহিতার ফল। যাঁহাদের গুণগ্রাহিতা, এই সকল মহৎ কার্য্যের কারণ, তাঁহাদের এক একজন আবার অতি সামান্য ব্যক্তির গুণ এরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, যে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তুমি আমি একজনকে দশ দিন দেখিয়াও যাহা না বুঝিতে পারি; তাঁহারা এক দিনেই সেই গুণ খুঁজিয়া বাহির করেন; তুমি আমি লোককে প্রশংসা করিতে গিয়া ইতস্ততঃ করিয়া মরি, তাঁহারা অকপটে তাহার সহস্র সুখ্যাতি করেন। আমরা এই রকমের মানুষ বলিয়াই লোকে আমাদিগকে "ছোট লোক" বলে, আর তাঁহারা ঐ রকমের লোক বলিয়াই তাঁহাদিগকে "বড় লোক" বলে। তাঁহাদের পায়ের কাছে আমরা দাঁড়াইলে বোধ হয় তাঁহারা দেবতা, আমরা কীটাণু! তাঁহাদের আদর্শে আজি আমাদের সাধারণের গুণগ্রাহিতা শক্তি যদি পরিস্ফুট হইত, তাহা হইলে আমাদের উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলিও শস্যশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত না, আমাদের ঢাকাই মস্‌লিনের মত অতুলনীয় জিনিস বিদেশীয় পাটশণের কুহকে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, আমাদের জোলা তাঁতিরাও নিরন্ন হইত না, প্রতি দিনের আবশ্যক জিনিসের জন্যেও আমাদিগকে বিদেশের পথ চাহিতে হইত না, আমাদের আর্য্য-দর্শন, বঙ্গ দর্শন, নব-জীবন প্রভৃতি সাময়িক পত্র গুলিও অকালে মরিত না, বঙ্গ সাহিত্যের রত্নস্বরূপ পুস্তক গুলি পড়িতেও কেহ ইতস্ততঃ করিত না আর "অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনী হই" "পৃথিবীর মত সহিষ্ণু হই" প্রার্থনা করিতেও মেয়ে গুলি লজ্জিতা হইত না!!

এখন তোমাকে বলি পাঠিকা ভগিনী, তুমি গুণানুরাগিণী হইয়া তোমার গুণ-গ্রাহিতা শক্তিকে বিকাশ কর। তোমার গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিবেশী, পরিচিত লোক, অধিক কি যেখানে যাহার কোন গুণ জানিতে পারিবে, প্রত্যেকের সেই গুণাবলী তুমি নিজহৃদয়ে গ্রহণ করিবে এবং গুণী ব্যক্তিকে উপযুক্ত আদর সম্মান দিবে। তোমার "গোলক" চাকর ও 'পাঁচীর মা' ঝিকে ছোট লোক বলিয়া

কি বেতনভোগী বলিয়া তাহাদের গুণে উপেক্ষা করিও না। তাহারা যদি সচ্চরিত্রতা, বিশ্বস্ততা, অথবা নিরালস্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয়, তবে সেই গুণের যথোচিত আদর করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মার মত লোকের গুণে আকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গদার ম'ার মত লোকের গুণ খুঁজিয়া বাহির করাই প্রকৃত গুণগ্রাহকের ক্ষমতা। কিন্তু এই একটু সতর্ক হইবে যেন গুণ বলিয়া দোষের প্রতি অনুরাগ না হয়, দোষ অনেক সাজ সাজিতে জানে (১) তাই বলিতেছি গুণকে চিনিয়া গুণীর গৌরব করিও, তোমারও হৃদয় গুণের আধার হইবে।

লেখিকা শ্রীমাঃ—

---*---

সতীধর্ম্ম।

(২য় প্রবন্ধ, বরাহপুরাণ, নারদের প্রতি যমের উক্তি)

যম নারদকে কহিলেন,—

প্রসুপ্তে যা প্রস্বপিতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি স্বয়ম্।
ভুঙক্তে তু ভোজিতে বিপ্র। সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্॥১

নিদ্রিত হইলে পতি যে হয় নিদ্রিত,
জাগরিত হ'লে পতি হয় জাগরিত;
ভোজন করিলে পতি যে করে ভোজন,
সে নারী নিশ্চয় জয় করয়ে শমন।১।

একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্বচনকারিণী।
তস্যা বিভিমহে সর্ব্বে যে তথান্যে তপোধনাঃ॥২॥

পতি প্রতি একদৃষ্টি একমন যার,
পতির আদেশ পালে না করি' বিচার;
আমি যম কিম্বা অন্য মুনি-ঋষি-চয়,
এ হেন সতীরে মোরা সবে করি ভয়।২।

ভর্ত্ত্রা যাভিহিতা রূক্ষং প্রণতাখ্যায়িনী ভবেৎ।
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা॥৩॥

পতি যদি রোষভরে কহে অনুচিত,
তথাপি বিকৃত নাহি হয় যার চিত;
নত হ'য়ে অনুনয় করে ধীরে ধীরে,
দেবতাগণেও পূজে এ হেন সতীরে।৩।

যাঽনুবিষ্টেন ভাবেন ছায়েবানুগতা পতিম্।
সা তু মৃত্যুমুখদ্বারং ন গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসম্ভব॥৪॥

যে নারী ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
পতির ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রয়;
শুন হে নারদ মুনি বিরিঞ্চি-তনয়!
সে নারীর নাহি কভু কৃতান্তের ভয়।৪।

এষ মাতা পিতা বন্ধুরেষ মে দৈবতং পরম্।
পতিং শুশ্রূষতে যৈবং সা মাং বিজয়তে সদা॥৫॥

পতিই আমার মাতা পিতা বন্ধুজন,
পরম দেবতা পতি নিস্তার-কারণ;
এই ভাবে করে যেই পতির সেবন,
সে নারী নিশ্চয় জয় করয়ে শমন।৫।

ভর্ত্তারমেব ধ্যায়ন্তী ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
পতিব্রতা তু যা সাধ্বী তস্যাশ্চাহং কৃতাঞ্জলিঃ॥৬॥

---

(১) দোষকে গুণভ্রম কিরূপে হয়, ভবিষ্যতে তাহা বলিতে ইচ্ছা রহিল।

পতি যার ধ্যান জ্ঞান পতি যার গতি,
সুখে দুঃখে সদা রহে পতির সংহতি ;
আমি যে বিষম যম সংহারি সকলি,
আমিও তাহার কাছে থাকি কৃতাঞ্জলি।৬

গীতবাদিত্রনৃত্যানি প্রেক্ষণীয়ান্যনেকশঃ।
ন শৃণোতি ন পশ্যেচ্চ মৃত্যুদ্বারং ন গচ্ছতি ॥৭॥

নৃত্য গীত বাদ্য আদি কত প্রলোভন,
শ্রবণ নয়ন মন করয়ে হরণ ;
পতি বিনা যার মন এ সবে না যায়,
যমের দুয়ার সেই কভু না মাড়ায়।৭।

শয়নে স্বপনে বাপি স্নানে বাথ প্রসাধনে।
নান্যং যা মনসা ধ্যায়েৎ সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্ ॥৮॥

শয়নে স্বপনে স্নানে কিম্বা প্রসাধনে,(১)
মনে জ্ঞানে নাহি যেই ভাবে অন্য জনে ;
সে সতীর প্রভাবের তুলনা না হয়,
যমভয় জয় সেই করয়ে নিশ্চয়।৮।

দেবতা অর্চ্চয়ন্তী যা ভোজয়ন্ত্যতিথীংশ্চ যা।
চিন্তাং পতিং ন ত্যজতি মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥৯॥

দেবতা-পূজনে কিম্বা অতিথি-সেবনে,
কিম্বা অন্য সংসারের কর্ত্তব্য-পালনে,
সর্ব্বকার্য্যে সদা যার মনে জাগে পতি,
যমদ্বারে সে সতীর নাহি হয় গতি।৯।

ভানৌ চানুদিতে যাতু সমুত্থায় তপোধন।
গৃহং মার্জ্জয়তে নিত্যং মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥১০॥

প্রত্যুষে গগনে ভানু না হ'তে উদয়,
যে নারী উঠিয়া নিত্য সারে সমুদয়—
পরিপাটি ছড়া ঝাঁটি গৃহের সংস্কার,
তাহার উপরে নাহি যম-অধিকার।১০।

শরীরং চ মনশ্চৈব যস্যা নিত্যং সুসংযতম্।
শৌচাচারসমাযুক্তা সাপি মৃত্যুং ন পশ্যতি ॥১১॥

যাহার শরীর মন রহে সুসংযত,
পরিশুদ্ধ সদাচারে সদা যে নিরত ;
অশুচি ভাবের যাহে নাহি আছে লেশ,
সে রমণী নাহি জানে মরণের ক্লেশ।১১।

ভর্ত্তুর্মুখং প্রপশ্যন্তী ভর্ত্তুশ্চিন্তানুসারিণী।
বর্ত্ততে যা হিতে ভর্ত্তুর্মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥১২॥

সর্ব্ব কর্ম্মে সদা যেই পতি-মুখ চায়,
প্রাণপণে পতি-মন যে নারী যোগায় ;
পতির কল্যাণে যেই নিযুক্ত সদাই,
তার কাছে কৃতান্তের অধিকার নাই।১২।

ব্রতিনাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ।
মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ তত্র দেশে চ দৃশ্যতে ॥১৩॥

সংসার-বিরাগী মুনি ঋষি যারা হয়,
তাদের দেবতা দূরে স্বর্গলোকে রয় ;
সতী সাধ্বী পতিব্রতা রহে যার ঘরে,
তাহার দেবতা তার ঘরেরি ভিতরে।১৩।

(ক্রমশঃ)

গাওার-শাবক।*

গাওার-শাবকের বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক। জগৎপাতা করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদিগের যে অদ্ভুত স্বভাব প্রদান করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার অপার মহিমার, কারণ্যেরও সৃষ্টি চাতুর্য্যের আংশিক ভাব মানস পটে

(১) "প্রসাধন"—বেশভূষা পরিধান।

* গাওার সচরাচর গণ্ডার নামেই অভিহিত।

প্রতিবিম্বিত হইয়া হৃদয়কে অদ্ভুত রসে প্লাবিত করে। গাণ্ডার-শাবকের যে অদ্ভুত স্বভাব বলিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, সেটী পরে বলা যাইবে, অগ্রে গাণ্ডার-পশুর অপর কয়েকটী বিবরণ বলা যাউক।

গাণ্ডারের দেহ দীর্ঘে অষ্টহস্ত পরিমিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের পদ খর্ব্বাকৃতি, প্রতিপদে ৩টী করিয়া নখ আছে। পুচ্ছ ক্ষুদ্র। কর্ণ দীর্ঘ এবং তাহা প্রায়ই সোজা হইয়া থাকে। মস্তক বৃহৎ, উর্দ্ধচিবুক নিম্নাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর। ওষ্ঠ অধরাপেক্ষা অষ্ট অঙ্গুলি দীর্ঘ, লম্বিত এবং প্রায় হস্তিশুণ্ড সদৃশ। পরন্তু তাহা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট ও কৌশলসম্পন্ন নহে। না হইলেও গাণ্ডার ঐ ওষ্ঠের সাহায্যে তৃণ পত্রাদি খাদ্য দ্রব্য আকর্ষণ করতঃ মুখ বিবরে অর্পণ করিতে সক্ষম হয়।

গাণ্ডারের নাসিকার উর্দ্ধভাগে একটী শৃঙ্গ জন্মে। এই শৃঙ্গকে খড়্গ বলে। ইহা অতিশয় দৃঢ়, নিরেট এবং অনধিক দুই হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। হিংস্র জন্তুর আক্রমণকালে ইহারা ঐ দৃঢ়তর শৃঙ্গ বা খড়্গ সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে বিত্রাসিত করিয়া থাকে। কোন গাণ্ডারের নাসার উর্দ্ধভাগে দুইটী খড়্গ থাকার কথাও শুনা যায়। কিন্তু তাহা সচারাচর নহে। অনুমান হয়, সে সকল গাণ্ডার ভিন্নজাতীয়। দুরন্ত সিংহ ও ব্যাঘ্র ইহারা প্রকাণ্ডকায় হস্তীকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, কিন্তু খড়্গাপ্রহার ভয়ে গাণ্ডারকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।

গাণ্ডারের উদরের চর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের চর্ম্ম এমন স্থূল ও কর্কশ যে তাহাকে ছুরিকা, বর্ষা, তরবারি ও অন্যান্য তীক্ষ্ণাস্ত্রে ভেদ করা যায় না। অধিক কি লৌহগুলিও ইহাদের গাত্র চর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ নহে। সীসকের গুলি চ্যাপটা হইয়া যাইবে, তথাপি অণুমাত্রও গাত্রত্বক্ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। বিশেষতঃ ইহাদের নিতম্বের পার্শ্বচর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কর্কশ।

গাণ্ডারের খড়্গ তীক্ষ্ণাগ্র, চর্ম্ম দুর্ভেদ্য, দেহ সুদৃঢ়, এবং বল অপরিমিত। সেই কারণে ইহাদিগকে হস্তীরাও ভয় করে। ইহাদের বল হস্তিবল অপেক্ষাও অধিক।

পশুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত পশুর স্বভাব বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহারা কিছু নির্ব্বোধ, স্তব্ধস্বভাব, এবং একগুঁয়ে। ইহারা বিশেষ কারণে উত্তেজিত হয়, উত্তেজিত না হইলে ক্রুদ্ধ হয় না। ইহাদের অন্য এক স্বভাব এই যে, ইহাদের ক্রোধ হইলে সে ক্রোধ সহজে উপশান্ত হয় না, সেই জন্য ইহারা শীঘ্র শান্ত ভাব অবলম্বন করে না। ইহারা যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন ইহারা ক্রোধ ভরে এরূপ বেগে ধাবমান হয় যে সম্মুখস্থ পদার্থসকল ইহাদের আঘাতে লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। ক্রোধের সময়

ইহারা সম্মুখে যাহাই থাকুক, উল্টাইয়া ফেলিয়া সোজা চলিয়া যাইবেই যাইবে। এই সময়ে ইহারা এত অধিক বেগে গমন করে যে, ইহাদের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ ও প্রাচীর প্রভৃতি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

গাণ্ডার যখন শ্রান্তি নিবারণার্থে কোন বৃক্ষতলে নিদ্রিত থাকে, তখন শিকারীরা গোপন ভাবে ইহাদিগের উদরের নিম্নে অথবা কর্ণমূলে গুলি প্রহার করিয়া ইহাদিগের বধ সাধন করিয়া থাকে। কোন কোন শিকারী ভূমিতে খাদ খনন করিয়া তাহার উপরি ভাগে শাখা প্রশাখা লতা গুল্মাদি এবং মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরে নির্ব্বোধস্বভাব গাণ্ডার বিচরণ করিতে করিতে সহসা সেই খাদ মধ্যে নিপতিত হয় এবং তখন তাহারা অতি কষ্টে ধৃত হয়।

গাণ্ডার উদ্ভিজ্জভোজী পশু, সেই জন্য ইহারা হিংস্র স্বভাবান্বিত নহে। ইহারা জনশূন্য অরণ্য মধ্যস্থ জলযুক্ত পঙ্কিল ভূমে ও নদীকূলে শূকরের ন্যায় কর্দ্দমাক্ত কলেবরে অবস্থান করিতে ভাল বাসে এবং নিকটস্থ বনে গিয়া গুল্ম লতা ও শস্য ক্ষেত্রস্থ ধান্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

আফ্রিকা, এসিয়া, শ্যাম, সুমাত্রা, যাবা, প্রভৃতি দেশে ইহারা বাস করে এবং বঙ্গের কোন কোন বনেও ইহাদিগকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ইহাদের চর্ম্মে উত্তম ঢাল প্রস্তুত হয় এবং ইহাদের খড়্গে কৌটা, পাশা, কুশী, ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কালের হিন্দুরা ইহাদের মাংসে শ্রাদ্ধাদি করিতেন এবং পবিত্র জ্ঞানে গাণ্ডার মাংস ভক্ষণও করিতেন।

গাণ্ডার গোবৎসের ন্যায় রব করে। গাণ্ডারের জিহ্বাতে তীক্ষ্ণ কণ্টক সদৃশ এক প্রকার পদার্থ আছে, এজন্য যদি দৈবাৎ ইহারা মানবগাত্র লেহন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লেহন স্থানের এক পর্দ্দা চর্ম্ম উঠিয়া যায়। অধিক কি বলিব, বৃক্ষ গাত্র লেহন করিলে লেহন স্থানের ত্বক্ দেহে থাকে না।

গাণ্ডারী বহুকাল ব্যবধানে একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে। শৈশবাবস্থায় গাণ্ডার-শাবক দেখিতে শূকরের ন্যায় হয়। পরে বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহাদের খড়্গোদ্গম ও শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে; সেই সময়েই তাহাদের অন্যান্য শারীরিক চিহ্ন প্রব্যক্ত হওয়ায় হঠাৎ চিনিবার যোগ্য হয়। গাণ্ডার শিশুর বিধাতৃদত্ত একটী অদ্ভুত স্বভাব —যে স্বভাব অতি আশ্চর্য্য ও বিজ্ঞ বুদ্ধিমান মাত্রেরই চিন্তনীয়—যে আশ্চর্য্য স্বভাবটী সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য এতৎ প্রবন্ধের অবতারণা—সেই আশ্চর্য্য স্বভাবটী এখন বলিব বলিয়া আনন্দে হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে।

সকলেই দেখিয়াছেন, গোশিশু, হরিণশিশু, অশ্বশিশু, অধিক কি, পশু-শাবক মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া কিয়ৎক্ষণ জড়বৎ নিপতিত থাকে; সেই অবস্থায় তাহার জননী গাত্র লেহন করিতে থাকে, তৎপরে সে জাত্যভঙ্গ লাভ করিয়া উত্থিত হয়, উত্থিত হইয়াই স্তন্যপানার্থ মাতৃক্রোড়ে প্রবেশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাণ্ডারশিশু উক্ত নিয়মের বহির্ভূত এবং তাহাদের স্বভাবও অন্য বিধ। গাণ্ডারী যেই প্রসব করে, গাণ্ডার-শাবক যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সে সজোরে পলায়ন করে। গাণ্ডারী ফিরিতে না ফিরিতে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে, গাণ্ডারী তাহাকে আর দেখিতে পায় না। স্নেহপরবশা গাণ্ডারী কাতরা হইয়া শাবকের অন্বেষণে গমন করে, কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। অবশেষে সে ম্লানচিত্তে পুনর্ব্বার সেই প্রসব স্থানে ফিরিয়া আসে এবং সেই স্থানেই মনোদুঃখে অবস্থান করে। এই রূপে অন্যূন ১০। ১২ দিন গত হয়, তৎপরে সেই শাবক তাহার জননীকে খুঁজিয়া লয় অর্থাৎ নিজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানে আসিয়া জননী-ক্রোড় প্রাপ্ত হয়।

কি অচিন্তনীয় প্রভাব! কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! একবার ভাবিয়া দেখ। গাণ্ডারীর জিহ্বা তীক্ষ্ণ কণ্টকাকার পদার্থে পরিব্যাপ্ত, প্রসূত শাবকের গাত্রচর্ম্ম অতীব কোমল। গাণ্ডারী স্নেহের খাতিরে তাহার গাত্র লেহন করিবেই করিবে, করিলে সে বাঁচিবে না। তাই যেন দয়াময় বিধাতা বেচারী শাবককে ক্রোড়ে লইয়া দূরে পলায়ন করেন। গাণ্ডার-শিশু যে ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতেই পলায়ন করে, সে কি জানে যে মা আমার গাত্র লেহন করিবে? সে জন্মমাত্রে ঐ পলায়ন করিবার উপযুক্ত শক্তি কোথায় পায়? কে তাহাকে ঐ সামর্থ্য প্রদান করে? সে ঐ ৮।১০ দিন (৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার গাত্রচর্ম্ম শক্ত হইয়া আইসে) কোথায় থাকে? কি আহার করে? কে তাহাকে বাঁচায়? ভাবিতে গেলে চিত্ত অস্থির হয়, হৃদয় ব্যাকুল হয়, বুদ্ধি কুণ্ঠিত (ভোঁতা) হইয়া পড়ে, কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকেই মনে পড়ে।

অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ইংরাজ পণ্ডিত এই ব্যাপার দেখিয়া অন্য কোন গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পরিয়া অগত্যা পূর্ব্বজন্ম থাকা মানিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহারা যেই গাণ্ডার শিশুর উল্লিখিত স্বভাব স্মরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা বলেন, নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্ম আছে। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বিশেষ ইহ জন্মের প্রারম্ভে স্বভাব রূপে ব্যক্ত হয়, তাই গাণ্ডার শিশু পলায়ন করে। পূর্ব্বজন্মের কুট-তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া জীবের এই পালনী রীতিতে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতার বিচিত্র ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রত্যক্ষ

করাই সুবুদ্ধি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধন্য জগদীশ! তোমার মহিমা কোন্ মানব বুঝিবে! ধন্য তোমার সৃজন শক্তি ও সমাবেশ শক্তি!

যদুবংশ।

(৩১৩ সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

রাজ্যাপহারক কংসের পিতৃব্য দেবকের দৈবকী নাম্নী একটি কন্যা যদুবংশের অন্যতম শাখাসম্ভূত রাজা বসুদেবকে প্রদত্ত হয়; ভুবনবিখ্যাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শুভ পরিণয়ের রত্ন-ফল। একদা ভবিষ্যদ্বক্তা নারদ কংসকে বলিলেন যে, "তোমার ভাগিনেয় দৈবকীর পুত্র হইতে, তুমি পিতৃদ্রোহিতার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। রাজা কংস, এই বাক্যে ভীত হইয়া বসুদেব ও দৈবকীর উপর নজরবন্দী স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং নিষ্ঠুর কংস কর্ত্তৃক দৈবকীর সাতটী পুত্র ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে, বসুদেবের অন্য স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্ম গ্রহণ করেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুত্রবৎসল বসুদেব কংসের ভয়ে গোপনে তাহাকে ব্রজধামে স্বীয় সখা গোপপতি নন্দ ঘোষের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হয়। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ইনিও রামের ন্যায় নন্দ ঘোষের নিকট প্রেরিত হন। এইরূপে রাম ও কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের গৃহে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রামের ন্যায় বলবান্ মনুষ্য দ্বাপর যুগে আর জন্মে নাই, এই জন্য তিনি বলরাম নামে অভিহিত হইলেন। ইহাঁর বলবিক্রমে হরিবংশ তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য যাদব ও গ্রীকগণ বোধ হয় ইহাঁকেই হার্কুলিস বলিয়াছেন। মহাত্মা টডের মতেও ভারতীয় হরিকুলেশ ও গ্রীসীয় হারকুলেশ এক। রাম ও কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন যদুকুলের আশা ভরসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মূঢ়মতি কংস শৈশবকালেই ইহাদের বিনাশ সাধনের জন্য নানারূপ কূট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দমহিষী যশোদার অকৃত্রিম স্নেহ ও রাম, কৃষ্ণের বল বিক্রম জন্য নৃশংস অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে তাঁহাদের নিধন জন্য আর একটী ষড়যন্ত্র করিলেন। যাহাতে রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আসিবা মাত্র বিনষ্ট হন, এইরূপ স্থির করিয়া, রামকৃষ্ণপ্রমুখ মথুরার গোপবৃন্দকে যজ্ঞ ব্যপদেশে আমন্ত্রণ করিলেন। রাম কৃষ্ণ পূর্ব্বেই এ সকল বৃত্তান্ত যদুগণ দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন, এখন নন্দ ও যশোদার নিষেধ সত্ত্বেও মথুরায় আগমন পূর্ব্বক সহসা

কংসকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিধন করিলেন। কংসের নিধনে যাদবগণ বলরামকে রাজাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাম কৃষ্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপহৃত সিংহাসন তাঁহাকেই প্রদান করিয়া যদুকূলের একমাত্র রাজা বলিয়া বরণ করিলেন; রাম কৃষ্ণের বল বিক্রমে কংসের বধ সাধন ও উগ্রসেনের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে সমস্ত যদুবংশীয়গণ ও মথুরাবাসীগণ তাঁহাদের বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলের সপ্তশাখা একত্র করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মহদভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই দুর্জ্জয় মগধাধিপ মথুরা আক্রমণ করেন। যদিও রাম কৃষ্ণ কতিপয় যদুদলের অধিনায়ক হইয়া পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধের বল খর্ব্ব করেন, তথাপি রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজসিংহাসন রাখিতে আর সাহসী হইলেন না। তিনি মথুরার রাজপাট দ্বারকা উপদ্বীপে লইয়া গেলেন, এবং তদবধি তাঁহার লীলা সংবরণ কাল পর্য্যন্ত দ্বারকা যদুকুলের প্রধান রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বল বিক্রম, আত্মত্যাগ, রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিকৌশল দর্শনে অবিলম্বে যদুবংশের সপ্তশাখা একসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহাতে যাদবগণের রাজ্য নিরাপদ হইল মাত্র, কিন্তু জরাসন্ধের দুরাচরণের কিছু মাত্র হ্রাস হইল না, কারণ দ্বারকা হইতে সুদূর মগধ রাজ্যে গিয়া জরাসন্ধকে দমন করা যাদবগণের পক্ষে দুঃসাধ্য। তখন সভ্যজগতের প্রধান প্রধান বল বিক্রমশালী নৃপতিগণ জরাসন্ধের সহায় ও আজ্ঞাধীন ছিলেন, আর যদুবংশের ও অন্যান্য রাজবংশের রাজগণ যাঁহারা জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহের প্রতিকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কেবল একমাত্র হস্তিনানগরী, ভীষ্ম ও পাণ্ডুর বাহুবলে জরাসন্ধের প্রতিদ্বন্দী হইয়াও নিরাপদ ছিল। যদুপতি কৃষ্ণ এই জন্য প্রথমে কৌরবগণের সহিত মিলিত হন। মহাভারত পাঠক মাত্রেই জানেন যে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার ধার্ম্মিক ও বীরেন্দ্র পুত্রগণ দুর্য্যোধনের কুচক্রে নির্ব্বাসিত হন। পাণ্ডবদিগের এই নির্ব্বাসনকালে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুতা দৃঢ় হয়। নির্ব্বাসনের পর তাঁহারা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইয়া ক্রতুরাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিকট কারাবরুদ্ধ রাজগণের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া পাঠান, কিন্তু বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। এই কারণে যুধিষ্ঠিরানুজ ভীমসেনের সহিত জরাসন্ধের একটী দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বীরবর জরাসন্ধ নিহত হন এবং কারাবদ্ধ নৃপতিগণ উদ্ধারলাভ করেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও

রাজনীতিজ্ঞ, দ্বিতীয় ভীম বলরামের ন্যায় শারীরিক বলের জন্য প্রসিদ্ধ, তৃতীয় অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, ৪র্থ নকুল অসিযুদ্ধে আদর্শ, ৫ম সহদেব বুদ্ধিমান ও তৎকালীন সচীবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীর তনয়, সুতরাং কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। মহাত্মা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য পাপীদিগকে দমন করা ও ধার্ম্মিকদিগকে সম্মানিত করা। জরাসন্ধ বধের পর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্যের একমাত্র রাজা বলিয়া পরিগণিত হন। এই সময় পাণ্ডবগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল, ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের ঈর্ষার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যে সকল নৃপতি জরাসন্ধের সভায় ছিলেন, তাঁহারা অচিরে দুর্য্যোধনপ্রমুখ হইয়া কৃষ্ণের ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের দোষে কৌরবগণের মধ্যে গৃহবিবাদ এমন গুরুতর হইয়া উঠিল, যে সেই বিবাদে পৃথিবী প্রায় বীরশূন্যা হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র নামকস্থানে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের এই সর্ব্বনাশক মহাসমর সংঘটিত হয়। সেই সমরে কৃষ্ণ, যদিও কতিপয় যাদবগণের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ যাদব এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় প্রভাস মহাতীর্থে প্রায় সমুদয় যদুবীরগণ হত হয়েন। যুধিষ্ঠির যদিও বহু আয়াসের পর, বিধবাসদৃশ শ্রীহীনা বসুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরম মিত্র শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত দিয়াছিল; তিনি কৃষ্ণশূন্য পৃথিবীতে আর থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে মথুরায় আর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষীতকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, চারিভ্রাতা ও রাজ্ঞী দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার অনুগত যাদবগণ স্ব স্ব পরিবারের সহিত তাঁহার অনুগমন করেন। ইহারা পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। অবশেষে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশের কোন স্থানে যুধিষ্ঠির ও চারিভাই দ্রৌপদীর সহিত লোকান্তর গমন করেন। মহর্ষি বেদ ব্যাস তাঁহার কুহকিনী কবিতাজালের ভিতর যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী যাদবগণের অনুরত্ব পরিণাম জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সেই জাল উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন, যুধিষ্ঠিরের অনুগামী যাদবগণ সংখ্যায় নিতান্ত কম নহেন এবং ইহারা অধিকাংশ রাম ও কৃষ্ণের বংশ। যখন পাণ্ডবগণ পৃথিবী ভ্রমণ পূর্ব্বক দুরারোহ হিমপ্রধান হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তখন যদুগণ আর

তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারিলেন না; সম্ভবতঃ ইঁহারা বহুদিন হিমালয়ের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া কিছুদিন তক্ষকস্থানে বাস করেন * এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। দেশ ও ভাষা ভেদে ইঁহাদিগকে যদুর অপভ্রংশ যিহুদি বলা হইয়া থাকে এবং ইঁহাদের অধিকৃত দেশ যুদা (Judah) নামে অভিহিত। ইঁহারা কিরূপে আফ্রিকা, গ্রীস ও ইটালি প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হন, তাহা বাইবল ও পাশ্চত্য ইতিহাস সমূহে বিবৃত আছে। ইঁহারা ভারত হইতে যে রীতি নীতি ও ধর্ম্ম লইয়া যান, তাহা যদিও দেশ ও ভাষাভেদে অনেকটা বিভিন্ন দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত যিহুদিদিগের মধ্যে এই যদুদিগের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইঁহাদের মধ্যে বেদোক্ত ব্রাহ্মণ কেহ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তথাপি ইঁহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের রীতি, নীতি ভুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যীশুখৃষ্টের নাম, চরিত্র জন্ম, মৃত্যু ও উদ্দেশ্য প্রভৃতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পরে মহাত্মা যীশু কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম ও জীবন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও জীবনের ন্যায় বিপদপূর্ণ। ইঁহারা উভয়েই বিশ্বপ্রেমিক। ভারতীয় কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা বীর রস মিশ্রিত, পাশ্চাত্য কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা শান্তিরস মিশ্রিত। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একজনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্র ও প্রেমের আবশ্যক হইয়াছিল, অন্যের সুধু প্রেমেই উদ্দেশ্য সাধন হয়। ইঁহারা এক জন স্বয়ং ঈশ্বর ও অপর ঈশ্বরের পুত্র বা অংশ রূপে আপনাদিগকে মানব জাতির ত্রাণকর্ত্তা বলিতেন। ভারতীয় কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

> যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥ ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যাসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
>
> ভগবদ্গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়।

"যাহারা সৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি-সহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তুমি আমাতে স্থিরতর রূপে চিত্ত ও বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে।"

পাশ্চাত্য কৃষ্ণ বলিতেছেন,—আমিই

* টডের রাজস্থান ১ম খণ্ড ১০৮৫ পৃষ্ঠা এবং এলফিনিষ্টনের ভারতেতিহাসের ২২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

পথ এবং এবং সত্য এবং জীবন, আমার সাহায্য ভিন্ন কেহ পিতার নিকটস্থ হইতে পারে না।

(সেণ্ট জন ১০ম অধ্যায়)

এস্থলে বলিতে হইবে যে যীশু দেশও কাল ভেদে স্বয়ং ঈশ্বরত্বে স্থান পাইয়া আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বা পুত্র বলিয়াছেন। বারান্তরে এই মহাত্মাদ্বয়ের সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যদিও সর্ব্বসংহারক প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, যদু ও কুরুকুল ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি বজ্র, পরীক্ষিত ও জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে যদু ও কুরুবংশের প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল! মহারাজ জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে, স্কন্ধদেশ শাকদ্বীপ (সকোট্রা) উত্তরকুরু, গান্ধার ও তক্ষকস্থান প্রভৃতি দেশ সকল স্বাধীনতাপ্রিয় সূর্য্যবংশীয় তক্ষকগণ এবং চন্দ্র বংশীয় যদুগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল! যদিও সিন্ধু ও কাস্পীয়ান সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে অগ্নি এবং অন্যান্য বংশীয়েরা বাস করিতেন, যদু ও তক্ষকগণ সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে তক্ষকগণ বিস্তৃত হইতে লাগিলেন। পুরাণ বলেন, পরীক্ষিত কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অপমান করায়, তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তক্ষক দংশনে নিহত হন। পরীক্ষিতের জন্ম ও মৃত্যু লইয়া মহামুনি ব্যাস তাঁহার প্রতিভা শক্তিকে যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা অতীব মনোহর ও উপদেশজনক, কিন্তু এ স্থলে তাহা অনালোচ্য। পরীক্ষিত-তনয় জন্মেজয় পিতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তক্ষক কুল প্রায় নিঃশেষিত করেন। মহারাজ জন্মেজয়ের সময় পর্য্যন্ত পাণ্ডু ও শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহার পর হইতে যদুবংশীয়দের শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। যে যদুবংশীয়েরা আদি হইতে শত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য পালন করেন—এক দিন যে বংশ সমুদয় সভ্য জগতের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল—যে যদুবংশীয় হিন্দুগণ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মূল—যাহার শাখা বংশ নূতন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একদা সমস্ত জগৎকে কম্পিত করিয়াছিল, * আজি কালের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় রাজপুত রাজস্থানের মরুভূমিতে বৃটিস অধীনে সামান্য সামন্ত রাজা রূপে অবস্থান করিতেছেন †

* ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ যদিও নিজে তক্ষক দেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ ও খলিফাগণ যদুবংশীয়। (খোরাসান, বাখ, সমরখণ্ড প্রভৃতি দেশের মুসলমান রাজগণ, যদুবংশীয় ও তাতার, পারসিয়া, টর্কি ও মিশর প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ তক্ষক বংশ)। রাজস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড ৫১৪।৫১৫ (যশোল্মীর) এবং এলফিনোষ্টনের ভারত ইতিহাস দেখ।

† ভট্ট, ঝালা, মোহিল, জারিজা প্রভৃতি।

কতিপয় ইহুদী বণিক বেশে দেশে দেশে কালযাপন করিতেছেন। অধিকাংশ যহুগণ খৃষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব ও বংশ ভুলিয়া গিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয়না।

কু, রা।

ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রাডলা।

কে শুনালি কাণে এ দারুণ বাণী—
"ভারত-সুহৃদ্ জীবিত নাই?
শুনি সে বারতা ফাটিছে হৃদয়!
কি করি এখন কোথায় যাই?

অভাগীর বুঝি নয়নের জল—
শুকাবে না আর—জীবনে তার,
সৌভাগ্য সুদিন—নাহি সে কপালে
ঘুচিবে না কভু হৃদয় ভার!

কাঁদিতে এসেছে দুখিনী ভারত
কাঁদিয়া করিবে জীবনপাত,
সুদিনের মুখ হেরিবে না আর
পোহাবে না তার দুঃখের রাত।

সে মলিন মুখে ফুটে কি রে হাসি
বিষাদ কালিমা অন্তরে যার?
আশার স্বপন জাগে না সে হৃদে
(তাই) রোদন জীবনে করেছে সার!

গিয়েছে 'ফসেট'—গিয়েছে 'ব্রাইট'
আছিল'ব্রাডলা' হিতৈষী তার,
উদার নীতির জাগ্রত প্রহরী!
এমন সুহৃদ্ হবে কি আর?

জীবনের ব্রত—পর উপকার
পালন করেছ নিয়ত তুমি,
কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধা তব কাছে
রবে চিরকাল ভারত ভূমি।

দুখিনী ভারত দুটী অশ্রুকণা
দিতে পারে আজ তোমার তরে,
কি দিয়ে করিবে মর্য্যাদা সম্মান?
কপর্দ্দক তার নাহিক করে!

যে ঋণে ভারত আবদ্ধ ও করে,
সে ঋণ কেহই শোধিতে নারে,
অমূল্য যে দান তার প্রতিদান
এ জগতে কেহ দিতে কি পারে?

কৃতজ্ঞ হ'বার এইত সময়,—
বিংশকোটী প্রাণ মিলিয়ে তবে,
যার যে শকতি—(একটী পয়সা)
দান কর আজ তোমরা সবে।

সমষ্টি করিয়ে—স্মরণার্থে তাঁর—
দেশ হিতকর যে কোন কাজে—
নিয়োজ সে ধন, হ'ক তাঁর নাম
চির-স্মরণীয় ভারত মাঝে।

হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারত বিষাদ ভরে,
শোক পরিচ্ছদ কর পরিধান
কাঁদ এক দিন 'ব্রাডলা' তরে।

জাগাও সকলে—কি ঘোর বিপদ!
ভারতের হয়ে বল কে আর
সে মহাসভায় থাকিয়ে নিয়ত
অশেষ মঙ্গল সাধিবে তার ?

'ভারত কৃতজ্ঞ' বিদিত জগতে।
অকৃতজ্ঞ বলি না যেন তায়—
অপবাদ দেয় বিদেশীয়গণে,
প্রাচীন প্রবাদ টুটে না যায়।

বল কোটিকণ্ঠে মিলাইয়ে তান
"ব্রাডলা মোদের পরম সখা,
গিয়েছে স্বরগে বীরেন্দ্রকেশরী
প্রশস্তহৃদয়—দয়াতে মাখা।"

শেষ করি আজ মরতের লীলা
অমর ভবনে—অমর সনে,—
স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়াছ তুমি ;
কতই আনন্দ তোমার মনে !

দেখালে যে ভাব—নিঃস্বার্থ উদার
ভুলিবনা কভু,—কে ভোলে তাঁরে—
স্বাস্থ্যসুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
পরহিতে প্রাণ যে দিতে পারে ?

মরিয়ে অমর হইলে ব্রাডলা,
(প্রাতঃস্মরণীয় বিশাল ভবে !)
তোমার সুনাম গাইবে সকলে
যত দিন দেহে চেতনা রবে।

পরিশ্রান্ত মন—শান্তি নিকেতনে
শান্তি-সুধা সুখে করহে পান,
জননীর কোলে বসিয়ে বিরলে
গাও চিরকাল সাম্যের গান।

শুনিয়ে সে গান সুরবাসীগণ
একতানে সবে ধরুক তান,
মাতিয়ে উঠুক মরতের নর—
জাগিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ।

কে বলে ব্রাডলা নিরীশ্বরবাদী ?
ক-জন আস্তিক তাঁহার মত—
আছে এ জগতে ? বিশ্বপ্রেম যাঁর
মূল মন্ত্র সার—জীবনব্রত।

কথায় নাস্তিক—কার্য্যে বিপরীত
এ হেন নাস্তিক নমস্য মোর,
(কথায় কি পায়—কিবা আসে যায়)
পরপ্রেমে যাঁর হৃদয় ভোর !

প্রেমই ঈশ্বর—ঈশ্বরই প্রেম।
প্রেমের সাধনা যে জন করে,
নাস্তিক হ'লেও আস্তিক সে জন,
স্থূলদর্শী শুধু সন্দেহ করে।

ধন্যা সে ব্রিটিন—(তাঁর জন্মভূমি)
ধন্যা এ ধরণী লভিয়ে যাঁরে,
আমরাও ধন্য—ভারতসন্তান
স্মরিয়ে ও নাম—পূজিয়ে তাঁরে !

শ্রীচ।

স্বর্গীয় পক্ষী।

এই আশ্চর্য্য ও সুন্দর পক্ষীর ইংরাজী নাম বার্ড অব পারাডাইজ। ইহার ছবি ও বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী গ্রন্থাবলীতে ইহার বিবরণ যেরূপ পাঠ করিয়াছি ও ইহার প্রতিকৃতি যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই প্রকটন করিয়াছি। তাহা সুন্দর হইলেও আসল ও নকলে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং আমরা বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে একবার আলিপুরস্থ পশুশালায় গমন করিয়া আসল পক্ষী দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও দর্শনী এক আনা পয়সা অপব্যয়িত হইবে না। পক্ষীটি উদ্যানস্থ মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাবের ব্যয়ে নির্ম্মিত, মুর্শিদাবাদ হাউস অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ বাটিকার মধ্যস্থলে এক পিঞ্জরে বদ্ধ আছে। ইহার চঞ্চু আকাশের বর্ণের ন্যায় নীলাভ, উপরের চঞ্চুর অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। ইহার চতুর্দ্দিক নীল; শুধু চক্ষু ও কর্ণের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কাল মখমলের ন্যায় পালকে আবৃত। মস্তক, গ্রীবা, বক্ষঃস্থল ও স্কন্ধদেশ শুভ্র: পক্ষ ও উপরের পুচ্ছের সুদীর্ঘ পালকগুলি গৃহবাজ কপোতের মত কটা বর্ণ। মস্তকে চূড়া নাই। উদর ও উদর হইতে অধোদেশের পুচ্ছের মূল দেশ পর্য্যন্ত মস্তকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। নিম্ন পুচ্ছের সুন্দর সুদীর্ঘ পালকগুলি সুবর্ণ বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একটু একটু তিরোহিত হইয়া শুভ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে। পুচ্ছই ইহার অঙ্গের সমস্ত সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতেছে। ইহার পালকগুলি ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া গিয়া দৃষ্টিপ্রীতিকর গৃহ-সুশোভন একজাতীয় গুল্মের সহিত সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিতেছে। চিংড়িমাছের সম্মুখের বড় বড় লম্বা সোঁয়ার মত দুটি সোঁয়া পুচ্ছের পালকের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়াছে। মাছের সোঁয়া ও ইহার সোঁয়ার প্রভেদ এই যে, মাছের সোঁয়া এক প্রকার লাল বর্ণ; কিন্তু ইহার কতকটা কাল। আমরা এই দুটিকে পালক বলিতে প্রস্তুত নহি; যে হেতু ইহাতে পালকের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহার ডাক দুই প্রকার উচ্চ ও অনুচ্চ। উচ্চডাকে গৃহ ফাটাইয়া দেয়। অনুচ্চ ডাক যদিও তত সুমিষ্ট নহে, তথাপি আমরা মন্দ বলিতে পারি না, কারণ কতকটা ভাল লাগে। পায়ের বর্ণ চঞ্চুর বর্ণের ন্যায়। ইহা নিউগিনির সমীপস্থ এক দ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছে। তথাকার লোকে ইহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধরে ও ইহার সুন্দর ও সুরঞ্জিত পালকের ব্যবসা করিয়া থাকে। তাহারা

বলে ইহা শিশির পান করিয়া জীবন ধারণ করে; এই জন্য ইহার এই নাম। আমাদিগের বিশ্বাস হয় না যে, ইহা শুধু শিশির খাইয়া জীবন ধারণ করে; অবশ্য আরও কিছু খাইয়া থাকে। কিন্তু কি খায় তাহা আমরা অবগত নহি, তবে উদ্যানে পেঁপে, ফড়িং, দুগ্ধ ও রুটি খাইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। ডুম্‌রাওনের মহারাজা ৮০০ শত টাকায় ক্রয় করিয়া উহা উদ্যানে দান করিয়াছেন। মূল্যেই বুঝা যাইতেছে, পক্ষী কত মূল্যবান্।

উদাসীনের চিন্তা।

বাঙ্গালির পরিবার।

আমি অনেক বাঙ্গালি পরিবারে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও সুবন্দোবস্ত, সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাই নাই। শিবনাথ বাবু "মেজবউ" নামক গ্রন্থে মেজ বউয়ের যে ছবি আঁকিয়াছেন, সেই ছবি কমই দেখিতে পাইয়াছি। কবি কল্পনার তুলি দ্বারা আদর্শ ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত জীবনে তাহা বিরল।

শৃঙ্খলা, বন্দোবস্ত কর্ত্তা কিংবা কর্ত্রীর বুদ্ধির পরিচায়ক। যে রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই, বন্দোবস্ত নাই, সেই রাজ্যে অজ্ঞানতা, মূর্খতা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। বিশ্ব সংসার পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে তথায় কেমন সুবন্দোবস্ত!!! কেমন শৃঙ্খলা!!! জ্যোতির্ব্বিদের চক্ষু লইয়া অমানিশায় নীল নভস্তল অন্বেষণ কর, স্বর্ণখচিত নীলাকাশ তোমাকে কি বলিবে? বলিবে সেখানে সুকৌশল বর্ত্তমান; শৃঙ্খলার অতুল আদর্শ দেখিয়া তুমি বিশ্বশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবে। জগতে এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্তসন্তান জগৎকর্ত্তার অসীম জ্ঞান জাজ্বল্যমান দেখিতে পান। বিশ্বসংসার ছাড়িয়া দাও। মানব সংসারে প্রবেশ কর, তথায় কি দেখিবে? তথায় বুদ্ধিমতী রমণী ও বুদ্ধিমান পুরুষ মাত্রেই জীবনে কিংবা পরিবারে শৃঙ্খলা দেখাইতে পারিতেছেন না! একথা সত্য যে কেহ বুদ্ধি না থাকিলে বন্দোবস্ত করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে যেখানে বুদ্ধি, সেখানে সেখানেই বন্দোবস্ত, একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। যখন বুদ্ধিমত্তার সহিত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভেদ্য সখ্যতা স্থাপিত হয়, তখনই শৃঙ্খলা সম্ভবপর। বুদ্ধিমান পুরুষ কিংবা বুদ্ধিমতী রমণী সৌন্দর্য্যপ্রিয় না হইলে কখনও জীবন কি পরিবারকে নিয়মিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন না। আমরা মৌলিক

তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া এখন তদ্দ্বারা বাঙ্গালি জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি। বাঙ্গালি জাতির মধ্যে বুদ্ধিমান পুরুষ অথবা বুদ্ধিমতী রমণীর সংখ্যা কম নয়। তবুও তাহাদিগের অধিকাংশের জীবন কিংবা পরিবার এরূপ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল দেখিতে পাই কেন? ইহার মূলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইব সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাবই ইহার এক মাত্র কারণ। বাঙ্গালী বাবু কিংবা বাঙ্গালি রমণী যদি সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিতেন, যদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অপরিসীম সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বসন্তকালীন নব পরিচ্ছদ, কলবাহিনী কল্লোলিনীর শ্রুতিমধুর সুস্বর, ভগদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাদিগের আত্মত্যাগ এবং চরিত্রের পবিত্রতা তাঁহাদিগের মন মুগ্ধ করিতে পারিত, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাদিগের জীবন ও পরিবারকে কখনই সৌন্দর্য্যবিহীন, বিশৃঙ্খল বন ভূভাগে পরিণত হইতে দিতেন না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যে বঙ্গবালাগণ বেশভূষার জন্য এতদূর ব্যগ্র, যাঁহারা অর্থের অভাব থাকিলেও প্রাণ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহকে সুসজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত নন, সেই বঙ্গবালার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা নাই এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের ভূয়োদর্শিতার বড়ই অভাব। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা এক কথা, লোকপ্রশংসাপ্রিয়তা আর এক কথা। বঙ্গবালা বেশ ভূষা করে, কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ইহার কারণ নহে; প্রশংসাপ্রিয়তা ইহার একমাত্র কারণ। আজ যদি দেশের লোক একমুখে বাঙ্গালি বধূর বেশভূষার নিন্দা আরম্ভ করেন, গৃহে স্বামীর নিন্দা, পিতৃগৃহে পিতা অথবা ভাইয়ের নিন্দা, বাহিরে প্রতিবেশীদের নিন্দা, চতুর্দ্দিকে বেশ ভূষার নিন্দাধ্বনিতে গগণ পরিব্যাপ্ত হইল, তাহাহইলে কি দেখিতে পাইব? রমণীগণ একবাক্যে সকল বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিতেছেন। গলার হার নামিল, কাণের ফুল খসিয়া পড়িল, হাতের বালা আসন ছাড়িল। পায়ের মল বিদায় লইল। বহুমূল্যের বালার আর আদর নাই। সকলে নিরলঙ্কৃত দেহে লজ্জানিবারক অতি অল্প মূল্যের বসনে সজ্জিত হইতেছেন। আমাদের জীবনেই রমণীর কত আদরের ভূষণ চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নথ, চন্দ্রহার, চুটকী প্রভৃতি অলঙ্কারের আর ভদ্র পরিবারে বড় একটা আদর নাই। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না, যে রমণীগণ লোকপ্রশংসা লাভের জন্যই বেশ ভূষা করিয়া থাকেন। একজন লেখক বলিয়াছেন "রমণীগণ যদি বনফুলে আপনাদিগের দেহ সুসজ্জিত করিতেন, তাহাহইলে বহুমূল্য হীরক পান্না চুনি মুক্তাখচিত ভূষণ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে সুন্দর দেখাইত। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বেশ ভূষার আদি কারণ হইলে রমণীগণ বহুমূল্য ভূষণের জন্য লালা-

য়িতা হইতেন না। তবে ঐশ্বর্য্যের আধিক্য দেখাইয়া লোকপ্রশংসা ক্রয় করা চাই, তাই বন ফুল প্রকৃতিকেই সাজাইতেছে, আর হীরা চুণিমণি মুক্তা রমণী দেহ সুসজ্জিত করিতেছে।” আমরাও এই লেখকের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

আমরা বাঙ্গালির ঘরে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাব দেখিতেছি। প্রকৃতরূপে সৌন্দর্য্যপ্রিয় হইলে কোন দিকেই বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এখন কিরূপে এই অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই বিষয় একটু বিবেচনা করা যাউক। জগতে যাহা সুন্দর, তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করা উচিত। কোন পদার্থ নয়ন, শ্রবণ কিম্বা অপরাপর ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিল বলিয়া তাহা সুন্দর নহে। পদার্থের অংশ সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কিনা, তদ্দ্বারা নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিলে সেই জিনিস প্রকৃত সুন্দর নহে। নির্ম্মাতাকে ছাড়িয়া আমরা কোন জিনিসের সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্য বিচার করিতে পারি না। ঘড়ীটা সুন্দর কেন? না ইহা সময় দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ নির্ম্মাতা যে উদ্দেশ্যে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কাহারও বাড়ীতে একটী ঘড়ী আছে, কিন্তু উহা নির্ব্বাক্—সময় সম্বন্ধে কিছুই বলে না। কেহ কি উহাকে সুন্দর বলিবেন? সুতরাং কোন জিনিসকে সুন্দর বলিতে হইলে উহা নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী ইহা জানিতে হইবে। এইরূপ সুন্দর বস্তুকে প্রশংসা করিতে করিতে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আসিবে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আসিলে জীবন ও কার্য্য, পরিবার ও গৃহ সকলই নিয়মিত হইবে; বিশৃঙ্খলতা যাইয়া সুশৃঙ্খলতার উদয় হইবে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা না জন্মাইয়া দিয়া কেবল বাহিরের শাসনে ও নিয়ম বন্ধনে একটা শৃঙ্খলা আনা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবনশূন্য হইবে—চিরস্থায়ী হইবে না। এরূপ কার্য্য নিতান্ত ভারবহ বোধ হইবে। যে কার্য্যের সহিত সুখ নাই-তৃপ্তি নাই, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য আমরা মনে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জন্মাইয়া দিবার পক্ষপাতী। জনক জননী যদি শৈশবকাল হইতে বালক বালিকাদিগের মনে উল্লিখিত উপায়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহাহইলে তাহাদিগকে পরে আর ভাবিতে হইবে না। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে, যে জনক জননী আপনারাই সৌন্দর্য্যপ্রিয় নন, তাঁহারা অধীনস্থ বালক বালিকাদিগের প্রাণে সে ভাব জন্মাইতে পারিবেন না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের নিজেরই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা শিক্ষার প্রয়োজন।

সংসারে নারীর ক্ষমতা।

স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কি গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহা উত্তমরূপে না বুঝিলে সংসারে তাহাদের কার্য্যকারিতা স্থির করা অসাধ্য। রমণীদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, তাহা না জানিলে কিরূপ শিক্ষার দ্বারা তাহারা ঐ কাজের জন্য অধিকতর পারদর্শিনী হইবে, আমরা তাহা ঠিক্ বিবেচনা করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ন্যায় আর কোন সময়ে স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিকার ও নারীজাতির কর্ত্তব্য বিষয়ে এরূপ মতভেদ ও ভ্রম কুসংস্কার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পুরুষস্বভাবের সঙ্গে নারীস্বভাবের সম্বন্ধ ও উভয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি শক্তি ও গুণ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত ছুটী লোককে একমত দেখা যায় নাই। আমরা সচরাচর স্ত্রীজাতির ক্ষমতা ও পুরুষের ক্ষমতা, নারীদের স্বত্ব ও পুরুষের অধিকার—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র,—এইরূপই শুনিয়া থাকি। কিন্তু সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোক ও পুরুষ একেবারে পরস্পর হইতে পৃথক্ ও উভয়েই সংসারের এক স্বত্বভোগে অপারগ—এরূপ কখনও বোধ হয় না। একদিকে আমরা শুনিতে পাই যে স্ত্রী স্বামীর কেবল ছায়া মাত্র, তার নিজের শারীরিক ও মানসিক এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা সে কোন উচ্চ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় নীরবে স্বামীর বাধ্য ও একান্ত অনুগত থাকাই তার ধর্ম্ম। অন্য দিকে অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতাবশতই পুরুষেরা দয়াপূর্ব্বক তাদের পালন করিয়া থাকেন, আর পুরুষজাতির ঐ করুণা ও ধৈর্য্যই নারীজাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের ঐ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, আসিয়া, ইউরোপ, হিন্দু খৃষ্টান সকল সভ্য দেশ ও সভ্যজাতিদের মধ্যে নারীর নাম—পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। তবে কেবল ছায়াস্বরূপ বা সামান্য একজন জ্ঞানবুদ্ধিশূন্য জীবের সাহায্যে পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম কি কখনও সম্পূর্ণ ও সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে?

এখন সাধারণ লোকের ঐ সকল ধারণা ছাড়িয়া নারীচরিত্র আলোচনা পূর্ব্বক দেখা যাউক, উহা দ্বারা আমরা কোন পরিষ্কার ও সমতান ধারণায়, (কেন না কোন ভাব সত্য হইলে তাহা অবশ্য সমতান হওয়া উচিত) আসিতে পারি কি না। প্রথম, পুরুষজাতির তুলনায় নারীজাতির প্রভাব ও কর্ত্তব্য, তাদের মানসিক অবস্থা ও গুণসমূহ কি প্রকার ও পুরুষের সঙ্গে তাদের

সকল কাজে ও সাধনায় প্রকৃত সম্বন্ধ কিরূপ ইহা অনুধাবন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, নারীশক্তিই উভয় জাতির ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাবের সহায়তা করিয়া পরস্পরকে অধিকতর কার্য্যক্ষম করিয়াছে। কিন্তু সচারাচর লোকের মনে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এতদূর প্রবল যে দৈনন্দিন ঘটনা ও কার্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁদের অন্ধতা দূর করা এক প্রকার অসাধ্য। তবে অতীতকালের বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ ও কথা পড়িয়া যদি কাহারও চোক খুলে, এই আশায় আমি বহুকালের পুরাতন লেখকদের প্রমাণ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

প্রাচীন কালের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকেরই যত মহৎ, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতের মিল হয় কি না, আর ঐ সব বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোকে কি প্রকার গুণধর্ম্ম নারীজাতির যোগ্য ভাবিতেন, ও পুরুষের কাজে সহায়তা করিবার জন্য তাহাদিগকে কতদূর ক্ষমতাশালিনী ও মানসিক গুণের অধিকারিণী বলিয়া জানিতেন— আমি তাঁদের সেই সাক্ষ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম।

রামায়ণ আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। সেই প্রাচীন গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকি কি প্রকার রঙে সীতাকে আঁকিয়াছেন, দেখুন। কবি নায়ক রামচন্দ্রের অপেক্ষা নায়িকা সীতাকে কি অধিকতর বুদ্ধিমতী, সহিষ্ণু ও মহৎ করিয়া আঁকেন নাই? সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কেবল দুটী দুষ্টা স্ত্রী চরিত্র দেখা যায়—সে মন্থরা ও সূর্পনখা। আর কৌশল্যা, সুমিত্রা, তারা, মন্দোদরী, সরমা, প্রমীলা সবই উন্নত নারীচরিত্র। তাঁহারা সাহসবতী, সদাচারা, দয়াশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। সকলেই নির্ভয়ে বিপদ আলিঙ্গন করেন, সঙ্কট কালে স্বামীকে সদুপদেশ দেন ও ধৈর্য্য সহকারে যন্ত্রণা সহ্য করেন। এত উত্তমের মধ্যে বাল্মীকি ঐ দুতিনটী অধম স্ত্রীচরিত্র সৃজিয়া স্বাভাবিক নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এ সংসারে শত শত মহৎ নারীর মধ্যে দুচারিজন পাপীয়সী আমাদের চোকেও পড়ে।

কালিদাসও পুরুষের অপেক্ষা নারীর মহত্বের অধিকতর প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। তাঁর শকুন্তলার তুলনায় দুষ্মন্ত কি তুচ্ছ, স্বার্থপর নর! অত হতাশা ও যন্ত্রণার মধ্যেও শকুন্তলা যদি ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সব সহিয়া ভরতকে লালন পালন না করিতেন, তাহলে ভুলোমনা রাজা পুত্রমুখ দেখিতেন কোথা হইতে? মহাভারতেও আমরা স্ত্রীলোকের সাহস, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাই। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের আধার হইলেও দ্রৌপদী বেশী বুদ্ধিমতী; সুভদ্রা সাহসে ও তেজে বীরস্বামী অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সমকক্ষ; পাণ্ডুর অপেক্ষা মাদ্রীর বিবেকশক্তি প্রখর। গান্ধারীও স্বামীর সুযোগ্য

ভার্য্যা। নলের চেয়ে দময়ন্তী অধিকতর বিচক্ষণা ও পরিণামদর্শিনা।

এইরূপে বিষ্ণুশর্ম্মা থেকে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত যত গ্রন্থকার আছেন, সকলেই নারীজাতিকে অতি উন্নত চরিত্রে ভূষিত করিয়াছেন, আর পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোককেও ধর্ম্ম জ্ঞান, দয়া, বিনয় ও শৌর্য্য সাহসের অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এখন দেখুন পশ্চিমদিকের মহাকবি সেক্সপিয়র কিরূপ নারীচরিত্রের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথমে ইহা মনে রাখা উচিত যে, সেক্সপিয়রের বহুসংখ্যক নাটকের মধ্যে প্রায় একটীও নায়ক নাই—সবই নায়িকা। দুএকটা সামান্য নায়ক চরিত্র বাদ দিলে তাঁর পঞ্চাশ ষাট খানা পুস্তকের মধ্যে কেবল ওথেলোকে প্রকৃত নায়কের যোগ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সরলতা বা নির্বুদ্ধিতা সব মাটি করিয়াছে। আসল কাজের সময় তাঁর কথাবার্ত্তা চালচলন বড় কর্কশ ও অমার্জ্জিত বোধ হয়। ওরলেণ্ডোও মহচ্চরিত্র বটে, কিন্তু সংসারের ঘটনাচক্রে একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে, রোজালিণ্ড তার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া অবশেষে তাকে কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করে। অন্য দিকে এমন একখানিও নাটক নাই, যাহাতে একনিষ্ঠ ও স্থিরচিত্ত আদর্শ রমণী দেখা যায় না। পোর্সিয়া, কর্ণেলিয়া, দেসদিমনা, ইসাবেলা, হারমিয়ন, ইমোজেন, রাণী ক্যাথারিণ, পার্দিতা, সিলভিয়া, ভাইওলা, হেলেনা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া—এ সকলেই দোষস্পর্শশূন্যা। সর্ব্বোচ্চ মনুষ্যত্বের উদাহরণ স্বরূপ কবি এই সকল অমূল্য নারীরত্ন কল্পনা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। বিধবার ধন,—পিতার অভাবে কৃপাময় ভগবানই পিতৃহীনের পিতা হন ও বিধবা জননী দ্বারা পিতার কর্ত্তব্য সাধন করাইয়া লন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা জর্জ ওয়াশিংটন্ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। জেফারসন্, জেক্সন্ ও মেডিসন্ শৈশবকালেই পিতৃস্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছিলেন। হেরিসন্ ও গারফিল্ড যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টদ্বয় আশৈশব পিতৃহীন। জন টাইলার, এনড্রু জনসন্, প্রেসিডেণ্ট হইশ ক্লিভলেণ্ড এবং এব্রাহাম লিন্কন সকলেই বিধবা জননী কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

২। সদ্‌গ্রন্থের দুর্দ্দশা—খৃষ্টের জন্মের ২৮৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিসর দেশীয় আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরস্থ টলেমি সোটার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বহু সংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল, সংখ্যায় প্রায় সাতলক্ষ হইবে। জুলিয়াস্ সিজারের আক্রমণ কালে কতকগুলি নষ্ট হয়, অবশিষ্ট সমুদায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে খালিফ ওমারের আদেশমতে ভস্মীভূত হয়। * সেণ্টগল্ পোগীযোর ধূলি কর্দ্দমের মধ্যে কুইণ্টলিয়ানের গ্রন্থ পাওয়া যায়। ওয়েষ্টফেলিয়ার একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা টেসিটাসের একমাত্র হস্তলিখিত গ্রন্থ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রোমক কবি প্রপার্টিয়াসের একমাত্র গ্রন্থ একটী মদের কুঠারির মধ্যে মদের পিঁপের নীচে পাওয়া যায়। হোমারের ইলিয়াড্ গ্রন্থের প্রভূত অংশ একটী মমী বা সংরক্ষিত শবের হস্তে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রীক্ উপন্যাসিক হেলিয়োডোরসের এথিওকিস নামক গ্রন্থ হঙ্গেরীদেশে এক নগরে একব্যক্তি পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেন। একজন সামান্য সৈনিক তাহা খুঁজিয়া পান। এই গ্রন্থ কবি ব্রাউনিঙের বড় প্রিয় ছিল।

আধুনিক কালে সার রবার্ট কোলটন্ একজন দর্জীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডের মেগনা কার্টার মূলপত্র উদ্ধার করেন। সে ব্যক্তি উহা কাটিয়া কাপড়ের মাপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করাইতেছিলেন। মুজুরেরা মাটি কাটিতে কাটিতে এক গভীর গর্ত্তের মধ্যে, কার্পাস বস্ত্রে বান্ধা, মোমদ্বারা বেষ্টিত ত্রয়োদশ জর্জ নামক পোপের কাল হইতে লুক্কায়িত লুথারের "টেবল টক" নামক মনোরম পুস্তকখানি পাইয়াছিল।

* লণ্ডন Spectator হইতে গৃহীত।

বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার মর্ম্ম।

এ প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এই প্রথম দর্শন করিয়া এবং অদ্যকার কার্য্যে যোগদানে সমর্থ হইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশের অর্দ্ধাংশ পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য অনেক করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার তুলনায় অন্য অর্দ্ধাংশের জন্য অল্পই হইয়াছে। ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় বঙ্গদেশে হাজার করা একটী মাত্র স্ত্রীলোক শিক্ষাধীন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তুলনায় এ অনুপাত অসন্তোষকর। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার পথে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা সকলেই জানেন। অধিকাংশ বিঘ্ন দেশের সামাজিক প্রথার

সহিত জড়িত। ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং অচিরে ও অনায়াসে যে অতিক্রম করা যাইবে, তাহার আশাও অল্প। সান্ত্বনার বিষয় এই, অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোকের ভাগ্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কেবল ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রেটব্রিটেনেরও এই অবস্থা ছিল। এখন তথাকার প্রত্যেক গ্রামে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও শিক্ষা একপ্রকার অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মাধীন হইয়াছে। বড় বড় সহরে উৎকৃষ্ট স্ত্রীশিক্ষালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত স্ত্রী-কলেজ সকল অঙ্গীভূত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী সকল ছাত্রদিগের ন্যায় ছাত্রীরাও যে কেবল লাভ করিতেছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে রমণীরা পুরুষ-দিগকে বহুদূরে ফেলিয়া উচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই অত্যাবশ্যক সংস্কা-রের আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক দেশ-বাসীদিগের উপরে কোন ভার চাপাইতে পারেন না। যাহাহউক আশা করা যায় সুসময়ে দেশবাসিগণ আপনা আপনি এই সংস্কার সাধনে যত্নপরায়ণ হইবেন। আমাদিগের একটী প্রধান অভাব এই বিদ্যালয় দ্বারা পূর্ণ হইবার আশা হইতেছে—সে অভাব সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী। ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিসন এই অভাবের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বেথুন স্কুল ইহা মোচন করিতে পারিলে দেশের পরম হিত সাধন করিবেন। বলা বাহুল্য এই বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ২য় শিক্ষয়িত্রী উভয়েই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে দেশীয় রমণীদিগের মধ্যে কুমারী বসুকেই সর্ব্বপ্রথম একটী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

বুদ্ধি ও শিক্ষালাভের যোগ্যতা অংশে ভারতনারীগণকে কেহই হীন বিবেচনা করিতে পারেন না। শিক্ষাকমিসন এই বলিয়া তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "ভারতের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষালাভের উপায় অতি অল্প হইলেও তাহাদিগের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য অধিক এবং তাহাতে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা করা যায়।" যাঁহারা এ প্রশ্ন অপক্ষপাতে আলোচনা করিয়া-ছেন, তাঁহারাই এই মতের পোষকতা করেন সন্দেহ নাই। চিকিৎসা বিদ্যা একটী ব্যবসায়িক বিদ্যা, ইহাতে ইতি-মধ্যেই স্ত্রীছাত্রীরা উচ্চ স্থান পাইয়াছেন। সে দিন কুমারী সাইক্‌স্ কলিকাতার মেডিকাল কলেজের সমুদায় ছাত্রকে পরাভব করিয়া অস্ত্র চিকিৎসায় সুবর্ণ মেডেল পাইয়াছেন, বঙ্গদেশে এইরূপ সিদ্ধিলাভের এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। লাহোরে ওকনর নাম্নী এক যুবতী ভৈষজ্য ও অস্ত্র চিকিৎসা ডিগ্রীর প্রতিযোগিতা

পরীক্ষায় সকল ছাত্রকে হারাইয়া দিয়াছেন। এই কলেজের শিক্ষিত ৭টী রমণী ডাক্তারী করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার স্বরূপ বিশেষ আনন্দের সহিত বলিতেছি যে এই বিদ্যালয় ১৮৮৮ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ মাত্র হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন সভায় এই বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী ডিগ্রী লইবার জন্য উপস্থিত হন, তদুপলক্ষে সভাগৃহে মহানন্দ ধ্বনি শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই, পুরুষদিগের নিকট স্ত্রীশিক্ষা যে অপ্রীতিকর নয় ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহাও সন্তোষের বিষয় যে, গত বি এ পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় হইতে যে ৩টী ছাত্রী উপস্থিত হন, তাঁহারা ৩ জনেই ইংরাজীতে (অনর) গৌরবসূচক উপাধির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এফ এ পরীক্ষার্থিনী ৩টী ছাত্রীই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের এইরূপ পারদর্শিতা নিবন্ধন কলেজ বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া সন্তোষলাভ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সভায় বাইশ চান্সেলর জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় এই মহাসত্য বলিয়াছেন যে, "যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা নহেন, তাহাকে শিক্ষিত সমাজ বলা যায় না— শিক্ষার অর্থ কেবল লিখিতে পড়িতে জানা নহে, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থে যাহা বুঝায় তাহা।" তিনি সুবিখ্যাত ব্যবস্থাপক মনুর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে তত্র সর্ব্বাফলাক্রিয়া।" এই দুই জ্ঞানপূর্ণ উদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সমুদায় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বীরাঙ্গনা।

রমণীর বীরত্বের কথা বলিব। কিন্তু রমণীর পক্ষে বীরত্ব কি সম্ভব? স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের আবার বীরত্ব কি? দুর্ব্বল যদি বল প্রকাশ করিতে পারে, ভীরু যদি সাহসিকতা দেখাইতে পারে, তাহাহইলে জগতে অসম্ভব কি? ভীরু ও দুর্ব্বলের পক্ষে বীরত্ব সম্ভবপর নহে সত্য, কিন্তু যথার্থ বীরত্ব কাহাকে বল? শোণিতপ্লাবিত সমর ক্ষেত্রে নরহত্যা করা, শত্রুর দেশ লুণ্ঠন করা, অগ্নির দ্বারা শত্রু পক্ষীয়ের সর্ব্বস্ব বিধ্বংস করা—ইহাকেই যদি বীরত্ব বল, তাহা হইলে অবশ্য স্ত্রীজাতির মধ্যে বীরত্ব অতি বিরল। ভরসা করি এরূপ বীরত্ব যেন চিরকালই স্ত্রীজাতির মধ্যে বিরল থাকে। কিন্তু ইহাই যদি বীরত্ব হয়, তাহাহইলে দস্যুর প্রশংসা কর না কেন? সেওত কত লোকের

প্রাণবিনাশ করিয়াছে, কত লোকের সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিয়াছে, কত গৃহস্থের গৃহ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। তবে তাহাকে বীর বল না কেন? তাহার নাম ইতিহাসের পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান থাকে না কেন?

বীরত্ব কাহাকে বলে? অসীম সাহসিকতা অবশ্যই ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। বীর কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। মহা বিপদে পড়িয়াও তাঁহার হৃদয় কখন বিচলিত হয় না। যাঁহার শরীর দুর্ব্বল, তিনিও বীর হইতে পারেন; কিন্তু যাহার হৃদয় দুর্ব্বল—যাহার হৃদয়ে সাহসের অভাব—সে ব্যক্তি কখনই বীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তথাপি সাহসিকতা বীরত্বের একমাত্র লক্ষণ নহে—শুধু সাহস থাকিলেই লোকে প্রকৃত বীর হয় না। প্রকৃত বীরত্বের জন্য সাহস ত আবশ্যকই, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু চাই। সেটী কি?

যাহার শুধু সাহস আছে, রণকৌশল আছে, তাঁহার সাহস ও রণকৌশলের জন্য তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিব। কিন্তু তথাপি তাহাকে প্রকৃত বীর বলিব না। যে ব্যক্তি প্রকৃত বীর তাঁহার হৃদয়ে একটী মহৎ লক্ষ্য, মহৎ উদ্দেশ্য, থাকা চাই। যাঁহার হৃদয়ে ঈদৃশ উদ্দেশ্যের অভাব, তিনি অসীম সাহসিকতা-সম্পন্ন হইলেও প্রকৃত বীর নহেন। প্রকৃত বীরমাত্রেরই হৃদয়ে একটী মহৎ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণদান করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। আসন্ন মৃত্যু, ঘোর বিপদ, জন সাধারণের নিন্দা,—এ সমুদয় তিনি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত বীর। এইরূপ কার্য্যকেই প্রকৃত বীরত্ব বলে। ইহাই যদি প্রকৃত বীরত্ব হয়, তাহা হইলে স্ত্রী জাতির মধ্যে ইহার কিছু মাত্র অভাব নাই। ভরসা করি এই প্রবন্ধ মধ্যে আমরা অনেক বীরাঙ্গনার আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে পারিব।

উল্লিখিত হইয়াছে যে যাহার হৃদয়ে মহৎ উদ্দেশ্যের অভাব, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত বীর নহে। প্রকৃত বীর হইতে গেলে এমন একটী মহৎ উদ্দেশ্য আবশ্যক, যাহার জন্য নরনারী অম্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন—আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন। এই উদ্দেশ্য এক প্রকার নহে। কেহ বা সত্যের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, কেহ স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, কেহ বা পরের দুঃখ, পরের যন্ত্রণা মোচন করিবার জন্য সহস্র বিঘ্ন—সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও জীবনের ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন, নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এবং অবশেষে হয় জয়লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঈদৃশ বীরগণের

নাম ইতিহাসে, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস সাধারণতঃ যুদ্ধবীরদিগের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, তাঁহাদের নাম ইতিহাসে বড়ই বিরল। সুতরাং যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে বীর বলিয়া পরিচিত। আর যাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; যাঁহারা সত্যের জয় ঘোষণা করিবার জন্য লোকনিন্দায় ভীত হন নাই, সমাজের ভ্রূকুটী দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই, প্রজ্বলিত হুতাসনে প্রবেশ করিয়াছেন. তথাপি সত্যের পথ পরিত্যাগ করেন নাই—তাঁহাদের নাম কয়জনে জানে? যাঁহারা সমর ক্ষেত্রে সংখ্যাতীত লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না, কিন্তু যাঁহারা পরের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম কয়জনে জানে? অবশ্য যুদ্ধবীরগণের যে সাহসিকতা তাহা যে অসামান্য কে অস্বীকার করিবে? বজ্রনাদ কামানের গোলা এবং শাণিত খড়্গের আঘাত যাঁহারা অম্লানবদনে বক্ষে পাতিয়া লইতে পারেন, তাঁহাদের নির্ভীকতার কে না প্রশংসা করিবে? কিন্তু তথাপি বিবেচনা করা উচিত যে যুদ্ধকালে সৈনিক পুরুষ রণরঙ্গে উন্মত্ত, সেই উন্মত্ততা বশতঃ সে জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজের প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করে, এবং কেবল শত্রুর সম্মুখে ধাবমান হইতে চাহে। কিন্তু আমরা এস্থলে যে শ্রেণীর বীরগণের কথা বলিতেছি—যথা, দয়াবীর, সত্যবীর, ইত্যাদি—তাঁহাদের পক্ষে এরূপ উন্মত্ততা সম্ভব নহে। তাঁহারা অপরের প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য, সত্যের পথে অবিচলিত থাকিবার জন্য, স্থিরভাবে, প্রশস্ত হৃদয়ে ভীষণদৃশ্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন, উত্তালতরঙ্গাকুল সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছেন, আমাদের সামান্য বিবেচনায় ঈদৃশ সাহসই সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা; এবং রমণীগণের মধ্যে ঈদৃশ সাহসিকতার অভাব নাই বলিয়াই, আমরা বীরাঙ্গনার চরিতবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংসারে যে বীরত্বের বড় প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ যুদ্ধবীরের বীরত্ব তাহাও স্ত্রীজাতির মধ্যে একেবারে অপ্রাপ্য নহে। বিশেষতঃ মাতৃভূমি ভারতবর্ষে এরূপ অনেকবীরাঙ্গনা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস ইহার প্রমাণ, এবং চিরস্মরণীয় লক্ষ্মীবাই ইহার শেষ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরূপ বীরত্ব বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ এরূপ বীরত্ব রমণীহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ নহে। দয়ার জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যে বীরত্ব তাহাই নারীচরীতের উজ্জ্বলতম রত্ন, এবং বীরাঙ্গনা আখ্যায়িকায় শুধু তাদৃশ রত্নহার গ্রথিত করিয়া আমরা পাঠিকাবর্গকে সাদরে উপহার দিব।

নরমাংস ভোজন প্রথা।

আজও নরমাংস ভোজন প্রথা পৃথিবী হইতে এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কঙ্গো নামক নদী তীরে উবঙ্গি নামক এক কাফ্রি জাতি বাস করিয়া থাকে। ইহারা নরমাংসভোজী। ইহাদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। প্রভু ইচ্ছা করিলে দাসকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিতে পারেন। প্রত্যহ নরমাংস ভোজনের রীতি প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু কোন উৎসব উপস্থিত হইলেই নরমাংস ভোজন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। অতি সামান্য আনন্দকর ঘটনাতেই এই জাতীয় লোকগণ উৎসব করিয়া থাকে, সুতরাং নরমাংস ভোজন প্রায়ই হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় মিসনারী ইহাদিগকে নরমাংস ভোজন হইতে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহারা বলিয়া থাকে যে নরমাংস যেরূপ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর অন্য কোন মাংস সেরূপ নহে। যে সকল দাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাদিগের মাংস উৎকৃষ্টতম বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। লাহোরের আগরওয়ালা সম্প্রদায় এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ১২ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহ দিবেন না। এদেশের লোকে যদি বৃথা মুখভারতী ও কদাচার রক্ষার প্রয়াস না করিয়া সমাজ মধ্যে সদাচার ও সুনিয়ম স্থাপনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হন, সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

২। লণ্ডন সহরে যত ছাত্রীনিবাস আছে, তাহার বালিকারা রন্ধন ও স্বহস্ত প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যের এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। এদেশের বালিকা বিদ্যালয় সকল কেবল পড়াইয়া স্ত্রীশিক্ষার শেষ হইল, যেন মনে না করেন। রন্ধনাদি বিদ্যায় প্রত্যেক ছাত্রীর বিশেষ পারদর্শিতা আবশ্যক।

৩। মাঘ মাসের অমাবস্যায় শ্রাবাণা নক্ষত্রের উদয়ে মহাযোগ এবং গঙ্গা পৃথিবী হইতে শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হইবেন, এই বিশ্বাসে কলিকাতা এবং গঙ্গাতীরস্থ স্থান সকলে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আজিও হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা আছে, তাই বহুদূর দূরান্তর হইতে অনেক রমণী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যোগের স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। রেলওয়ে ও ওলাউঠার অত্যাচারে "অর্দ্ধোদয়ে" কিন্তু অর্দ্ধক্ষয় হইয়াছে!!

৪। গত ২রা মার্চ্চ লেডী লান্স ডাউন কলিকাতা লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল বাটীর প্রতিষ্ঠা ও লেডী ডফারিণের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বহু মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান ছোট লাট লেডী ডফারিণ ফণ্ডের জন্য প্রতিশ্রুত ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন। বেহিয়ার ওয়াল্টার টমসন ১০০০০ রাজা জানকীবল্লভ সেন ৪০০০ এবং তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায় ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

৫। গত ২রা মার্চ্চ রাজপ্রতিনিধি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে সমারোহ পূর্ব্বক খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোম্বাই গমনের পথ অনেক সুলভ হইবে—৪ দিনের স্থলে ৩ দিনে যাওয়া যাইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অমর কীর্ত্তি বা ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত—পটলডাঙ্গা সাম্যযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা। মোলোকাইয়ের কুষ্ঠরোগীদিগের সেবার জন্য যে মহাত্মা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, দেওঘরের বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু নামক বন্ধুদ্বয় বিস্তৃত আকারে তাঁহার জীবনচরিত প্রচার করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠিকাদিগের এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। নূতন পঞ্জিকা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসন্ন সেন মহাশয় আপনার ঔষধালয়ের বিবরণ, সহ ১২৯৮ সালের পঞ্জিকা সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। কলিকাতা ৩৫।নং অপার চিৎপুর রোডে পাওয়া যায়।

বামারচনা।

প্রকৃতি-মাধুরী।

মধুর জোছনা রেতে মৃদুল বাতাসে,
ধীরে ধীরে বসিলাম এক তরু-পাশে।
কোটী কোটী তারা সাথ
হাসিছে কুমুদনাথ,
হাসিছে সমস্ত ধরা কি যেন উল্লাসে!
আন মনে নেহারিনু মনের আবেশে!১

প্রকৃতির মধুরিমা হেরিবার তরে,
নাচিয়া উঠিল প্রাণ প্রতি স্তরে স্তরে!
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম-সুরভি গায়,
চকোর চাহিয়া আছে সুধাকর পানে,
আমিও তেমনি আছি প্রকৃতির ধ্যানে।২

সুগভীর নিশীথিনী মনোহর বেশে
হাসা'তে লাগিল বিশ্ব প্রেমের প্রকাশে।
পাপিয়া ধরিল গান
আমার(ও) তৃষিত প্রাণ
প্রেমময়ী—আলোময়ী—স্নিগ্ধা রজনীতে,
গভীর গম্ভীর ভাবে লাগিল ভাসিতে।৩

কি জানি কেমন ভাবে অবশ হইল প্রাণ,
কে যেন সুধার ধারে ঢালিল একটী গান,
মধুর পঞ্চমে তুলি
হৃদয় কপাট খুলি
সুদূরে লম্বিত তানে প্রাণ মোহনিয়া
গাইল মধুর গান আকাশ ভেদিয়া! ৪

মধুর পবিত্র প্রেমে হাসিলা প্রকৃতি-বালা,
স্নিগ্ধা নিশা সুহাসিতে করিলা জগত আলা,
আমার(ও) হৃদয়তলে
প্রেমের লহরী খেলে
শত প্রেম-উর্ম্মি হৃদে জাগিতে লাগিল,
সুমধুর প্রেমে প্রাণ অবশ হইল! ৫

প্রেমময়! স্নেহময়! দেবতা আমার,
প্রেমক্রোড়ে তুলি নাথ লও একবার!
অবোধ বালিকা-তব
নাহি বোঝে এইসব
অকূল প্রেমের স্রোতে কূল নাহি পায়,
ধরগো লওগো পিতঃ কোলেতে আমায়।

কুমারী কুসুম কুমারী দাস।

সাধ।

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে,
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দুদিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তি গুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা বাতি চির আদরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুণ দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ প্রণয়ের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া মায়া মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,
পরের চখের জল উপেখা পরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৫

মানব দানব বুঝি বিশ্ব জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
দুর্ব্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙ্গে বুক দীন কাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৬

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হৃদয়ের পবিত্রতা,
বিশ্বময় বিশালতা,
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
মাবন-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৭

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের?
জরা, মৃত্যু, স্বার্থভরা,
শোক তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের,
মাবন-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৮

এবার তো কর্ম্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ফিরে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের! ৯

ফুল হয়ে ফুটে থাক সুখ সোহাগের—
আমিও অনিল হ'ব,
তোমারি সুরভি ব'ব,
জুড়াব পরাণ মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের! ১০

প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৫ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৭—এপ্রেল ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শৈলবিহার—রাজপ্রতিনিধি ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা হইতে শৈল-বিহার যাত্রা করিয়াছেন, লেডী লান্সডাউন ইতিপূর্ব্বে সিমলা গিয়াছেন। ছোট লাটও শীঘ্র দার্জিলিঙে প্রস্থান করিবেন।

সুদীর্ঘজীবী—আমেরিকার সান সালভেডর নগরে ১৮০ বর্ষের এক বৃদ্ধ বাস করিতেছেন। ইনি পুষ্টিকর খাদ্য অনুষ্ণ অবস্থায় খান, অধিক পরিমাণে জলপান করেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই দিন করিয়া উপবাস করেন।

বরাহনগর মহিলাশ্রম—গত ২৯এ ফাল্গুন ছোটলাট সস্ত্রীক বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ স্ত্রী গ্রাজুয়েট—মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় দুইটী ফিরিঙ্গি রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রন্ধন পরীক্ষা—পুনা নগরে পারসীক বালিকাদিগের জন্য ৬ জন পরীক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ১০৮টী বালিকা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন।

সেন্সস—নূতন লোক সংখ্যা গণনায় কলিকাতার পুরুষ ৪,১৬,১২৩ এবং স্ত্রীলোক ২,৩৪,১২৩ মোট ৬,৫০,২৪৬ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা ৩৫০০০ মাত্র।

রুসীয়েশ্বরের সহোদর—গ্রাণ্ড-ডিউক জর্জ আলেক্সিস ও সর্জিয়স কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রাজ প্রতি-

নিধির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পশুশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা—লাহোর শিল্পবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক রামসিংহ মহারাণীর অস্‌বোরন্‌ প্রাসাদে এদেশীয় ধরণের একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে আহূত হইয়া গিয়াছেন, মহারাণী তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দিভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

নূতন আইন—১৯এ মার্চ্চ নূতন আইন পাস হইয়াছে, এখন ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা রাজবিধি দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। হিন্দুসমাজ বালিকার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন্‌।

অন্ধপ্রদর্শনী— আমেরিকায় ৪০০০ অন্ধের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাকার্য্যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বেলুনারোহণ—বাঙ্গালী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে ৪০০০ ফুটের উর্দ্ধে বেলুনে উঠিয়া লম্ফ দিয়া পড়িয়া তত্রত্য লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে ভণ্‌টেসেন্‌ নাম্নী এক বিবী ৬০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া ৪ মিনিটের মধ্যে পারাসুটে নামিয়াছেন।

এলাহাবাদ জেনানা হাঁসপাতাল—৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার জয়—বেথুন কলেজ হইতে চারিটী ছাত্রী ফার্ষ্ট আর্টস্‌ এবং একটী বিএ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর স্ত্রীলোকদিগের শতকরা ১০০ পাস বড়ই গৌরবজনক।

পরিণামে সুরের জয়।

আমরা সুরাসুরের যুদ্ধ বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের হৃদয়রূপ বাসভূমে যে নিয়ত সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা কি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

পুরাণ বলেন দিতি-গর্ভজ দৈত্যগণের সহিত অদিতি-গর্ভসম্ভূত আদিতেয়গণের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। এই আদিতেয়গণের অন্যতম নাম সুর ও দৈত্যগণের অন্যতম নাম অসুর। পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরিণামে সুরের জয় ও অসুরগণের ক্ষয়। সুরগণের জয় আর অসুরগণের ক্ষয় একই কথা, কেননা অসুরগণের ক্ষয় হইলে সুরগণের জয় হইবেই, আর সুরগণের জয় হইলে অসুরগণের ক্ষয় হইবেই।

যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অধীনভাবে খাটিতে বাধ্য হইতেন, তথাপি পরিণামে সুরের জয় অনিবার্য্য। যদিও সহস্ররশ্মি অসুর-সরোবরের কমলোন্মেষোচিত কর মাত্র বিস্তার করিয়া অন্য কর রাশি সংযত করিতেন; যদিও চন্দ্র, কি শুক্ল পক্ষ, কি কৃষ্ণ পক্ষ, শিব শিরোমণীকৃত লেখা ব্যতীত আর সমস্ত কলায় অসুরকে পূজা করিতেন;—পবন পুষ্প-হরণাভিযোগে দণ্ডিত হইবার ভয়ে অসুরের পুষ্পোদ্যানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিতেন না; ষড় ঋতু পর্য্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উদ্যানপালের ন্যায় পুষ্পস্তোমসম্ভারে অসুরের উপাসনা করিতেন; উপঢৌকনযোগ্য রত্নাদি লইয়া সমুদ্রও অসুরের প্রতীক্ষা করিতেন, জ্বলন্মণিশিখা বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গগণ, স্থির দীপ শিখার ন্যায় অসুর গৃহ আলোকিত করিতেন, ইন্দ্রও পারিজাতপুষ্প দিয়া অসুরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন; সুরবধূগণ অসুরের ভূষণার্থে নন্দন বৃক্ষের পুষ্প ও পল্লব সুকুমারহস্তে ছিন্ন করিতেন; সুরবন্দিনীগণ অসুর ভয়ে চুপে চুপে রোদন করিয়া অসুরের যথাযোগ্য সেবা করিতেন;—যদিও অসুর সূর্য্যাশ্বগণের খুর ও মেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া পর্ব্বত প্রস্তুত করিত, মন্দাকিনীর কনক কমল সমূহ উৎপাটিত হইয়া অসুরের ক্রীড়াবাপীর শোভাবর্দ্ধন করিত—যদিও সুরগণ মধ্যে মধ্যে অসুরের অত্যাচারে হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় মুকুলিত পদ্মের ন্যায় মন্দ প্রভাবিশিষ্ট হইতেন, যদিও বৃত্রঘ্ন কুলিসের তেজ সময় সময় অসুরের নিকট নিস্তেজ হইত; পাশ মন্ত্রৌষধি হতবীর্য্য সর্পের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইত; ত্যক্তগদা কুবেরবাহু ভগ্নশাখ দ্রুমের ন্যায় দেখাইত; যমের দণ্ড নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় নিস্তেজ হইত; দেবগণের চরমাশ্রয় বিষ্ণুর সুদর্শন অসুরের উরোভূষণ স্বরূপ হইত; কিন্তু যখন গুণাকর দেবগণ বুঝিলেন যে দুর্জ্জনেরা প্রতীকার ব্যতীত উপকারে দমন হয় না বরং তাহাদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুরগণের জয় হইল। আমাদের হৃদয়স্বর্গ লইয়াও সুরাসুরের যুদ্ধ নিয়ত চলিতেছে। সেখানেও সুরগণ অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু পরিণামে সুরের জয়।

নিবৃত্তির গর্ত্তসম্ভূত শম, যম, দয়া, সত্য, ত্যাগ, ন্যায়, প্রেম ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিশ্বজনীন বৃত্তিগুলি সুর আর প্রবৃত্তির গর্ত্তসম্ভূত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও স্বার্থ প্রভৃতি অসৎ ভাবগুলি অসুর। এই সুরাসুর মনুষ্যের হৃদয় স্বর্গ অধিকার করিবার জন্য নিয়ত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। এস্থলেও অনেক সময় অসুরের জয় হইলেও পরিণামে সুরের জয়। একদিন দস্যু রত্নাকরের হৃদয় স্বর্গে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, অসুরগণ-কর্তৃক সুরগণ তখন কতই লাঞ্ছনা ভোগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সুরেরই জয় হইল। সুরগণ বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া যখন প্রতীকারার্থ বদ্ধপরিকর হইল, তখন অসুর নিহত ও সুরগণ জয়ী হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অসুরগণের ক্ষয় ও সুরগণের জয় একই কথা, কেননা অসুর বর্ত্তমান থাকিতে সুরগণ স্বর্গলাভ করিতে পারেন না। কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি অনেকগুলি আছে, ইহার মধ্যেএক একটী কুবৃত্তি ও সুবৃত্তি লইয়া পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারে অর্থাৎ স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগ, গর্ব্বের প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়, নিষ্ঠুরতার প্রতিদ্বন্দ্বী দয়া, ইত্যাদি। তাই যে কুবৃত্তিটী লয় না পায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সুবৃত্তিটী সেখানে স্থান পায় না; অর্থাৎ যেখানে দয়া সেখানে নিষ্ঠুরতা স্থান পায়না, সুতরাং সুরের জয় অসুরের ক্ষয় একই কথা। তাই দস্যুরত্নাকরের হৃদয় হইতে যাই অসুর বিতাড়িত ও নিহত হইল, অমনি সেই মনুষ্যঘাতী রত্নাকরের প্রাণে একটী সামান্য পক্ষীর মৃত্যুও আঘাত করিল! যিনি স্বহস্তে শত শত কাতর, ভীত, অশ্রুবর্ষণকারী পথিককে বধ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও তাপিত হয়েন নাই, তিনিই ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ক্লেশ দেখিয়া প্রাণে আঘাত পাইলেন। যিনি স্বহস্তে কত স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জীবন বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই লেখনী-বীণা অদ্ভুত ভ্রাতৃবাৎসল্যের গাথা গাহিয়া জগমন-মোহিত করিয়াছে। একদিন 'জগাই, মাধাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের হৃদয় স্বর্গও অসুরগণ অধিকার করিয়া সুরগণকে কত লাঞ্ছিত করিয়াছিল! সুরগণ অমর, তাই নিহত হয় নাই; কিন্তু পরিণামে সুরের জয় হইল। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার হৃদয় লইয়াও সুরাসুরে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু এই যুদ্ধ আমার তোমার জীবন পর্য্যন্ত চলিবে, কি একদিন চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে আপনাপন হৃদয় স্বর্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে এই সুরাসুরের যুদ্ধে আমাদের হৃদয়াগারের কত সুরগণ কক্ষভ্রষ্ট হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। তুমি সুরগণের পক্ষপাতী হইলেও (তোমার মন সমুন্নত হইলেও) দেখিবে যে জ্ঞানোদয় অবধি আজ পর্য্যন্ত সমস্ত হৃদয়ের একটী কক্ষও কোন না কোন অসুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বা আছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে আমরা চক্ষের উপর কত দীন দুঃখীর সন্তানকে অনাহারে অবস্ত্রে বিনাচিকিৎসায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়াও আপনাপন সন্তানকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত ও ক্ষীর সর নবনীত ভোজন করাইয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করি কেন? সন্তানের জনক জননী হইয়াও দুঃখীর সন্তানের দুঃখ লক্ষ্য করি না কেন? নিজে মনুষ্য

আমি আমার শরীরের মনের সুখের জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকি, কিন্তু একটী দুঃখীর অভাব বুঝিয়াও বুঝি না কেন? ইহা কাহা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া করি বল দেখি? অবশ্যই স্বার্থ কর্ত্তৃক। স্বার্থকে আমরা একটী অসুর বলিতে চাহি। যখন দয়া আসিয়া ধীরে ধীরে আমাদের কাণে বলে যে "তোমার শিশুর ৪। ৫ প্রস্ত পরিচ্ছদ আছে, তাহার একটী ঐ শীতার্ত্ত দুঃখী সন্তানকে দাও।" অমনি স্বার্থ আসিয়া দয়ার সহিত ঘোর যুদ্ধ বাধাইবে, ইহাতে অবশ্যই একজনের জয় হইবে। যদিও আমাদের মত দুর্ব্বল হৃদয়ে স্বার্থের জয়, কিন্তু বলা আবশ্যক যে স্বার্থের জয় অনিত্য ও দয়ার জয় নিত্য, কেননা স্বার্থ মর আর দয়া অমর। আমার শিশুর দশ টাকার জামাটা আমার শিশু-সমেত দশটী শিশুর শীত নিবারণ করিতে পারে, কারণ সামান্য পুরু কাপড়ের নয়টাকার দশটা জামায় দশটী শিশুর শীত নিবারণ হয়। (অবশ্যই এই দশটী জামার অংশী ধনীর শিশু নহে, দরিদ্রের শিশু।) এইরূপ একশত টাকার একযোড়া শাল এক জনের শীত নিবারণ করিতে পারে, আবার ঐ একশত টাকার এক একখানি মোটা চাদর ১০০ জনের শীত নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু স্বার্থ সর্ব্বদা সেই ন্যায় সুরের প্রতি খড়্গহস্ত। অনেক সময় ন্যায় তাড়িত হইলেও সে অমর এবং ইহার বাসস্থান মনুষ্যের হৃদয়াগার, সুতরাং সে তাড়িত হইলেও তাহার বাস-স্থানের মমতা ত্যাগ না করিয়া উপযুক্ত সময় খুঁজিয়া বেড়াইবে। তাই পরিণামে ন্যায়ের জয়, কেননা ন্যায় নিত্য। তুমি তোমার শিশুকে আনন্দিত করিবার জন্য আকাশের চাঁদ ডাকিয়া তাহার কপালে বসাইবে, এই যে মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে আপাততঃ মিথ্যার জয় হইল বটে; কিন্তু সে যখন বুঝিবে যে আকাশের চাঁদ আসিবার নহে, তখন বিজয়-লক্ষ্মী চিরজয়ী সত্যেরই অঙ্কগত হইবে। মহাত্মা সক্রেটীস ও গালিলিয়ো অসত্যের দাস নির্ব্বোধগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য বিনষ্ট হয় নাই, সে সত্য অমর। যদি তাহাই না হইবে, তবে মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল, স্বার্থচেয়ে ত্যাগ ভাল, কপটতাচেয়ে সরলতা ভাল, নির্ব্বোধ চেয়ে বুদ্ধিমান ভাল, ক্রোধ চেয়ে ক্ষমা ভাল, মন্দ চেয়ে ভাল ভাল, এসব ভালর উদ্ধার কোথা হইতে হইল? ব্যক্তিগত তোমার আমার হৃদয় অসুরাধিকৃত হইয়া যদি এই জীবনে সুরের জয় না হয় তা বলিয়া ভাবিওনা যে অসুর চির-জয়ী। অনন্ত হৃদয় অনন্তকালের জন্য রহিয়াছে ও রহিবে, কোন হৃদয়ে না কোন হৃদয়ে চিরজয়ী সুরগণ জয়লাভ করিবেই করিবে। যদি একটী হৃদয়ে সমস্ত সুরগণ জয়লাভ করিতে না পারে, তবে সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া জয়লাভ

করিবে—করিবে কি? করিয়াছে। মনে কর, তোমার সহিষ্ণুতা আছে, আমার দয়া আছে, তাহার বিশ্বাস আছে, এই সহিষ্ণুতা, দয়া ও বিশ্বাস প্রভৃতি কার্য্যের ফল মঙ্গলময়, সুতরাং যে কার্য্য গুলি বিশ্বের মঙ্গলজনক তাহার উত্তেজককে সৎবৃত্তি বলে; সেই সৎবৃত্তিকেই আমরা এস্থলে সুর বলিতেছি আর যাহা বিশ্বের অমঙ্গলকর তাহার উত্তেজক বৃত্তিগুলি অসুর। যে কার্য্যে বিশ্বের মঙ্গল সাধন হয়, তাহাই সৎ আর অসতের অর্থ ইহার বিপরীত। দয়া, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিশ্বের সুখকর বলিয়া আমরা ঐ কার্য্য গুলিকে ভাল বলি। যদিও আমরা ভালকে আদর করি ও মন্দকে ঘৃণা করি, তথাপি একজনেতে সমস্ত ভাল থাকিবার সম্ভাবনা কম, তাই সমষ্টিগত হৃদয় লইয়া সুরের জয় বলা হইল।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়াছি যে আসক্তির গর্ত্তজ অসৎ, অসুর; আর নিবৃত্তির গর্ত্তজ সৎ, সুর। মনুষ্যের প্রবৃত্তি মন্দের দিকে টানে, ইহা যেমন নিসর্গের আদেশ; তেমনি মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি এবং ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাও আছে, তাই মন্দের দিকে আসক্তি থাকিলেও ভালর দিকে ইচ্ছা প্রবলা থাকে, এই কারণেই হৃদয় স্বর্গ লইয়া সুরাসুরের যুদ্ধ ঘটে। মনুষ্যেরা যে ভাল মন্দ, নির্ব্বাচন করিয়াছেন ইহাই "পরিণামে সুরের জয়।" মন্দ চেয়ে যে ভাল ভাল, ইহাই সুরগণের চির জয়। মনুষ্য হৃদয়জ সুরগণ যখন বুঝিতে পারে যে "আমরা যত অসুর গণের উপকার করিব, ততই তাহারা আমাদের দুর্গতি করিবে," কেননা "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" তখন সুরগণ কর্ত্তৃক অসুর বিনষ্ট হয়। যেমন বিশ্বের জলদাতা ইন্দ্রের, বাতাসদাতা পবনের ও আলোকদাতা সূর্য্য প্রভৃতির জয়ে বিশ্ব আনন্দিত হইয়া সুরগণের জয় গাহিয়া ছিল; তেমনি যেখানে মনুষ্য হৃদয়-স্বর্গে রাজা সত্যদেব রাণী ভক্তির (প্রেমের) সহিত সিংহাসনারূঢ় হইয়া আছে—ত্যাগ ও বিশ্বাস ভৃত্যদ্বয় চামর বীজন করিতেছে—দয়া ও ক্ষমা, কন্যাদ্বয় রাজা রাজ্ঞীর ক্রোড়দেশ শোভিত করিয়াছে ও অন্যান্য সুরগণ (সৎবৃত্তি নিচয়) সেই স্বর্গস্থান আলোকিত করিয়াছে, জগৎ! তুমি সেখানে মুক্তকণ্ঠে গাও, "পরিণামে সুরের জয়।"

সতীধর্ম্ম ।

তৃতীয় প্রবন্ধ ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৮৩ অধ্যায়)

নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী।
তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ১ ॥

সকল গুরুর গুরু যিনি ভগবান্,
তাঁহার পরেই সতী পতি করে ধ্যান,
স্বামী যাহা করিবারে করেন বারণ,
পতিব্রতা তাহা নাহি করে কদাচন ।১।

পরপুংসাং পুরং চৈব সুবেশং পুরুষং পরম্।
যাত্রামহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তনং গায়নং তথা।
পরক্রীড়াং চ সততং নহি পশ্যতি সুব্রতা ॥ ২ ॥

পরপুরুষের গৃহ, সুবেশ মানব,
নৃত্য, গীত, বাদ্য, আর যাত্রা মহোৎসব,
পরপুরুষের খেলা, পরের ভূষণ
এ সকল সতী নাহি করে দরশন । ২ ।

যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনাং নিত্যং তদেবমপি যোষিতাম্।
নহি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা ॥ ৩ ॥

পতি তার যাহা নিত্য করেন ভোজন,
পতিব্রতা নারী তাই করয়ে সেবন ;
পতিসঙ্গ সতী নাহি ছাড়ে একক্ষণ,
এইত জানিবে পতিব্রতার লক্ষণ । ৩ ।

উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নাদ্বাপি কোপতঃ ॥৪॥

নাহি করে পতি-সনে কথা কাটাকাটি,
সুশীলা নারীর এই গুণ পরিপাটি ;
পতি যদি ক্রোধভরে করেন প্রহার,
তথাপি সতীর নাহি ক্রোধের সঞ্চার ।৪।

ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানং সুভাষিতম্।
ন বোধয়েত্তু নিদ্রালুং নিত্যং পুণ্যে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥৫॥

ক্ষুধার্ত্ত পতিরে সতী করায় ভোজন,
মধুর পানীয় দেয়, বলে সুবচন ;
নিদ্রিত পতির নিদ্রা ভঙ্গ নাহি করে,
প্রবর্ত্তিত করে তাঁরে সুকার্য্যের তরে ।৫।

শুভং সৌম্যং সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্ত্যা সেবেত যত্নতঃ ॥ ৬ ॥

নিজ কান্তে হেরে সাধ্বী সকল সময়,
সুধাতুল্য সুমধুর শিব শান্তময় ;
সদাই পতির কাছে সহাস্যবদন,
ভক্তিভাবে যত্নে করে তাঁহার সেবন ।৬।

পুত্রস্নেহাৎ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং প্রতি।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ ॥ ৭॥

পুত্র প্রতি সতী নারী যত স্নেহ করে,
তার শতগুণ করে পতির উপরে ;
পতিই দেবতা ভর্ত্তা পতি বন্ধু তার,
একমাত্র গতি পতি কুলললনার । ৭ ।

সুতে স্তনান্ধে যঃ স্নেহো যেচ্ছান্নে ক্ষুধিতস্য চ।
পতিস্নেহস্য নারীণাং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৮॥

ক্ষুধার্ত্তের যে লালসা করিতে আহার,
স্তন্যপায়ী শিশু প্রতি যে স্নেহ মাতার,
সতীর পতির প্রতি সে ভালবাসার;
নাহি হয় সমতুল ষোড়শ কলার ।৮।

স্তনান্ধে স্তনদানাত্তং মিষ্টান্নে ভোজনাবধি।
কান্তে চিত্তং সতীনাং তু স্বপ্নে জ্ঞানে চ সন্ততম্ ॥৯॥

মিষ্টান্নে পিয়াসা ঘুচে করিলে ভোজন,
শিশুতে পিয়াসা ঘুচে পিয়াইলে স্তন ;
পতির উপরে কিন্তু সতীর হৃদয়,
স্বপ্নে জাগরণে সদা সমভাবে রয় ।৯।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং চ সতীষু চ ॥১০॥

পৃথিবীতে আছে যত পুণ্যতীর্থ স্থান,
সতী পদ-তলে সবে করে অধিষ্ঠান;
সর্ব্ব দেবতার সর্ব্ব মুনির প্রভাব,
সতী-মধ্যে সকলেরি হয় আবির্ভাব।১০।

তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং তথা।
দানে ফলং যৎ দাতৃণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্ ॥১১

তপস্বীর তপস্যায় যত ফল হয়,
ব্রতিগণ ব্রতে করে যে ফল সঞ্চয়;
দাতারা করিয়া দান লভে যেই ফল,
একমাত্র সতীতেই রহে সে সকল।১১।

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥১২॥

সতীর মহিমা--কথা কি বলিব আর,
সদ্য পূত হয় ধরা পদ-রজে যার;
পতিব্রতা নারীরে যে করে নমস্কার,
ধন্য সেই নর, পাপ দূরে যায় তার।১২।

স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে সুমুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্ ॥১৩॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি শক্তি আছে কত,
যোগী ঋষি সিদ্ধ আদি আছে শত শত;
যিনিই যতই শক্তি করুন প্রসব,
সতীর প্রভাবে সবে মানে পরাভব।১৩।

সতীনাং চ পতিঃ সাধুঃ পুত্ত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিৎ দেবেভ্যশ্চ যমাদপি ॥১৪॥

যে জন সতীর পতি সেই সাধু হয়,
সতীর তনয় যেই সে রয় নির্ভয়;
সতী-পতি সতী-পুত্র ভয় নাহি জানে,
দেবতা যমেও তার কাছে হারি মানে।১৪।

শতজন্মপুণ্যবতাং গৃহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা ॥১৫॥

শত শত জন্ম যেই করে পুণ্যরাশি,
জনমে তাহারি গৃহে পতিব্রতা আসি;
ধন্য মাতা যাঁর গর্ভে সতীর উদয়,
সতীর জনমদাতা জীবন্মুক্ত হয়।১৫।

আকাশং চ দিশঃ সর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।
সতীনাং তু পতিস্নেহো ন তথাপি বিনশ্যতি ॥১৬॥

দশ দিক্ বায়ু আর আকাশমণ্ডল,
রসাতলে যদি কভু যায় এ সকল,
তথাপি পতির প্রতি সতীর প্রণয়,
অটল অচলভাবে থাকিবে নিশ্চয়।১৬।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত সরোবর।

আমেরিকার অন্তঃপাতী জর্জিয়া প্রদেশে "হ পণ্ড" নামে একটী অদ্ভুত সরোবর আছে। ইহার অগাধ জলরাশি প্রতিবৎসর জুন মাসের ১৫ই বা ১৪ই একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়—এমন কি বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ইহা যথাসময়ে পুনরায় ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া থাকে। সরোবরটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। বৃষ্টির জল বহুক্রোশ দূর হইতে প্রবাহিত হইয়া ইহার মধ্যে সঞ্চিত হয়। বসন্তকালে ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বহুবিধ মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহসা প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে একবারে অদৃশ্য হইয়া

যায়। এই নৈসর্গিক অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। অনেক প্রাকৃততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া স্থানসকল পরীক্ষা করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে দর্শক সকল অবধারিত সময়ে তথায় আগমন করিয়া থাকে। নিকটস্থ বাসিন্দাদিগের সে দিন একটী পর্ব্ব দিন। আবালবৃদ্ধবনিতা অনন্যকর্ম্মা হইয়া সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত ঘটনার প্রাক্‌কালে ভূ-কম্প হেতু জলকম্পের ন্যায় সমস্ত সরোবর একেবারে আলোড়িত হয়, শেষে প্রচণ্ড কল্লোল সহকারে সহসা সমস্ত জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। দৃশ্যটী অতি অদ্ভুত, কিন্তু যেস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা সন্দর্শন করিতে হয়, তাহা নিরাপদ নহে। সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরপ্রসারিত জমির অস্তিত্ব সন্দেহাত্মক। কখন্ কোন্ স্থান ভূ-গর্ভে নিহিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এবৎসর "বগচরের" সন্নিহিত এক খণ্ড ভূমি দর্শকগণের সমক্ষে চকিতের মধ্যে ভূ-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলের কেবল শীর্ষদেশ মাত্র "জাগিয়া" আছে, এতদ্ভিন্ন অন্য চিহ্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই।

সচল অচল।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী বিয়ুনস্‌আরিস প্রদেশে টাণ্ডিল পর্ব্বতে এই আশ্চর্য্য শৈল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ৯০ নব্বুই পাদ দীর্ঘ ২৭ সপ্তবিংশতি পাদ উচ্চ এবং ১৮ অষ্টাদশ পাদ প্রস্থ। পরিমাণ ন্যূনাধিক লক্ষবিংশতি টন। একটি অদৃষ্ট অক্ষমণ্ডল অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দোদুল্যমান হইতেছে। এক জন মনুষ্য ইহাকে ঠেলিয়া অনায়াসে দোলাইতে পারে। শৈলটীর আকার প্রায় মন্দিরের ন্যায় এবং যে শিলাখণ্ডের উপর ইহার তলদেশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও মন্দিরের ন্যায় ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়াছে। ইহার অগ্রভাগের ব্যাস দশ ইঞ্চ মাত্র। এই দশ ইঞ্চ ব্যাসের উপর পঞ্চবিংশতি টন পরিমিত শৈল অবস্থিত রহিয়াছে। যখন পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন এই বিশাল শৈলখণ্ড বিস্তৃত বৃক্ষ শাখার ন্যায় বেগে উত্থিত, পতিত, বিকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়।

তাড়িত বৃক্ষ।

ভারতীয় কাননাঞ্চলে সম্প্রতি এক জাতীয় বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার পত্র ভগ্ন বা ছিন্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়। চুম্বকশলাকা বিংশতি পাদ অন্তর হইতে ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং নিকটস্থ হইয়াই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। ইহার আকর্ষণী শক্তি বেলা দুইটার সময় অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু

রাত্রিকালে বা বৃষ্টি সময়ে কিছুই লক্ষিত হয় না। শ্যেন পক্ষী বা কীট কখনই এই বৃক্ষের নিকটে যায় না, শাখায় উপবিষ্ট বা পত্রে সংলগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। মূল দেশেও কোন পশুকে গমন করিতে দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যেস্থলে এই সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তথায় তাড়িতপ্রবণ কোন ধাতুরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। আলোক ও উত্তাপ, তাড়িত ও আকর্ষণী শক্তি যুগপৎ এই আশ্চর্য্য• বৃক্ষের পত্র ও মুকুলের জনয়িতা হইয়া উদ্ভিজ্জ জগতে একটী মহতী প্রহেলিকার কারণ হইয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

আদর্শ রমণী।

আদর্শ রমণী এই বাক্যের অর্থ কি? এই বাক্যের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে হইলে আদর্শ শব্দে কি বুঝায় তাহ অগ্রে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আদর্শের বিপরীত কথায় কি বুঝায়, তাহা একবার জানিতে পারিলে আদর্শের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আদর্শের বিপরীত কথা প্রাকৃত। আদর্শমানুষের বিপরীত প্রাকৃত মানুষ। আদর্শ মানুষে যে সকল গুণ বিদ্যমান প্রাকৃত মানুষে সে সকল গুণ বিদ্যমান নাই। আদর্শ মানুষে অভাব নাই, প্রাকৃত মানুষে অভাব আছে। আদর্শ ব্যক্তি অথবা জিনিসের যাহা হওয়া উচিত, তাহাতে তাহাই আছে; কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তি কিংবা জিনিসে তাহা নাই। আমরা এই বাক্যদ্বয়ের আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছি। আদর্শ আমাদের কর্ত্তৃত্বে রচিত, মন উহার আধার। দেশ কালে উহা আবদ্ধ হয়। প্রাকৃত প্রাকৃতিক শক্তিতে রচিত, দেশ কালের অধীন অনন্ত আকাশ তাহার আধার। আদর্শ কিরূপে রচিত হয়, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে পাঠিকা আরও সহজে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতিতে একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। দেশ কাল বাদ দিয়া গোলাপের যে গুণ গুলি (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় দ্বারা মনোমধ্যে গ্রহণ করিলাম, তাহাদিগকে 'গোলাপ' এই বাক্য দ্বারা মনোমধ্যে একত্র করিয়া রাখিলাম। এই যে মনোমধ্যস্থিত গোলাপ নামে আখ্যাত গুণ সমষ্টি, তাহাই আদর্শ গোলাপ। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মনে কর আমি আর একটী প্রাকৃত গোলাপে আর একটী নূতন গুণ দেখিতে পাইলাম, তাহাও আমি আমার আদর্শ গোলাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইলাম। সুতরাং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ গোলাপের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রচিত আদর্শ গোলা-

পই ধরিয়া রাখিলাম। এইরূপে রচিত গোলাপের অনুরূপ গোলাপ শেষে আর প্রকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাকৃতিক গোলাপের একটু না একটু অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন আদর্শ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। এই বাক্য যে সম্পূ। নিরর্থক নয়, তাহা পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন। আদর্শের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ যোগ করি, দেশ কালের অধী-নতা পাশে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতি মধ্যে সেই গুণরাজি আর সেইরূপে সংযুক্ত হয় না। আমরা আদর্শের বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া এখন আদর্শ রমণীর বিষয় বলিতেছি। আমরা সংসারে দোষ-গুণ-বিমিশ্রিত অনেক রমণী দেখিতে পাই। ইহাদিগের যাহার মধ্যে যে গুণটুকু দেখিতে পাই, দোষটুকু বাদ দিয়া সেই গুণটুকু লই, এরূপ গুণ সংগ্রহ করিয়া মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব রমণী রত্ন সৃষ্টি করিয়া লই এবং সেই মানসিক রমণীর ছবি দ্বারা প্রাকৃত রমণীদিগকে পরিমাণ করিয়া থাকি। এই আদর্শ রমণীর মানসিক ছবি অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব কিংবা নিত্য নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পরিবর্ত্তনীয়। রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে আমরা একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম রম-ণীর দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণের ভাগটুকু লই। কিন্তু আজ যাহা আমি দূষণীয় মনে করি, তাহা গুণে পরিণত হইতে পারে; আজ যাহা গুণ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা দোষের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী কথা বলি। এমন এক সময় ছিল যে রমণীদিগের গাত্র চিত্রিত করা একটা গুণ বলিয়া অনুমিত হইত, সুতরাং সেই সময়ে রমণীর আদর্শের মধ্যে গায়ের চিত্র রূপ গুণটীও সংলগ্ন ছিল। এখন তাহা নাই, এখন যে রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মারা, সেই রমণীর অন্যান্য গুণ থাকি-লেও তিনি আদর্শ রমণী হইতে পারেন না। আবার আমাদের দেশে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জ্ঞানশিক্ষা রমণী আদর্শের বাহিরে ছিল, সেই সময়ে কোন রমণী শিক্ষা লাভ করিলে কখনও তাহাকে আদর্শ রমণী ছবির অনুরূপ বলা যাইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে কাহাকেও আদর্শ স্থলে উঠিতে হইলে তাঁহার আত্মাকে জ্ঞানের আলোক দ্বারা সুশো-ভিত করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান, ভূয়োদর্শিতা এবং রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এখন এই প্রতিপন্ন হইল যে মানবীয় শক্তিদ্বারাই আদর্শ রচিত, পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই আদর্শের রচনা, পরিবর্ত্তন কিংবা সংস্কার কি কোন সময়ে এবং কোন সমাজে এক ব্যক্তি দ্বারা সংগঠিত হয়, কি সকলের

মনেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে এক সময় সংসাধিত হইয়া থাকে। আমরা সেই গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। পাঠক পাঠিকা চিন্তা করিয়া এবং মানব আদর্শ রচনার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বয়ংই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লউন।

অতঃপর আমরা অপেক্ষাকৃত আর একটু জটিলতর বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে আদর্শের অনুরূপ ব্যক্তি কিংবা পদার্থ প্রকৃতিতে মিলে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া পুরুষ ও রমণীর প্রাণে নিরাশার তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছি। যদি আদর্শের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ জন্য চেষ্টা করি কেন? একথা ঠিক যে অচেতন জড় পদার্থ কোন ক্রমেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারে না, কারণ প্রাকৃতিক শক্তি আমার ইচ্ছার অধীন নয়। আমি ইচ্ছা করিলাম আমার বাগানের গোলাপটী আমার আদর্শের অনুরূপ হউক। আমি তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত অনেক প্রাকৃতিক শক্তি ঐ মনোরম গোলাপ ফুলটীর রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। আমি সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু সাধ্য গোলাপটীকে পরিবর্ত্তন করিতে পারি, ঐ সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া গোলপটীকে মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু আমার চরিত্রগঠনসম্বন্ধে ঠিক্ সেরূপ অবস্থার অধীন নই। আমি ইচ্ছা করিলে চরিত্রকে আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে পারি, পথে কোন ত্বুর্ল্লঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়ম আমার গতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি বটে, কিন্তু আদর্শ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারি না; কেননা আদর্শ অনন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল, যত উন্নত হই, আদর্শ তত বাড়িয়া যায়। নরনারী স্বাধীন, তাই তাহারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ। সুতরাং আদর্শের অনুরূপ হইতে পারিব না বলিয়া নিরাশ হইয়া চেষ্টা ছাড়িতে পারিব না, চেষ্টা দ্বারা যতটুকু পারা যায়, আত্মোৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। রমণীগণ এখন পূর্ব্বতন আদর্শ উন্নত করিয়া তদ্রূপ হইতে যত্ন করুন্।

আখ্যানমালা।

১৩শ সংখ্যা।

১। সেনাপতি জর্জ্জ ওয়াসিংটন শৈশবকালে একবার এক নৌ-কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। গমন স্থির হইলে, তাঁহার পিতৃভবনের

সম্মুখে জলযান আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গমনোন্মুখ হইয়া দ্রব্য সামগ্রী যানে প্রেরণ করিয়া জননীর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অশ্রুধারাতে ধরাতল সিক্ত করিতেছেন। তিনি দেখিলেন যে বিদায় চাহিলে জননী মর্ম্মে আঘাত পাইবেন। সেইজন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যাও, তাহাদিগকে আমার বাক্স ফিরাইয়া আনিতে বল। মার প্রাণে কষ্ট দিয়া আমি যাইব না।" তাঁহার জননী ইহা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "বাছা জর্জ্জ, যাহারা পিতা মাতাকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করেন এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন।" ধন্য সেই সন্তান,যিনি ধর্ম্ম দ্বারা পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেন!

২। ইংলণ্ডের একস্থানে একবার ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশে একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। যাহার যাহা ইচ্ছা, উহার সাহায্যার্থে দান করিতেন। একজন ষোড়ষবর্ষীয় যুবা নাম স্বাক্ষর করিয়া দানের স্থানে লিখিলেন"Myself"অর্থাৎ 'আমাকেই'। তিনি এক বিধবার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আর সাতটী সন্তানের ভার তাঁহার উপর, এই কারণে জননীর সম্মতি ব্যতীত তাঁহার দান গ্রহণ করা অবিধেয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার জননীর নিকট গেলেন। তাঁহারা যুবার জননীর কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "বাছা যাক্, ঈশ্বর আমার ও আমার শিশুদের অন্ন জুটাইবেন। আমি কে যে আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারক পুত্রের জননী হইব? আমি কি এত ভাগ্যবতী!" ইঁহারাই নারীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এইরূপ যুবাই যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩। পারস্যাধিপতি সাইরস্ একদা এক বন্ধুর অনুনয়ে তাঁহার সহিত একত্র ভোজে সম্মত হইলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, কোথায়, এবং কি আহারীয় আয়োজন করিব?" সম্রাট উত্তর করিলেন নদীর তীরে, এবং এক খানি রোটিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহাই প্রকৃত রাজকীয় সৌজন্য ও মিতাহারিতা।

৪। প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ওয়েব্ (Webb) দেহ মনের স্ফূর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কেবল বারি পান করিতেন, বারুণী স্পর্শও করিতেন না। একদা তাঁহার এক সুরাপ্রিয় বন্ধুকে কেবল নির্ম্মল বারি পান করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। বন্ধু তাহাই করিবেন স্থির করিয়া বলিলেন একবারেই অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না, তবে ক্রমে ক্রমে সুরাত্যাগ করিব। "ক্রমে ক্রমে!" বলিয়া ওয়েব চিৎকারস্বরে বলিলেন "যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিতে পতিত হও, তবে কি তোমার

ভৃত্যগণকে ক্রমে ক্রমে তোমাকে তুলিতে বলিবে।" শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণং।

৫। মহামতি গ্লেডষ্টোন যে ভজনালয়ে সর্ব্বদা যাইয়া থাকেন, তথাকার যাজক বা আচার্য্য তথাকার মেথরকে একদা জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার পীড়ার সময় এ পল্লির কে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিল?"

মেথর—গ্লেডষ্টোন।

আচার্য্য—কে?

মেথর—মশাই, স্বয়ং গ্লেডষ্টোন্।

আচার্য্য—(সবিস্ময়ে) বল কি?

মেথর—আমাকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইয়া, তিনি আমার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমার স্বামীকে দেখিতে পাই নাই কেন!" সে কারণ নির্দ্দেশ করায়, বৃদ্ধ গ্লেডষ্টোন আমার নিকট অর্থ, আহারীয় ও গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন ও শয্যায় বসিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।" ইংলণ্ডই গ্লেডষ্টোনের উপযুক্ত।

খাসিয়া জাতি।

খাসিয়া পর্ব্বত আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিকে, তাহাতে খাসিয়া জাতি বাস করে। তাহাদিগের অনেকগুলি আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। এদেশে সাঁওতালাদি যত আদিমনিবাসী আছে, তাহাদের মধ্যে খাসিয়াগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। উহারা কমলা লেবুর চাষ ও প্রস্তরের চুণের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহারা চুরি, মিথ্যা কথা, ব্যভিচার জানে না। উহাদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা চূড়ান্ত। এ দেশে বালিকার বিবাহ হইলে সে যেমন "স্বামীর ঘর" করিতে যায়, তেমনি একজন খাসিয়া পুরুষের বিবাহ হইলে, তিনি "স্ত্রীর ঘর" করিতে যান। আমাদের পুত্রেরা যেমন পৈত্রিক ধনের উত্তরাধিকারী হয়, খাসিয়া পুত্রগণ সেরূপ উত্তরাধিকারী হন না। ইহাদের কন্যাগণই উত্তরাধিকার লাভ করেন। বস্তুতঃ উত্তরাধিকার ও "শ্বশুর ঘর করা" সম্বন্ধে আমাদের পুরুষ ও খাসিয়া রমণীগণের সমান অবস্থা।

ইহাদের ভাষার সহিত অন্য কোন জাতির ভাষার সাদৃশ্য নাই। ইহাদের লিখিত ভাষা ছিল না। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ ইহাদিগকে নিরক্ষর অবস্থাতে দেখিয়া ইহাদিগকে রোমক অক্ষর, অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালা প্রদান করেন। ইহাদের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সানুনাসিক।

ইহারা পৌত্তলিক নহে। ইহারা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহারা ভূতের উপাসনাও করিয়া থাকে। ইহাদের ভূতও নিরাকার। ইহাদের বিশ্বাস যে পীড়া সমূহের উৎপত্তির কারণ এই সমুদায় ভূত। ইহাদিগকে

প্রসন্ন করিবার জন্য খাসিয়াগণ কুক্কুট হংসাদির ডিম্ব ভাঙ্গিয়া থাকে এবং ভগ্ন ডিম্বের পতনপ্রণালী দেখিয়া রোগ দুরারোগ্যং কি না, বিচার করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রাচীন পারসিক ও খৃষ্টানদের মত মঙ্গলময় ঈশ্বর ও অমঙ্গলের কর্ত্তা এক ভূত বা শয়তানে বিশ্বাস করে।

ইহারা দেখিতে সবল ও মঙ্গোলীয় জাতীয়। ইহাদের নারীগণের প্রধান সৌন্দর্য্য চরণে। জানুর নিম্নদেশ সুন্দর, সুগোল এবং স্বাস্থ্য ও বলব্যঞ্জক হইলে সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না।

ইহারা সর্ব্বভুক বলিলেও চলে। তবে আমিষেই অধিক রুচি। স্ত্রী-শিক্ষা ইহাদের মধ্যে যেরূপ চলিত, সেরূপ সুসভ্য জগতেও দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা নাই বটে, কিন্তু কি রাজমহিষী, কি পরিচারিকা সকলেই আপনাদের ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে, বুনিতে এবং পশমের সূচিকার্য্য করিতে ও জানে।

সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়াদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কতকগুলি খাসিয়া আনন্দের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। খাসিয়া ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি পুস্তকও প্রচারিত হইয়াছে।

:o:

সংসারে নারীর ক্ষমতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

আবার দেখুন। প্রত্যেক নাটকেই যত দুর্ঘটনা পুরুষের দোষে ঘটিয়াছিল। আর স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা যত উদ্ধার সাধিত হয়। যেখানে নারীতে ঐ উদ্ধার সাধিতে অপারগ, সেইখানেই সকলে বিনাশ পায়, নাটক ট্র্যাজেডিতে বা শ্মশানে শেষ হয়। লিয়র নিজের বিচার শক্তির অভাবেই বহু ক্লেশ পান, অবশেষে কর্ণেলিয়াই তাঁকে দুঃখযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে। ওথেলোর কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, তবে অপরিসীম প্রেমের মধ্যেও একটী দুর্ব্বলতা—হিংসা—তার সর্ব্বনাশ করিল। 'রোমিও ও জুলিয়েটে' স্ত্রীর যত সাহস ও বিচক্ষণতাপূর্ণ সৎপরামর্শ স্বামীর অধৈর্য্য বশতঃ বিফল হইয়া যায়। এ সব ছাড়া জুলিয়ার নিষ্ঠতা, হেলেনার সহৃতা, হিরোর ধৈর্য্য, বিয়াট্রিসের তীব্র মনোবৃত্তি ও আরো কত স্ত্রীলোকের অসংখ্য গুণে অনেক অমার্জ্জিত বর্ব্বর পশুতুল্য পুরুষ মানুষের মত সভ্য ও শিষ্টাচারী হইয়াছে।

অধিকন্তু সেক্ষপিয়রের সমস্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা কেবল তিনটী পাপীষ্ঠা স্ত্রীচরিত্র দেখিতে পাই, কিন্তু তারা সাধারণ জীবনের সীমার একবারে বাহিরে বলিয়া বোধ হয়। সৎকাজের ক্ষমতার তুলনায় তাদের জীবনে পাপকার্য্যের এত আধিক্য দেখা যায় যে তাহাদিগকে জগতের যত অসাধারণ পাপশক্তির সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেক্ষপিয়রের পর আমরা স্যর

ওয়াল্টর স্কটের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রকৃত নায়কের অভাব না থাকিলেও নায়িকার সংখ্যা অনেক বেশী। এলেন ডগল্যাস, ফ্লোরা ম্যাকইভর, রোজ ব্র্যাডওয়ার্ডিন, ক্যাথারিণ সেটন, ডিয়ানা ভর্ণণ, লিলিয়াস, আলিস লি, আলিস ব্রিজনর্থ, জিয়ানী ডীনস ও রেবেকা—এ সকল নারীর চরিত্রেই কোমলতা, বুদ্ধি-শক্তি, বিচারশক্তি, নির্ভয় আত্মবিসর্জন, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও শুদ্ধতার অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। তারা প্রায় সকলেই নিজে-দের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস ও বিবেক প্রভাবে পুরুষদিগকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করে।

সেক্ষপিয়রের মত স্কটের রচনাতেও আমরা দেখিতে পাই যে নারীই যুবক-দিগকে শিক্ষা দেয় ও পথ দেখাইয়া চলে। ঐ শিক্ষা ও পথদর্শকের কাজ দৈবক্রমেও কখন পুরুষের উপর পড়ে নাই।

ইংরেজী গ্রন্থকারদের ছাড়িয়া ফরাসী, জর্মণ, ইটালীয় ও গ্রীক সাহিত্যের মধ্যেও —এমন কি মিসর দেশেও আমরা নারী-জাতির ঐরূপ অচলা ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু আর উদাহরণ সংগ্রহের কোনও আবশ্যকতা নাই। রোমীয়, গ্রীক ও মিসরী নারীদের স্নেহ, দয়া, ধৈর্য্য ও সাহসের কথা কাহার অবিদিত আছে?

এখন ঐ সব অতীত সাক্ষী ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমান কাজের কথায় আসি-তেছি। পাঠকেরা জগতের এই মহাকবি ও উন্নত লোকদের কথা শুনিয়া উহার যথাবিধি বিচার করিবেন।* আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, এই সব বিজ্ঞ প্রতিভাশালী লোকেরা কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অপ্রকৃত ও অসম্ভব সম্বন্ধ লইয়া ঐ সব স্ত্রীচরিত্র গড়িয়াছেন? এ বিষয়ে একটা সত্য সিদ্ধান্তে আসা কি আমাদের উচিত নয়? এই সব মহোদয় ব্যক্তি কি কেবল মানুষের আমোদের জন্য কাল্পনিক পুতুল সাজাইয়া সকলের সম্মুখে স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিয়াছেন? কিম্বা, পুতুলের চেয়েও অধম এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছেন যে উহাকে প্রকৃত জীবন্ত নারীতে পরিণত করিলে উহা দ্বারা সমস্ত পরিবারে বিপ-র্য্যয় ঘটিবে ও সংসার রসাতলে যাইবে!

অবশ্য প্রণয়কালে ভাবী-স্বামীর উপর ভাবী পত্নীর যে বিপুল প্রভাব দেখা যায় ও উভয়ের সম্বন্ধ অনেকাংশে সমান সমান থাকে, সে বিষয় অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু চিরজীবন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহার মীমাংসা কালেই লোকের বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। আমরা সচরাচর উপন্যাসে ও প্রকৃত জীবনেও প্রণয়ি-প্রণয়িনীর আচরণে সাম্য-থাকায় দোষ নাই বিবেচনা করি, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐরূপ ভাব দেখিলে উহা স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলি। এরূপ

সংস্কার যে কতদূর নীচ, ভ্রান্তিমূলক ও পক্ষপাতিতার পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হয়, কিন্তু আমরা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যদি উভয়কে আরো দূরবর্ত্তী রাখিবার প্রয়াস পাই ও উভয়-জাতির স্বত্ব অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিতে চাই, তাহাহইলে পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধের কি অপমান করা হয় না?

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

প্রাণিতত্ত্ব।

(১৪শ সংখ্যা)

নখায়ুধ।

ইংরাজিতে ইহাদিগকে বিড়াল জাতীয় অর্থাৎ (Canine species)বলে। ইহাদের দেহ লঘু ও কমঠ এবং সুন্দর পশমে আবৃত ও নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদের হিংসাবৃত্তি সর্ব্ব জন্তু অপেক্ষা প্রবল বলিয়া ইহাদিগকে হিংস্রক জন্তুও বলে। ইহারা আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং জীবহিংসাদ্বারা উদর পূর্ণ করে। ইহাদের শরীরের গঠন জীবহত্যার ঠিক্ উপযোগী। লঘুদেহ, নিঃশব্দপদ, তীক্ষ্ণ-দর্শন ও তীক্ষ্ণশ্রবণ এবং দৌড় ও লম্ফপ্রদানে সুপটু বলিয়া ইহারা অনা-য়াসে শিকারের উপর পড়িয়া তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে।

অনেকে হয়ত শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন যে নরমাংসাহারী সিংহ শার্দ্দূল ও মৎস্যাহারী ধার্ম্মিকপ্রবর বিড়াল মহা-শয় একই শ্রেণীর জীব। বস্তুতঃ যদি উহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালী তুলনা করা যায়, তবে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম এক, তবে আচার ব্যবহারে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নাই।

এই জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় যে যাবতীয় জীব শ্রেণীর অধীশ্বর পশুরাজ সিংহ এই জাতিভুক্ত।

কুলপতি পশুরাজের বৃত্তান্তই প্রথমে আলোচনা করা যাইবে।

সিংহ।

বিড়ালের আকৃতি দেখিলেই সাধা-রণ ভাবে ইহাদের আকৃতি বুঝা যায়। সিংহের মস্তক, গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ স্থূল। তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্মতর এবং ক্ষুদ্রতর। সিংহের শরী-রের মাংস অতি অল্প, কারণ তাহার স্নায়ু অতি দৃঢ় এবং পরিমাণে অধিক। তাহার গ্রীবা-দেশে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ লম্বিত থাকে, সেই জন্য তাহার আর এক নাম কেশরী। সিংহের শরীর অতি সুঠাম

ও শক্তিব্যঞ্জক। ইহাদের দেহের উচ্চতা দুই বা পৌনে তিন হস্তের অধিক নহে। ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য চারি হস্ত হইতে ছয় হস্তের মধ্যেই।

ইহাদের দৈহিক শক্তি অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইহারা অনায়াসে যে কোন জন্তুকে জব্দ করিতে পারে। কেবলমাত্র গজ, শার্দ্দুল ও গণ্ডার ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম। ইহারা অক্লেশে একটী বৃহৎ মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইহাদের বর্ণ রক্তাভ হলুদে ধরণের। ইহাদের কেশ গাঢ় ধূষর বর্ণ, কিম্বা কটাবর্ণ। বিশ্রামকালে ইহাদিগকে গম্ভীর ও প্রশান্ত দেখায়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের আকার অতীব ভীষণ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের কেশ সমূহ খাড়া হয়, অধর কম্পিত হইতে থাকে, ইহারা লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের দুই পার্শ্বে আঘাত করে, ও ঈষৎ মুখব্যাদন পূর্ব্বক বৃহৎ দন্তগুলি বাহির করে। তখন তাহাদের চক্ষু এত উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হয়, যে বোধ হয় চক্ষু হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে।

ইহারা গহন কাননের মধ্যে বিচরণ করে ও মধ্যে মধ্যে সুদূরশ্রুত বজ্র-নিনাদের ন্যায় গর্জ্জন করে। এই জন্য গম্ভীর ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সিংহনাদের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। ইহারা ঝুপ্‌শি বনে লুক্কায়িত থাকে ও কোন বন্য মৃগ, বরাহ, মহিষাদি জল বা আহারান্বেষণে নিকটে আসিলে এক লম্ফে ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার উপর পড়িয়া বেচারার সর্ব্বনাশ করে। তৎপরে শিকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ও সময়ে সময়ে অস্থি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে। ইহারা রজনী যোগেই আহারা-ন্বেষণে নির্গত হয় এবং বিড়ালের মত লুকাইয়া লুকাইয়া শিকার ধরে।

ইহাদের নিবাস আফ্রিকার অধি-কাংশ স্থানে এবং এসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে। এসিয়া অপেক্ষা আফ্রিকাতেই ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই ইহাদের আকার বৃহত্তম এবং প্রকৃতি ভয়ানক নৃশংস হয়। দক্ষিণ মার্কিন দেশে সিংহের ন্যায় এক প্রকার জন্তু বাস করে, তাহাদের নাম পিউমা বা কাউগার।

সিংহেরা দীর্ঘজীবী হয়। পম্পি নামক একটী সিংহ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে লণ্ডন নগরে সিংহ-লীলা সম্বরণ করে।

যদিও সিংহের দেহ দেখিতে হরিণা-পেক্ষা বৃহত্তর নহে, তথাচ তাহাদের দেহের ভার অনেক পরিমাণে অধিক। ইহার কারণ, সিংহের দেহ অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন স্নায়ু এবং অস্থিময়। অন্য জন্তুর সহিত তুলনায় ইহাদের শরীরের অল্প অংশই মাংসল, অবশিষ্ট সমুদায় অস্থি ও স্নায়ুময়।

পুরুষ অপেক্ষা নারীরা ক্ষুদ্রতর। সিংহীদের গ্রীবাদেশে কেশ নাই বলিয়া

তাহাদিগকে আরও ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সিংহীগণ দেখিতে শান্ত বলিয়া বোধ হইলেও স্ত্রীসুলভগুণবিরহিত। ইহাদের ধীরতা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং উগ্রতা ও নৃশংসতা পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। আমাদের ভারতেশ্বরী কেবল রাজ্য শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পুষ্পের চাষ, অর্থাৎ Horticulture বড়ই ভালবাসেন। তিনি পুষ্প-মেলার পুরস্কার পাইবার জন্য উত্তম উত্তম পুষ্প নিজ উদ্যান হইতে পাঠাইয়া দেন।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানব আত্মার একটী শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। জর্ম্মান কবি গেটে ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ফাউষ্ট চরিত্রে ইহা সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ ফাউষ্ট ঘোর পাতকী হইয়াও সৌন্দর্য্যলিপ্সার মাহাত্ম্যে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ জাতির এই বৃত্তি বড়ই প্রবল। ইংরাজ যেখানেই থাকেন, সেইখানেই পুষ্পলতা দ্বারা তাঁহার গৃহ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সাই প্রাচীন আর্য্যগণকে নদীতীরে সুরম্য বন উপবনে, ও ভীমসৌন্দর্য্যশালী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে লইয়া যাইত। তাঁহাদের প্রাণে এই বৃত্তি জাগ্রত ছিল বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মেতে এত উন্নত হইয়া "গুহায়াম্ নিহিতং ধর্ম্মস্য সত্যং" আবিষ্কার পূর্ব্বক মানব জাতিকে তাহা দান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে সে সৌন্দর্য্যলিপ্সা আর নাই।

সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিলেই মলিনতার প্রতি ঘৃণা হইবে। পাপ আত্মার মলিনতা। উহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলেই ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। ইহা একটী আধ্যাত্মিক সত্য। যাহাতে এই সৌন্দর্য্যবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহা প্রত্যেক মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

২। সকল জাতিই কোন না কোন কুসংস্কারের বশীভূত। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকার রোমীয় সমাজও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। একটী রোমীয় কুসংস্কার বর্ণনা করা যাইতেছে।

লুপারকেলীয়া উৎসব,—

রোমীয় পেলাটাইন্ পর্ব্বতে লুপর্কেল নামক একটী গহ্বর ছিল। উহা লুপর্কাস্ নামক উর্ব্বরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাঁর অন্য নাম প্যান (Pan)। ঐ স্থানে এই দেবতার সম্মানার্থে প্রত্যেক বৎসর

ফেব্রুয়ারি মাসে একটী উৎসব হইত। এই লুপারকেলীয়া উৎসবের দিবস নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের পুত্রগণ বিবস্ত্র হইয়া নগরের পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইত ও হস্তস্থিত সলোম চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহাকেই প্রহার করিত। বহুসংখ্যক রমণী ঐ পথে যাইয়া কর প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাকিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যে ঐরূপ হস্তে চর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইবে, সে অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে সুখপ্রসব লাভ করিবে, এবং যে বন্ধ্যা থাকিবে, সে আঘাত পাইবামাত্র বন্ধ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইবে!!

---:o:---

দুগ্ধের নল।

পাঠিকারা জলের নল, গ্যাসের নল, প্রভৃতি অনেক নল দেখিয়াছেন ও অনেক নলের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুগ্ধের নলের বিষয় কেহ কি অবগত আছেন? সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে মিডল টাউন নগরে একটী কারখানা খুলিয়াছে, উদ্দেশ্য নলের দ্বারা নগরে নগরে ঘরে ঘরে দুগ্ধ যোগান। প্রথমে যখন এই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করা হয়, তখন যে শুনিয়াছিল সেই অসম্ভব বোধে প্রস্তাবকারীদিগকে উপহাস করিয়াছিল। "দুগ্ধ প্রবাহিত দেশ" কেবল কবিরই কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু আজ আমরা উহার সমূলক অস্তিত্ব অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমরা যে সময়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি—ইহা বৈজ্ঞানিক কাল। বাষ্পযান, বিদ্যুৎশক্তি, শিল্পযন্ত্র এ সময়ের নিয়ন্তা। এমন কার্য্য নাই যাহা এই সকল শক্তি ও উপাদান দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতেছে। সুতরাং নল দ্বারা দুগ্ধ যোগান আশ্চর্য্য নহে। তবে সাধারণে নলে দুগ্ধ যোগান যেরূপ মনে করেন, ইহা ঠিক সেরূপ নহে। জলের ন্যায় নলে দুগ্ধ প্রবাহিত হইলে দুগ্ধ বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ বিকৃত হইলে তদ্দ্বারা মহান্ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। বাস্তবিক ইহা দুগ্ধবাহী জলেরই নল। টিনের বড় বড় চোঙ্গা দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া নলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং জলের বেগে ভাসমান হইয়া গৃহে গৃহে প্রয়োজন মত বিতরিত হইবে। প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বিতরিত হইতে পারিবে। লোক রাখিয়া বিতরণ করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কার্য্য সমাধা হইবে। নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ গোয়াল সকল অনেক দূরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে, সুতরাং বিশুদ্ধ দুগ্ধ সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই। গোয়ালা এক

গুণ বিকৃত করিলে বাহকেরা তাহার দ্বিগুণ—কোথাও বা চতুর্গুণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কারখানা হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বদ্ধটিনপাত্র করিয়া নলদ্বারা বিতরিত হইলে তাহা আর বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রোথিত নগর।

হণ্ডুরাস অন্তঃপাতী ওলাঞ্চ প্রদেশে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা পারটুক নদের মোহনা হইতে একশত পচিঁশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নদের উপকূল দিয়াই তথায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাইবার অন্য পথ নাই। এই প্রদেশে পিয়াস জাতীয় (আমেরিকান) ইণ্ডিয়ানদিগের বাস। ইহারা এই বিধ্বস্ত নগরের কোন সংবাদই বলিতে পারে না। নিবিড় বনপাদপের কিছু নিম্নেই ধ্বংসাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদূর খনন করা হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নগরীটী দীর্ঘে প্রায় ক্রোশ পরিমিত বিস্তৃত ছিল। সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। একস্থানে একটী বৃহৎ লোহার কারখানার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে বহুবিধ ভাস্কর কার্য্যেরও নিদর্শন দৃষ্ট হয়। শুভ্র গ্রানাইট প্রস্তরের অনেক প্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধুনা হণ্ডুরাস প্রদেশে এরূপ প্রস্তর আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অন্যস্থানহইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রস্তরের টাবলেট, তেপায়া বৃহৎ বাটী এবং রাশি রাশি খোদিত শিল্পময় পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাত্রসকল অপূর্ব্ব কৌশলে অদ্ভুতরূপে নির্ম্মিত ও বিচিত্ররূপে চিত্রিত। কোনটিতে সর্প, কোনটিতে কচ্ছপ ও কোনটিতে ব্যাঘ্রের মস্তক অঙ্কিত এবং কোন কোনটিতে অসভ্য নরমূর্ত্তি সকল খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ, জে, মিলার নামে একব্যক্তি হণ্ডুরাস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনেক স্থান খনন করিয়া অপূর্ব্ব বস্তু সকল আবিষ্কার করিতেছেন। সমস্ত আবিষ্কার হইলে সটীক বিবরণ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকা পূর্ব্বে যে একটী মহান্ সমৃদ্ধিশালী সভ্যদেশ ছিল, এই সকল ধ্বংসাবশেষই তাহার পরিচায়ক।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

১। চীন জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পারিস নগরের একটি পুস্তকাগারে চীনদেশীয় কোন জ্যোতির্ব্বিদের কৃত নক্ষত্র জগতের একটী মানচিত্র সংরক্ষিত আছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে উহা খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত করা হয়। উহাতে ১৪৬০ টী নক্ষত্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এই মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য।

২। গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন প্রধানতঃ অতীব আবশ্যক। ইউরোপীয় ও মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন জন্য অহরহ ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় লিক্ নামক স্থানের মানমন্দিরে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রক্ষিত আছে, তাহা এতদূর সংস্কৃত করা হইয়াছে যে উহার সাহায্যে দৃষ্টি করিলে দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দুই হাজার গুণ বর্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হইবে।

৩। অদ্যাবধি পৃথিবীতে যতগুলি খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী পোরিয়র নামক স্থানের কয়লার খনি সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। উহার গভীরতা চারি হাজার ফুট।

৪। সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টকহলম নগরে দীর্ঘতম দিবস সাড়ে আঠার ঘণ্টা, লণ্ডন নগরে সাড়ে ষোল ঘণ্টা, সেণ্টপিটার্সবর্গে সতের ঘণ্টা, নিউইয়র্ক নগরে পনের ঘণ্টা, ফিণলণ্ডের অন্তঃপাতী টোর্ণিয়া নগরে বাইশ ঘণ্টা, স্পিটস্ বারজেনে সাড়ে তিন মাস, এবং নরওয়ের অন্তঃপাতী ওয়ার্ডবরি নগরে দুই মাস এক দিন।

৪। আমেরিকায় টেলিফোন্ যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একশত দুইশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া টেলিফোন্ সংযোগে কথা বার্ত্তা করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট টেলিফোন যন্ত্র অনেক গুলি প্রস্তুত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত একটি টেলিফোন্ যন্ত্র আছে তাহার সাহায্যে নিউইয়র্ক নগরের লোক চিকাগো নগরবাসী লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারে। নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো নগর পাঁচ শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৬। ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে এডার নামক এক জাতীয় সর্প আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে এই জাতীয় সর্পগণ বিপদের সময় শিশু সর্প গুলিকে গলাধঃকরণ করিয়া স্বীয় উদরে

রক্ষা করে। এক জন বিজ্ঞানবিৎ বনে উপস্থিত হইয়া সহসা একটী এডার্ সর্প ও তাহার পাঁচ ছয়টী ছানা দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন সর্পটী ভীত হইয়া পলায়ন না করিয়া মুখ ব্যাদান করিল—ক্রমে ক্রমে ছানাগুলি তাহার উদরে প্রবেশ করিল। সে সে স্থান হইতে দূরে গমন করিল এবং কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক ছানা গুলিকে উদর হইতে বাহির করিয়া সকলে মিলিয়া এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

বেথুন কলেজে রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

এখন একটী কথা বলিতে বাকী আছে—যে সকল ছাত্রী পারিতোষিক লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাহাদিগের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি এই কৃতকার্য্যতা স্মরণ করিয়া তোমরা পাঠের অভ্যাস জীবনে রক্ষা করিবে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরেও আপনাদিগের মনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। তোমরা নিশ্চয় জানিবে এরূপ করিলে যে শিক্ষা এখানে লাভ করিয়াছ তদ্দ্বারা তোমাদের জীবন আরও উজ্জ্বল ও কার্য্যক্ষম হইবে। ইহাদ্বারা তোমরা নিজে অধিকতর সুখী হইবে এবং অন্যের সুখ সাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে। তোমরা ভগিনীদিগকে এরূপ সদৃষ্টান্ত দেখাইবে যে প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক তোমাদের অনুবর্ত্তী হইবে, ইহার ফল তোমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।

যে নূতন অট্টালিকা প্রতিষ্ঠায় আমি অগ্রসর হইতেছি, ইহা স্কুলের ছাত্রীগণের বাসস্থান হইবে। ইহাতে ৬০।৭০টী বালিকার সমাবেশ হইতে পারে এবং আমি আশা করি ইহা যথাসময়ে পূর্ণ হইবে। ইহার নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উদারতা সহকারে তাহার এক অংশ দিয়াছেন, অপর অংশ বেথুন স্কুলের স্থাপয়িতা বেথুন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা তাঁহার স্মরণোপযুক্ত কার্য্য আর কি হইতে পারে?

লেডী লান্সডাউন এবং আমি অদ্য অপরাহ্ণে এখানে আসিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

চোখ ওঠার ঔষধ। *

এই ঔষধের দ্বারা আমরা অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছি। ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতেছি। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকা-দের মধ্যে অনেকেই বেহার প্রদেশে বাস করেন, এই চৈত্র বৈশাখ মাসে কি প্রকার চোখ উঠিতে আরম্ভ হয়, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। এ সময় বালক বালিকা লইয়া বড় কষ্ট পাইতে হয়। বালক বালিকা কেন, অনেককেই এ যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। চোখ ওঠার যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যাঁহার একবার হইয়াছে, তিনিই জানেন।

আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, যখন আমরা গয়া সবডিবিজনে ছিলাম, তখন আমার কন্যার চোখ ওঠে, তাকে লইয়া বড় কষ্ট পাই, সেই সময় এই ঔষধ শিখি, সামান্য ঔষধের দ্বারা যে কত যন্ত্রণাদায়ক রোগ আরোগ্য হইতেছে, কয় জন জানেন?

ইদানীন্তন কালে অনেক ভাল ভাল টোটকা ঔষধ লোপ পাইয়া যাইতেছে, সেই জন্য যাঁর যা টোটকা ঔষধ জানা আছে, তাহা প্রকাশ করা উচিত। মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর—কখন আছে কখন নাই, শীঘ্র প্রকাশ করাই ভাল। যদি প্রেরিত ঔষধ দ্বারা এক জনেরও কষ্ট নিবারণ হয় লেখা সার্থক জ্ঞান করিব।

কাজল।

ফটকিরি ৪ রতি আর লোধছাল ২রতি পুড়াইয়া লইবে, পরে কাজল লতার উপর উত্তমরূপে ঘসিবে, পরে সর্ষপতৈল দিয়া মাড়িবে, মাড়িয়া সর্ষপ তৈলের প্রদীপে যেমন কাজল পাড়ান হয়, সেই প্রকারে পাড়াইবে, খুব চটচটে হইলে রাখিয়া দিবে। যখন কাজল পরাইবে, তখন প্রদীপে গরম করিয়া পরাইবে।

প্রলেপ।

আফিম	৪ রতি
চা খাড়	২ রতি
মুড়হলুদ	॥ তোলা
মুসব্বর	১ তোলা
হরীতকী	১ টা
তেঁতুল পাতার রস	১॥ ছটাক

এই কয়টী দ্রব্য একত্র করিয়া বেশ করিয়া বাটিবে, পরে খুব পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। লোহার পাত্রে করিয়া ফুটাইবে। যখন চটচটে হইবে, তখন রাখিয়া দিবে। যখন লাগাইবে, তখন ঈষৎ জল দিয়া গরম গরম লাগা-ইবে। উপরে এই প্রলেপ ও ভিতরে উক্ত কাজল দিলে আশ্চর্য্য উপকার লাভ হইবে। যেমন ইচ্ছা চোক ওঠা হইলেও আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের হইলে বেশীদিন লাগাইবে। যদি ইহাতে কোন ফল হয়, তাহাহইলে দুএকটী ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

* সীতামারীস্থ কোন সহৃদয়া পাঠিকার প্রেরিত।

নূতন সংবাদ।

১। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ীর মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

২। কাবুলের আমিরের প্রধানা মহিষী সম্প্রতি কতকগুলি সহচরী ও রক্ষিবর্গে বেষ্টিত হইয়া বিলাতী বিবির পোষাক পরিয়া অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে অবশ্য নীল সাটিনের অবগুণ্ঠন ছিল। কাবুলে ইহা নূতন ব্যাপার।

৩। ইংলণ্ডের শবদাহ সভার রিপোর্টে জানা যায় গত বৎসরের মধ্যে ৫০টী ইংরাজের গোরের পরিবর্ত্তে অগ্নি-সংস্কার হইয়াছে। ইংরাজদের মধ্যে বড় বড় লোকে দাহপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতেছেন। বেডফোর্ডের ডিউক এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার নিজের দেহও সম্প্রতি অগ্নিসাৎ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শ্মশান ভূমির নাম সেণ্ট জন সরি।

৪। গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব কতকগুলি বড় বড় সাহেব ও ৪৭০ গুরখা সৈন্য লইয়া মণিপুরের বিদ্রোহী যুবরাজকে বন্দী করিতে গিয়া সঙ্গিগণসহ স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। গুরখা সৈন্য অধিকতর সংখ্যক মণিপুরী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিয়াছে। মণিপুরীদিগের দমনার্থ ইংরাজ সৈন্য চারিদিক্ হইতে চলিয়াছে।

৫। কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ১০টী ছাত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র প্রথম হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সীতা—বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ প্রণীত, মুল্য ১ টাকা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবি-গুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গালা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এজন্য অনুরোধ করা বাহুল্য মাত্র।

২। সতীসংবাদ—শ্রীমতী হরিবালা দেবী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে দক্ষের কন্যা সতী ও হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর বৃত্তান্ত কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা, তাঁহার পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়ন প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। পুস্তকের শেষে কয়েকটী নমুনা সুন্দর কবিতা আছে।

বামারচনা।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

দুইটী পথ দুই দিক হইতে আসিয়া একই স্থানে একত্রিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী পথিক আসিয়া দাঁড়াইল। একে সে স্থান অপরিচিত, তাহাতে ঘোর অন্ধকার-রাত্রি সন্নিকট, পথ জনমানব-শূন্য, নিকটে লোকালয় নাই, পথিক কোন্ দিকে যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। এমন সময় সেই দুই পথ দিয়া দুইটী রমণীমূর্ত্তি পথিক যে স্থলে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বামের পথ দিয়া যে রমণী আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে বহুমূল্য সাটী, এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। কিন্তু তিনি চঞ্চলা, লজ্জা-হীনা ও যৌবনের গৌরবে অযথা অহঙ্কৃতা। তাঁহার নাম প্রেয়। অপরা রমণী শান্ত, লজ্জাশীলা, বিনম্রমুখী। পরিধেয় বসনের বিশেষ কিছু চাক্‌চিক্য নাই, কিন্তু তাঁহার পবিত্র বদনে যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাসিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রেয়ঃ।

প্রথমা রমণী প্রেয় হাসিতে হাসিতে পথিককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক! তুমি পথ ভুলিয়াছ? আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে এক সুখের রাজ্যে লইয়া যাইব। সেখানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই কেবল আমোদ। সেখানে দেখিবে কত বিলাস সামগ্রী রহিয়াছে. তুমি সেই খানে চল, সুখে থাকিবে! সাবধান! শ্রেয়ঃ যেখানে যাইতে বলে সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে, অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অতএব চল, আমি তোমাকে লইয়া যাই।" প্রথমার কথা শেষ হইল। দ্বিতীয়া রমণী ধীরে ধীরে বিনম্রবচনে পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পথিক! তুমি অজানিত স্থানে আসিয়া পথ হারাইয়াছ, তুমি কোন্ পথে যাইবে ঠিক পাইতেছ না। যে স্থানে দাঁড়াইয়াছ, ইহা পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থল। পথভ্রান্ত মানব এই খানে আসিয়া দিশাহারা হয়। বুঝিতে পারে না কোন্ পথে গেলে তাহার মঙ্গল হইবে। দুর্ব্বল মানব আপাতমনোহর পথ দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হয়, বিলাসের পাপ পঙ্কিল হ্রদে ডুবিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়—অনুতাপ অনলে চিরদিনের জন্য দগ্ধ হইতে থাকে। আমার পথ কুসুমাবৃত নহে। সে রাজ্যে যাইতে হইলে আপাততঃ কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে রাজ্যে যে একবার যায়, তাহার আর

জরা নাই, মৃত্যু নাই, কেবলই আনন্দ! যদি সেই দেববাঞ্ছিত আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, আইস আমি তোমাকে অতি সাবধানে সেখানে লইয়া যাইতেছি।"

পথিক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিল; তাঁহার বিবেক যেন তাহাকে বলিতে লাগিল "যাও, শ্রেয়ঃ যে পথে আসিয়াছে, সেই পথে যাও। আপাতমনোরম পথ দেখিয়া ভুলিও না!" বিবেক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান পথিক আপাতলভ্য সুখের আশা ছাড়িতে পারিল না। পথিক তখন লালসার বশবর্ত্তী হইয়াছে। স্বর্গরাজ্যের কল্পনা এখন তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে। সেই কল্পনাময় আপাতমনোহর রাজ্যের চিন্তায় সে দেহ, মন সমর্পিত হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য হইতে ঈশ্বরের সেবিকা পথহারা পথিককে আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পথিক জীবন সংগ্রামে পাপের জালেই জড়াইয়া গিয়াছে, স্বর্গের আহ্বানে সে সুখী হইল না। পথিক স্বর্গরাজ্যে যাইতে চাহিল না, প্রেয় যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই পথেই চলিল। অনতিবিলম্বে তাহার বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভয়াবহ প্রথম দিনে পথিক সেই নরক রাজ্যের পাপ-পঙ্কিল পূতিগন্ধের ঘ্রাণগ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয় টলিল, সে ভাব স্থায়ী হইল না। দুর্দ্দমনীয় লালসা পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। পথিক পুনরায় বিহ্বল হইলেন। পথিকের হৃদয়ে আর বিবেক নাই, বিচার শক্তি নাই, উন্মত্তের ন্যায় এখন লালসার সেবা করিতে ব্যতিব্যস্ত। পাপ পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আমাদের সেই পরিচিত পথিক এখন অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত।

পথিকের জীবন নাট্যের অভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বার্দ্ধক্যের সহচর দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা প্রভৃতি তাহার শরীর আশ্রয় করিয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বিক্রম নাই, ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তথাপি ক্রমাগত পৈশাচিক অভিনয়ে সে হৃদয় কঠোর হইতেও কঠোরতর আকার ধারণ করিয়াছে, বিবেক সে হৃদয়ে আর নাই। পাপের সেবক এখনও ভাবে নাই, জীবনলীলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন এ সংসারে থাকিতে হইবে না। ক্রমে "শেষের সে দিন" আসিয়া উপস্থিত। আমাদের সেই পথিক মৃত্যুশয্যায় শয়ান, শিয়রে সাক্ষাৎ যম আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঠোরহৃদয় যম পথিকের কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও শুনিল না। ভগবানের রাজ্যে পাপীর শাস্তি দিবার জন্য সে নিযুক্ত, পথিকের প্রার্থনা সে শুনিবে কেন? হতভাগ্য পথিক চারিদিক্

অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এত কাল সে যে উন্মত্তের মত পাপের সেবা করিয়াছে, সে জন্য আজ অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনুতাপের যন্ত্রণা পাপীই কেবল উপলব্ধি করিতে পারে! অনুতাপরূপ অনল পথিকের হৃদয়ে যেন শত তুষানল জ্বালিয়া দিল। অনেক দিন পরে আজ শ্রেয়ঃকে মনে পড়িল। স্বর্গের প্রেরিত, সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী দেবীর আহ্বান অবহেলা করিয়াছে ভাবিয়া সে দগ্ধ হইতে লাগিল। শ্রেয়ঃ তাহাকে সুমিষ্ট বচনে যে সৎ পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা দিয়াছিলেন, আজ পথিকের তাহাই মনে পড়িয়া নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আজ প্রেয় পলায়ন করিয়াছে—সংসারের সকল সুখ সম্পদ তাহাকে নির্ম্মমের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে। পথিক সকল বুঝিল। জীবনের শেষদিনে সাক্ষাৎ যম সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এমন্ সময় একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। পথিকের সে কাতর কণ্ঠের দয়া ভিক্ষা আজ বড়ই মর্ম্মভেদী। পথিকের হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদকরিয়া যে কাতর প্রার্থনা হইতেছিল, তাহাতে দয়াময় পিতা কি স্থির থাকিতে পারেন? আজ্ পাপী পথিকের সে কাতর প্রার্থনায় স্বর্গের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। বহুদিন পরে আজ্ পথিক আবার একবার শ্রেয়ঃকে সম্মুখে দেখিল। দেখিল—সে মূর্ত্তি যেন করুণাময়ী। সে পবিত্র কমনীয় শান্তোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া পথিকের পাপদগ্ধ প্রাণ শীতল হইল, যমভয় দূরে পলাইল। শ্রেয়ঃ পথিককে বলিতে লাগিলেন "বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পাপপঙ্কে ডুবিলে। তখন বুঝিতে পার নাই যে তোমার এ দশা ঘটিবে। যাহাহউক তুমি কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে যে দয়া ভিক্ষা করিয়াছ, সর্ব্বান্তর্যামী তিনি তাহা শুনিয়া তোমাকে দয়া করিয়াছেন। আইস, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চল, সেখানে যাই যেথানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, তাপ নাই, সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজমান।"

সেই মুহূর্ত্তে পথিকের নরক ভয় দূরে পলাইল, হৃদয়ে অপার শান্তি পাইল। তখন হাসিতে হাসিতে পাপ-পূতিগন্ধময় রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গ রাজ্যে পিতার কাছে চলিয়া গেল।

সরোজিনী রায়।

—:○:—

১২৯৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।

৩। নীতি, ধর্ম্ম ও নৈতিক উপন্যাস।

৪। ইতিহাস ও দেশাচার।

৫। জীবন চরিত ও আখ্যায়িকা।

৬। বিজ্ঞান।

প্রাণিতত্ত্ব।

৮। পদ্য।